পশ্চিমবাংলা

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১|১৭৮

Paschim Bangla.
Edited by
Kamal Choudhury.

Pictures and Photographs of Paschim Bangla.
by Courtesy of
Sukumar Roy.

Jacket Design and Lay-out.
by Parimal Choudhury.

Photographs on the front & back Cover.
by Arun Mukherjee.

Tear-sheets inside of this Souvenir of Sri Arobinda and Sri Ma.
by Courtesy of
Sm. Kanika Kundu
Cover Mart
12/13, Patwar Bagan Lane,
Calcutta-9.

Art Plate, Cover Engraved and Printed by.
Bengal Phototype Co.
46/1, Raja Rammohon Sarani.
Calcutta-700009.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 55396
Shri ... Ashram
BANARAS

LIBRARY
No. 55396
... Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

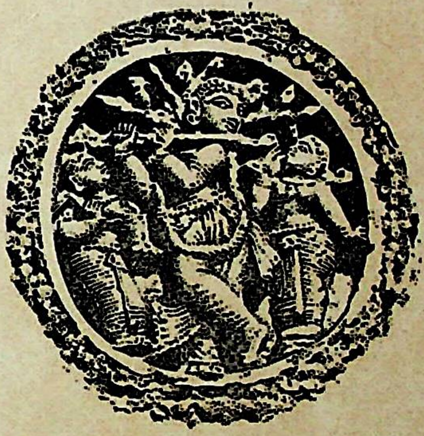

পশ্চিমবাঙলা

শ্রীশ্রী৺কালীপূজা স্মারক গ্রন্থ

নব যুবক সঙ্ঘ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশ্চিমবাঙলা

LIBRARY
No.
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

তথ্য সংগ্রহ/গ্রন্থনা

কমল চৌধুরী

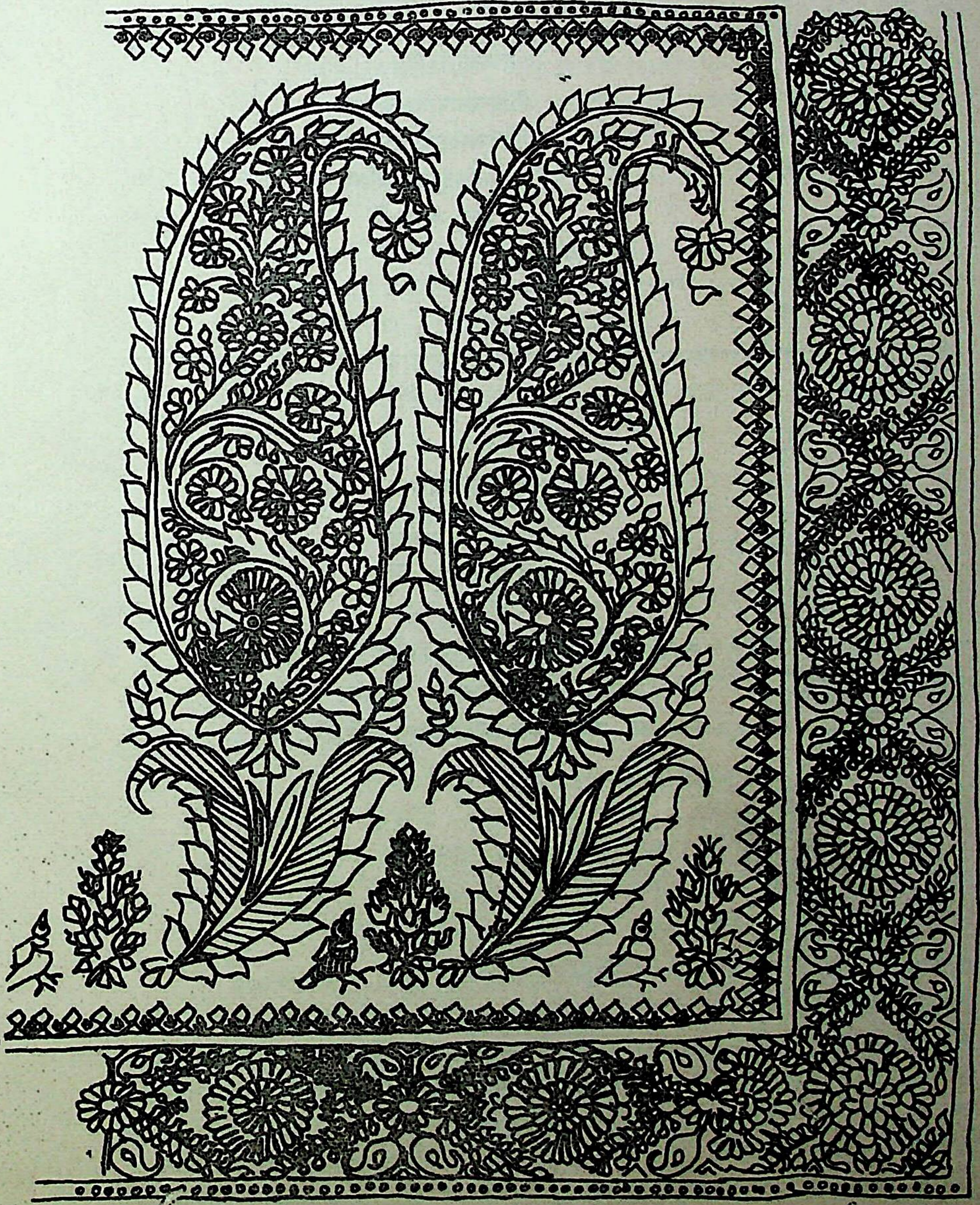

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ পরিকল্পনা
অঙ্গসজ্জা
শ্রীপরিমল চৌধুরী

সহযোগিতায়
শ্রীবিশ্বনাথ বসাক
" বিজয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী
" শিশিরকুমার মল্লিক
" অনু ব্যানার্জী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
অমৃত সাপ্তাহিক পত্রিকা
এবং
সর্বশ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত, তিনকড়ি বারিক, বিশ্বনাথ বসাক, সন্ধ্যা চৌধুরী, অজিত পুততুণ্ড, নীলরতন দত্ত, নারায়ণ-রতন দত্ত, সুভাষ মৈত্র এবং পরিমল চৌধুরী।

এই স্মারকগ্রন্থ বিক্রয়ের জন্য নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ১১/১৭৮
[illegible] Ashram
BENARAS

এদেশের মাটি আমাদের মা। এদেশের মহান কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আমাদের। আমরা ভালবাসি আমাদের প্রকৃতিদত্ত সম্পদ। আমরা ভুলতে পারি না সোনার বাঙলাকে।

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥"

স্নিগ্ধ ভালবাসার স্বদেশভূমিতে দাঁড়িয়ে, পরাধীনতার যন্ত্রণা আমরা অনুভব করেছি। আমরা উপলব্ধি করেছি মানবাত্মার অপমান। বিবেকহীন বিদেশীর শোষণের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ-কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল ঃ

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?"

বাঙলার হৃদয়, বাঙালীর বিবেক সম্ভবত বিশ্বে অতুলনীয়। এখানে বিশ্বপ্রেমের বন্যার প্রবাহ। এখানেই মানবতার মহান স্বীকৃতি।

আমরা ভুলতে পারি না, এদেশের অমল স্রোতধারা, লোককথা, ইতিহাস পুরাণ। এক মহান চিত্রকর নিপুণ হাতে সৃষ্টি করেছেন রূপসী বাঙলা। এখানে জন্মে তাই মনে হয়—

"আবার যদি ইচ্ছা করো,
আবার আসি ফিরে
দুঃখসুখের ঢেউ খেলানো
এই সাগরের তীরে॥" (রবীন্দ্রনাথ)

অথবা,

"আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়ত মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে।" (জীবনানন্দ)

আমাদের প্রতিদিনের অস্তিত্বের মধ্যেই স্বদেশের মহান অনুভব।

শ্রাবণের ধারাজলে বৃষ্টি যেন মড়কের দুর্ভিক্ষের দেশে
লোক চলে, হাতেহাত, নিশানে নিশান,
গানে গান, কোলাকুলি, সেলামে হাসিতে
ট্রামে বাসে ট্রাকে ট্রাকে সৌজন্য অশেষ
হে আশ্চর্য শহর আমার এ আমার মৃত্যুঞ্জয় দেশ।" (বিষ্ণু দে)

বাঙালীর আছে একটা নিজস্বতা; বঙ্গভূমির কাছে লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। অপরকে অস্বীকার না করে আত্মকরণের মধ্য দিয়ে বাঙালী অর্জন করেছে অতুলনীয় চরিত্রধর্ম। রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত বাঙালী তিলতিল করে গড়ে তুলেছে ভারতের নতুন জাতীয় জীবন। সমাজ ও ধর্মের বন্ধনকে ছিন্ন করে বাঙলা চিরদিন স্বাধীন পথ অন্বেষণ করে চলেছে। সামাজিকতার ভেদাভেদ, সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত নিশ্বাস, প্রবঞ্চনার হাতিয়ারকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলেছে মৃত্যুঞ্জয়ী বাঙলা। বাঙলা স্থবির নয়, চলমান। প্রবহমানতার গতিপথে নবীনের জয়যাত্রাকে স্বীকার করে চলেছে অবিশ্রাম। আমাদের দেশের জল, মাটি, হাওয়া নির্মল থাকুক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চির সজীবতার অম্লান স্রোত প্রবাহিত হোক। আমার মাটির মায়ের উদ্দেশ্যে কবির অসীম প্রেমানুভূতি:

ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা ॥
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ওই শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা ॥ (রবীন্দ্রনাথ)

বাঙলার রূপ বদলেছে, মানচিত্রে সে আ শীর্ণকায়া। কিন্তু বাঙালী এক থেকে গেছে অতীতের মতই। আমাদের কাছে মায়ের অপরূপ মূর্তি চির অম্লান। এই শ্যামল মাটির বুকে আমাদের সার্থক জনম, যতই থাকুক বেদনার অনুভব।

তোমার কাছেই আসতে পারি
জ্বললে আগুন,
তোমার ডালে পাতা বোনার শব্দ শুনি
ফুটলে কুসুম,
তোমার কোলে মুখ রাখলে বাজনা বাজে
দশ দেয়ালে,
কপোলতলে দীর্ঘায়ু হয় আমার জীবন: (শান্তনু দাস)

বিভক্ত বাঙলার পশ্চিম ভাগকে নিয়েই বর্তমান স্মারক গ্রন্থ। দীর্ঘ পরিশ্রমে সংগৃহীত উপাদানকে কয়েকটি পরিচ্ছেদে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাতৃভূমির পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞতা দূর করতেই এই স্মারক গ্রন্থের পরিকল্পনা। এটি কোন মৌলিক বা গবেষণা গ্রন্থ নয়। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে উপাদান। ব্যবহৃত গ্রন্থের গ্রন্থকারদের নাম ও পত্রপত্রিকার একটি তালিকা দেওয়া হল। এসব ছাড়াও কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ ব্যবহার করেছি। বহু পরিচিত ব্যক্তি নানাভাবে উপাদান সংগ্রহে সাহায্য করেছেন। তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। নবযুবক সংঘের সদস্যরা এবারও আমাকে স্মারক গ্রন্থ সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়েছেন, কতখানি তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ সম্ভব হয়েছে, তা আমি বলতে পারি না। পশ্চিম বাঙলার সম্পর্কে এই স্মারকগ্রন্থ প্রকাশে অন্যতম উদ্যোগী শ্রীপরিমল চৌধুরী। তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক স্নেহ-ভালবাসা লিখিত ভাবে প্রকাশ করা অবান্তর।

নমস্কারান্তে—
কমল চৌধুরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১।১৭৮

বিপিনচন্দ্র পাল

জগতের বিভিন্ন সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার যেমন একটা বিশেষত্ব আছে, ভারতের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে বাংলার সভ্যতা ও সাধনার সেইরূপ একটা বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বই বাঙালীকে ভারতের অপরাপর জাতি হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে; ইহাই বাঙালীর বাঙালীত্ব। বাংলার ইতিহাসে, বাংলার ধর্মে, বাংলার সাহিত্যে ও শিল্পকলাতে, বাংলার সমাজ জীবনে—সকল বিষয়ে বাংলার ই বিশেষত্বটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বিশেষত্বটা আধুনিক—অতি পুরাতন। যতদিন বাঙালী সৃষ্ট হইয়াছে ততদিন এই বিশেষত্ব তিলেতিলে ফুটিয়াছে। এই বিশেষত্বকে রক্ষা করিয়া এই বিশেষত্বের মধ্যে যাহা সার্ব্বজনীন তাহাকে বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়া তাহার দ্বারা ভারতের সাধারণ সাধনা ও জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টি সাধন করাই বর্তমান যুগে বাংলার প্রধান কর্তব্য। বাংলা পাঞ্জাব বা মাদ্রাজ, গুজরাট বা অন্ধ্র নহে বলিয়াই বিচিত্র ভারতীয় সাধনাতে তাহার একটা বিশেষ স্থান আছে। এই স্থান ভ্রষ্ট হইলে ভারতবর্ষকে বাংলার কিছু দিবার থাকিবে না, আর যাহার বিশ্বে কিছু দিবার থাকে না, সে প্রাচীনের স্মৃতি-চিহ্ন রূপে পড়িয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার বাঁচিবার অধিকার থাকে না। বাঙালী যদি বাংলাকে ভুলিয়া যায় তাহা হইল তাহারও আর জীবনের উপরে কোনও দাবী থাকিবে না। সে বাঁচিল কি মরিল, ইহাতে কি ভারতের কি জগতের কিছু আসিয়া যাইবে না। এই কথাটা আজ বাঙালীকে সকলের আগে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীঅরবিন্দ

বাঙালীর ক্ষিপ্রবুদ্ধি আছে, ভাবের ক্যাপাসিটি আছে, ইনটিউশন আছে; এইসব গুণে সে ভারতে শ্রেষ্ঠ। এই সকল গুণই চাই, কিন্তু এগুলিই যথেষ্ট নহে। এর সঙ্গে যদি চিন্তার গভীরতা, ধীর শক্তি, বিরোচিত সাহস, দীর্ঘ পরিশ্রমের ক্ষমতা ও আনন্দ জোটে, তা হলে বাঙালী ভারতের কেন, জগতের নেতা হয়ে যাবে। কিন্তু বাঙালী তা চায় না, সহজে সারতে চায়; চিন্তা না করে জ্ঞান, পরিশ্রম না করে ফল, সহজ সাধনা করে সিদ্ধি। তার সম্বল আছে ভাবের উত্তেজনা, কিন্তু জ্ঞানশূন্য ভাবাতিশয্যই হচ্ছে এই রোগের লক্ষণ, তারপর অবসাদ তমোভাব। এদিকে দেশের ক্রমশ অবনতি; জীবনশক্তি হ্রাস হয়েছে; শেষে বাঙালী নিজের দেশে কি হয়েছে—খেতে পাচ্ছে না, পরবার কাপড় পাচ্ছে না, চারিদিকে হাহাকার, ধনদৌলত, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমি, চাষ, পর্যন্ত পরের হাতে যেতে আরম্ভ কচ্ছে। শক্তি গঠনা ছেড়ে দিয়েছি, শক্তিও আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। প্রেমের সাধনা করি, কিন্তু যেখানে জ্ঞান ও শক্তি নাই (সেখানে) প্রেমও থাকে না, সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা আসে ক্ষুদ্র সংকীর্ণ মনে, প্রাণে হৃদয়ে প্রেমের স্থান নাই। প্রেম কোথায় বঙ্গদেশে? যত ঝগড়া, মনোমালিন্য ঈর্ষা, ঘৃণা, দলাদলি এদেশে আছে, ভেদক্লিষ্ট ভারতে,, ও আর কোথাও তত নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
Shri Shri Ashram
BANARAS

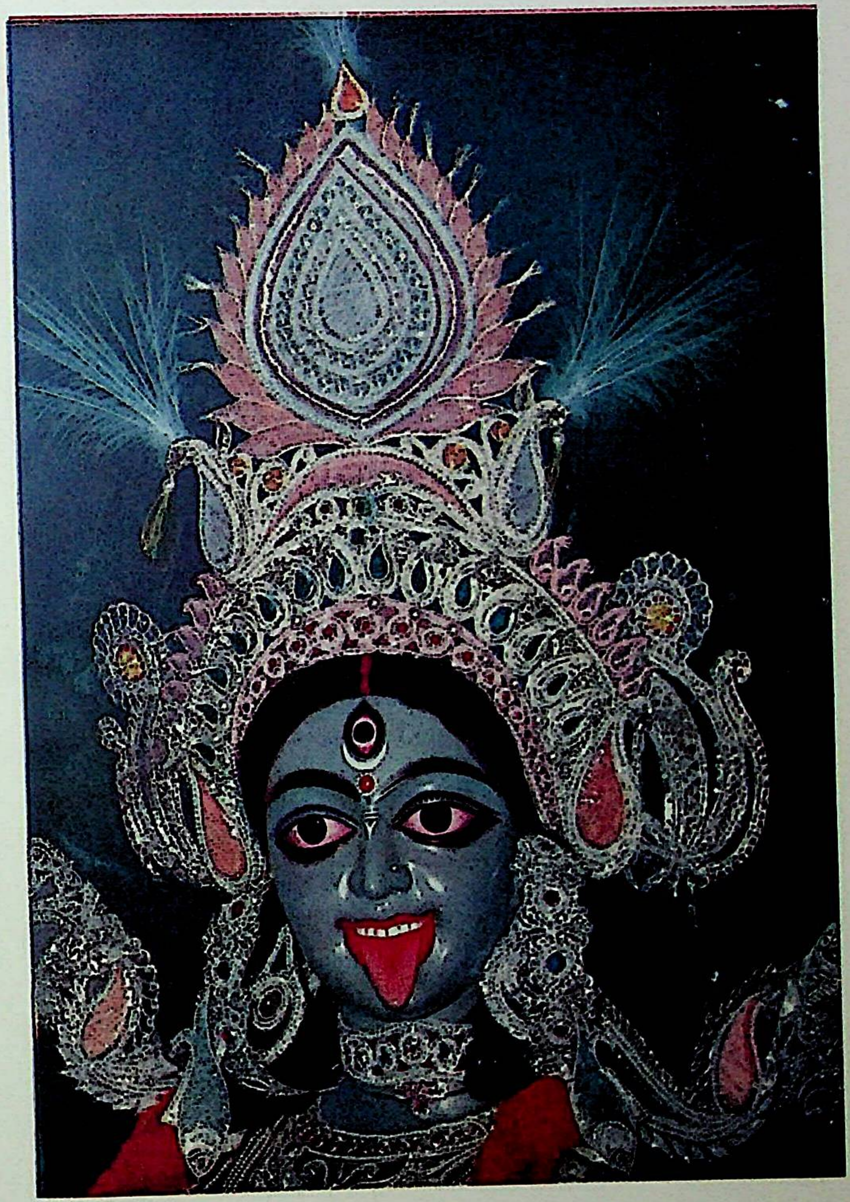

আমাদের প্রতিমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুভাষচন্দ্র বসু

আমি এ-কথা সম্পূর্ণ মানি যে, প্রত্যেকেরই নিজের ক্ষমতায় পূর্ণ বিকাশ করবার চেষ্টা করতে হবে। নিজের মধ্যে যা সর্বোৎকৃষ্ট, তার দানই হচ্ছে প্রকৃত সেবা। আমাদের অন্তর প্রকৃতি, আমাদের স্বধর্ম যখন সার্থকতা লাভ করে, তখনই আমরা যথার্থ সেবার অধিকারী হই। এর্মাসনের কথায় বলতে গেলে, নিজের ভিতর থেকেই আমাদের গড়ে উঠতে হবে; তাতে আমরা সকলেই যে এক পথের পথিক হব এমন কোন কথা নেই, যদিও একই আদর্শ হয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। শিল্পীর সাধনা কর্মযোগীর সাধনা থেকে ভিন্ন, তপস্বীর যে সাধনা বিদ্যার্থীর সে সাধনা নয়, কিন্তু আমার মনে হয় এ সকলের আদর্শ প্রায় একই। গোলাকার ব্যক্তিকে চতুষ্কোণ গর্তের মধ্যে পুরতে আর যেই চাক না কেন, আমি কখনই চাইনে। নিজের প্রতি সত্য হলে বিশ্বমানবের প্রতি কেউ অসত্য হতে পারে না। তাই আত্মোন্নতি ও আত্মবিকাশের পথ নিজের প্রকৃতিই দেখিয়ে দেবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের শক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে নজেকে সার্থক করে তুলতে পারে, তাহলে অচিরেই সমগ্র জাতির নব-জীবন দেখা দেয়। সাধনার অবস্থায় হয়ত মানুষকে এমনভাবে জীবনযাপন করতে হয়, যাতে তাকে বাইরে থেকে স্বার্থপর বা আত্মসর্বস্ব মনে হতে পারে। কিন্তু সে অবস্থাতে মানুষ বিবেকবুদ্ধির দ্বারা চালিত হবে, বাইরের লোকের মতামতের দ্বারা নয়। সাধনার ফল যখন প্রকাশিত হবে, তখনই লোকে স্থায়ী বিচার করবে, সুতরাং আত্মবিকাশের সত্য পথ যদি অবলম্বন করা হয়ে থাকে, তাহলে লোকমত উপেক্ষা করা যেতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাদের সবার নামে বলি

মণীন্দ্র রায়

এতো খেলাঘর নয়
মাটিতে পুতুল গ'ড়ে আচমকা আবার
ভেঙে ফেলবে অবোধ উল্লাসে!
এ যে মানুষের মন,
এ যে কোটি-বংশাবলী চেতনার শিখা,
জ্বলবে যতক্ষণ আছে একটিও জীবন।

জরিপের ফিতে-মাপা নির্বিকার কয়েক মাইল
যা দেখ সে রাজস্বের সীমা।
আমাদেরই ঘাম রক্তপ্রেমের মন্দিরে
দেখ এক আশ্চর্য প্রতিমা!
আমরা রেখেছি তাকে স্মৃতি দিয়ে ঘিরে।

হয়তো কখনো পথে যেতে
আমরা পিছিয়ে পড়ি
রোগে অনাহারে শোকে বেঁচে থাকি নিঃসঙ্গের ঘরে
তবুও সর্বস্ব যদি যেতে বসে পাড় ভাঙা বানে,
মাঠের ধানের মতো, শিশুর আয়ুর মতো যা-কিছু আপন
আমরাই আগলে ধরি—
হাতে হাতে বেড়া বাঁধি, মাটি ঢালি, তুলি প্রতিরোধ
আমরা দুর্জয় স্বপ্ন গড়ি!

এ আলোয় চোখ মেলে দেখেছি যে সবুজ আকাশ,
দিগন্তের নীল গ্রাম, চষামাঠে তামাটে কৃষাণ;
শুনেছি বুকের পাশে সলজ্জ যে বধূর নিশ্বাস
ভোরের বাউল আর শান্তি-খোঁজা সন্ধ্যার আজান;
এ ধুলোয় জন্মে যতো পূর্ব পুরুষের স্পর্শ লাগে,
যত বীর রুক্ষ দিনে ভেঙে গেছে যন্ত্রণা-পাহাড়,
জীবনের তৃষ্ণা দিয়ে যতো কবি ভরেছে সংরাগে
তাদের সবার নামে বলি: মৃত্যু নেই এ বাঙলার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

ইতিহাসের ধারা ১

রূপ রেখা ২৫

জনবসতি, আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়, নদনদী, ভূপ্রকৃতি, খনিজদ্রব্য, মৃত্তিকা, জলবায়ু, কৃষিসম্পদ, খাদ্য, অরণ্য, শিল্পসম্ভার, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, জীবিকা, তাঁতশিল্প, সুন্দরবন।

মহানগরী কলকাতা ৬৭

প্রকৃতির মুখোমুখি ৮০

সাধারণ পাখি, শিকার পাখি, জীবজন্তু, গাছপালা ফুল ফল, মাছ।

মন্দির ৯২

মুাজিঅম ৯৮

হস্তশিল্প ১০৫

লোক-দেবতা ১০৯

দেবদেবী পালপার্বন মেলা ... ১১৪

ভ্রমণ ১৩১

জেলা পরিচিতি ১৪৪

পরিশিষ্ট :

ক। মেডিকেল কলেজ ... ১৪৮

খ। বিশদফাকর্মসূচি ... ১৫২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দেশকে পাওয়া বলতে বোঝায় তাকে তার পরিপূর্ণতার মধ্যে পাওয়া। দেশের যথার্থ স্বাধীনতা হচ্ছে তাই যাতে তার সমস্ত অবরুদ্ধ শক্তি মুক্তিলাভ করে।"

—রবীন্দ্রনাথ

যাঁদের গ্রন্থ ব্যবহৃত হয়েছে

রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ জানা, ফকিরনারায়ণ কর্মকার, প্রবোধকুমার মাইতি, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, চুনীলাল বসু, সুধীরকুমার মিত্র, অনুকূলচন্দ্র সেন, নারায়ণ চৌধুরী, পঞ্চানন রায়, বিমলচন্দ্র সিংহ, কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী, কপিল ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রলাল রায়, অজয় হোম, শচীন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণচন্দ্র চন্দ্র, তারকমোহন দাস, সালিম আলি ও লাইক ফতেহ আলি, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, সনৎকুমার মিত্র, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, তারাপদ সাঁতরা, পুলকেন্দু সিংহ, সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রভাসচন্দ্র সেন, দুলাল চৌধুরী, অশোক মিত্র, আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে।

পত্র-পত্রিকা ও সংকলন

কৌশিকী; অম্বিষ্ট; পশ্চিমবঙ্গ; Travel news; চব্বিশ পরগণা ও নদীয়ার স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ; শিল্পসরণিকা—নদীয়া; বীরভূমি; বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন: ১৩৮১ (কোচবিহার); কৃষ্ণনগর ও বর্ধমান পৌরসভার শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ; অন্য মনে; South Eastern Railway Magazine; West Bengal looks forward; Museums West Bengal; লোক সংস্কৃতি; আকাদমি ও ফোকলারের কয়েকটি পুস্তিকা; এসব ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No...... ১১।১৭৮
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

হিন্দু যুগে বঙ্গদেশ বা বাঙলা দেশ নামে কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চল পরিচিত ছিল নানান নামে। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশের পরিচিতি ছিল গোড়। গোড়ের সীমা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু মুসলমান যুগে পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত, বঙ্গ সমতট প্রভৃতি অঞ্চলকে বলা হত বাঙলা দেশ। আইন-ই আকবরীতে আবুল ফজল 'বঙ্গ' দেশের উল্লেখ করেছেন।

হিন্দুযুগে পরিচিত গোড়ের অন্তর্গত ছিল অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম—এই পাঁচটি জনপদ।

অঙ্গ: ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, ধানবাদ, মালদহ, বীরভূম ও বর্ধমানের অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত অঙ্গরাজ্যের রাজা লোমপদ ছিলেন রামায়ণ বর্ণিত রাজা দশরথের বন্ধু। রাজধানী চম্পানগরীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজা লোমপাদের প্রপৌত্র।

বঙ্গ: বর্তমানকালের দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ নিয়ে গঠিত ছিল বঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গকে বলা হত রাঢ়। উত্তরবঙ্গ ছিল পুণ্ড্রবর্ধন নামে পরিচিত; এই অঞ্চলটি পরবর্তীকালে পরিচিত হয় বরেন্দ্র নামে। এখানকার অধিবাসীরা বঙ্গজ, রাঢ়ী বা বারেন্দ্র নামে পরিচিত হয়। বর্তমান কাণ্ডনগর, নাটোর ও পাবনা ছিল বরেন্দ্রভূমের অন্তর্গত। অনেকের মতে বাঙলাদেশের এই অংশটিই প্রাচীনতম। লক্ষ্মণাবতী, মহাস্থান এবং পাণ্ডুয়া ছিল পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত। মহাভারতে আছে:

অঙ্গা বঙ্গ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্র সুহ্মশ্চতে সুতাঃ।
তেষা দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনাম কথিতা ভুবি॥
মহাভারত, আদি, ১০৪।৫০

বর্তমান বাঙলাদেশের অধিকাংশ স্থানই ছিল প্রাচীন বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। সুবর্ণগ্রাম, রামপাল, বিক্রমপুর, সাভার ও ঢাকা ছিল প্রাচীন বঙ্গভুক্ত। পাল যুগে বঙ্গ ছিল উত্তর ও দক্ষিণে বিভক্ত। সেন যুগে বিভক্ত ছিল বিক্রমপুর-ভাগ ও নাব্য এই দুটি ভাগে। বৈদিক যুগে বঙ্গের যে পরিচয় আছে পাঠান আমলে তার সীমা ছিল অস্থির। মোঘল আমলে বঙ্গ ও গোড় মিলে গঠিত হয় সুবে বাঙলা। তখন সুবে বাঙলার কুড়িটি সরকার ছিল। ১। উদম্বর বা ট্যাণ্ডা (রাজমহল, উত্তর-পশ্চিম মুর্শিদাবাদ ও উত্তর বীরভূম), ২। জন্নতাবাদ ও লক্ষ্ণাবতী (মালদহ), ৩। ফতেহাবাদ (ফরিদপুর, দক্ষিণ বাখরগঞ্জ ও দ্বীপগুলি), ৪। মামুদাবাদ (উত্তর নদীয়া, উত্তর যশোহর, পশ্চিম ফরিদপুর), ৫। খলিফতাবাদ (দক্ষিণ যশোহর ও পূর্ব বাখরগঞ্জ), ৬। বাকলা (উত্তর ও পূর্ব বাখরগঞ্জ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ঢাকা)। ৭। পূর্ণিয়া, ৮। তাজপুর (পূর্ব পূর্ণিয়া এবং পশ্চিম দিনাজপুর), ৯। ঘোড়াঘাট (দক্ষিণ রংপুর, দক্ষিণ-পূর্ব দিনাজপুর ও রাজশাহী), ১০। পিরা (দিনাজপুর এবং রাজশাহী ও রংপুরের বিভিন্ন অঞ্চল), ১১। বরবকাবাদ (রাজশাহী, দক্ষিণ-পশ্চিম বগুড়া ও দক্ষিণ-পূর্ব মালদহ), ১২। বাজুহা (রাজশাহীর কিছু অংশ, বগুড়া, পাবনা ও ঢাকা), ১৩। সোনার গাঁও (পশ্চিম ত্রিপুরা ও নোয়াখালী), ১৪। সিলেট, ১৫। চট্টগ্রাম, ১৬। শরিফাবাদ (বর্ধমান), ১৭। সুলেমানাবাদ (উত্তর হুগলী, নদীয়া ও পূর্ব বর্ধমানের অংশ, ১৮। সাতগাঁও (২৪ পরগণা, পশ্চিম নদীয়া, হাওড়া), ১৯। মন্দারণ (বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ-পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম হুগলি), ২০। জলেশ্বর (মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার অংশ বিশেষ)।

বঙ্গ শব্দটি বাঙলায় পরিণত হল কেন? অধিকাংশের অভিমত হল, এক সময় এই ভূখণ্ডের বেশীর ভাগ প্লাবিত হত গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের প্লাবনে। প্লাবন থেকে রক্ষার জন্য দেওয়া হত বাঁধ বা আল। 'বঙ্গ'-এর সঙ্গে আল যুক্ত হয়ে পরিণত হয় বঙ্গাল-এ। তারপর হয়েছে বাঙলা। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে উল্লেখ আছে:

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশো ময়ারোক্তঃ সর্ব সিদ্ধি প্রদায়কঃ॥
বঙ্গদেশং সমারভ্যভুবনে শান্তগং শিবে।
গোড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ববিদ্যা বিশারদঃ॥

কলিঙ্গ: পৌরাণিক যুগে ছিল সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ, যার উত্তরে সুবর্ণরেখা এবং দক্ষিণে প্রবাহিত ছিল গোদাবরী। পরবর্তীকালে উড়িষ্যা ও অন্ধ্র এই দুটি স্বতন্ত্র জনপদে পরিণত হয়।

পুণ্ড্র: ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে পুণ্ড্রের। স্থানটি ছিল করতোয়া ও গঙ্গার মধ্যবর্তী। পুণ্ড্র রাজ্য ছিল রাজশাহী, দিনাজপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং মালদহ থেকে বগুড়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে গঠিত। পুণ্ড্র রাজ্যের প্রধান তিনটি নগর ছিল গঙ্গার তীরে গোড়, পুনর্ভবা তীরে দেবকোট এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতোয়া তীরে মহাস্থান। এখানকার অধিবাসীরা পুন্ড্র বা পুন্ডরী নামে এখনও পরিচিত।

সুহ্ম : সুবর্ণরেখার উত্তরে অবস্থিত এই রাজ্যের পূর্ব দিকে বঙ্গ, পশ্চিমে মগধ এবং উত্তরে ছিল অঙ্গ-রাজ্য। অর্থাৎ বর্তমান মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও হাওড়া নিয়ে গঠিত ছিল এই ভূভাগ। সুহ্মের রাজধানী ছিল তাম্রলিপ্ত। দশকুমার চরিতে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ আছে।

অনেকের মতে রাঢ় শব্দটি এসেছে সাঁওতালী রাঢ়ো শব্দ থেকে। রাঢ়ো শব্দের অর্থ নদীগর্ভের পাথুরে মাটি।

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র ও সুহ্ম—এই পাঁচটি জনপদ অনেকবার পরিচিত হয় পঞ্চ গৌড় নামে। এর মধ্যে সুহ্ম, অঙ্গ ও পুন্ড্র নিয়ে গঠিত গৌড় স্বতন্ত্র জনপদ হিসাবে সমৃদ্ধিলাভ করে। তার খ্যাতি এত বিস্তৃত ও গৌরবময় ছিল যে অন্যান্য জনপদও নিজেদের পরিচয় দিত গৌড় নামে। কান্যকুব্জে গৌড় রাজ্যের স্থায়িত্ব ছিল সুদীর্ঘকাল। গৌড়ের রাজারাও যে সব অঞ্চল দখল করতেন সেগুলিও পরিচিত হত গৌড় নামে। মগধ, মিথিলা ও প্রাগজ্যোতিষপুরও ছিল পঞ্চ গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত। রাজতরঙ্গিণীতেও উল্লেখ আছে পঞ্চ গৌড়ের। আবার, বাঙলার গৌড়, সারস্বতদেশ অর্থাৎ পঞ্জাবের পূর্বভাগ, কান্যকুব্জ, মিথিলা ও উৎকলকে নিয়ে পঞ্চ গৌড়ের উল্লেখ রয়েছে কোন কোন গ্রন্থে।

এই পাঁচটি জনপদের মধ্যে একমাত্র বঙ্গ স্বাতন্ত্র রক্ষা করতে পেরেছে। অন্য অঞ্চলগুলি নানান নামে পরিচিত হয়েছে পরবর্তী কালে। বিবর্তনের ফলে সুহ্ম ও অঙ্গরাজ্যের কিছু অংশ পরিণত হয় রাঢ় অঞ্চলে। পুন্ড্র পরিণত হয় বরেন্দ্র রাজ্যে। অনেক পরে এই দুটি অঞ্চলের সম্মিলনে জন্ম নেয় গৌড় রাষ্ট্র।

সমতট বা বাগড়ী : হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় উল্লেখ আছে সমতটের। তবকাৎ-ই নাসিরী গ্রন্থে সমতট উল্লিখিত হয়েছে সাঁকট নামে। বঙ্গদেশ এক সময় পরিচিত ছিল সমতট নামে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র মোহনার মধ্যভাগে ছিল ত্রিকোণাকৃতি ভূভাগ। তাকে বলা হত বাগড়ী বা সমতট। আয়তন ছিল প্রায় দুই শত মাইল। এর অন্তর্গত ছিল যশোহর, খুলনা, পাবনা, ২৪ পরগণা ও সুন্দরবনের কিছু অংশ। অনেকে বলেন বাগড়ী শব্দটি এসেছে 'ব্যাঘ্রতটী' থেকে। 'ব্যাঘ্রতটী' বলতে বোঝাতে ব্যাঘ্র অধ্যুষিত অঞ্চল, অর্থাৎ বিস্তৃত সুন্দরবন এলাকা। সেন আমলে বাগড়ী ছিল এই সব দ্বীপে বিভক্ত : ১। অগ্রদ্বীপ (বর্তমান বনগ্রাম অঞ্চল), ২। সূর্যদ্বীপ (ভৈরব তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা, বাঙলাদেশের চুয়াডাঙ্গা ছিল এর অন্তর্গত), ৩। মধ্যদ্বীপ (শান্তিপুর, উলা প্রভৃতি), ৪। জয়দ্বীপ (পোড়াদহ প্রভৃতি এলাকা), ৫। চক্রদ্বীপ বা চাকদহ, ৬। এড়দ্বীপ বা এড়েদহ, ৭। প্রবালদ্বীপ (রাজপুর থেকে মথুরাপুর পর্যন্ত—জয়নগর ছিল এর অন্তর্গত), ৮। বুদ্ধদ্বীপ (সাতক্ষীরা থেকে বাগেরহাট), ৯। চন্দ্রদ্বীপ (বরিশাল), ১০। কুশদ্বীপ (গোবরডাঙা, বাদুড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চল), ১১। শ্রীধাম নবদ্বীপ (এর অন্তর্গত নয়টি দ্বীপ ছিল—অন্তর্দ্বীপ, সীমন্ত দ্বীপ, গোদ্রুম দ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুম দ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ)।

উপবঙ্গ : দিগ্বিজয় প্রকাশ ও বরাহমিহিরের গ্রন্থে উল্লিখিত উপবঙ্গ বলতে বোঝাত দক্ষিণ বাঙলার সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা। সম্ভবত উপবঙ্গের একটি বিস্তৃত অঞ্চল হল বর্তমান সুন্দরবন। পদ্মপুরাণে উল্লেখ আছে চন্দ্রবংশীয় রাজা সুষেণ এখানে রাজত্ব করতেন।

প্রাগ্জ্যোতিষপুর বা কামরূপ : দিনাজপুর অঞ্চলকে বলা হত জ্যোতিষপুর। দেশটির পূর্ব দিকে অবস্থান হওয়ায় নাম হয় প্রাগ্জ্যোতিষপুর। কামরূপের আরেক নাম প্রাগ্জ্যোতিষপুর।

বৈদিক যুগের প্রথম দিকে বাঙলাদেশের কোন উল্লেখ না থাকলেও, এই যুগের শেষ দিকে বাঙলার অধিবাসীদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য লক্ষণীয়। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বঙ্গবাসীদের নিন্দা করা হয়েছে। বাঙলা দেশ তখন অনার্য অধ্যুষিত। অনেকে বলেছেন অশুচি অধিবাসী ও নীচ জাতিয়ের বাসভূমি-নিষাদদের আবাস। স্পষ্ট বোঝা যায় বাঙলায় আর্যদের বসতি স্থাপনের আগে, এই অঞ্চলে এক উন্নত বাঙালী সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল।

শ্রুতিস্মৃতিতে উল্লেখ নেই বঙ্গদেশের। এমন কি বিনয়-পিটকেও নয়। পাতঞ্জল, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবত, মনুসংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, রঘুবংশ, বরাহ মিহিরের বৃহৎসংহিতায় প্রাচীন বাঙলার উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন মহাকাব্যে এবং ধর্ম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থগুলিতে। বোধায়ন ধর্মসূত্রে পুণ্ড্র, কলিঙ্গ ও বঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। মহাকাব্যের যুগে বাঙলাদেশ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা হয়নি। রামচন্দ্রের পিতা দশরথ বঙ্গজয় করেছিলেন। মহাভারতে করতোয়া নদী ও গঙ্গাসাগর সঙ্গমকে পবিত্র স্থান হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া পুণ্ড্র, সুহ্ম, বঙ্গ ও তাম্রলিপ্তির উল্লেখ আছে মহাভারতে। বেশ বোঝা যায় বাঙলায় তখন অনেকগুলি খণ্ডিত রাজ্য ছিল। আর এই সব রাজ্যের রাজাদের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন রাজার সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল।

জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থে বাঙলাদেশের উল্লেখ আছে। জৈন ধর্মসাহিত্য 'আচরঙ্গ সূত্ত' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, প্রাচ্যদেশ ভ্রমণকালে মহাবীর বাঙলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের কাছ থেকে সুব্যবহার পাননি। 'জৈন-কল্পসূত্র' গ্রন্থে আছে, যীশুখৃষ্টের জন্মের আগেই পুণ্ড্রবর্ধন ছিল জৈন ধর্মের সর্বপ্রধান কেন্দ্র। বৌদ্ধ সাহিত্যে সুহ্ম ও বঙ্গের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধজাতকে রাঢ়, বঙ্গ, পুণ্ড্রবর্ধন প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। 'বঙ্গ' ছিল একটি বন্দর—বলা হয়েছে মিলিন্দ পঞ্হো গ্রন্থে।

বিদেশীদের বর্ণনায়ও উল্লেখ আছে বাঙলার। খৃস্টপূর্ব চতুর্থশতকে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেছিলেন। সমকালীন গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকরা গঙ্গা নদীর অববাহিকায় পরাক্রান্ত গঙ্গারিডই জাতির কথা বলেছেন। এদের প্রতিবেশী ছিল প্রসিঅই বা প্রাচ্যরাষ্ট্র। এই শক্তিশালী জাতির সংবাদই সম্ভবত আলেকজাণ্ডারকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে নিবৃত্ত করেছিল। গ্রীক লেখকদের মন্তব্য : "ভারতবর্ষে বহু জাতির বাস; তাদের মধ্যে 'গঙ্গারিডই' জাতি সর্বশ্রেষ্ঠ (কিংবা সবচেয়ে প্রভাবশালী)। এদের চার হাজার প্রকাণ্ড এবং সুসজ্জিত রণহস্তী আছে। এজন্য অন্য কোন রাজা এই দেশ জয় করতে পারেনি। স্বয়ং আলেকজাণ্ডার এই সব হাতীর খবর শুনে ঐ জাতিকে পরাস্ত করার আশা পরিত্যাগ করেছিলেন।" গঙ্গারিডই ও প্রাসিঅই দুটি জাতি ছিল গঙ্গারিডই রাজার রাজ্যভুক্ত। এদের রাজধানী ছিল পালিবোথ্রা বা পাটলিপুত্র। এই রাজ্য ছিল ভারতের পূর্ব সীমান্ত থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত। আর রাজার শক্তি ছিল এত প্রবল যে স্বয়ং আলেকজাণ্ডারকে পর্যন্ত সসম্মানে ফিরে যেতে হয়েছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার এই যুগ সম্পর্কে বলেছেন : 'দুঃখের বিষয়, বিদেশীয় লেখকদের কয়েকটি সম্ভ্রমসূচক উক্তি ব্যতীত বাংলার এই যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না।'

গ্রীক ঐতিহাসিক প্লেরিপ্লস ও টলেমির বিবরণ থেকে জানা যায় খৃস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকেও বাঙলার স্বাধীন গঙ্গারিডই রাজ্য ছিল প্রবল আর রাজধানী ছিল গঙ্গা তীরবর্তী গঙ্গে নগরী। গঙ্গে ছিল অন্যতম ব্যবসায় কেন্দ্র। স্থানটি ছিল বর্তমান বারাসতের কাছেই দেগঙ্গা ও চন্দ্রকেতু গড় অঞ্চলে।

চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালিয়ে কুশাণ ও সুঙ্গ আমলের বেশ কিছু নিদর্শন, পুরোন প্রাসাদ ও গড়ের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে।

বাঙলাদেশের বিভিন্ন অংশে কুষাণ রাজাদের নামাঙ্কিত বেশ কিছু মুদ্রা পাওয়ায়, মনে হয় কুষাণ যুগে বাঙলার কিছু অংশ কুষাণ সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। গুপ্ত রাজত্বের প্রথম দিকে বাঙলা দেশে কতকগুলি স্বাধীন রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটে। অনেক পরে সমুদ্রগুপ্ত পশ্চিম ও দক্ষিণ বাঙলা অধিকার করেছিলেন। বাঙলাদেশের উত্তরাংশ নিয়ে পুণ্ড্র বর্ধনভুক্তিপ্রদেশ গড়ে ওঠে কুমারগুপ্তের সময় পঞ্চম শতকে সমগ্র বাঙলাদেশ ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন। ষষ্ঠ শতকের শেষে পুণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ) এবং রাঢ় (পশ্চিমবঙ্গ) এই দুটি অঞ্চল নিয়ে গড়ে ওঠে গৌড়। তখন অবশ্য দক্ষিণবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ ছিল স্বাধীন এবং গৌড় ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। গুপ্ত রাজারা বিপর্যস্ত হন মৌখরি রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে এবং তিব্বতী আক্রমণে।

কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন তাম্রশাসনে এই সময়কার তিনজন রাজার নাম পাওয়া গেছে। এঁরা হলেন—গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেব। দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে এরা স্বাধীনভাবে রাজ্য স্থাপন করেন। সম্ভবত ৫২৫ খৃঃ থেকে ৫৭৫ খৃঃ মধ্যে এরা রাজত্ব করেছিলেন। ষষ্ঠ শতকের শেষে চালুক্য রাজা কীর্তিবমন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধ জয় করলেও গৌড়ে স্বাধীন রাজা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক। রোটাসগড় পাহাড়ের গায়ে তাঁর নাম খোদিত আছে। বাঙলার প্রথম সার্বভৌম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নরপতি শশাঙ্ক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ৬০৬ খৃঃ কিছু আগে। তাঁর রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ছয় মাইল দূরে রাঙামাটিতে। শশাঙ্কের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্ত এই চারটি জনপদ। শশাঙ্ক দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর), উৎকল ও গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত কঙ্গোদ রাজ্য জয় করেন। বঙ্গ ও মগধ রাজ্যও তিনি জয় করেছিলেন। থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধণ শশাঙ্কের সঙ্গে সংঘর্ষে পরাজিত ও নিহত হন। থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন হর্ষবর্ধন। তিনি শশাঙ্ককে হত্যার সঙ্কল্প নিয়ে অভিযান শুরু করলেও, শশাঙ্কের জীবদ্দশায় হর্ষবর্ধন তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারেননি। মৌখরী রাজবংশকে ধ্বংস করেছিলেন শশাঙ্ক। শশাঙ্ক নিজে শিবের উপাসক হলেও তাঁর রাজ্যে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। শশাঙ্কের রাজ্য বিস্তারের সঙ্কল্প এবং তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি গৌড়কে সেকালে বসিয়েছিলেন এক মর্যাদার আসনে। গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীনতা মুক্ত করে তিনি সর্বপ্রথম স্বাধীন বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ৬৩৭ খৃঃ শশাঙ্কের মৃত্যু হয় এবং সে সময়ে তিনি গৌড়, মগধ, দণ্ডভুক্তি, উৎকল ও কঙ্গোদের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাঙলায় এক অন্ধকার যুগ চলেছিল একশ বছর ধরে। দেশের ভিতরে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা ছিল অসীম। সেই সঙ্গে চলেছিল বহিঃশত্রুর আক্রমণ। ৬৪১ খৃঃ হর্ষবর্ধন মগধ অধিকারের পর উৎকল ও কঙ্গোদে অভিযান চালান। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা গৌড়ের কিছু অংশ দখল করেছিলেন অল্পকালের জন্য। তাঁকে পরাস্ত করে মহারাজাধিরাজ জয়নাগ কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করেন কিছুকাল। অষ্টম শতকে কনৌজরাজ যশোবর্মন গৌড় আক্রমণ করে, মধ্য ও পূর্ব বাঙলা দখল করেন। প্রকৃত কোন রাজা ছিল না দেশে। সাধারণ মানুষের জীবন ছিল দুর্বিষহ। বলশালীদের অত্যাচারে দুর্বলদের অবস্থা তখন শোচনীয়। এই নৈরাজ্য অবস্থা মাৎস্যন্যায় নামে ইতিহাসে উল্লিখিত।

দেশের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে নেতারা পারস্পরিক বিভেদ ভুলে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি, আনুমানিক ৭৫০ খৃঃ বাঙলার সার্বভৌম নৃপতি পদে বসান গোপালকে। এই সময় থেকেই শুরু পাল রাজত্বের। প্রায় চারশত বছর তারা দেশ শাসন করেছিল। গোপালের সময় বাঙলায় আবার শান্তি ফিরে আসে। গোপালের পর আনুমানিক ৭৭০ খৃঃ রাজা হন তাঁর পুত্র ধর্মপাল। শশাঙ্ক উত্তর ভারত জুড়ে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন, ধর্মপাল তা কার্যকরী করতে এগিয়ে যান। পাঞ্জাব থেকে বঙ্গোপসাগরে উপকূলে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তাঁর রাজ্য। তিনি পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। ধর্মপাল কান্যকুব্জ জয় করে চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে বসান। গুর্জর প্রতীহারবংশীয় দ্বিতীয় নাগভট্ট চক্রায়ুধকে কনৌজ থেকে বিতাড়িত করেন। এমন কি যুদ্ধে ধর্মপালের পরাজয় ঘটে। কিন্তু নাগভট্ট পরাস্ত হন রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দের হস্তে। নাগভট্টের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার জন্য ধর্মপাল এবং চক্রায়ুধ তৃতীয় গোবিন্দের আনুগত্য স্বীকার করেন। আর প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল সে সময়ে তুঙ্গে। এই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন ধর্মপাল। তৃতীয় গোবিন্দ দক্ষিণে ফিরে যাওয়ায় ধর্মপাল উত্তর ভারতে স্বীয় আধিপত্য আবার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আর্যাবর্তের সমস্ত রাজাই ধর্মপালকে 'সার্বভৌম সম্রাট' হিসাবে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ধর্মপাল আমৃত্যু স্বীয় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। ধর্মপাল ছিলেন বৌদ্ধ। তিনি বিক্রমশীলা, সোমপুর, ওদন্তপুর প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি বৌদ্ধ মহাবিহার নির্মাণ করেছিলেন। রাজশাহী জেলায় ধর্মপালের প্রতিষ্ঠিত সুবিশাল বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। বৌদ্ধ হলেও ধর্মপাল হিন্দুদের প্রতি উদার মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রী গর্গ ছিলেন ব্রাহ্মণ। আনুমানিক ৮১০ খৃঃ ধর্মপালের পুত্র দেবপাল বাঙলার সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তাঁর পরিবেশ ছিল কিছুটা প্রতিকূল। প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটরা পালবংশের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। কামরূপ ও উৎকলের শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছিল। দেবপাল সমরাভিযান চালিয়ে উৎকল ও আসামকে বশীভূত করেন। কাশ্মীরের দক্ষিণে কম্বোজের হূন, গুর্জররাজ প্রথম ভোজ এবং রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষকে পরাস্ত করেছিলেন দেবপাল। হিমালয় থেকে নর্মদা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধিপত্য। দেবপাল কেবলমাত্র বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরই ছিলেন না, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে তাঁর অবদানও অতুলনীয়। নালন্দায় যে বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেছিলেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের বাইরেও। যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপেও দেবপালের প্রতিপত্তি ছিল উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ দেবপাল হিন্দু ধর্মের প্রতিও ছিলেন শ্রদ্ধাশীল।

দেবপালের মৃত্যুর পর থেকেই পাল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা। দেবপালের পর বিগ্রহপাল রাজা হলেন। তিনি ধর্মকর্মে অতিরিক্ত আসক্ত হওয়ায়, শাসনকার্যে শৈথিল্য দেখা দেয়। বিগ্রহপালের পর নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল রাজা হয়েছিলেন। এঁরা শক্তিশালী রাজা না হওয়ায় দশম শতকের শেষে পার্বত্য জাতি কাম্বোজরা পালা সাম্রাজ্য আক্রমণ করে এবং পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের আবির্ভাব ঘটে।

আনুমানিক ৯৮৮ খৃঃ রাজা হন প্রথম মহীপাল। দক্ষিণ ভারতের চোলবংশীয় রাজা প্রথম চোল কাণ্ডগোয় অভিযান চালান। সামরিক শক্তি ছিল এদের বিশাল। কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেব মহীপালকে পরাস্ত করে বারাণসী দখল করেন। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে মহীপাল শক্ত হাতে রাজ্যের হাল ধরে উত্তর ও পূর্ব বাঙলার হারানো রাজ্য উদ্ধার করে বিলুপ্ত সাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। পালবংশের নতুন করে মাথা তোলবার প্রয়াস মহীপালের অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক। সারনাথের পুরোন মন্দির সংস্কার ও নতুন মন্দির নির্মাণ, নালন্দা মহাবিহারের সংস্কার, বুদ্ধ গয়ায় মন্দির নির্মাণ প্রভৃতি কাজ ছিল উল্লেখযোগ্য। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে মহীপালের নাম। 'ধান ভানতে মহীপালের গীত' কথাটি ফিরত লোকের মুখে মুখে। কিন্তু মহীপালের মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বছর ধরে বাঙলায় চলেছিল অরাজকতা। দ্বিতীয় মহীপাল ছিলেন অত্যাচারী। তার সময়ে রাজপরিষারে দেখা দেয় তীব্র অন্তর্বিরোধ। সামন্তরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। একজন বিদ্রোহী ছিলেন দিব্বোক। তার সঙ্গে যোগ দেয় কৈবর্ত জাতি। তিনি দ্বিতীয় মহীপালকে নিহত করে রাজা হন। দিব্বোকের মৃত্যুর পর উত্তর বাঙলার রাজা হন ভ্রাতা রুদোক। রুদোকের পর তার পুত্র ভীম। ভীমের রাজত্বকালে উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ বারেন্দ্রভূমির ব্যাপক সমৃদ্ধি ঘটে। দিনাজপুরে কৈবর্ত স্তম্ভ আজও রয়েছে এই রাজবংশের স্মৃতি হিসাবে।

পাল সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশে রাজত্ব করছিলেন শূরপাল। শূরপালের পর রাজা হন রামপাল। রামপাল ভীমকে পরাস্ত করে বরেন্দ্র ভূমি উদ্ধার করেন। আসামের রাজাও পরাজিত হন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে। পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গেও রামপালের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কান্যকুব্জ, উৎকল ও দাক্ষিণাত্যের রাজাদের সঙ্গেও তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। বাঙলার বাইরে রামপালের রাজত্ব প্রসার ঘটেছিল। রামপাল রাজ্যের শান্তিশৃঙ্খলা, করভার হ্রাস, কৃষি উন্নয়ণ করে দেশের জনগণের মনে আস্থা ফিরিয়ে এনেছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল অমরাবতী। রামপালের উত্তরসূরীরা ছিলেন অক্ষম ও ব্যর্থ প্রশাসক।

পাল রাজত্বের চারশ বছর বাঙলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় যুগ। অনার্য ও আর্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণে বাঙালী সংস্কৃতির গোড়াপত্তন এবং বাঙলাদেশ ও বাঙালী জাতির বিকাশ ঘটে। পাল রাজত্বের প্রথম একশত বছর ছিল শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম ও শিল্পকলার সমৃদ্ধি পর্যায়। সংস্কৃত ভাষার চর্চা ও সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য রচনায় বাঙালী পণ্ডিতদের কৃতিত্ব ছিল অসামান্য। বেদ, বেদান্ত, জ্যোতিষশাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে তাদের অসীম জ্ঞানের খ্যাতি ভারত ও ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। শীলভদ্র লিখেছিলেন 'আর্য-বুদ্ধভূমি-ব্যাখ্যায়ন'। বৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শনের ব্যাখ্যা করেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শান্তি রক্ষিত 'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, জ্ঞানমিশ্র, নাগবোধি প্রমুখের রচনা বৌদ্ধ-সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ভারতের বাইরেও এঁরা জ্ঞানের আলো জালিয়েছিলেন।

বাঙলালিপি ও বাঙলা ভাষার সূচনা ঘটে পাল যুগে। নবম শতকের শেষ দিকে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা যে দোঁহা রচনা করেছিলেন, তাই আদি বাঙলা ভাষার নিদর্শন। এ ছাড়াও হিন্দু ধর্মের বহু কবিতা ও গান এই যুগে রচিত হয় বাঙলা ভাষায়। পাল যুগে বৈষ্ণব সাহিত্যেরও বিকাশ ঘটে। শ্রীকৃষ্ণের লীলা কাহিনী নিয়ে বহু পদ রচিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিচর্চার প্রাণকেন্দ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ভারতের ভিতরে ও বাইরে। বেদ, বেদান্ত, চিকিৎসাকেন্দ্র প্রভৃতি বিষয়ে পড়ান হত। সারা ভারতের ছাত্ররা আসত এখানে। তাছাড়া চীন, মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার ছাত্ররাও পড়তে আসত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখন বাঙলার বিখ্যাত পণ্ডিত শীলভদ্র ছিলেন নালন্দার অধ্যক্ষ। শীলভদ্র ছিলেন বৌদ্ধশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক। এখানে পড়তে এসেছিলেন চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ।

বৌদ্ধদের শিক্ষার জন্য ধর্মপাল পঞ্চাশটি বিশ্ব-বিদ্যালয় নির্মাণ করেছিলেন। তার মধ্যে 'বিক্রমশীল বিহার' ও 'ওদন্তপুরী বিহার' ছিল বিখ্যাত।

পাল যুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলারও সমৃদ্ধি ঘটে। দুই বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন ধীমান এবং তাঁর পুত্র বীতপাল। পাহাড়পুরের সোমপুরী বিহার, বিক্রমশীলা ও ওদন্তপুরী মহাবিহারে স্থাপত্য শিল্পের বিস্ময়কর নিদর্শন আছে। পাহাড়পুরের মন্দিরের গায়ে পাথর ও পোড়ামাটির কাজ উল্লেখযোগ্য। সুন্দর সুন্দর মূর্তি ও কারুকাজ আছে। ওই সময়ে পাথরের তৈরি বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে।

অতীশ দীপঙ্কর ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা ও সন্নিহিত অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পর দেশে ফিরে বিক্রমশীলা মহাবিহারের আচার্যপদ গ্রহণ করেন। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সংস্কারে গিয়ে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মহাযান ও হীনযান বৌদ্ধমতের অসাধারণ পণ্ডিত ধর্মপাল ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। তাঁর ছাত্র ছিলেন শীলভদ্র।

পাল যুগের শেষ দিকে সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' রচনা করেন। এই গ্রন্থে রামপালের রাজত্বকালীন ইতিহাস বর্ণিত। ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের যুগান্তর সৃষ্টিকারী বিখ্যাত চিকিৎসক চক্রপাণি দত্তের আবির্ভাব পালবংশের অবনতিকালে। তিনি 'চরক' ও 'সুশ্রুত সংহিতার' টীকা রচনা করেছিলেন। তাছাড়া 'চিকিৎসা সার সংগ্রহ', 'শব্দচন্দ্রিকা', 'দ্রব্যগুণ সংগ্রহ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে আরও কয়েকখানি বই লিখেছিলেন বাঙালী চিকিৎসক সুরেশ্বর, বঙ্গসেন প্রমুখ।

রামপালের কৈবর্ত রাজা ভীম এবং বরেন্দ্র অভিযানে সহযোগী ছিলেন সামন্ত রাজা বিজয় সেন। রামপালের মৃত্যুর পর বিজয় সেন স্বাধীনতা ঘোষণা করে ধীরে ধীরে সমগ্র বাঙলায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। সময়টা আনুমানিক ১০৯৫ খৃঃ। উত্তর বিহার, উড়িষ্যা, কামরূপ, কলিঙ্গ, মিথিলা প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং গৌড়াধিপতি মদনপালকে বিতাড়িত করেন। পূর্ববাঙলার যাদববংশকে পরাস্ত করে বিক্রমপুর দখল করেন। পশ্চিম বাঙলায় তার প্রতিষ্ঠিত একটি নগরের নাম ছিল বিজয়পুর। বিজয় সেনের রাজধানী ছিল এই বিজয়পুর। তাঁর রাজত্বকালে সমগ্র বাঙলাদেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসে। দেশ এগিয়ে যেতে থাকে সমৃদ্ধির পথে। বিজয় সেন দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। এই সেনরা এসেছিলেন কর্ণাটক অর্থাৎ মহীশূর ও হায়দারাবাদ অঞ্চল থেকে। এরা ছিলেন ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়। বিজয় সেনের ছিল বিরাট নৌবহর। তাঁর সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ছিল অতুলনীয়। 'মহারাজাধিরাজ', 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক' ছিল তাঁর গৃহীত উপাধি।

আনুমানিক ১১৫৮ খৃঃ রাজা হলেন বল্লাল সেন। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় প্রশাসক। গৌড়রাজ গোবিন্দ-পাল বল্লাল সেনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হন। তিনি মগধ ও মিথিলা জয় করেছিলেন। বল্লাল সেন ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি; হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তিনি 'দান-সাগর' 'অদ্ভুতসাগর', কয়েকখানি বই লিখেছিলেন। হিন্দুধর্ম প্রচারক পাঠিয়েছিলেন মগধ, চট্টগ্রাম, আরাকান, উড়িষ্যা ও নেপালে। তিনি শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন গঙ্গাতীরে।

বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন রাজা হন আনুমানিক ১১৭৯ খৃঃ। তখন তাঁর বয়স প্রায় ষাট বছর। এই বীর রাজার রাজত্বকালের আটটি তাম্রশাসন, সভা-কবিদের রচিত শ্লোক, মীনহাজুদ্দিনের বই থেকে তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা গেছে। লক্ষ্মণ সেন ছিলেন যুদ্ধ প্রিয়। যুবা বয়সে তিনি উড়িষ্যা, বারাণসী, মগধ ও কামরূপ জয় করেছিলেন। পরিণত বয়সে সিংহাসনে বসেই তিনি রাজ্য জয়ে উৎসাহী হন। কাশী, কামরূপ, মগধ জয় করে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম পর্যন্ত সৈন্য পাঠান। পুরী, কাশী ও প্রয়াগের সঙ্গমস্থলে তাঁর বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন। তিনি গৌড়েশ্বরকে পরাস্ত করে গৌড় বিজয় সম্পূর্ণ করেন। যুদ্ধে লিপ্ত থেকেও লক্ষ্মণ সেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১/১৭৮

শাস্ত্র ও ধর্ম আলোচনায় উৎসাহী ছিলেন। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী। তাছাড়া তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন পবনদূত রচয়িতা ধোয়ী, গীত-গোবিন্দম রচয়িতা জয়দেব, কবিশারণ এবং ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হলায়ুধ। কিন্তু লক্ষণ সেন শেষ বয়সে প্রশাসন ব্যাপারে অমনোযোগী হওয়ায় রাজ্য মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। সুন্দরবনের কাছে একটি স্বাধীন রাজ্যের আবির্ভাব ঘটে। মুসলমানরা আক্রমণ করে নবদ্বীপ। লক্ষণ সেন পূর্ববঙ্গে চলে যান। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে সেন রাজত্বের অবসান ঘটলেও, পূর্ববঙ্গে এরা আরও পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

সেন রাজত্বকাল বাঙলার শিল্পসাহিত্য ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। সাহিত্যচর্চা, ভাষাতত্ত্ব, ধর্মীয় আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ব্যাপক উন্নতি ঘটে। বল্লাল সেন 'আচারসাগর', 'প্রতিষ্ঠাসাগর', 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে চারখানি বই লিখে-ছিলেন। অসমাপ্ত 'অদ্ভুতসাগর' শেষ করেন লক্ষণ সেন। হিন্দু ধর্মের বিবিধ আচার বিধি সম্পর্কে 'হারলতা' ও 'পিতৃদয়িত' নামে দুখানি বই লিখেছিলেন অনিরুদ্ধ। হলায়ুধ রচনা করেন 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব', 'বৈষ্ণব সর্বস্ব' প্রভৃতি গ্রন্থ। তিনি বাঙলায় হিন্দু ধর্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে সাফল্যলাভ করেছিলেন। শ্রীধর দাসের সংস্কৃত কবিতা সংগ্রহে প্রায় পাঁচশত বাঙালী কবির কবিতা আছে। কবি ধোয়ি রচনা করেন 'পবন-দূত'। লক্ষণ সেনের সভাকবি জয়দেব রচনা করেন 'গীতগোবিন্দম'। আরও দুজন বিখ্যাত কবি হলেন শরণ ও আচার্য গোবর্ধন। সেন রাজত্বের বিখ্যাত শিল্পী শূলপানির কথা আজ বিস্তৃত সকলে।

পাল রাজাদের বৌদ্ধধর্মের প্রতি পৃষ্ঠপোকতার কারণে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। কিন্তু অন্যধর্মের প্রতি তাঁরা অশ্রদ্ধ না হলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অবহেলিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সেন যুগে আবার ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম, সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধধর্মের ওপর হিন্দু ধর্মের প্রভাব পড়তে থাকে। বুদ্ধদেব হয়ে যান বিষ্ণুর অবতার। হিন্দু ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় লক্ষণ সেনের গুরু হলায়ুধের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া সেন রাজাদের অনুরাগ ছিল এ ব্যাপারে প্রবল। তাঁরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রচারক পাঠিয়ে-ছিলেন। হিন্দুধর্মের যে সামাজিক কঠোরতা বৌদ্ধ-ধর্মের প্রচারের ফলে হ্রাস পায়, সেন আমলে হলায়ুধের চেষ্টায় তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে। জাতিভেদ প্রথা কঠোর রূপ পায়। কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি সেন আমলে। বল্লাল সেন কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করে পরবর্তীকালে হিন্দু-ধর্মের ব্যাপক ক্ষতি করে গেছেন।

লক্ষণ সেনের রাজত্বের শেষ দিকে উত্তর বাঙলার অভিযান চালান আফগানিস্থানের মুসলমান শাসনকর্তা মহম্মদ ঘোরী। কিন্তু উত্তরবাঙলার বিচ্ছিন্ন হিন্দু রাজাদের পক্ষে তাদের প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। বাঙলায়ও তখন ভাঙণের যুগ। মহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খলজী বিহার ও বাঙলায় সাফল্যজনক অভিযান চালান। তিনি এসেছিলেন মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে ভারতে। তাঁর অভিযানের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে মীনহাজুদ্দিনের 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থে। বখ্‌তিয়ার রাজধানী স্থাপন করেন গৌড়ে। বিরাট সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তিনি লক্ষণ সেনকে পরাস্ত করে নদীয়া দখল করেন। বখ্‌তিয়ারের এই সহজ সাফল্যের অন্যতম কারণ, উত্তর ভারতের শক্তিশালী রাজাদের পরাজয়ের পর সমস্ত রাজা সৈন্য-সামন্ত ও জনগণের মনে সৃষ্টি হয়েছিল প্রবল আতঙ্ক ও পরাজয়ের মনোভাব।

বখ্‌তিয়ার খলজী বাঙলাদেশে মুসলমান শাসনের সূচনা করেন এবং বাঙলা দেড়শত বছর ছিল দিল্লীর সুলতানের অধীনে। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল দিল্লীর সুলতান দুর্বল হলেই, বাঙলার শাসকরা দিল্লীর কর্তৃত্বে অস্বীকৃতি জানাত। এই সমস্যা সমাধানে গিয়াসউদ্দীন তুঘলক বাঙলাকে তিন ভাগে বিভক্ত করে তিনজন শাসক এবং তিনটি শাসন কেন্দ্র স্থির করে দেন। সেই তিনটি অঞ্চল হল পশ্চিম বাঙলায় লক্ষণাবতী, পূর্ববাঙলায় সোনারগাঁ এবং দক্ষিণবাঙলায় সাতগাঁ। অবস্থার কোন উন্নতি হল না। তাছাড়া গিয়াসউদ্দীনের পুত্র মহম্মদ বিন তুঘলকের খামখেয়ালী-পনা ভারত জুড়ে এক শাসনতান্ত্রিক সংকট সৃষ্টি করে। এই সুযোগে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করে ১৩৪৫ খৃঃ লক্ষণাবতীর সিংহাসনে আরোহন করেন। বাঙলায় রাজনৈতিক ইতিহাস প্রবাহিত হল নতুন পথে। বিভক্ত বাঙলায় ধীরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধীরে ফিরে এল রাজনৈতিক ঐক্য। ইলিয়াস শাহ এবং তাঁর বংশধররা সত্তর বছর বাঙলায় রাজত্ব করে-ছিলেন। ইলিয়াস শাহ তিব্বত ও নেপালের অংশ বিশেষ দখল করেন। উড়িষ্যা ও কামরূপ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। সোনারগাঁও দখল করেছিলেন। বাঙলার এই বিশিষ্ট স্বাধীন সুলতান দেশে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন করেছিলেন, স্থাপত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক সমৃদ্ধি এনেছিলেন। তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহের সময়ও দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল পিতার আমলেরই অনুরূপ। তিনি পান্ডুয়ায় আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন। সিকন্দর শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৩৫৭ খৃঃ। তাঁকে হত্যা করে পুত্র গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৩৯৩ খৃঃ। কিন্তু তিনি ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁর সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ বিশেষ হয়নি, শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে কেটেছিল। তিনি ছিলেন বিদ্বান, সাহিত্যরসিক ও ন্যায়পরায়ণ। চীন দেশে সম্রাট য়ুংলের কাছে বিবিধ উপহারসহ তিনি দূত পাঠিয়েছিলেন তিনবার। পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফেজের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। গিয়াসউদ্দীনের পরবর্তী তিনজন দুর্বল ও অপদার্থ সুলতান হলেন সৈইফউদ্দীন হামজা শাহ, শাহাবউদ্দীন বায়াজিদ শাহ এবং আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ। আলা-উদ্দীন ফিরোজ শাহকে গদীচ্যুত করেন আনুমানিক ১৪১৪ খৃঃ ভাতুরিয়া ও দিনাজপুরের জমিদার সামরিক শক্তিতে বলশালী গণেশ। গণেশ ছিলেন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ও কূটনীতিজ্ঞ। মুসলমান আধিপত্যের সময়ে তিনি হিন্দুধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি করেছিলেন। গণেশের পুত্র যদু সেন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে জালালউদ্দিন মহম্মদ শাহ নাম গ্রহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি রাজধানী পান্ডুয়া থেকে গৌড়ে সরিয়ে আনেন এবং তিনি লক্ষ টাকা খরচ করে নির্মাণ করেন একলাখী মসজিদ।

রাজা গণেশের পর বাঙলার রাজনৈতিক ইতিহাসে সৃষ্টি হয় জটিলতার। হাবসী সুলতান শামসউদ্দীন মুজাফ্ফরের অত্যাচারে জনগণের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। প্রজা ও প্রধানরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৪৯৩ খৃঃ শামসউদ্দীনের মৃত্যু হয়। সেই সঙ্গে অবসান ঘটে হাবসী শাসনের।

বাঙলার মধ্যযুগের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য পুরুষ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন। ১৪৯৩ খৃঃ সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি অল্পকালের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। হাবসীদের বিতাড়িত করেন দেশ থেকে। হুসেন শাহ ছিলেন সুদক্ষ শাসক, বিদ্বান ও বিদ্যোৎশাহী। তাঁর আমলে বাঙলা ভাষার ব্যাপক সমৃদ্ধি এবং স্থাপত্যকলার উন্নতি ঘটে। চৈতন্যদেব বাঙলার সামাজিক ও মানসিক জীবনধারায় নিয়ে আসেন বিরাট বিবর্তনের জোয়ার। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য বিচার না করে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন রাজ কাজে। পুরন্দর খাঁ, দবীর খাস, সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী, মুকুন্দদাসের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। হুসেন শাহ আমলে নির্মিত হয় বিখ্যাত ছোটসোনা মসজিদ। হুসেন শাহের পর ১৫১৯ খৃঃ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নসরৎ শাহ বাঙলার সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন পিতার মতই উদারনীতিসম্পন্ন ও দক্ষ কূটনীতিজ্ঞ। বাবরের বাঙলা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে-ছিলেন। নসরৎ শাহও ছিলেন সাহিত্যানুরাগী। বাঙলা-সাহিত্যের বিকাশে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। স্বয়ং মহাভারতের বাঙলা অনুবাদ করেন। শিল্পানুরাগী নসরৎ শাহ বড় সোনা মসজিদ ও কদমরসুল নির্মাণ করান। ১৫৩২ খৃঃ এক আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন।

সুলতানী আমল বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির যুগ। এই যুগেই বাঙলা ভাষার পরিচ্ছন্ন ও সাবলীল রূপটি তৈরি। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন থাকায় বাঙালীর মানসিক বিকাশ ঘটে। অধিকাংশ সুলতানরা ছিলেন বিদ্বান ও বিদ্যানুরাগী। কবি কৃত্তিবাস ওঝা বাঙলা ভাষায় সর্বপ্রথম রামায়ণ রচনা করেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর বাঙলা ভাষায় রচনা করেন মহাভারত। শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বনে 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচনা করেন মালাধর বসু। মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ করেন শ্রীকর নন্দী। হুসেন শাহের সময় মনসামঙ্গল রচনা করেন বিজয় গুপ্ত এবং বিপ্রদাস। বাঙালীর সাধারণ জীবনের ছবি সহজ ভাষায় ফুটিয়ে তোলেন কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম তাঁর চন্ডীমঙ্গল কাব্যে। বিদ্যাসুন্দর কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেন শ্রীধর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যেরও চরম সমৃদ্ধি ঘটে। চণ্ডী-দাসের পদাবলী বাঙলাসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। চৈতন্যদেব কেবলমাত্র সমকালকেই নয়, পরবর্তী বাঙলা-সাহিত্য অতুলনীয় প্রভাব রেখে গেছেন। 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন জয়ানন্দ সুলতানী আমলে। বৈষ্ণব কবি মুরারি গুপ্ত, যদুনন্দন দাস, লোচন দাস, নরহরি দাস প্রমুখ এই যুগের অলোকসামান্য প্রতিভা। কেবল বাঙলা ভাষা নয়, সংস্কৃত ভাষাচর্চা ক্ষেত্রে সুলতানী আমলের অবদান রয়েছে। 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধব' রচনা করেন রূপ গোস্বামী। শ্রীহরিভক্তি বিলাসের টীকা রচনা করেন সনাতন গোস্বামী। রঘুনন্দন ও রঘুনাথ শিরোমণির এই সময়ে আবির্ভাব ঘটেছিল।

স্বাধীন সুলতানরা হিন্দুধর্মের ওপর কোন বিরূপ আচরণ করেননি। বরং হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়ের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় হুসেন শাহের আমলে। মুসলমানের পীর আর হিন্দুর সত্যনারায়ণ মিলেমিশে হয়ে যায় সত্যপীর। যিনি হিন্দু মুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধেয়।

এই সঙ্গে মধ্যযুগের অসামান্য পুরুষ চৈতন্যদেবের চরিত্র ও উদার ধর্মমত বাঙালীর জাতীয় জীবনে নিয়ে এসেছিল ব্যাপক পরিবর্তনের জোয়ার। অসীম ভালবাসা ও একাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালীকে তিনি নতুন মন্ত্র শুনিয়েছিলেন 'সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। জাতিভেদে জর্জরিত হিন্দুসমাজের গ্লানি ও মালিন্য দূর করতে তাঁকে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। বলা যায় চৈতন্যদেবের প্রভাবেই বাঙালী জীবনে প্রথম নবজাগরণ ঘটে।

ইতিমধ্যে কিন্তু মুঘল সম্রাটরা দিল্লীর মসনদে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। সম্রাট আকবর বাঙলার পাঠান সুলতান দায়ুদকে পরাস্ত করলেও, বাঙালী সহজেই দিল্লীর অধীনতা মেনে নেয়নি। বারো ভুঁইঞা নামে বিখ্যাত বাঙলার জমিদাররা আকবরের অধীনতা স্বীকার করে নিলেও স্বাধীনতার জন্য যে কোন দুঃসাহসিক কাজে তাঁরা উন্মুখ হয়েছিলেন। পূর্ববাঙলার সোনার গাঁয়ের ঈশা খাঁ, বিক্রমপুরের কেদার রায় এবং যশোহরের প্রতাপাদিত্য দিল্লীর সম্রাটকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেন। ফলে সম্রাটের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল। বাঙলার স্বাধীনতার জন্য বারো ভুঁইঞাদের অতুলনীয় আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম ও অনমনীয় বীরত্বের সংগ্রামী আলেখ্য চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

বারো ভুঁইঞাদের অন্যতম ঈশা খাঁ ঢাকা, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মুঘল সম্রাটকে কর দেওয়া বন্ধ করার পর মুঘল সেনাপতি খাঁ জাহান লোহী ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে অপ্রস্তুত ঈশা খাঁ বাধ্য হয়ে সন্ধি করেন। পরে আবার কর বন্ধ হলে মুঘল সেনাপতি শাহাবাজ খাঁ সসৈন্যে এগিয়ে আসেন। ঈশা খাঁ প্রত্যক্ষ সংঘাত এড়িয়ে চোরা-গোপ্তা আক্রমণ চালিয়ে মুঘল বাহিনীকে বিপন্ন করে তোলেন। সম্রাট আকবর ঈশা খাঁকে দমন করবার জন্য এবার পাঠালেন সেনাপতি মানসিংহকে। যুদ্ধ চলল তিনদিন। ঈশা খাঁর সৈন্যরা যুদ্ধ করতে অসম্মত হওয়ায় দুঃসাহসী ঈশা খাঁ মানসিংহকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহবান করেন। নিজের জামাতাকে ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে পাঠান মানসিংহ, কিন্তু জামাতা নিহত হন। এবার আসেন স্বয়ং মানসিংহ। তিনি মুগ্ধ হন ঈশা খাঁর বীরত্বে। তাঁকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেন। নামমাত্র দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে ১৫৯৯ খৃঃ মৃত্যুকাল পর্যন্ত সসম্মানে সোনারগাঁয়ে রাজত্ব করেছিলেন ঈশা খাঁ।

বিক্রমপুরের জমিদার কেদার রায় দিল্লীর রাজস্ব বন্ধ করে দিলে তার জমিদারী আক্রমণ করে মুঘল সৈন্যরা। কিন্তু কেদার রায়ের পর্তুগীজ সেনাপতি কার্ভেলোর হাতে পরাজিত হয় মুঘল বাহিনী। বাঙলার শাসনকর্তা মুঘল সেনাপতি আর একজন মুঘল সেনাপতিকে পাঠালে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। মানসিংহ এগিয়ে গেলে বাঙালী সৈন্যরা প্রবল বিক্রমের সঙ্গে নয়দিন যুদ্ধ চালালো। দশম দিনে কেদার রায় মারাত্মকভাবে আহত হন গোলার আঘাতে। তাঁর মৃত্যু হল অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ১৬০৪ খৃঃ।

যশোহর, খুলনা ও বাখরগঞ্জ নিয়ে ছিল প্রতাপা-দিত্যের জমিদারী—তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভুঁইঞা। তাঁর রাজধানী ছিল যমুনা ও ইছামতী সঙ্গমস্থল ধূমঘাটে। তাঁর ছিল দক্ষ সেনাবাহিনী ও বিরাট নৌবহর। মুঘলদের রাজস্ব বন্ধের আগে পরিণতি কথা চিন্তা করে তিনি সৈন্যসামন্ত, গোলা-বারুদ, বন্দুক, কামান প্রচুর পরিমাণ সংগ্রহ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি অত্যাচারকারী পর্তুগীজ ও মগদস্যুদের কঠোর-ভাবে দমন করেছিলেন। ব্যাপক শক্তিসঞ্চয় করে প্রতাপাদিত্য দিল্লীর রাজস্ব বন্ধ করে দেন।

ইসলাম খান ১৬০৮ খৃঃ বাঙলার নবনিযুক্ত সুবাদার হয়ে আসেন। তিনি এক বিরাট মুঘল বাহিনী পাঠান প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে। যমুনা ও ইছামতী সঙ্গমস্থলে মুঘল নৌবহরকে অতর্কিত আক্রমণে বিপন্ন করে ফেলেন প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্য। কিন্তু মুঘল স্থলবাহিনীর আক্রমণে তিনি পালিয়ে যান। প্রতাপাদিত্য একটি দুর্গের মধ্যে থেকে মুঘলদের বাধা দিতে থাকেন। এই দুর্গ মুঘলরা দখল করলে প্রতাপাদিত্য আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। তাঁকে ইসলাম খানের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর, আটক করে রাখা হয় ঢাকার কারাগারে। পরে একটি লোহার খাঁচায় বন্দী অবস্থায় নৌকাযোগে প্রতাপাদিত্যকে পাঠান হয় দিল্লীতে সম্রাটের কাছে। কিন্তু বারাণসীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

বাঙলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হল মুঘল শাসন। এবং প্রায় দেড়শ বছর ছিল এই পরাধীনতা। কিন্তু বাঙালী কোনদিন শান্তিতে রাজত্ব চালাতে দেয়নি দিল্লীর সম্রাটকে। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে কয়েকটি সুবাতে বিভক্ত করেন। বাঙলাও ছিল একটি সুবা। সুবার দুজন রাজকর্মচারীর একজন ছিলেন সুবাদার বা নাজিম—তিনি দেশ শাসন করতেন। অপরজন দেওয়ান—তার কাজ ছিল রাজস্ব আদায় করা।

বাঙলার দেওয়ান ছিলেন মুর্শিদ কুলী খাঁ। ঔরঙজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর মসনদ নিয়ে যখন কাড়া-কাড়ি পড়ে যায়। তখন মুর্শিকুলী খাঁ স্বাধীনভাবেই বাঙলার শাসনকার্য চালাতে থাকেন। তিনি হলেন নবাব। আর সেই থেকে বাঙলায় নবাবী আমলের সূচনা। দিল্লীকে বার্ষিক রাজস্ব দেওয়া ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক ছিল না বাঙলার সঙ্গে। রাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে বাঙলার অর্থনৈতিক ও রাজস্ব আয়ের উন্নতি ঘটিয়েছিলেন মুর্শিদকুলী খাঁ। তাঁর সময়ে কয়েকটি ছোটখাট বিদ্রোহ ঘটলেও, দেশের মধ্যে মোটা-মুটি শান্তি অবস্থা বজায় ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁর মনোনীত উত্তরাধিকারী দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে বঞ্চিত করে তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন বাঙলা ও বিহারের নবাব হন ১৭২৭ খৃঃ। সুজাউদ্দীন বহু গুণের অধিকারী হলেও, চরম বিলাসিতাই ছিল তাঁর পতনের কারণ। প্রকৃতপক্ষে শাসন কাজ চালাতেন হাজী আহম্মদ, আলীবর্দী খাঁ, আলমচাঁদ ও জগৎ শেঠ। ১৭৩৩ খৃঃ বাঙলা সুবা ও বিহার প্রদেশ যুক্ত হয়। বাঙলাদেশকে দুভাগ করে সুজাউদ্দীন নিজের ভাগে রাখেন পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর বাঙলার কিছু অংশ। উত্তরবাঙলার বাকি অংশ, পূর্ব ও দক্ষিণ বাঙলার নাজিম নিযুক্ত হন মীরহাবিব। বিহারের নাজিম হন আলীবর্দী খাঁ। ১৭৩৯ খৃঃ সরফরাজ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি ছিলেন বিলাসব্যাসন প্রিয়। দেশের মধ্যে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। এই সুযোগে সুজাউদ্দীনের দুই ভাই হাজী মহম্মদ ও আলীবর্দী খাঁ আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। পাটনা থেকে বাঙলার দিকে প্রচুর সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকেন আলীবর্দী ১৭৪০ খৃঃ। তাঁর সঙ্গে যোগ দেয় হাজী আহম্মদ। গিরিয়ার যুদ্ধে আলীবর্দী সরফরাজকে পরাজিত ও নিহত করেন। আলীবর্দী দিল্লীর বাদশাহ ও তাঁর সভাসদদের উৎকোচ দিয়ে নবাবী সনদ আদায় করে নিয়েছিলেন। আলীবর্দীর নবাবী আমল কখনও শান্তিতে কাটেনি। প্রথমে উড়িষ্যার নাজিম সুজাউদ্দীনের জামাতা রুস্তম জঙ্গ বাঙলা আক্রমণ করলে আলীবর্দী তাঁকে পরাস্ত ও উড়িষ্যা থেকে বিতাড়িত করেন। মারাঠাদের সাহায্যে রুস্তম জঙ্গ উড়িষ্যা পুনর্দখল করলে, আলীবর্দী আবার তাঁকে পরাস্ত করেন। কিন্তু মারাঠা আক্রমণে তিনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। বর্ধমান, মেদিনীপুর, কুষ্ঠিয়া, কটক, মুর্শিদাবাদ, কাটোয়া প্রভৃতি অঞ্চলে অমানুষিক অত্যাচার ও লুণ্ঠনে জনজীবনে দেখা দেয় চরম দুর্দশা। আলীবর্দীর হাতে অবশেষে মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত নিহত হলেও, পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ ক্লান্ত আলীবর্দী সন্ধি করলেন মারাঠাদের সঙ্গে। সন্ধির তিনটি সর্ত ছিলঃ

১। মীর হাবিব উড়িষ্যার শাসনকর্তা থাকবেন আলীবর্দীর অধীনে।

২। মারাঠারা বছরে বার লক্ষ টাকা রাজস্ব পাবে।

৩। মারাঠা সৈন্য বাঙলাদেশে কখনও প্রবেশ করবে না।

আলীবর্দীর মৃত্যুর পর ১৭৫৬ খৃঃ বাঙলার নবাব হলেন তাঁর কনিষ্ঠ কন্যার পুত্র সিরাজদৌলা। তার

CC0. In Public Domain. Sri Srj Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগেই বাঙলায় ব্যবসায়ী ইংরেজ রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধিতে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন।

য়ুরোপীয় বিভিন্ন দেশের বণিকরা এদেশে এসেছিল ব্যবসা করতে। প্রথমে আসে পর্তুগীজরা। তারপর একশ বছর বাদে এসেছিল ডাচরা। ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও ফরাসি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আসে আরও পরে।

অন্যান্য পশ্চিম য়ুরোপীয় দেশের বণিকরাও এসেছিল। এদের মধ্যে ছিল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কৌশল ও বুদ্ধিতে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য বজায় ছিল শেষ পর্যন্ত। সতের শতকের প্রথমে তারা হুগলি, কাশিমবাজার ও ঢাকায় কুঠি স্থাপন করে। মালপত্র পাঠাবার শুল্ক ছিল খুবই বেশী। আর এ নিয়ে মুঘল কর্মচারীদের সঙ্গে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের বিরোধ বাধে। বাঙলার নবাব তখন শায়েস্তা খাঁ। মুঘল সৈন্যদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে ইংরেজ সৈন্যরা হুগলি ত্যাগ করে। কোম্পানির সুচতুর প্রতিনিধি সম্রাট আওরঙজেবের কাছ থেকে বাঙলায় বাণিজ্য সনদ লাভ করে। তারা বিনা শুল্কে বাঙলায় বাণিজ্য করার অধিকার পায়। ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ জব চার্ণক ১৬৯০ খৃঃ সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা—এই তিনটি গ্রাম নিয়ে আধুনিক কলকাতা শহরের পত্তন করেন। এই কলকাতায় হেস্টিংস-এর আমলে ইংলণ্ডের রাজার নামে নির্মিত হয় ফোর্ট উইলিআম দুর্গ। আঠার শতকের প্রথমে বাঙলায় ও ভারতে ইংরেজরা বাণিজ্য ব্যাপারে বহু সুবিধা পেয়েছিল। ঔরঙজেবের মৃত্যু হয় ১৭০৭ খৃঃ। দিল্লীর বাদশাহদের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে পড়ছিল। বাঙলার নবাবরা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হয়ে ওঠেন। মুর্শিদকুলী খাঁ, সুজাউদ্দীন, সরফরাজ খাঁ, আলীবর্দী খাঁ—কেউ প্রসন্ন ছিলেন না ইংরেজ কোম্পানির ওপর। সিরাজদৌলার সিংহাসন আরোহণের পর কোম্পানির উদ্ধৃত আচরণ বেড়ে যেতে থাকে। সিরাজের মাসি ঘসেটি বেগম এবং তাঁর সেনাপতি মীরজাফর ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, এ সংবাদ সিরাজের জানা ছিল। ইংরেজ ও ফরাসিরা নবাবের অনুমতি ছাড়াই কুঠি নির্মাণ করছিল। সিরাজদৌলা উভয়পক্ষকে কুঠি নির্মাণ বন্ধের আদেশ দিলে ফরাসীরা কুঠি নির্মাণ বন্ধ রাখলেও, ইংরেজরা আদেশ অমান্য করে। এমন কি ইংরেজরা ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য কলকাতা দুর্গকে সুরক্ষিত করতে থাকে। ক্রুদ্ধ সিরাজ ১৭৫৬ খৃঃ কাশিমবাজারে ইংরেজ কুঠি লুঠ করেন এবং কলকাতা অধিকার করেন। কলকাতার বেশ কিছু ইংরেজ ফলতায় পালিয়ে যায়, অনেকে আশ্রয় নেয় গঙ্গায়। আবার কেউ কেউ ডুবে মরে গঙ্গায়। কলকাতার বিপন্ন ইংরেজদের উদ্ধার করতে মাদ্রাজ থেকে সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে এগিয়ে আসেন রবার্ট ক্লাইভ ও নৌ-সেনাপতি ওয়াটসন। ১৭৫৭ খৃঃ ২ জানুআরি ইংরেজরা দখল করে ফোর্ট উইলিআম। নবাবও হাজির হলেন সসৈন্যে। চতুর ক্লাইভ নবাবকে অতর্কিতে আক্রমণে বিপর্যস্ত করে ফেলেন। আলীনগরের সন্ধি অনুসারে কোম্পানীকে বেশ কিছু বাণিজ্য সুবিধা ও কলকাতায় দুর্গ নির্মাণের অধিকার ও ক্ষতিপূরণ দিয়ে নবাব সিরাজদৌলা ফিরে গেলেন মুর্শিদাবাদ। কিন্তু অমীমাংসিত ব্যাপার থেকে গেল বেশী। আলীনগরের সন্ধি ছিল ক্ষণস্থায়ী। মুর্শিদাবাদে তখন ষড়যন্ত্র বেশ দানা বেঁধে উঠছে। জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, মহাতাপ রায় প্রভৃতির সঙ্গে ক্লাইভের এক গোপন চুক্তি হয়। এই ষড়যন্ত্রের মধ্যমণি ছিলেন মীরজাফর। চুক্তির শর্ত ছিল সিরাজকে সরিয়ে বাঙলার নবাব করা হবে মীরজাফরকে। এর বিনিময়ে তিনি ইংরেজদের দেবেন অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ। ক্লাইভ সব কিছু গুছিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। মুর্শিদাবাদের পঁচিশ মাইল দক্ষিণে পলাশীর প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ করে ক্লাইভ। তাদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। আর নবাব পক্ষে ছিল পঞ্চাশ হাজার পদাতিক এবং আঠার হাজার অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ। অপরিণামদর্শী নবাব আস্থা রেখেছিলেন মীরজাফর ও রায়দুর্লভের ওপর। তাঁরা সৈন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে। মীরমদন ও রাজা মোহনলাল বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে রক্ষা করতে ব্যর্থ হন বাঙলার স্বাধীনতা। যুদ্ধ ছিল সম্পূর্ণ ইংরেজের অনুকূলে। পরাজিত সিরাজ মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালালে ধরা পড়লেন রাজমহলের কাছে। তাঁকে নিয়ে আশা হয় মুর্শিদাবাদ। মীরজাফরের পুত্র মীরনের আদেশে কারাগারে সিরাজকে নৃশংসভাবে হত্যা করে মহম্মদীবেগ।

বাঙলা স্বাধীনতা হারায় ১৭৫৭ খৃঃ ২৩ জুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিরাজের মৃত্যুর পর বাঙলায় রাজনৈতিক ইতিহাস বদলে গেল আমূল। সিরাজের ত্রুটি যতই হোক না কেন তাঁর বিদেশীশক্তি প্রতিরোধ করে বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াস ইতিহাসে উজ্জ্বল হয় আছে। সিরাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত বাঙালীকে শোধ দিতে হয়েছে দুশ বছর ধরে।

কূট বুদ্ধি ও দুঃসাহসিকতা মানুষকে যে কতখানি সহায়তা করে তার উজ্জ্বল নিদর্শন ক্লাইভ। মাদ্রাজ কুঠির সামান্য কেরানী থেকে পলাশী যুদ্ধের নায়ক, তারপর বাঙলার ভাগ্যবিধাতা। ক্লাইভ বাঙলায় ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন পলাশী যুদ্ধের পর। তারপর তিনি দেশে ফিরে গেলেও কোম্পানির ডিরেকটররা তাঁকে গর্ভনর জেনারেল করে আবার বাঙলায় পাঠান। ক্লাইভ কোম্পানির স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালান। কোম্পানির দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন।

ইতিহাসের দুর্লভ বিশ্বাসঘাতক চরিত্র মীরজাফরকে বাঙলার পুতুল নবাব করে কোম্পানি। নবাবী লাভের বিনিময়ে কোম্পানিকে বিপুল পরিমাণ অর্থ পারিতোষিক দিতে গিয়ে তিনি নিজেই বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন অর্থাভাবে। ইংরেজদের সঙ্গে মীরজাফরের সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হয়ে ওঠে। চুঁচড়ার ওলন্দাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন মীরজাফর। ১৭৫৯ খৃঃ ক্লাইভ ওলন্দাজদের পরাস্ত করেন। বাঙলার গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট মীরজাফরকে সরিয়ে দিলেন অরাজকতা সৃষ্টি ও কুশাসনের অজুহাতে। বাঙলার নবাব হলেন মীরজাফরের জামাই মীরকাসিম। কিন্তু এই নির্বাচন ইংরেজদের পক্ষে সুখকর হয়নি। স্বাধীনচেতা মীর কাসিমের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল না ইংরেজদের। তাদের অমতে মীরকাসিম রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে সরিয়ে নিয়ে যান। বাণিজ্য শুল্কের ব্যাপার নিয়ে নবাবের সঙ্গে কোম্পানির সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। ১৭১৭ খৃঃ-এর বাদশাহী ফরমান লঙ্ঘন করায় কোম্পানির লাভ হলেও, নবাবের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছিল এবং দেশীয় ব্যবসায়ীরা প্রচন্ড অসুবিধায় পড়ে গিয়েছিল। মীরকাসিম এই ব্যবস্থা বন্ধের অনুরোধ জানালে কোম্পানি তা রক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করেনি। তারপর নবাব ঘোষণা করলেন সব শ্রেণীর ব্যবসায়ী বিনা শুল্কে ব্যবসা করবে। কোম্পানির স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পাটনা অধিকার করতে এগিয়ে আসেন পাটনা কুঠির অধ্যক্ষ এলিস। শুরু হয়ে যায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। কাটোয়া, গিরিয়া, উদয়নালা এবং আরো কয়েকটি স্থানের যুদ্ধে মীরকাসিম পরাজিত হন। দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম এবং অযোধ্যার নবাব সুজাউদৌলার সহযোগিতায় মীরকাসিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে ১৭৬৪ খৃঃ বকসার যুদ্ধে সেনাপতি মনরোর কাছে পরাজিত হন। তের বছর পরে মীরকাসিম মারা যান দিল্লীতে।

বকশারের এই যুদ্ধ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পলাশী যুদ্ধের পরও কোম্পানির আশা অপূর্ণ থেকে যায়। বকশারের যুদ্ধের পর তার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ইংরেজদের আর যুদ্ধ করতে হয়নি। যে সব যুদ্ধে তারা জড়িত হয়েছিল পরবর্তী সময়ে, তার কারণ ছিল প্রভুত্ব বিস্তার। ১৭৮৫ খৃঃ রবার্ট ক্লাইভ দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। কোম্পানিকে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত করেন সম্রাট শাহ আলম। কোম্পানি এই অঞ্চলের রাজস্ব আদায় করবে। এই রাজস্ব থেকে দিল্লীর সম্রাট ও বাঙলার নবাব পাবেন যথাক্রমে ছাব্বিশ লক্ষ ও তিপান্ন লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি। চতুর ইংরেজ বাঙলার সর্বময় কর্তা হয়ে গেল। সামরিক শক্তি, ধনসম্পদ, শাসন ক্ষমতা সব কিছুরই অধিকারী হল তারা। বাঙলার নবাবের কোন ক্ষমতাই আর থাকল না। বলা যায় এই সময় থেকেই বাঙলায় ইংরেজ শাসনের শুরু। কয়েক বছরের মধ্যে সম্রাটের বার্ষিক বৃত্তি বন্ধ হয় যায়। আর নবাবের বৃত্তি কমে যায় একুশ লক্ষ টাকা।

কোম্পানি দেওয়ানী লাভ করলেও, দেওয়ানীর কাজ চালাত মুহম্মদ রেজা খাঁ ও সিতাব রায় নামে দুই কুখ্যাত ব্যক্তি। এরা প্রজাদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালাত রাজস্ব আদায়ের জন্য। ফলে ১৭৬৯-৭০ খৃঃ বাঙলায় এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। এই দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। এই কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ মানুষের ইতিহাসে জঘন্যতম ঘটনা—যার তুলনা নেই। বাঙলার একতৃতীয়াংশ মানুষ মারা পড়ে অনাহারে। অধিকাংশ কৃষি জমি পরিণত হয় জঙ্গলে। এই দুর্বিষহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থায় কোম্পানি সমস্ত খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে পরে চড়া দামে বিক্রি করে। দয়াপরবশ হয়ে সেদিন দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের খাজনা মাত্র পাঁচ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছিল। অবশ্য পরের বছরই খাজনা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল শতকরা দশ টাকা।

ইংলণ্ডে কোম্পানির ডিরেকটর ওয়ারেন হেস্টিংসকে বাঙলার গর্ভনর করে পাঠায় ১৭৭২ খৃঃ দ্বৈত-শাসনের অবসান ঘটল। রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব স্বয়ং কোম্পানি গ্রহণ করে। হেস্টিংস বুঝেছিলেন জমিই হল এদেশের সম্পদ। রাজস্বের উৎস সেখানেই। রাজস্বের জন্য জমি নিলামে ওঠাবার ব্যবস্থা হল। সর্বোচ্চ রাজস্ব দিতে সম্মত ব্যক্তি পাঁচ বছরের জন্য এবং আরো এক বছরের জন্য জমি লাভ করত। ফল ভাল হল না। রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রজাদের ওপর অত্যাচার চালান হত, কিন্তু জমির উৎকর্ষ বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা ছিল না।

নতুন গভর্নর হয়ে এলেন কর্ণওয়ালিশ ১৭৮৬ খৃঃ। তিনি পুরোন ব্যবস্থা বাতিল করে জমিদারদের জমির স্বত্ব দিয়ে দিলেন বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে। এটি ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ফলে সরকারের আয় নির্দিষ্ট হল এবং দেশের মধ্যে ফিরে এল কিছুটা শৃঙ্খলা। কিন্তু প্রজাসাধারণের অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। তাদের ওপর অত্যাচার ও অবহেলা অব্যাহত থাকল। ছোট ছোট জমিদাররা মারা পড়ল। রাজস্ব পরিমাণ স্থির থাকায় জমির দাম বেড়ে গেলেও রাজস্ব বেশী দাবী করতে পারত না সরকার।

পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে বাঙলায় ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও, বাঙালীর ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তনই সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু তার পরবর্তী একশ বছরে জীবনের রূপটা বদলে গেল আমূল। সরকারী কাজের সুবিধার জন্য চলল ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার। সেই সঙ্গে চলল খৃস্ট ধর্ম প্রচার। বাঙলাদেশে পাশ্চত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা নিয়ে এল যুগান্তর—অবশ্য বিশেষ এক শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এই পরিবর্তনের স্রোত। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী ফরাসী বিপ্লবের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হল। চিন্তার মুক্তি ও স্বাধীনতার চিন্তা বাঙালীকে নাড়া দিল প্রচণ্ড ভাবে। স্বদেশ প্রেম, জাতীয়তাবোধের উন্মেষ এবং রাজনৈতিক অধিকার লাভের প্রেরণায় বাঙালী সেদিন পথ দেখিয়েছিল সমগ্র ভারতকে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা জড়ত্বপ্রাপ্ত জাতির বন্ধনমুক্ত ঘটায়। ইংরেজি শিক্ষায় সংকীর্ণ চিন্তা আত্মস্বাতন্ত্র্যে উদ্দীপ্ত হয়ে স্বাধিকার কামনায় প্রমত্ত হয়ে ওঠে। দেশ-প্রেমিক মানুষের শাসনে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন জীবন্ত হয়ে উঠতে থাকে। ইতালীর স্বাধীনতাসংগ্রামের কাহিনী, ফরাসী বিপ্লবের বজ্রকঠিন কণ্ঠস্বর, আমেরিকার স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস এদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজকে বিচলিত করে। কিন্তু প্রথম লগ্নে রাষ্ট্রীয় শাসন অধিকারের সংগ্রামে তখনও জাতীয় মানস ছিল অপ্রস্তুত। জাতীয়তাবোধ ক্রমশঃ উল্লেখযোগ্য রূপলাভ করে উনিশ শতকের শেষে। সিপাহী বিদ্রোহ, নীলকর আন্দোলন, হিন্দুমেলা, সংবাদপত্রের অভ্যুদয়, রোমান্টিক কাব্যের বিকাশ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ, ব্রাহ্মসমাজ, জাতীয় মঞ্চ, নাট্যাভিনয়, ইণ্ডিয়ান লীগ, ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-সিয়েশন, জাতীয় কনফারেন্স, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, থিওসোফিক্যাল সোসাইটি—জাতীয় চিন্তায় নবভাবনার উন্মেষ করে। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের জাতীয়তাবোধের উন্মেষও ঘটে এই ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে। ইংরেজ-শাসনের অনগ্রসর ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণ মনোভাব বুদ্ধিজীবীদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা জাতির চিন্তামানসে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। সমগ্র দেশ-ব্যাপী যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়ে পড়ে বাঙালীর স্থান সেখানে নগণ্য ছিল না। দেশাত্মবোধের মহান মন্ত্র উজ্জীবনে রামমোহন রায়, রামগোপাল ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য।

সমকালীন বাঙলায় পরিবর্তিত স্রোত ধারার কয়েকজন দিকপাল পুরুষ নিয়েছিলেন অসামান্য ভূমিকা। আঠার শতকের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালীর সামনে নতুন জীবনের সন্ধান নিয়ে আসেন রামমোহন রায়। অসামান্য ব্যক্তিত্ব, অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের অধিকারী রাম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোহনের ছিল বিশাল হৃদয় আর উদার দৃষ্টিভঙ্গী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল তাঁর জীবনাদর্শ। ধর্মের নামে ভণ্ডামিরত বাক্‌সর্বস্ব সমাজপিতাদের মুখোশ খুলে দিয়ে তিনি হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি ও মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। বাঙালীর জীবন থেকে ধর্মীয় গোঁড়ামি, জাতিভেদ প্রথা, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস —বলা যেতে পারে সামগ্রিক অমানবিক প্রথাগুলি উচ্ছেদের জন্য তিনি যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তার জন্য রামমোহনকে সামাজিক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তাঁরই প্রয়াসে সতীদাহ নিরোধক আইন বিধিবদ্ধ হয়। নতুন ধর্মীয় 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, আইনের চোখে সমানাধিকার প্রভৃতি আন্দোলনের তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ।

রামমোহনের জন্ম ১৭৭২ খৃঃ। আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৩৩ খৃঃ। রামমোহন মারা যান ১৮৩৩ খৃঃ। দেবেন্দ্রনাথ মারা যান ১৯০৫ খৃঃ। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর অন্যতম আদি পুরুষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজকে পৌত্তলিকতা মুক্ত করে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং সারা ভারতে ব্রাহ্মধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। বাঙলার ইতিহাসের ধারাপথে দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিকা পত্রিকা' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

রামমোহনের প্রায় পঁচিশ বছর পরে জন্ম বিদ্যাসাগরের। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর স্বদেশ ও স্বজাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর অসামান্য মানসিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তা, বিশাল হৃদয়, গভীর পাণ্ডিত্য বাঙলীকে দেয় নতুন জীবনের সন্ধান। রামমোহনের পর বিদ্যাসাগরই ছিলেন অন্যতম সমাজসংস্কারক।। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন জাতির জীবনের সর্বস্তরে শিক্ষার আলো পেঁৗছে দিয়ে অন্ধতা, ক্ষুদ্রতা ও মালিন্য দূর করতে। ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জন্য ১৮৫৯ খৃঃ প্রতিষ্ঠা করেন মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন। বালবিধবা-পুনর্বিবাহের জন্য তাঁর সংগ্রাম ও বহুবিবাহ বিরোধী ভূমিকা বাঙলার সমাজজীবনের অমানবিক চরিত্রকে ভেঙে গুড়ো গুড়ো করে দিয়েছিল। স্বাদেশিকতার প্রতিমূর্তি বিদ্যাসাগর বাঙলাসাহিত্যেরও অন্যতম কৃতী পুরুষ।

উনিশ শতকের নবজাগরণের বিশিষ্ট চরিত্র রাজনারায়ণ বসুর জন্ম ১৮২৬ খৃঃ। জাতীয়তাবোধের উন্মেষে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রণী। সমাজসংস্কারক ও স্বদেশপ্রেমিক রাজনারায়ণের অনুপ্রেরণায়, ঠাকুরবাড়ীর সহযোগিতায় এবং নবগোপাল মিত্রের চেষ্টায় ঐক্য ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু-মেলা।

এই সময়ে কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ বাঙালী জীবনের নতুন দিকপ্রবাহে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটায় কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৭ খৃঃ কেশবচন্দ্র সেনের চেষ্টায় প্রার্থনাসমাজের প্রতিষ্ঠা এবং ১৮৭৫ খৃঃ দয়ানন্দ সরস্বতীর চেষ্টায় আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠা ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটির কর্মপ্রচেষ্টায় প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ছিল অন্যতম সহায়ক।

তারপর এলেন বাঙলার 'অশিক্ষিত' পণ্ডিত ধর্মগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। তাঁর জন্ম ১৮৩৬ খৃঃ হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ও জাতিভেদ দূরীকরণে রামকৃষ্ণের অবদান অসামান্য। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা। ১৮৯৭ খৃঃ বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মিশন। উনিশ শতকের নবজাগরণে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রভাব ছিল গভীর। নবজাগরণের কেন্দ্রভূমি বাঙলাদেশ রামকৃষ্ণের বাণী ও শিক্ষায় নবভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। রামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের ধর্মজীবন ও পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল শিক্ষাধারার সমন্বয়সাধনে প্রয়াসী ছিলেন। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এবং নিপীড়িত জনগণের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠাই বিশ্বে সনাতন ভারতীয় সভ্যতার যোগ্য স্থান লাভে সহায়তা করেছিল। বেদান্তের আদর্শ প্রচার করে ভারতের তরুণ সমাজকে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং প্রাণহীন হিন্দুধর্মে নতুন প্রাণসঞ্চার করেন।

বাঙলাসাহিত্যের দিক্‌পাল পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। ধর্মীয় গোঁড়ামিকে তীব্র কষাঘাত করে জাতিভেদপ্রথা, বালবিবাহ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
BANARAS ... Ashram

বহুবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন। বাঙলার কৃষককে নতুন চোখে বিশ্লেষণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। স্বদেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বাঙালী ও বাঙলাদেশে নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ।

নীলকর আন্দোলনে, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ সাংবাদিকতা বাঙলাদেশের মানুষের মনে নতুন চিন্তার প্রবাহ এনে দেয়। 'নীলদর্পণে'র অভিনয় বন্ধ করে দেয় সরকার।

১৮৫১ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের নেতা ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল এবং আরো অনেকে। ইণ্ডিয়ান লীগ বা ভারতসভা অনেকটা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর চেষ্টায়। এর সেক্রেটারী ছিলেন আনন্দমোহন। দেশীয় সরকারী কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে আন্দোলন করবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংগঠন গড়ে ওঠে। এর আগে বাংলাদেশে স্বাদেশিক আন্দোলনের সূচনা হয় ঠাকুর পরিবারে। তাদের পুরোধা ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র প্রভৃতিকে নিয়ে রাজনারায়ণ 'স্বদেশিকদের সভা' প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৬৫ খৃঃ। জাতির সামগ্রিক জীবনে দেশপ্রেমবোধ জাগাবার উদ্দেশ্যে এঁরা হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৬৭ খৃঃ ১২ এপ্রিল। জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে হিন্দুমেলার ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দেশাত্মবোধের বাণী প্রচারে এর অবদান অনন্য। হিন্দুমেলার ন্যায় জাতীয় সংস্থা এর আগে আর কোথাও গড়ে ওঠে নি। দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষ তাদের আহ্বানে এসে মিলিত হয়েছিল। হিন্দুমেলার কর্মসূচী ছিল:

"১৭৮৮ সালের চৈত্র সংক্রান্তিতে যে একটি জাতীয় মেলা হইয়াছিল, স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতি-সাধন করাই তাহার উদ্দেশ্য।

"উদ্দেশ্য সাধনোপায় ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হয়—

"১। এই মেলাভুক্ত একটি সাধারণ মণ্ডলী সংস্থাপিত হইবে। তাঁহারা হিন্দু জাতিকে উপরোক্ত লক্ষ্য সকল সংসাধনের জন্য একদলে অভিভুক্ত এবং স্বদেশীয় লোকগণ মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ ভাব উন্মূলন করিয়া উপরোক্ত সাধারণ কার্যে নিয়োগ করত এই জাতীয় মেলার গৌরববৃদ্ধি করিবেন।

"২। প্রত্যেক বৎসর আমাদিগের হিন্দুসমাজের কত দূর উন্নতি হইল, এই বিষয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য চৈত্র সংক্রান্তিতে বৃত্তান্ত পাঠ করা হইবে।

"৩। অস্মদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্বজাতীয় বিদ্যানুশীলনের উন্নতিসাধনে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উৎসাহবর্ধন করা যাইবে।

"৪। প্রতি মেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের পরিশ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া প্রদর্শিত হইবে।

"৫। প্রতি মেলায় সঙ্গীতনিপুণ ব্যক্তিগণের উৎসাহবর্ধন করা যাইবে।

"৬। যাঁহারা মল্লবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, প্রতি মেলায় তাঁহাদিগকে একত্র করিয়া উপযুক্ত পরিতোষিক বা সম্মান প্রদান করা যাইবে এবং স্বদেশীয় লোকমধ্যে ব্যায়ামশিক্ষা প্রচলিত করিতে হইবে।"

রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছিলেন: "শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি অমনোযোগের জন্য দিন দিন আমরা দুর্বল হইয়া পড়িতেছি। ইংলণ্ডের উপর আমাদের নির্ভর দিন দিন বাড়িতেছে। কাপড় পরিতে হইবে, ইংলণ্ড হইতে কাপড় না আসিলে আমরা পরিতে পাই না। ছুরি, কাঁচি ব্যবহার করিতে হইবে, বিলাত হইতে প্রস্তুত না হইয়া আসিলে আমরা তাহা ব্যবহার করিতে পাই না। এমন কি বিলাত হইতে লবণ না আসিলে আমরা আহার করিতে পাই না। দেশলাইটি পর্যন্ত বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া না আসিলে আমরা আগুন জ্বালিতে পারি না। দেশ হইতে কিছুই হইতেছে না।....ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা আমাদিগের হৃদয়ে উচ্চ উচ্চ বাসনার উদ্রেক হইতেছে, কিন্তু রাজপুরুষেরা আমাদিগের সেই সকল বাসনা পূর্ণ করিতেছেন না। আমরা গভর্নমেন্টের দোষ সকল বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আমাদিগের হাত-পা বাঁধা, সে সকল দোষ সংশোধন বিষয়ে আমাদের কোন কথাই চলে না।"

প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য না থাকলেও সে সময়ে দেশে কয়েকটি গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর এবং রাজনারায়ণ বসু প্রতিষ্ঠিত 'সঞ্জীবনী সভা' ছিল এমন একটি সংগঠন। এ দলের আদর্শ ছিল ইতালীর গুপ্ত বৈপ্লবিক সংগঠনগুলি।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার বাঙালী শিক্ষিত সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল আমাদের হীনতাকে দীনতাকে। য়ুরোপীয় শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী ভারতের সমাজ জীবনে নিয়ে আসে যুগান্তকারী পরিবর্তন। ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে। সতীদাহ প্রভৃতি নিষ্ঠুর প্রথার বিলোপ ঘটে এবং ভারতের জনসাধারণের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আসে। বৃহত্তর জীবনে নারী জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বন্দিনী নারী অর্থনৈতিক কারণে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে বাধ্য হল। রাজনৈতিক ও শিক্ষার জগতে মহিলাদের অবদান কম নয়। সমাজ ও ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতির চেষ্টায় ভারতের সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ও উন্নতিসাধিত হয়। বহুকাল ধরে এদেশের জনসাধারণের মনে ধর্মের বিরুদ্ধে একটি অসহিষ্ণুতার ভাব বর্তমান ছিল। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে নতুন জাতীয়তাবোধ বা মানবতার সুর শোনা গেল এদেশের জনগণের মধ্যে, তা অবশ্য আকস্মিক নয়। স্তিমিত অগ্নিকণা উপযুক্ত উপাদানে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। কুসংস্কার, কূপমণ্ডূকতা, আত্মবিরোধ নির্জীবতার বেড়াজাল উত্তীর্ণ হয়ে প্রস্ফুটিত হল প্রগতিশীল চিন্তাধারার অভিনব অধ্যায়।

অবশ্য তখন রাজনৈতিক স্বাধীনতার চিন্তা দেশবাসীর মনে জাগেনি। ধর্ম ও সমাজের বন্ধনমুক্তিই ছিল কাম্য। ব্রহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই এই সংগ্রামের সূচনা। বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা মনে করতেন, ইংরেজ দিয়েছে মানবতার বাণী, স্বাধীনতার চিন্তা—তাই ইংরেজশাসনকে মঙ্গলের প্রতীক বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। তারা মনে করতেন ব্রিটিশ শাসন ছিল তখন প্রয়োজন। প্রথমে তারা চেয়েছিলেন দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, শিক্ষার বিস্তার, জাতীয় ভাবের উন্মেষ। তারপর রাজনৈতিক স্বাধিকার, সরকারী কর্মে ভারতীয় নিয়োগ, শিল্প প্রসারকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। কিন্তু ধর্ম ও শিক্ষার স্বাধীনতার মধ্যে যে বাসনা জেগে উঠেছিল, যে মুক্তির আকাঙ্খা নতুন আলোকের সন্ধান পেয়েছিল—ধর্ম ও সমাজকে ভেঙে নতুন রূপ দিয়েছিল—তাই পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কামনায় প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। যে সত্যের প্রেরণায় বাঙালী ধর্মের বন্ধনকে পরাজিত করেছিল, তাই-ই তাকে পথ দেখাল রাষ্ট্রদ্রোহিতার-স্বাধীনতার।

সনাতন সভ্যতার ঐতিহ্য ভেঙে পড়েছে; অথচ বিশ্বসংস্কৃতির দরবারে আমরা নিঃস্ব নই। আমাদের জড়ত্ববোধকে দূর করবার জন্য জাতির নেতারা বলিষ্ঠ কণ্ঠে উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের পরাধীনতা সুপ্ত স্বদেশপ্রেমকে—সংগ্রামী মনোভাবকে জাগিয়ে তুলল। তীব্র বেদনানুভবের মধ্য দিয়ে জন্ম নিল স্বাধীনতা আন্দোলন। স্বদেশপ্রেমের মহান মন্ত্রে জাতির প্রাণে এল নবজীবনের জোয়ার।

বিদেশীশাসন ভারতের সমাজজীবনে এনেছিল বিপ্লব। আমাদের জড়ত্ব, পল্লীসমাজ, কুটির ও কৃষিকর্মকে বিধ্বস্ত করে সমগ্র জীবনভূমিকে পাল্টে দিয়েছিল। ইংরেজ আমাদের জীবনকে বিনষ্ট করেছে, কিন্তু নতুন জীবনের পথের সন্ধান দেয় নি। পারিপার্শ্বিক বা ইতিহাসের ধারায় যে শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল তাকে বলা যায় অনিবার্য। ইংরেজ তার সাম্রাজ্যবিস্তারের স্বার্থেই ভারতকে শোষণ করেছিল—ভারতের প্রতি প্রেমবশত শিল্পায়নে বিপ্লব ঘটায়নি। সাধারণ মানুষের নিঃসীম দুর্গতি—বৃটিশভৃত্য ভারতীয়ের আত্মসন্তোষ প্রভৃতির চিত্র রয়েছে রামপ্রসাদের গানেঃ

করুণাময়ি! কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা (ওগো তারা)
আমার এমনি দশা, শাকে অন্ন মেলে কই॥
কারে দিলে ধন-জন, মা, হস্তী-অশ্ব-রথ-চয়
ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর;
আমি কি তোর কেউ নয় ?
কেহ থাকে অট্টালিকায়, মনে করি তেমনি হই,
মাগো, আমি কি তোর পাকা খেতে
দিয়েছিলাম মই ?

কোম্পানির শাসনের প্রথম দিক থেকে যে বিদ্রোহের সূচনা হয় তাতে বাঙলাদেশের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। এই বিদ্রোহ ছিল বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যাব্যাপী। বাঙলাদেশের অত্যাচারিত তাঁতিরা কোম্পানির নির্দেশে কাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তাঁতের কাজ ছেড়ে দিয়ে কৃষি কাজে মন দেয়। শান্তিপুরের তাঁতিরা কারাবরণ করেছে। তমলুক, হিজলী প্রভৃতি অঞ্চলের লবণ-কারখানায় কর্মীরা দাবীদাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু করে ১৭৯৪ খৃঃ। ১৭৮২-৮৩ খৃঃ দিনাজপুরে কৃষক-বিদ্রোহ ঘটে। বাঁকুড়ায় দীর্ঘকাল ধরে যে বিদ্রোহ চলেছিল তার প্রভাব সমস্ত বাঙলা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের ১৭৯৯ খৃঃ যে বিরাট আকারে চোয়াড়দের বিদ্রোহ দেখা দেয় তার প্রভাব বীরভুম ও ধলভুমেও পড়েছিল। ১৭৬০ খৃঃ যে সন্ন্যাসীবিদ্রোহের সূচনা তা ১৮০০ খৃঃ পর্যন্ত চলেছিল। ইংরেজশক্তি এই বিদ্রোহ দমনে বিব্রত হয়ে উঠেছিল। মানভুমের জমিদার গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে চোয়াড়দের বিদ্রোহ ঘটে ১৮৩২ খৃঃ। ১৮৩৩ খৃঃ ময়মনসিং জেলায় আদিবাসীদের এক বিদ্রোহ ঘটে। দক্ষিণ বাঙলায় তিতুমীরের নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ ঘটে তা দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল। ১৮৫৫-৫৬ খৃঃ সাঁওতালবিদ্রোহই কোম্পানীকে সব থেকে বেশী বিব্রত করেছিল।

নানাদিক থেকে বিচার করে বলা যায় ১৮৫৭ সালের সিপাহীবিদ্রোহের মধ্যে জাতীয় অভ্যুত্থানের অঙ্কুর নিহিত ছিল। ১৮৫৭ সালের ২৬ ফেব্রুআরি বহরমপুরে মঙ্গল পাণ্ডের আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে এই বিদ্রোহের সূচনা। সিপাহীদের মধ্যে উদ্দীপ্ত চেতনা ১৮৫৭ সালের ১০ মে মিরাটে প্রচণ্ড বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর বিদ্রোহ করে ফিরোজপুর ও মজফরনগরের সিপাহীরা। তারপর লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, ফতেপুর, কানপুর, অযোধ্যা, উত্তরপ্রদেশ, মথুরা, রুড়কি, ফতেগড়, ফৈজাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহ চরম রূপলাভ করে। বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। বাঙলাদেশে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোহর, বীরভুম, বর্ধমান, নদীয়া, নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহী অঞ্চলগুলিতে সিপাহীরা জনসমর্থন লাভ করেছিল বিপুলভাবে। দেশীয় রাজা মহারাজাদের ইংরেজ-আনুগত্য তাদের সার্থক সংগ্রামের অন্যতম প্রতিবন্ধক ছিল। এই বিদ্রোহ জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রতিটি ভারতবাসীকে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিল পরবর্তী কালে। ১৮৫৮ খৃঃ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে
চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্বশৃঙ্খল বলো কে পরিবে
পায় হে, কে পরিবে পায়?

—১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন এবং ভারতের ইতিহাসের নতুন অধ্যায় সূচিত করে।

বিপিনচন্দ্র পালের একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য—

"কোনও সমাজে কোনও সময়ে জনসাধারণের মধ্য যে ভাব প্রচ্ছন্ন না থাকে তাহা কখনও সেই সমাজের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের মধ্যে একটা তুমুল ধর্ম, নিগূঢ় যোগ ছিল না এরূপ কল্পনা করা যায় না। বাঙলার নবযুগের ইতিহাসে মুষ্টিমেয় ইংরেজী-নবীশদের মধ্যে যে ধর্ম ও সমাজ-দ্রোহিতা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার সঙ্গে দেশের জনসাধারণের একটা অতি নিগূঢ় যোগ ছিল না এরূপ কল্পনা করা যায় না। ফলতঃ এই ধর্ম ও সমাজদ্রোহিতাকে যাঁহারা বিদেশী অনুচিকীর্ষার ফলে একটা আগন্তুক ও আকস্মিক উৎপাত বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হয় না।"

বিশ্ব ইতিহাসে উনিশ শতকের শেষ ভাগ হল সাম্রাজ্যবাদের বিভৎসতম আত্মপ্রকাশের সূচনা। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা তখনও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে পূর্ণ অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেননি। দেশের উদ্দীপ্ত যুবসমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল কংগ্রেসের এই মোহ-নিদ্রার জন্য। তখন বাঙলার যুবশক্তি অধীর ও অশান্ত। জাপানের বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ তাদের বিস্মিত করেছে। দেশবিদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তাদের মনোভাবকে করে তুলেছিল চঞ্চল। এমন সময় দুঃস্বপ্নের মত এল কার্জনের 'বঙ্গভঙ্গ' প্রস্তাব। তারপর যে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হয়, তার ক্ষেত্র দীর্ঘকাল ধরে প্রস্তুত হয়েই ছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ জাতির জীবনে নব নব চিন্তার উন্মেষে স্বাজাত্যাভিমান এবং স্বাদেশিকতা বোধকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিলেন। ১৯০৬ খৃঃ বিপিনচন্দ্র 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় লিখলেন:

"Our ideal is freedom, which means

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

absence of all foreign control. Our method is passive resistance, which means organised determenation to refuse, to render any voluntary or honourary service to the Government."

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাসবিহারী ঘোষের চেয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসনের অধীনে উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বৈপ্লবিক সংগ্রামের সূচনা করেন অরবিন্দ, নিবেদিতা, বিপিনচন্দ্র, বারীণ ঘোষ প্রমুখ। এঁদের আন্দোলনের ধারা ছিল গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী। বিদেশী দ্রব্য বয়কট করে বাঙলাদেশ সমগ্র ভারতের স্বদেশী শিল্পোন্নয়নের পথকে প্রশস্ত করেছিল। স্বদেশী শিল্পের বিকাশে বাঙলার ভূমিকাকে অস্বীকার করলে ইতিহাস তার বিরোধিতা করবে। স্বদেশ সংস্কৃতিতে শিল্প, ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতির দরবারে বাঙলাদেশ তখন ভারতের আদর্শ। এই যুগের বাঙলাসাহিত্য জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতা বোধকে এগিয়ে এনেছিল সব থেকে বেশী। জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিকদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল, নবীনচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের নাম সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। এঁদের রচনা জাতীয় আন্দোলনে নতুন প্রাণাবেগ সঞ্চার করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়, টেকনিক্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা, জাতীয় শিক্ষাবিস্তারের পথকে প্রশস্ত করেছিল। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্বাদেশিকতা ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। বঙ্কিমের বন্দেমাতরম, রবীন্দ্রনাথের জনগণমন ভারতের কোটি কোটি মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করেছিল। স্বদেশী বাণী প্রচারের অন্যতম পুরোহিত ছিলেন চারণ কবি মুকুন্দ দাস।

স্বদেশপ্রেমকে তীব্রতর রূপদানের জন্য কলকাতায় যে 'শিবাজী উৎসব' ও 'বীর পূজার' প্রবর্তন হয়, তার গুরুত্ব অপরিসীম। এই উৎসবের প্রবর্তন করেন সখারাম গণেশ দেউস্কর। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির উদ্যোগে ১৯০৪ খৃঃ শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহারাষ্ট্র নেতা লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এই উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য পুণা থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। শিবাজী উৎসবের অন্যতম অঙ্গ ছিল শক্তিরূপিণী ভবানীর পূজা। ১৯০৬ খৃঃ শিবাজী উৎসব ও স্বদেশী শিল্পমেলায় নবপ্রাণ সংযোগ করেছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে কংগ্রেসের তখনও গভীর সংযোগ গড়ে ওঠেনি। কংগ্রেস সম্মেলনগুলিতে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের ভিড়ছিল খুবই কম। বুদ্ধিজীবী, উচ্চবিত্ত, অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, উকিল—এরাই ছিলেন কংগ্রেসের সেবক। শ্রমজীবনের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলার কোন প্রয়াসই ছিল না কংগ্রেসের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ তাই স্বদেশীসমাজ গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আত্মরক্ষার জন্য সমাজকে জাগ্রত হইতে হইবে, কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। সমাজ যে-কোন উপায়ে সেই কর্তৃত্ব লাভ করিলেই আপনার সমস্ত সমস্যার মীমাংসা আপনি করিবে। তাহার সেই স্বকৃত মীমাংসা কখন কিরূপ হইবে আমি তাহা গণনা করিয়া বলিতে পারি না।" রবীন্দ্রনাথ একটা স্বস্বাধীন সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাদের পরিকল্পনা ছিল বহুমুখী। রবীন্দ্রনাথের এই গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারার যথাযোগ্য মূল্যায়ণ ঘটেনি।

স্বদেশীসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্র ঃ

স্বদেশীসমাজ

[পাঠক দয়া করিয়া নিজের অভিপ্রায়মত এই নিয়মাবলীর পরিবর্তন পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করিয়া জোড়াসাঁকোয় ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। ইহা সাধারণের নিকট প্রকাশ্য নহে। বন্ধুবান্ধবের মধ্যে যাঁহারা এই কার্যে যোগ দিতে ইচ্ছুক আছেন তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা এইসঙ্গে পাঠাইলে বাধিত হইব।]

আমরা স্থির করিয়াছি আমরা কয়েকজন মিলিয়া একটি সমাজস্থাপন করিব।

আমাদের নিজের সম্মিলিত চেষ্টায় যথাসাধ্য আমাদের অভাবমোচন ও কর্তব্যসাধন আমরা নিজেরা করিব, আমাদের শাসনভার নিজে গ্রহণ করিব, যে সকল কর্ম আমাদের স্বদেশীয়ের দ্বারা সাধ্য তাহার জন্য অন্যের সাহায্য লইব না। এই অভিপ্রায়ে আমাদের সমাজের বিধি আমাদের প্রত্যেককে একান্ত বাধ্যভাবে পালন করিতে হইবে। অন্যথা করিলে সমাজবিহিত দণ্ড স্বীকার করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাজের অধিনায়ক ও তাঁহার সহায়তাকারী সচিবগণকে তাঁহাদের সমাজ-নির্দিষ্ট অধিকার অনুসারে নির্বিচারে যথাযোগ্য সম্মান করিব।

বাঙালি মাত্রেই এ সমাজে যোগ দিতে পারিবেন।

সাধারণত একুশ বৎসর বয়সের নীচে কাহাকেও গ্রহণ করা হইবে না।

এ সভার সভ্যগণের নিম্নলিখিত বিষয়ে সম্মতি থাকা আবশ্যক:

১। আমাদের সমাজের ও সাধারণত ভারতবর্ষীয় সমাজের কোন প্রকার সামাজিক বিধিব্যবস্থার জন্য আমরা গভর্ণমেন্টের শরণাপন্ন হইব না।

২। ইচ্ছাপূর্বক আমরা বিলাতি পরিচ্ছদ ও বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার করিব না।

৩। কর্মের অনুরোধ ব্যতীত বাঙালীকে ইংরেজিতে পত্র লিখিব না।

৪। ক্রিয়াকর্মে ইংরেজিখানা, ইংরেজি সাজ, ইংরাজি বাদ্য, মদ্যসেবন এবং আড়ম্বরের উদ্দেশ্যে ইংরেজ নিমন্ত্রণ বন্ধ করিব। যদি বন্ধুত্ব বা অন্য বিশেষ কারণে ইংরেজ নিমন্ত্রণ করি তবে তাহাকে বাঙলা রীতিতে খাওয়াইব।

৫। যতদিন না আমরা নিজে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপন করি ততদিন যথাসাধ্য স্বদেশচালিত বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে পড়াইব।

৬। সমাজস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে যদি কোন প্রকার বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে আদালতে না গিয়া সর্বাগ্রে সমাজ-নির্দিষ্ট বিচার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব।

৭। স্বদেশীয় দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য দ্রব্য ক্রয় করিব।

৮। পরস্পরের মধ্যে মতান্তর ঘটিলেও বাহিরের লোকের নিকট সমাজের বা সামাজিকের নিন্দাজনক কোন কথা বলিব না।"

পরবর্তীকালে গান্ধীজি উদ্ভাবিত অসহযোগ আন্দোলনের সূত্র যেন এই 'স্বদেশীসমাজ' থেকেই আহৃত।

বঙ্কিমের যুগ থেকে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় ঘটে রবীন্দ্রনাথ তার প্রভাবমুক্ত না হতে পারলেও, তাঁর চিন্তাধারা এক মহান মানবপ্রেমবোধকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে তিনি স্বীকার করে নিতে পারেননি। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয়তার উন্মেষে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা স্বদেশের অধিকাংশ দেশনায়ক যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে স্বীকার করে নেয় নি।

১৮৮৫ খৃঃ বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। কংগ্রেস প্রথমে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সমর্থন লাভ করে। পরে সরকার এই সংগঠনকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। সে সময়ে কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠন করা।

১৯০৩ খৃঃ কংগ্রেস সভাপতি লালমোহন ঘোষ বলেন : 'আমরা সবাই ব্রিটিশ রাজ্যের একান্ত অনুগত প্রজা, কিন্তু সরকারকে সমালোচনা করার যে অধিকার ব্রিটিশ প্রজার আছে তারই ব্যবহার করে কি প্রশ্ন করতে পারি : যারা বহুদিন আগে এদেশের শিল্পকে ধ্বংস করেছে, যারা সেদিনও উদার শাসনের নামে আমাদের দেশে তৈরী কাপড়ের উপর কর বসিয়েছে, যারা প্রতি বৎসর এখান থেকে অন্তত দুই কোটি পাউন্ড দেশে নিয়ে যায়, যারা চাষীর পিঠে ভারী বোঝা চাপিয়ে বার বার এমন প্রচন্ড দুর্ভিক্ষ ঘটিয়েছে যার তুলনা আমাদের পূর্ব ইতিহাসে নেই, তাদেরই শাসন করুণাকর ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ বিধান বলে বিশ্বাস কি আমাদের করতে হবে?'

কার্জন ভারতের গভর্ণর হয়ে আসেন ১৮৯৯ খৃঃ। তখন বাঙালীজাতি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। তার বিস্ফোরণ ঘটবে যে কোন মুহূর্তে। জ্বলে উঠবে সারা ভারত। এই জাতীয় শক্তি ভেঙে ফেলতে ১৯০৩ খৃঃ সরকারী ঘোষণায় চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ জেলা আসামের সঙ্গে যুক্ত করার যে পরিকল্পনা হয় তার প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলনের সূচনা হয়। ঢাকার নবাব সলিমুল্লা স্পষ্ট বঙ্গবিভাগের বিপক্ষে দাঁড়ান। দু' হাজারেরও বেশী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভারত সচিবের নিকট পূর্ববঙ্গ থেকে স্বাক্ষরিত প্রায় সত্তর হাজার আবেদনপত্র পাঠান হলেও সমস্ত আবেদন নিবেদন অগ্রাহ্য করে ১৯০৫ খৃঃ ১৬ অক্টোবর পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ গঠন করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। অন্য বিবিধ কারণে দেশবাসীর বিক্ষুব্ধ মনবাসনা বঙ্গভঙ্গের উত্তপ্ত প্রবাহে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। বঙ্গবঙ্গকে উপলক্ষ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিসাবে গ্রহণ করা হয়। বঙ্গভঙ্গের দিন সমস্ত বাঙলা-ব্যাপী হরতাল ও অরন্ধন পালিত হয়েছিল।

জাতির সমগ্র দায়িত্বভার স্বহস্তে তুলে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান জাতির নেতৃবৃন্দ—অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ-মোহন বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, আবদুল রসুল। রবীন্দ্রনাথ জাতিকে নতুন পথ দেখিয়েছেন। মহারাষ্ট্রের মানুষ লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন এই সংগ্রামী জনতার পাশে। কার্জন সমগ্র দেশবাসীর মনে স্বাজাত্যবোধ, স্বদেশপ্রেম আরও অধিকমাত্রায় উদ্দীপ্ত করেছেন তাঁর স্বৈরাচারের দ্বারা। তাঁর মিউনি-সিপ্যাল ,অ্যাক্ট, ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট দেশবাসীকে ক্ষীপ্ত করে তুলল। জনসাধারণের বিক্ষোভ স্বতস্ফূর্ত-রূপে ফেটে পড়ে বঙ্গভঙ্গের সংকল্পে। ১৯০৫ খৃঃ ৭ আগস্ট ঐতিহাসিক স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হল বিদেশী দ্রব্যবর্জন, অসহযোগিতা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। কবি রজনীকান্ত সেদিন লিখেছিলেনঃ

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই।
দীনদুঃখিণী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।

বাঙালী জাতির শক্তি খর্ব করাই ছিল এই হীন চক্রান্তের উদ্দেশ্য। ক্ষুব্ধ বাঙলাদেশ ইউনিভার্সিটি বিল ও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলনের সূচনা করে, জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশে প্রেমের প্রাণবন্যা বয়ে যায় সমগ্র দেশে। রবীন্দ্রনাথ উদ্দীপ্ত হয়ে লিখলেন : 'বঙ্গ-বিভাগ ও শিক্ষাবিধি লইয়া আমাদের দেশে সম্প্রতি যে আন্দোলন হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে একটি অপূর্বত্ব বিদেশী লোকেরাও লক্ষ্য করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, এবারকার বক্তৃতাদিতে রাজভক্তির ভড়ং নাই, দাম লইয়া কথা কহিবার প্রয়াস নাই, মনের কথা স্পষ্ট বলিবার একটা চেষ্টা দেখা গিয়াছে। কংগ্রেস প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক সভা-স্থলে আমরা বার বার দুই কূল বাঁচাইয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াছি। এবার কিন্তু দুর্বল ভীরুর স্বভাব-সিদ্ধ ছলাকলা বিশেষ দেখা যায় নাই—প্রাজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিরাও একবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া সোজা কথা কহিয়াছেন'।

১৯০৭ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশন চরম দলাদলি ও আত্মসংঘর্ষে ভেঙ্গে যায়। নরম-পন্থীদের উদ্দেশ্য ছিল নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া। রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি নির্বাচন করা ছিল তাদের উদ্দেশ্য। চরমপন্থীরা সভাপতি নির্বাচন করতে চাইলেন লালা লাজপৎ রায়কে। নরমপন্থীরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। গোলমালের ফলে চরমপন্থীরা অনেকটা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এলেন। দুটি স্বতন্ত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। চরমপন্থীরা অরবিন্দ ঘোষকে সভাপতি করে সভা অনুষ্ঠান করল। বিপিন-চন্দ্র তখন কারাগারে। অরবিন্দ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পক্ষে। তিলক ছিলেন নরমপন্থীদের সঙ্গে আপোস-কামী। লাজপৎ রায়ও নরমপন্থীদের দলে। বাঙলার দলে তখন একাকী অরবিন্দ। রাসবিহারী ঘোষ, সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মনোভাব বাঙলাদেশের জনগণ হৃদয়ের সঙ্গে স্বীকার করে নিতে পারল না। উভয়-পন্থীর মধ্য দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটল বাঙলায়। পাবনায় কংগ্রেসের প্রাদেশিক অধিবেশনে সভাপতি রবীন্দ্রনাথ বললেন : "সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধকে একটা বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে বাঁধিয়া তোলাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় শিক্ষা। এই শিক্ষা যদি আমাদের অসম্পূর্ণ থাকে তবে স্বায়ত্তশাসন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। যথার্থ স্বায়ত্তশাসনের অধীনে মতবৈচিত্র্য দলিত হয় না, সকল মতই আপনার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া লয় এবং বিরোধের বেগেই পরস্পরের শক্তিকে পরিপূর্ণরূপে সচেতন করিয়া রাখে।"—বাঙলাদেশের জনগণ বিপিন-চন্দ্র, অরবিন্দ প্রভৃতি চরমপন্থীদের নেতৃত্বে পূর্ণস্বরাজ লাভের উদ্দেশ্য বয়কট এবং অসহযোগিতার আন্দোলন চালাচ্ছিল। গুপ্তভাবে অরবিন্দ সরকারী শাসনকার্য উৎখাতে লিপ্ত ছিলেন। তিনি উদ্দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেনঃ

"Foreign rule can never be for the good of a Nation....Foreign rule is inorganic and therefore, tends to disintegrate the subjects body-politic by destroying its proper organs and centres of life...."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....
Sri Sri Anandamayee Ashram
BANARAS

বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দের অন্যতম সহযোগী ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। জাতীয়তাবাদী ইংরাজি দৈনিক প্রকাশের দায়িত্বভার নিয়েছিলেন তিনি। পরে সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন অরবিন্দ। উপাধ্যায় 'সমাজ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় ব্রহ্মবান্ধবকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলার লিখিত বিবৃতিতে তিনি বলেন:

"I do not take any part in this trial because I do not believe that in carrying out my humble share of the God-appointed mission of Swaraj, I am in any way accountable to the alien people who happen to rule over us and whose interest is and must necessarily be in the way of our true national development."

—নির্ভীক স্বদেশপ্রেমের এই যোদ্ধা বাঙলাদেশে একদা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চরম রূপ ছিল ১৯০৮ খৃঃ-এর পর। চারদিকে ইংরেজ কর্মী বিপ্লবীদের হাতে নিহত হতে লাগল। গ্রেপ্তার হলেন বারীন্দ্র-উপেন্দ্র-কানাই-সত্যেন, নরেন গোঁসাই-অরবিন্দ এবং আরো অনেকে। সমগ্র বাঙালী তখন নব প্রাণস্পন্দনে চঞ্চল। বাঙলা স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। তিলক 'কেশরী' পত্রিকায় আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে গিয়ে ছয় বৎসর কারারুদ্ধ হলেন। স্বদেশী-যুগের শেষার্ধে বাংলার এই নব অভ্যুত্থান প্রবীণ কংগ্রেস-কর্মীদের মধ্যে এবং নানা পত্র-পত্রিকায় অনাদৃত হল। কিন্তু আন্দোলন দেশের অভ্যন্তরে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে।

স্বদেশী আন্দোলনের এক নীরব সাধক ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৯০৫ খৃঃ থেকে যে স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভ সতীশচন্দ্র তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ডন সোসাইটি' মধ্য দিয়ে। ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তর আনে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'—সতীশচন্দ্র ছিলেন তার কেন্দ্রমণি। আত্মশক্তি-বিকাশে তাঁর অনন্যসাধারণ ভূমিকা সুরেশচন্দ্র-বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দের মত সোচ্চার না হলেও কোন অংশে কম ক্রিয়াশীল ছিল না। তাঁর জীবন ও কর্মের সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলন মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

ইংরেজের কঠিনতম অত্যাচারকে অগ্রাহ্য করে সশস্ত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙলার যুবসমাজ। তারা ত্যাগ করল আবেদন নিবেদনের পথ। গীতার আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর দল'। ইতালি ও আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবীদের অনুসরণে এরা দেশের বাইরে থেকে বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করতে থাকে। ইংরেজ শাসনের ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে দিয়েছিল এই বিপ্লবী দল।

ইংরেজ শাসকদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন রাসবিহারী বসু। অনুশীলন সমিতির একটি উপদলের নেতা রাসবিহারী। তখন দুটি রাজনৈতিক হত্যা ও রাজনৈতিক ডাকাতি ঘটে বাঙলায়। সরকার এ ব্যাপারে মাথা ঘামায়নি। কিন্তু ১৯১২ খৃঃ ২৩ ডিসেম্বর বোমায় মারাত্মক আহত হলেন হার্ডিঞ্জ। একজন নিহত হলেন। শঙ্কিত শাসকগোষ্ঠী রাসবিহারীর খোঁজে ব্যাপক তল্লাসী চালালেও, তাঁর কর্মকেন্দ্র তখন বারাণসীতে। সেখানে তিনি যে সৈনিক বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেন, শেষ পর্যন্ত তা ফাঁস হয়ে যায়। দেশে থাকা নিরাপদ নয়, এই সম্ভাবনায় পি এন ঠাকুর ছদ্মনামে ১৯১৫ খৃঃ জাপান চলে যান। সেখান থেকে শুরু করেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের কাছে পরাজিত হয়ে ইংরেজশক্তি ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তাদের ফেলে আসা ভারতীয় সৈন্যরা বন্দী হয় জাপানীদের হাতে। এই ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে রাসবিহারী গঠন করেন আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ। পরে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুর গেলে এই সঙ্ঘের ভার দেন তাঁর ওপর। সঙ্ঘের নতুন নাম হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ। রাসবিহারী বিদেশে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু ইংরেজ সরকারের শক্তির দম্ভকে তিনি প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়ে গিয়েছিলেন।

ছেলেবেলায় ছুরি নিয়ে বাঘ মেরে যিনি বাঘা-যতী হয়েছিলেন, সেই যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ইংরেজ শাসকদের আতঙ্কের অন্যতম কারণ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বদেশপ্রেম ও বীরত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন যতীন্দ্রনাথ। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানীতে ছিলেন কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবী। জার্মান-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দের অস্ত্রসাহায্যে ভারত স্বাধীন করার পরিকল্পনা নেয় কলকাতার একদল বিপ্লবী। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন এদের দলে। ১৯১৫ খৃঃ বালেশ্বরের বুড়িবালামের তীরে এই মহান বিপ্লবী বিরাট ব্রিটিশবাহিনীর বিরুদ্ধে মাত্র পাঁচজন সঙ্গী নিয়ে এক অসমলড়াই-এ প্রাণ হারান। তাঁর সঙ্গী চিত্তপ্রিয় রায় ঘটনাস্থলে মারা যান। নীরেন দাশগুপ্ত ও মনোরঞ্জন সেনগুপ্তের ফাঁসি হয়। জ্যোতিষ পাল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে গিয়ে উন্মাদ অবস্থায় মারা যান।

বাঘাযতীনের অনুগামী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পরিচিত নাম মানবেন্দ্রনাথ রায়। বিদেশে অবস্থান করে বাঙলার সশস্ত্র আন্দোলনে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। প্রথমে জার্মানী, পরে চীন ও জাপান যান। সেখান থেকে আমেরিকায় গিয়ে মার্কসবাদে আকৃষ্ট হন। ১৯১৭ খৃঃ মস্কোয় গিয়ে লেনিনের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। মানবেন্দ্রনাথ দেশে ফিরে রেডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি গঠন করেছিলেন।

অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে আত্মহত্যা করেন প্রফুল্ল চাকী। ধরা পড়েন ক্ষুদিরাম। এই তরুণ ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিয়েছিলেন।

বাঙলার বিপ্লবীদের দুঃসাহসিক অভিযানে ইংরেজ শাসকদের অত্যাচার যত বাড়ছিল, ততই বিপ্লবের আগুন হয়ে উঠছিল জোরাল। বাঙলার গভর্ণর অ্যাণ্ডারসন, চার্লস টেগার্ট ও সিম্পসনের অত্যাচার তখন চরম নৃশংসরূপ নিয়েছে। বিনয় বসুর গুলিতে নিহত হলেন বাঙলার ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ এফ জে ল্যোমান এবং আহত হলেন ঢাকার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট ই হডসন। মেদিনীপুরে দীনেশ গুপ্তর বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স সদস্যরা তিনজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করে। বাদল গুপ্ত বিক্রমপুরে ইংরেজ শাসকদের এক আতঙ্ক হয়ে দেখা দেয়। ১৯৩০ খৃঃ ৮ ডিসেম্বর এই তিন বিপ্লবী রাইটার্স বিল্ডিং-এ ঢুকে সিম্পসনকে হত্যা করেন। টেগার্ট বিরাট পুলিশ দল নিয়ে ঘিরে ফেলেন রাইটার্স বিল্ডিংস। শুরু হয় অসম লড়াই। বাদল পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। বিনয় ও দীনেশ পরস্পরকে গুলি করলেন একই উদ্দেশ্যে। বিনয় মারা যান কয়েকদিন পর। আহত দীনেশ সেরে উঠলে ১৯৩১ খৃঃ তাঁর ফাঁসি হয়।

রিভোল্ট গ্রুপ ১৯২৯ খৃঃ তিনটি জেলায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা নেয়। চট্টগ্রামের সূর্য সেন বা মাস্টারদা ছিলেন অন্যতম নায়ক। তাঁর সহকারী ছিলেন লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবর্তী, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অনন্ত সিংহ, নির্মল সেন, গণেশ ঘোষ প্রমুখ। ভারতের রিপাবলিকান আর্মি ১৯৩০ খৃঃ ১৮ এপ্রিল ভারতের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানায় এক ঘোষণাপত্রে। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুঠ হয়। শহরের রেলপথ, টেলিগ্রাম ও টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের 'অস্থায়ী স্বাধীন সরকার'। সূর্য সেন হন প্রেসিডেন্ট। বিরাট ইংরেজ সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসে চট্টগ্রামে। জালালাবাদ পাহাড়ে তুমুল লড়াই শুরু হয়ে যায়। বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করেও বিপ্লবীদের কাবু করা যায়নি। য়ুরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়ে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার পটাশিয়াম সায়নাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। কিছুদিন পরে ধরা পড়েন সূর্য সেন। তাঁর ফাঁসি হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচনা করে যান সূর্য সেন।

এই সংগ্রাম থেকে যে বাঙলার মেয়েরা পিছিয়ে ছিল না, তার একটি নিদর্শন মাতঙ্গিণী হাজরা। ১৯৪২ খৃঃ অগাস্ট বিপ্লবের আগে এক ব্যাপক গণসংগ্রাম ও সশস্ত্র অভিযানে স্বাধীন হয়ে যায় মেদিনীপুর। তিয়াত্তর বছরের নিরস্ত্র মহিলা মাতঙ্গিণী হাজরাকে গুলি করে হত্যা করে ইংরেজ সৈন্য।

ইতিমধ্যে বাঙলার বাইরে বিপ্লবী আন্দোলনও ব্যাপক রূপ নিয়েছিল। ১৯১৪ খৃঃ টেগার্টকে মারতে গিয়ে ডে সাহেবকে হত্যা করেন গোপীনাথ। তাঁর ফাঁসি হয়। ১৯৩১ খৃঃ ফাঁসি হল ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের 'লাহোর ষড়যন্ত্র' ও স্যানার্স হত্যার অভিযোগে।

দেশের মধ্যে সশস্ত্র আন্দোলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত। কিন্তু সুভাষচন্দ্র কাবুল হয়ে চলে গেলেন জার্মানী। সেখান থেকে ১৯৪৩ খৃঃ ১৩ জানুআরি জাপান এলেন ডুবো জাহাজে। রাসবিহারী ৪৫,০০০ হাজার ভারতীয় সৈন্যের আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ তুলে দিলেন তাঁর হাতে। সুভাষচন্দ্র হলেন নেতাজী। গঠিত হল আজাদ হিন্দ ফৌজ। ভারতীয় স্বাধীনতা সৈনিকদের উদ্দেশ্যে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানালেন:

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
BANARAS

"তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।" এগিয়ে চলল ভারতীয় বাহিনী। কোহিমায় শোচনীয় পরাজয় ঘটল ইংরেজ সৈন্যদের। জাতীয় সরকারের পতাকা উত্তোলিত হল কোহিমায়। বিরাট উৎসাহ ও উদ্দীপনা আঘাত খেল প্রচণ্ড বর্ষায়। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। জাপান প্রতিশ্রুতি অনুসারে খাদ্য সরবরাহ করল না। সুতরাং পশ্চাদপসরণ।

নেতাজী সুভাষ বিমানে পাড়ি দিলেন নিরুদ্দেশের পথে।

১৯৪৩ খৃঃ ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করল এবার পাততাড়ি গুটাবার পালা। শোষণের দিন শেষ।

ইতিমধ্যে বাঙলাদেশের চরিত্রের বদল ঘটে গেছে আমূল। উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রবাহ শিক্ষায়, রাজনীতি, ধর্মে, সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে, জাতীয়তা-বোধের নব উন্মেষ ঘটিয়ে নতুন জীবনের অপেক্ষায়। ভারতের আদর্শ তখন বাঙলা। এই পর্যায়ের ইতিহাসে বিবেকানন্দের ভূমিকা ছিল স্মরণযোগ্য। ধর্ম জগতের এই মানুষটি উপলব্ধি করেছিলেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া সমাজ-সংস্কার ও আধ্যাত্মিক সাধনা অসম্ভব। তাঁর কণ্ঠেই প্রথম শোনা গেল: "হে ভারত, ভুলিও না— নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল —আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।" বিবেকানন্দের বিদেশিনী শিষ্যা নিবেদিতা এদেশের রাজনীতিতে গভীর প্রভাব রেখেছিলেন। বহু বিপ্লবী তাঁর আশ্রয়ে থেকে আত্মরক্ষা করেছিলেন। মানব প্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ জালিয়ান-ওয়ালাবাগে ইংরেজের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে ত্যাগ করেন নাইট উপাধি। শিক্ষাবিদ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বললেন দেশবাসীর উদ্দেশে: "শিক্ষার বিস্তার কর। ঘরে ঘরে শিক্ষার বার্তা পৌঁছে দাও। তবেই তো বাঙালী সমৃদ্ধ হবে, তথা ভারত সমৃদ্ধ হবে।" বিখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু বাঙালীর জ্ঞানসাধনার খ্যাতি ছড়িয়ে দিলেন দুনিয়া জুড়ে। আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্র আর এক বিস্ময়কর পুরুষ। স্বদেশী শিল্প বিকাশে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রণী। তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একক প্রচেষ্টায়। তিনি বলেছিলেন: "ব্যবসা কর, শিল্প ধর, চাকরীর মায়া ছাড়।" আদর্শ শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষক অশ্বিনীকুমার দত্তের স্বদেশপ্রেম বাঙালীকে বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে নতুন ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বাঙলার অগ্নিময় পটভূমিকায় বিদ্রোহী কবি নজরুলের কণ্ঠে ধ্বনিত হল:

"কারার ঐ লৌহ কপাট,
ভেঙে ফেল, কররে লোপাট।"

অত্যাচার, অন্যায়, অবিচার ও অসাম্যের বিরুদ্ধে নজরুল ছিলেন জ্বলন্ত বিদ্রোহ।

বাংলায় তখন কংগ্রেস আদর্শ ও নীতিতে বিশ্বাসী জনগণও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ব্রিটিশ শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানায়। মহাত্মা গান্ধীর সেদিনের ভূমিকা এবং জওহরলাল নেহরুর অবদান নিঃসন্দেহে স্মরণযোগ্য। জওহরলাল ছিল বহুদর্শী রাজনীতিবিদ। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর ভূমিকা ছিল গৌরবময়।

তবু বাঙলা বিভক্ত হল, বাঙালীকে দুই ভূখণ্ডে বিচ্ছিন্ন করল ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ খৃঃ। স্বাধীনতার মুহূর্তে ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই কাজ সমাধায় সহায়তা করল মুসলিম লীগ। স্বাধীনতা এগিয়ে আসবার উজ্জ্বল মুহূর্তে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক ভূমিকা প্রকট হয়ে উঠেছিল। স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির দোহাই পেড়ে মুসলমান নেতারা মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী জানান। কংগ্রেসের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও মুসলিম লীগের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অনুগ্রহ থাকায় জাতিকে অখণ্ড রাখার কোন প্রয়াসই সফল হল না। ১৯৪০ খৃঃ লাহোর সম্মেলনে মুসলিম লীগ দ্বিজাতিতত্ত্ব ঘোষণা করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ইংরেজের পক্ষে আর এদেশে শাসন চালান সম্ভব ছিল না। বাঙলার বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত সারা ভারত এবং সেই সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর অন্দোলন এদেশে ব্রিটিশ শাসনকে অসম্ভব করে তুলল। বিলেত থেকে এল ক্যাবিনেট মিশন। তারা বিরোধিতা করল মুসলিম লীগের রাষ্ট্রের দাবী। প্রস্তাব করল ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হোক। এই সময় কলকাতায় বিভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা করে মুসলিম লীগ। স্বাধীনতাদানের ব্যাপার নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সঙ্গে আলোচনায় বসল ইংরেজ সরকার। জিন্নাহের অনমনীয় মনোভাব ভারতের অখণ্ড সত্তা টিকিয়ে রাখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভব হল না। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তুতি চলল। সেই সঙ্গে চলল শেষ আঘাত হানার গোপন প্রয়াস। ইংরেজের উসকানিতে ১৯৪৬ খৃঃ ১৬ অগাস্ট কলকাতার মুসলমানরা ঝাঁপিয়ে পড়ে হিন্দুদের ওপর। তখন বাঙলায় মুসলিম সরকার ছিল নিষ্ক্রিয়। এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সোহরাবর্দী। তিনি ছিলেন অতি মাত্রায় সাম্প্রদায়িক। তিনদিনে অসংখ্য নিরিহ হিন্দু মারা পড়ল। পাঞ্জাবে শুরু হল দাঙ্গা। শেষে হিন্দুরাও যখন এগিয়ে এল, তখন দাঙ্গা বন্ধ হল। কংগ্রেস নেতারা আর দেশবিভাগের বিরোধিতা করলেন না। স্বাধীনতা এল অভিশপ্ত রূপ নিয়ে। বিভক্ত হল ভারত। বিভক্ত হল বাঙলা। জন্ম হল পাকিস্তানের, পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে। পূর্ববঙ্গ ও সিলেট জেলা নিয়ে গঠিত হল পূর্ব পাকিস্তান। কথা ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যুক্ত হবে পাকিস্থানের সঙ্গে। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ কমিশন সীমানা নির্ধারণ করতে গিয়ে কয়েকটি হিন্দু এলাকা জুড়ে দেয় পূর্ব পাকিস্থানের সঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গ থাকল ভারতের সঙ্গে।

বাঙলা ইতিহাসের ঐতিহ্য বিভক্ত হল সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপ-রেখা

ভারত স্বাধীন হয় ১৯৪৭ খৃঃ ১৫ অগাস্ট। কিন্তু দেশটি দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৫০ খৃঃ ২৬ জানুআরি ভারত সার্বভৌম সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয়। বর্তমান পশ্চিমবাঙলা ভারতের একটি রাজ্য। ১৯৪৭ খৃঃ ১৫ অগাস্টের পূর্বে যে অবিভক্ত বাঙলাদেশ ছিল, তার পশ্চিমাংশ অর্থাৎ সমগ্র বাঙলাদেশের একতৃতীয়াংশ নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ। ১৯৫০ খৃঃ ১ জানুআরি কোচবিহার রাজ্য একটি জেলা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় পশ্চিমবাঙলার। তারপর হুগলীর ফরাসি অধিকৃত চন্দনগর যুক্ত হয় পশ্চিমবাঙলায়। ১৯৫৬ খৃঃ ১ নভেম্বর বিহারের পূর্ণিয়া ও মানভূম জেলার কিছু অংশ যুক্ত হয় এই রাজ্যের সঙ্গে। মানভূমের অংশটি পরিচিত হয়েছে পুরুলিয়া জেলা নামে। আর পূর্ণিয়ার অংশটি রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণাংশের মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করেছে। ভারতের অন্যতম রাজ্য পশ্চিমবাঙলা আয়তনে যত ক্ষুদ্র হোক না কেন, বৈচিত্র্যময় রাজ্যটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই রাজ্যের প্রতিবেশী রাজ্য হল বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও বাঙলাদেশ রাষ্ট্র। আসাম বাঙলাদেশ পূর্ব দিকে এবং পশ্চিমে বিহার ও উড়িষ্যা। উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের নেপাল, ভুটান ও সিকিম এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের অনেকগুলি নদী এই রাজ্যের মধ্য দিয়ে গিয়ে মিশেছে সাগরে। বৃহৎ অরণ্যাঞ্চল থেকে উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান কাঠ পাওয়া যায়। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর জাহাজ চলাচলের গুরুত্বপূর্ণ পথ। আয়তন ৩৪,২১৪ বর্গমাইল বা ৮৭,৮৫৩ বর্গ কিলোমিটার।

পশ্চিমবাঙলা ষোলটি জেলায় বিভক্ত। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য আছে তিনটি বিভাগ বা ডিভিশন: প্রেসিডেন্সি বিভাগ, বর্ধমান বিভাগ ও জলপাইগুড়ি বিভাগ। প্রেসিডেন্সি ও জলপাইগুড়ি বিভাগের প্রতিটিতে পাঁচটি করে জেলা এবং বর্ধমান বিভাগে ছয়টি জেলা আছে। জেলাগুলি আবার বিভক্ত কয়েকটি মহকুমায়। জেলাগুলি ও মহকুমার নাম:

১ ॥ প্রেসিডেন্সি বিভাগ:

জেলা	মহকুমা
কলকাতা	
২৪ পরগণা:	আলিপুর, ব্যারাকপুর বসিরহাট, ডায়মণ্ডহারবার বারাসত ও বনগাঁ।
	হাওড়া ও উলুবেড়িয়া।
মুর্শিদাবাদ:	বহরমপুর, কান্দী, জঙ্গীপুর ও লালবাগ।
নদীয়া:	রাণাঘাট ও কৃষ্ণনগর।

২ ॥ বর্ধমান বিভাগ:

জেলা	মহকুমা
	শ্রীরামপুর, চন্দননগর, চুঁচুড়া ও আরামবাগ।
মেদিনীপুর:	মেদিনীপুর, ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম, তমলুক ও কাঁথি।
বর্ধমান:	বর্ধমান, আসানসোল, দুর্গাপুর, কালনা ও কাটোয়া।
	রামপুর হাট ও সিউড়ি।
বাঁকুড়া:	বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর।
পুরুলিয়া:	পুরুলিয়া।

৩ ॥ জলপাইগুড়ি বিভাগ:

জেলা	মহকুমা
মালদহ:	মালদহ।
জলপাইগুড়ি:	আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি।
পশ্চিম দিনাজপুর:	ইসমাইলপুর, রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট।
দার্জিলিং:	দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং ও শিলিগুড়ি।
কোচবিহার:	দিনহাটা, মেকলিগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ ও কোচবিহার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একনজরে

আয়তন :	৮৭,৮৫৩ বর্গ কিলোমিটার	
জনসংখ্যা :	৪,৪৪,৪০,০৯৫	
পুরুষ :	২৩,৪৮৮,২৪৪	
নারী :	২০,৯৫১,৮৫১	
গ্রামের জনসংখ্যা :	৩,৩৩,৪৪,৯৭৪	
শহরের জনসংখ্যা :	১,০৯,৬৭,০৩৩	
সাক্ষরতার সংখ্যা :	১,৪৬,৮৮,৭৪৫	
সাক্ষরতার হার :	শতকরা ৩৩·০৫	
সাক্ষর পুরুষ :	১,০০,৬৩,৪৬৮	
সাক্ষর নারী :	৪৬,২৫,২৭৭	
তফসিলী জাতি :	৮৮,১৬,০২৮	
আদিবাসী :	২৫,৩২,৯৬৯	
		জনসংখ্যার শতাংশ মোট
কৃষিজীবী :	৭২,৪৮,৯০৫	
হিন্দু :	৩,৪৬,১১,৮৬৪	৭৮·১১
মুসলমান :	৯০,৬৪,৩৩৮	২০·৪৬
খৃস্টান :	২,৫১,৭৫২	০·৫৭
শিখ :	৩৫,০৮৪	০·০৮
বৌদ্ধ :	১,২১,৫০৪	০·২৭
জৈন :	৩২,২০৩	০·০৭
অন্যান্য :	১,৯৫,২৬৬	০·৪৪

জনবসতির ঘনত্ব : প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫০৪
স্ত্রী-পুরুষের হার : প্রতি ১০০০ পুরুষে ৮৯১ জন নারী

জনবসতি

পশ্চিমবাঙলার বর্তমান জনসংখ্যা ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮·২ ভাগ। প্রতি বর্গমাইলে ১০২১ জন অথবা প্রতিবর্গ কিঃ মিঃ-এ ৫৯৭ জন লোক বাস করে। সমগ্র ভারতের লোকবসতির ঘনত্ব প্রতিবর্গ কিঃ মিঃ-এ ১৮২ জন। ভারতের একমাত্র কেরলেই লোক-সংখ্যা পশ্চিমবাঙলার মতই ঘন বসতিপূর্ণ। এদিক থেকে পশ্চিমবাঙলার স্থান দ্বিতীয়। জনসংখ্যার ভিত্তিতে পশ্চিমবাঙলা ভারতের দ্বিতীয় রাজ্য হলেও ভারতের মোট আয়তনের মধ্যে পশ্চিমবাঙলার ভাগে জমির পরিমাণ শতকরা ২·৭ ভাগ।

রাজ্যের লোকবসতি সর্বত্র সমান নয়; দক্ষিণাংশেই লোকবসতি বেশী। হুগলী নদীর উভয় পাড়ে কলকাতা, হাওড়া, হুগলী ও চব্বিশ পরগণার বিশেষ কয়েকটি এলাকায় লোকবসতি ঘন হওয়ার কারণ কলকারখানা। এখানে লোকসতির ঘনত্ব প্রতি কিঃ মিঃ-এ ৫00 থেকে ১000-এর ওপর। কলকাতার লোকবসতি প্রতিবর্গ কিঃ মিঃ-এ ত্রিশ হাজারেরও বেশী। কোথাও চল্লিশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। কলকাতার পর সব থেকে ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা হল রাণীগঞ্জ, আসানসোল ও দুর্গাপুর। নদীয়া জেলায় প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ-এ চারশ, মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রতিবর্গ কিঃ মিঃ-এ চারশ পঞ্চাশ, দার্জিলিং ও জলপাই-গুড়ি জেলায় প্রতিবর্গ কিঃ মিঃ-এ দুশ পঞ্চাশ এবং মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার ও পুরুলিয়া জেলায় লোকবসতির ঘনত্ব ৩00 থেকে ৫00।

পশ্চিমবাঙলায় গ্রাম :৩৮,৪৬৫

শহর : ২২৩

বারটি শহরের লোকসংখ্যা এক লক্ষের ওপর।

দেওয়ানী বাঙলায় প্রতি বর্গমাইলে দুশ তিনজন লোকের বাস ছিল। আর জনসংখ্যা ছিল প্রায় তিন কোটি। কোলব্রুকের বিবরণে জানা যায় সব থেকে সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল বর্ধমান, চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া। এবং পশ্চাদপদ এলাকা ছিল কোচবিহার, ত্রিপুরা, রামগড় ও সিলেট। ১৮08 খৃঃ ডঃ বুকানন হ্যামিলটন সংগৃহীত তথ্যে এবং কোলব্রুকের বিবরণে জানা যায় যে কোন জায়গায় জনবসতি ছিল বেশ ঘন, কোথাও কম।

ভারতবর্ষে প্রথম জনগণনা হয় ১৮৮২ খৃঃ। অর্থাৎ উনিশ শতকের বেশীর ভাগ অধ্যায়ের জনসংখ্যা নিরূপণ সম্ভব নয়। তবে ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন থেকে বোঝা যায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি ছিল ঊর্ধমুখীন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় ১৭৯৩ খৃঃ; ১৮৫৯ খৃঃ রেন্ট অ্যাক্ট; ১৮৬৫ খৃঃ রেন্ট কেস এবং বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইন চালু হয় ১৮৮৫ খৃঃ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে (১৭৭0 খৃঃ) বাঙলার এক তৃতীয়াংশ জনতা মারা পড়ে। ১৮২৫-৩৫ খৃঃ মধ্যে সেই হ্রাস প্রাপ্ত লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জনসমুদ্র ঊর্ধমুখীন অগ্রসর হতে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্থির ছিল না। কখনও বেড়েছে, কখনও কমেছে। অবশ্য ১৯২০ খৃঃ থেকে জনসংখ্যা হ্রাস না পেয়ে ক্রমশ বাড়তেই থাকে। অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, যাতায়াতের সুবিধা, কৃষিপণ্যের প্রসারিত বাজার, আর্থিক উন্নতি এবং অর্থোপার্জনের সুযোগ বৃদ্ধি জনসমষ্টি বৃদ্ধির পথে হয়েছে অনুকূল। তাছাড়া এই সময়ে বহিরাগতের সংখ্যাও বাড়ছিল ক্রমশঃ। ১৮৭০ খৃঃ থেকে জনসংখ্যা স্বাভাবিক হারেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪৬ খৃঃ থেকে ১৯৫৫ খৃঃ চরমবৃদ্ধির কাল।

বিশ শতকের প্রথমে পশ্চিমবাঙলার লোকসংখ্যা ছিল, ১৬,৯৪০,০৮৮ জন। এখন ৪,৪৪,৪০,০৯৫। অর্থাৎ প্রায় তিনগুণ বেড়ে গেছে। ১৯৫১—৬১ খৃঃ মধ্যে লোকবৃদ্ধির হার ছিল গড়ে প্রতি বছরে শতকরা ৩·২৮। বিভিন্ন জেলাগুলির মধ্যে কোচবিহারের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সব থেকে বেশী। তারপরই নদীয়া ও জলপাইগুড়ি। চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, হুগলী জেলায় লক্ষ্যণীয় জনসংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে শিল্পাঞ্চল প্রসারের কারণে।

জেলাগুলির মধ্যে আয়তনে বৃহৎ চব্বিশ পরগণা। লোক বসতির দিক থেকেও সংখ্যাগরিষ্ঠ, কেবল পশ্চিমবাঙলায় নয়, ভারতের মধ্যেও। চব্বিশ পরগণার প্রায় সমআয়তনের জেলা মেদিনীপুর। অথচ চব্বিশ পরগণার লোকসংখ্যা প্রায় বাষট্টি লক্ষ একাশি হাজার, আয়তন ৫২৮৫ বর্গমাইল এবং মেদিনীপুরের লোকসংখ্যা তেতাল্লিশ লক্ষ বেয়াল্লিশ হাজার, আয়তন ৫২৫৮ বর্গমাইল। সব থেকে কম সংখ্যক লোকের বাস দার্জিলিং জেলায় ছয় লক্ষ পঁচিশ হাজার, আয়তন এগারশ ষাট বর্গমাইল। আয়তনের দিক থেকে সব থেকে ছোট জেলা কলকাতা ৪০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা একত্রিশ লক্ষ। আর হাওড়া জেলার আয়তন ৫৭৫ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা কুড়ি লক্ষ আটত্রিশ হাজার।

বিগত ষাট বছরের কলকাতার জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী বেড়েছে। ১৯৫১—৬১ খৃঃ মধ্যে এই বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৮·৪৮। এই সময়ে পুরুলিয়া জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১৬·৩৩।

পশ্চিমবাঙলার এই ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ অধিকসংখ্যায় বহিরাগতদের আগমণ। এই বৃদ্ধির অন্যতম প্রবাহ হল চা-বাগানের ও শিল্পাঞ্চলের দিকে। নদীয়া জেলার লোকসংখ্যা বেড়েছে পূর্ববাঙলার উদ্বাস্তু আগমণের ফলে।

পশ্চিমবাঙলার মোট ও "স্বাভাবিক" জনসংখ্যা, ১৮৯১—১৯৫১ খৃঃ

(১৯৪১ খৃঃ জনসংখ্যা সংশোধিত)

	১৯৫১	১৯৪১ সংশোধিত	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১
১। মোটসংখ্যা	২,৪৮,১০,৩০৮	২,০৭,৫৬,৬৮২	১,৭৬,৬৩,৪২৭	১,৬৪,০০,৮৩৭	১,৬৭,৯২,৮০০	১,৫৮,৩৪,০১০	১,৪৬,৪৯,৮৫০
২। বহিরাগত	৪৬,০০,৬৭২	১৭,২৯,৮২০	১৪,৭৭,৯০৫	১৪,৬০,০৫৪	১৪,২৮,০৭৫	১০,৪৫,৩১৪	৬,৮৭,৬৬২
৩। বহির্গত	৩,১১,১১৬	১,৮৫,৭৫৩	১,৫৫,৭৮১	১,৯১,২০০	২,৬২,০১০	৬৬,১২১	১,০১,৩০৫
৪। নীট বা স্বাভাবিক জনসংখ্যা	২,০৫,২০,৭৫২	১,৯২,১২,৬১৫	১,৬৩,৪১,৩০৩	১,৫১,৩১,৯৮৩	১,৫৬,২৬,৭৩৫	১,৪৮,৫৪,৮১৭	১,৪০,৬৩,৪৯৩
৫। শতকরা হ্রাসবৃদ্ধি	+৬·৮	+১৭·৬	+৮·০	−৩·২	+৫·২	+৫·৬	...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পল্লী অঞ্চলে জমির ওপর চাপ কম। গড়ে এক বর্গমাইলে বাস করে সাতশত সাতাশিজন। কিন্তু হাওড়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও নদীয়া জেলায় পল্লীর জমির উপর চাপ বাড়ছে।

শহরাঞ্চলে জনবসতির গড় ঘনতা ১২,৯৭৮। রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ঘনতার অসামঞ্জস্যের সঙ্গে জীবিকার যোগ নিবিড়। অন্নসংস্থান যেখানে সহজ সম্ভব, সেখানেই ক্রমশ জনতার ভিড় বেড়েছে। এই কারণেই ডুয়ার্স, আসানসোল ও হুগলী তীরবর্তী অঞ্চলের শিল্প এলাকায় এত মানুষের সমাবেশ। কৃষি এলাকায় খাদ্য-সংস্থান সম্পূর্ণ সম্ভব না হওয়ায় বিশেষ বিশেষ এলাকায় মানুষ ছুটে এসেছে জীবনের টানে।

গ্রামাঞ্চলের প্রতি বর্গমাইলে ঘনত্ব এবং জনসংখ্যার প্রতি ১০০ জনের শতকরা কতলোক কৃষিনির্ভর তার অনুপাত

	১৯৫১		১৯২১		১৯১১		১৯০১	
	ঘনত্ব	অনুপাত	ঘনত্ব	অনুপাত	ঘনত্ব	অনুপাত	ঘনত্ব	অনুপাত
পশ্চিমবাঙলা	৬১০	৫৭২	৪৫৬	৬৮৩	৪৭৪	৬৭১	৪৫২	৬০৭
বর্ধমান বিভাগ	৬৮১	৬৭৪	৫২৯	৭১৮	৫৬৩	৭১৩	৫৫২	৬৩৪
বর্ধমান	৭০০	৬২৬	৫০২	৬৮০	৫৪০	৬৭১	৫৪১	৫৮৫
বীরভূম	৫৭৭	৮১৪	৪৭৯	৭৬৪	৫৩৯	৭৬২	৫২০	৬৮১
বাঁকুড়া	৪৬৭	৮১৮	৩৬৬	৭৭০	৪১২	৭৩৮	৪০৫	৬০২
মেদিনীপুর	৫৯৭	৮১৮	৪৯৪	৮৪০	৫২৩	৮১২	৫১৭	৭৬৭
হুগলী	১০৩০	৫৬৮	৭৬৭	৬১৩	৭৯৯	৬৪১	৭৭৯	৫২৮
হাওড়া	২০০৪	৩১৪	১৪৩৩	৪৬৬	১৩৬৫	৪৯১	১২৪১	৪০৬
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	৫৫০	৪৯০	৩৯৪	৬৫০	৩৯৯	৬২৯	৩৬৮	৫৭৭
২৪ পরগনা	৫৯১	৫৩৪	৩৮৮	৬৭৪	৩৭০	৬৯০	৩৩৩	৬৩৮
নদীয়া	৬৩৩	৫৩৪	৪২৭	৬৭২	৪৭১	৬৬০	৪৬৯	৫৫০
মুর্শিদাবাদ	৭৭৩	৬৯২	৫৫৬	৮২৪	৬১৭	৭০৭	৬০৯	৫৭০
মালদহ	৬৫০	৭১২	৪৮২	৭৬৫	৪৯০	৬৫৮	৪২২	৬৮১
পঃ দিনাজপুর	৪৯২	৮৫২	৩৫৪	৯১২	৩৬৮	৯১১	৩২৯	৮৭১
জলপাইগুড়ি	৩৫৯	৪৮৭	২৮৭	৭১৪	৭৭৫	২২০	২২৬	৭৪৭
দার্জিলিং	২৯৬	৩২১	২১৪	৪২৩	২০৩	৪৩৬	১৯২	৪১৮
কোচবিহার	৪৭১	৮৩৫	৪৩৬	৮৮৬	৪৩৮	৮৭৩	৪১৯	৬৬৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশ্চিমবাঙলার প্রতি বর্গমাইলে ঘনত্ব

		১৯৫১	১৯৩১	১৯০১	১৮৭২
পশ্চিম বাঙলা	মোট ঘনত্ব	৭৯৯	৫৬৯	৫১০	৪৩৮
	গ্রামাঞ্চল	৬১০	৪৮৫	৪৫২	৩৯৫
	শহরাঞ্চল	১৩,৬৩২	৬,২৬৬	৪,৪৬০	৩,৪১১
বর্ধমান বিভাগ	মোঃ	৭৮৬	৬১৩	৫৮৪	৫৩৯
	গ্রাঃ	৬৮১	৫৬২	৫৫২	৫১৩
	শঃ	৯,০৩৭	৪,৫৮৩	৩,০৮৪	২,৫৪৮
বর্ধমান	মোঃ	৮১০	৫৮২	৫৬৫	৫৪৮
	গ্রাঃ	৭০০	৫৪২	৫৪১	৫২১
	শঃ	৮,৩২৮	৩,৩৩৯	২,২৩০	২,৪৩৬
বীরভূম	মোঃ	৬১২	৫৪৪	৫২০	৪৯০
	গ্রাঃ	৫৭৫	৫৩৬	৫২০	৪৮৯
	শঃ	৪,৭১৯	১,৪৫০	৬০৪	৬২৫
বাঁকুড়া	মোঃ	৪৯৮	৪২০	৪২২	৩৬৬
	গ্রাঃ	৪৬৭	৩৯৮	৪০৫	৩৫২
	শঃ	৩,৮৭৮	২,৭৫৬	২,১৮৩	১,৮৮৪
মেদিনীপুর	মোঃ	৬৩৯	৫৩৩	৫৩১	৪৮৫
	গ্রাঃ	৫৯৭	৫১১	৫১৭	৪৭১
	শঃ	৫,১০৯	২,৮০০	১,৮১৬	১,৮৮৬
হুগলী	মোঃ	১,২৮৫	৯২২	৮৬৮	৯৫৮
	গ্রাঃ	১,০৩০	৭৭৫	৭৭৯	৮৯০
	শঃ	১০,১১৫	৫,৯৭০	৩,৯২৬	৩,২৯৭
হাওড়া	মোঃ	২,৮৭৭	১,৯৬২	১,৫১৯	১,০৬৩
	গ্রাঃ	২,০০৪	১,৫৫২	১,২৪১	৯১৬
	শঃ	৩১,৪৬৫	১৫,৩৭৫	১০,৬১৮	৫,৮৯১
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	মোঃ	৮১০	৫৩৩	৪৪৯	৩৫৫
	গ্রাঃ	৫৫০	৪২১	৩৬৮	২৯৫
	শঃ	১৬,৬২০	৭,৩৬০	৫,৩৫৫	৩,৯৭২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

পশ্চিমবাঙলার প্রতি বর্গমাইলে ঘনত্ব

		১৯৫১	১৯৩১	১৯০১	১৮৭২
কলকাতা		৭৮,৮৫৮	৩৫,২৯৯	২৮,৭৯৪	২০,৭১২
নদীয়া	মো:	৭৫৯	৪৭৮	৫১২	৪৯৫
	গ্রা:	৬৩৩	৪৩০	৪৬৯	৪৫০
	শ:	৬,৯১৪	২,৮৫২	২,৬৪৭	২,৭০২
মুর্শিদাবাদ	মো:	৮২৮	৬৬১	৬৩৮	৫৮৬
	গ্রা:	৭৭৩	৬২৫	৬০৯	৫৪৬
	শ:	৫,০৫৩	৩,৪৩৯	২,৮৪৩	৩,৬২১
মালদহ	মো:	৬৭৪	৫১৮	৪৩৪	৩২৩
	গ্রা:	৬৫০	৫০৫	৪২২	৩১১
	শ:	১১,৩৪২	৬,৩৫০	৫,৬১৬	৫,৮৪৫
প: দিনাজপুর	মো:	৫২০	৩৭৮	৩২৯	২৯০
	গ্রা:	৪৯২	...	...	...
	শ:	৫,৫৯২	...	...	...
জলপাইগুড়ি	মো:	৩৮৫	৩১১	২২৯	৮৫
	গ্রা:	৩৫৯	৩০৪	২২৬	৮২
	শ:	৭,৬০৩	২,১৮০	১,১৮৩	৭৫৮
দার্জিলিং	মো:	৩৭১	২৬৬	২০৮	৭৯
	গ্রা:	২৯৬	২৩৩	১৯২	৭৭
	শ:	৭,৩৮১	৩,৩৯৭	১,৬৭১	২৪৭
কোচবিহার	মো:	৫০৭	৪৪৭	৪২৯	৪০৩
	গ্রা:	৪৭১	৪৩৫	৪১৯	৩৯৯
	শ:	১১,৬৭০	৪,১৯৩	৩,২৭০	১,৬৬২
২৪ পরগণা	মো:	৮১৭	৫১২	৩৮২	৩০১
	গ্রা:	৫৯১	৪১৮	৩৩৩	২৭২
	শ:	৯,২৩০	৪,০১৭	২,১৯৬৮	১,৩৭৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

১৯৭১ খৃঃ সেন্সাস অনুসারে পশ্চিবাঙলার মোট জনসংখ্যার শতকরা আঠাশ ভাগ নিযুক্ত বিভিন্ন কর্মে। নীচের পরিসংখ্যানে কর্মানুসারে সংখ্যা দেওয়া হল। মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৫৮ ভাগ নিযুক্ত কৃষি কাজে, এরা হল চাষি ও কৃষি-শ্রমিক।

কর্মীবিভাগ	সংখ্যা	মোট সংখ্যার শতাংশ
১। চাষি	৩৯,৫৪,৯১০	৩১·৯৭
২। কৃষি-শ্রমিক	৩২,৭২,১৯৮	২৬·৪৫
৩। গৃহপালিত পশুপালন, অরণ্যকর্ম, মাছধরা, শিকার, বাগিচাকর্মে নিযুক্ত ও অন্যান্য	৩,৬৩,৩৫৮	২·৯৪
৪। খনিকার্যে নিযুক্ত	১,১৫,৪৭৮	০·৯৩
৫। নির্মাণকর্ম, পুনর্নির্মাণ প্রভৃতি	১৭,৩৯,৪১১	১৪·০৬
(ক) গৃহনির্মাণ শিল্প	৩,৩৩,৭০১	২·৭০
(খ) গৃহনির্মাণ বাদে অন্যান্য শিল্প	১৪,০৫,৭১০	১১·৩৬
৬। নির্মাণ প্রকল্প	১,২৪,৩১২	১·০১
৭। ব্যবসা-বাণিজ্য	৯,৮১,৩৭৬	৭·৯৪
৮। পরিবহন-গুদাম-যোগাযোগ	৫,১৬,৭৯৭	৪·১৮
৯। অন্যান্য	১৩,০১,১০৪	১০·৫২
মোট	১,২৩,৬৮,৯৪৪	১০০·০০

পশ্চিমবাঙলার জনবিন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য পুরুষ অনুপাতে নারীর সংখ্যা লঘিষ্ঠতা। কেরালায় নারীর সংখ্যা বেশী। উড়িষ্যায় পুরুষ ও নারী সমান সমান। পঞ্জাবে নারীর সংখ্যা অন্য রাজ্যগুলির অনুপাতে সব থেকে কম। প্রতি হাজার পুরুষে মাত্র ৮৬৪ জন নারী সেখানে, আসামে ৮৭৬ এবং পশ্চিম-বাঙলা ও জম্মু কাশ্মীরে ৮৭৮। শহরাঞ্চলে পুরুষের অনুপাতে নারীর সংখ্যা খুবই কম। আসামের শহরে

১৯৩১ খৃঃ অবিভক্ত বাঙলার আদমসুমারী

ডিভিশন বা বিভাগ	প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা							ঐ সময় জনসংখ্যার শতকরা হ্রাসবৃদ্ধি (বৃদ্ধি+, হ্রাস−)						
	১৯৩১	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১	১৮৮১	১৮৭২	১৯২১-৩১	১৯১১-২১	১৯০১-১১	১৮৯১-১৯০১	১৮৮১-৯১	১৮৭২-৮১	১৮৭২-১৯৩১
অবিভক্ত বাঙলা	৬১৬	৫৭৮	৫৬৩	৫২১	৪৮৪	৪৫০	৪২২	+৭·৩	+২·৮	+৮·০	+৭·৭	+৭·৫	+৬·৭	+৪৭·২৫
তার মধ্যে														
বর্ধমান বিভাগ	৬১৮	৫৮১	৬১১	৫৯৫	৫৫৫	৫৩৪	৫৪৫	+৭·৪	−৪·৯	+২·৮	+৭·২	+৪·০	−২·৮	+১৩·৭১
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	৫৬৬	৫৪৩	৫৪১	৫১৫	৪৮৯	৪৭০	৪২৫	+৭·০	+০·৪	+৫·১	+৫·৪	+৩·৯	+১০·৫	+৩৬·৪
রাজসাহী বিভাগ	৫৫৭	৫৪৩	৫৩৩	৪৯২	৪৬৪	৪৪৩	৪২৩	+২·৭	+২·০	+৮·২	+৬·২	+৪·৮	+৪·৭	+৩২·৪
ঢাকা বিভাগ	৯৩৫	৮৬৬	৮০৯	৭২৬	৬৬২	৫৮৬	৫১১	+৮·২	+৭·১	+১১·৪	+৯·৬	+১৩·০	+১৪·৬	+৮৩·৩
চট্টগ্রাম বিভাগ	৫৩৪	৫১২	৪৬৭	৪১০	৩৬৩	৩০৯	২৯৭	+১৩·৭	+৯·৮	+১৩·৮	+১৩·০	+১৭·৪	+৩·৮	+৯৫·৮

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশ্চিম বাঙলায় ১৯০১ খৃঃ—১৯৭১ খৃঃ নারী পুরুষের সংখ্যা

প্রতি এক হাজার পুরুষে নারী

১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১
৯৪৫	৯২৫	৯০৫	৮৯০	৮৫২	৮৬৫	৮৭৮	৮৯১

প্রতি হাজার পুরুষে ৬৭৭ জন নারী; পশ্চিমবাঙলায় ৭০১। পশ্চিমবাঙলায় শিল্পাঞ্চলের কর্মীদের পরিবার থাকে গ্রামে। বড় বড় শহরে যে ব্যাপক সংখ্যক অস্থায়ী মানুষ আসে অর্থোপার্জনে তারাও একক জীবনযাপন করে।

ভারতের অধিকাংশ মানুষই গ্রামবাসী। একশত-জনের মধ্যে ৮২ জনের বাস গ্রামে। ১৯৭১ খৃঃ সেন্সাস অনুসারে পশ্চিমবাঙলার ৪৪·৩ মিলিঅন জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ জনের বাস গ্রামে। শহরবাসীদের সংখ্যা সব থেকে বেশী মহারাষ্ট্রে। তারপর মাদ্রাজ, গুজরাট ও পশ্চিমবাঙলার স্থান। আগে গ্রামগুলি ছিল ছোট ছোট; জনসংখ্যাও ছিল স্বল্প। এর মধ্যে অনেকগুলি বৃহৎ জনপদে পরিণত হয়েছে। ত্রিশটিরও বেশী গ্রামের জনসংখ্যা দশ হাজারেরও বেশী। এরকম গ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলায় আছে পাঁচটি; বর্ধমান ও জলপাইগুড়ি জেলায় আছে চারটি করে।

বৃহৎ জনপদগুলি ক্রমশ শহরে পরিণত হচ্ছে। বর্তমান শতকের প্রথমে পশ্চিমবাঙলায় শহরের সংখ্যা ছিল ৭৮; স্বাধীনতার পরবর্তী মুহূর্তে ছিল ১২০; ১৯৬১ খৃঃ শহরের সংখ্যা ছিল ১৮৪। অর্থাৎ দশ বছরের মধ্যে ৬৪টি নতুন শহরের জন্ম। শিল্পবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন শহরের আবির্ভাব ঘটছে; শিক্ষা,

গ্রাম ও শহরের জনবসতির শতকরা হিসাব

	গ্রাম	শহর
দার্জিলিং	৮৭	১৩
জলপাইগুড়ি	৯৩	৭
কোচবিহার	৯২	৮
পশ্চিম দিনাজপুর	৯৪	৬
মালদহ	৯৬	৪
মুর্শিদাবাদ	৯২	৮
নদীয়া	৮২	১৮
২৪ পরগণা	৭০	৩০
কলকাতা	০	১০০
হাওড়া	৬৮	৩২
হুগলী	৭৫	২৫
বর্ধমান	৮৫	১৫
বীরভূম	৯৪	৬
বাঁকুড়া	৯৩	৭
মেদিনীপুর	৯২	৮
পুরুলিয়া	৯৩	৭

জনসংখ্যার ঘনবসতি মাইল প্রতি জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তমান পরিসংখ্যান

	১৯৫১	১৯৬১
দার্জিলিং	২৪৮	৫৩৯
জলপাইগুড়ি	৩৮০	৫৬৩
কোচবিহার	৫২০	৭৯০
পশ্চিম দিনাজপুর	৭১০	৬২৯
মালদহ	৫৩৬	৮৫৬
মুর্শিদাবাদ	৮১৯	১০৯৯
নদীয়া	৭৫০	১১২৩
২৪ পরগণা	৮৪০	১১৯০
কলকাতা	২৬৯৮৪৯	৭৫০৩৮
হাওড়া	২৮০২	৩৫৫৩
হুগলী	১৩১৮	১৮৩৫
বর্ধমান	৮০৬	১১৩৫
বীরভূম	৬০৮	৮২৪
বাঁকুড়া	৪৯৭	৬২৯
মেদিনীপুর	৬৩৮	৮২৬
পুরুলিয়া	৪৮৬	৫৬৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

অর্থ ও উন্নততর জীবনের জন্য মানুষ হয়ে উঠেছে শহরমুখী। হুগলী নদীর দু পাশে আছে প্রায় ৮০টি শহর। ১৯৭১ খৃঃ সেন্সাস অনুসারে পশ্চিমবাঙলায় নগর ও শহরের সংখ্যা ২২৩।

লক্ষ মানুষের বেশী জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরগুলি হল নগর। পশ্চিমবাঙলায় নগরের সংখ্যা। ১২। চব্বিশ পরগণায় ৬টি। হাওড়ায়—হাওড়া ও বালি এই দুটি এবং বর্ধমান, আসানসোল, খড়্গপুর ও কলকাতা। সব থেকে ছোট শহর কোচবিহারের মেখলীগঞ্জে (১·৫০ বর্গমাইল) ৩,৩৯৪ জন বাস করে।

গত চার দশকে পশ্চিমবাঙলায় শহরবাসীর সংখ্যা বাড়ছে খুব ধীরে ধীরে। পরিসংখ্যান হল ঃ

(জনসংখ্যার শতাংশ হিসাবে)

	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১
গ্রামবসী	৮৫	৮০	৭৬	৭৬	৭৫
শহরবাসী	১৫	২০	২৪	২৪	২৫

কর্মভিত্তিতে পশ্চিমবাঙলার শহরগুলির ভাগ হল এইরকম ঃ ৫৯টি শহর হল শাসনকেন্দ্র বা চাকুরীজীবী প্রধান; ৩৪টি ব্যবসাকেন্দ্র, ৬৮টি শিল্পকেন্দ্র, ৪টি পরিবহণ ও যোগাযোগ মূলক, ১৪টি কারুশিল্পকেন্দ্র, ৩টি খনি অঞ্চল। ১টি গঠনকার্যমূলক এবং কলকাতা বন্দর নগরী।

পশ্চিমবাঙলার মোট জনসংখ্যার বিবাহাদি সংক্রান্ত বিবরণ। ১৯৬১ খৃঃ সেন্সাস অনুসারে শতকরা হিসাব ঃ

অবিবাহিত	৫০·২০
বিবাহিত	৪২·১৭
বিধবা	৭·২০
বিবাহ বিচ্ছেদ অথবা বিচ্ছিন্ন	০·৩৬
অনির্ধারিত	০·০৭

বহু মানুষের জীবিকার ক্ষেত্র কলকাতা। এই কলকাতায় উপার্জিত অর্থ স্বদেশে বা স্বরাজ্যে পাঠায় বহিরাগতরা। এর ফলে পশ্চিমবাঙলার সম্পদবৃদ্ধি ঘটে না। ১৯৬১ খৃঃ পশ্চিমবাঙলার বহিরাগতের সংখ্যা ছিল ৫৪,৮৪,৮৭৯। অন্য রাজ্যের আগত মানুষের মধ্যে রাজ্য হিসাব ভাগ হল ঃ

অন্ধ্রপ্রদেশ	২৫,০০০
আসাম	৪৮,০০০
বিহার	১৩,৫০,০০০
মহারাষ্ট্র	১৫,০০০
গুজরাট	১৮,০০০
কেরালা	১২,০০০
মধ্যপ্রদেশ	৫০,০০০
মাদ্রাজ	৩৯,০০০
মহীশূর	৪,০০০
উড়িষ্যা	১,৮৭,০০০
পঞ্জাব	৫৩,০০০
রাজস্থান	৬৪,০০০
উত্তরপ্রদেশ	৩,৪৭,০০০
জম্মু ও কাশ্মীর	২,০০০

এশিয়ার অন্যান্য অংশের আগত মানুষের সংখ্যা বত্রিশ লক্ষ। পাকিস্থানের লোকসংখ্যা ত্রিশ লক্ষ। নেপাল এক লক্ষ দশ হাজার। য়ুরোপীয় পাঁচ হাজার। ব্রিটিশ তিন হাজার আটশ বাহান্ন।

১৯৬১খৃঃ জনগণনায় পশ্চিমবাঙলায় মোট দুশো তিয়াত্তরটি ভাষার সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আটত্রিশটি ভাষা অ-ভারতীয়। বহিরাগতের আগমণে পশ্চিমবাঙলা পরিণত হয়েছে বহুভাষী অঞ্চলে। প্রতি একশতজনে ৮৪ জনের মাতৃভাষা বাঙলা। হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যা ১৮,৯৭,৮২৫ জন—অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৫·৪৩ ভাগ। উড়িষ্যাভাষী ২,১৩,৮৩২; তেলুগুভাষী ৮০,৯৩০; পঞ্জাবীভাষী ৫৭,৬৫৬; তামিলভাষী ৩২,৬৬৩; গুজরাটভাষী ২৭,৭০৯; মারাঠীভাষী ১৩,২৮০; মালয়লমভাষী ৮,৬০২; অসমীয়াভাষী ৮,২৭৯। দার্জিলিং জেলায় বাঙলা ভাষীর সংখ্যা কম। মাত্র শতকরা ১৮·৬৪। এখানে নেপালীভাষীদের প্রাধান্য বেশী। পশ্চিমবাঙলায় মোট নেপালীভাষীর সংখ্যা ২,৮২,৮৭৭ জন। সাঁওতালভাষী ১১,৪৩,৯১৩ জন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়॥

দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় বিভিন্ন শ্রেণীর আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রায় কুড়ি লক্ষ মানুষের বাস। সঠিক অর্থে এরাই বাঙলার আদিম অধিবাসী। এদের স্বতন্ত্র জীবনধারায় আর্য প্রভাবের ফলেই বাঙালী জাতির উদ্ভব ঘটে পরবর্তীকালে।

মেদিনীপুর জেলায় প্রধানত সাঁওতালদেরই বাস বেশী। কিছু মুণ্ডা ও শবর জাতীয় মানুষও আছে। এরা শিকারপ্রিয় অরণ্যচারী। আদি অস্ট্রিক জাতি এবং দ্রাবিড় জাতির মিলনভূমি বাঁকুড়া জেলায় দেখা যায় ধীবর, বাউরী, ডোম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ। বীরভুম আছে লোধা সম্প্রদায়ের লোক। জলপাইগুড়ি জেলায় আছে মুণ্ডা, ভূমিজ, হো, ওঁরাও, সাঁওতাল প্রভৃতি। এখানকার শরাক নামে পরিচিত আদিম সমাজের মানুষ এখনও বর্তমান। মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে আছে লোধা সম্প্রদায়ের লোক। জলপাইগুড়ি জেলায় আছে। ওঁরাও, সাঁওতাল, মাহলী, মাল, মেচ, লেপচা, ভাটিয়া, রাভ, গারো প্রভৃতি উপজাতি। এখানকার টোটো আধিবাসীরাও সুপরিচিত। দার্জিলিং জেলায় নেপালী, লেপচা ও ভুটিয়াদের বাস বেশী। মালদহ ও কোচবিহার জেলায় সাঁওতাল, রাজবংশী, পালিয়া, কোচ প্রভৃতি আদিবাসীদের বসবাস করতে দেখা যায়।

১৯৭১ খৃঃ সেন্সাস অনুসারে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ৮৮,১৬,০২৮ এবং আদিবাসী জনসংখ্যা ২৫,৩২,৯৬৯ জন। পরিসংখ্যান হল :

জেলা	অনুন্নত সম্প্রদায়	আদিবাসী
পশ্চিম বাঙলা	৮৮১৬০২৮	২৫৩২৯৬৯
দার্জিলিং	৯৮২৭৭	১০৮৫৮৬
জলপাইগুড়ি	৫৯৫৪২৪	৪২৮৫৯৫
কোচবিহার	৬৬৫০২০	১০৬১১
পশ্চিম দিনাজপুর	৪২৯৫৭৮	২২১৩১৭
মালদহ	২৬৫৬৯৭	৩০৭১৫
মুর্শিদাবাদ	৩৫৭৪১৭	৩৮৯৪৭
নদীয়া	৪৭৫৪৮৯	৩১৭৯৯
২৪ পরগণা	১৯১০৮০৭	১৩৭১৯৭
হাওড়া	২৯৭৫৭১	৩৩৬৪
কলকাতা	১১৮৯৬৭	২৪০৮
হুগলী	৫৪৮০৮০	১০০০৮৪
বর্ধমান	৯৫৯৯৯৪	২২৮৬০৫
বীরভূম	৫৩২৬৯৭	১২৫২৫০
বাঁকুড়া	৫৭৩১৬২	২০৮৭৩৫
মেদিনীপুর	৭৪৭৪৯৭	৪৪২৯৬৩
পুরুলিয়া	২৪০৩৫১	৩১৪৭৯৩

নদনদী॥

নদী মাতৃকদেশ পশ্চিমবাঙলা। বেশ কয়েকটি নদী প্রবাহিত এই রাজ্যের মধ্য দিয়ে। জনজীবনে তাদের প্রভাবও অপরিসীম। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যে নদীর অবদানও উল্লেখযোগ্য। ভূমি উত্তর থেকে দক্ষিণে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়ায়, নদীগুলিও সেইভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত। পশ্চিম বাঙলার নদীগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য কোন নদীই হিমালয় থেকে উত্থিত নয়। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে মাত্র কয়েকটি নদীর সৃষ্টি।

ভারতের তিনটি প্রধান নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধুর মধ্যে গঙ্গা গেছে পশ্চিমবাঙলার উপর দিয়ে। বিহারের পূর্ব সীমান্তে রাজমহল পাহাড়ের পূর্ব দিক দিয়ে ঢুকেছে পশ্চিম বাঙলায়। ধুলিয়ানের কাছে নদীটি হয়েছে দ্বিধাবিভক্ত। মূল নদী আরো পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে প্রবেশ করেছে বাঙলাদেশে এবং পদ্মা নামে পরিচিত। অন্য শাখা নদীটি মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়ে এগিয়ে বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার পূর্ব সীমানা এবং নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা জেলা দুটির পশ্চিম সীমানা বরাবর কলকাতায় প্রায় একশ কুড়ি কিঃ মিঃ দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। নদীটি হুগলী থেকে সাগর মোহনা পর্যন্ত হুগলী নদী এবং মুর্শিদাবাদ থেকে হুগলী জেলা পর্যন্ত ভাগীরথী নামে পরিচিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলকাতা শিল্পাঞ্চলে বিভিন্ন ভাবাভাষী, ১৯৬১ খৃঃ

মাতৃভাষা	কলকাতা শিল্পাঞ্চল					
	সমগ্র		গ্রাম এলাকা		শহর এলাকা	
	হাজার জনে	মোটের শতাংশ	হাজার জনে	মোটের শতাংশ	হাজার জনে	মোটের শতাংশ
বাঙলা	৫,১২৭.৭	৭১.৭	৯৭৬.৩	৯৪.০	৪,১৫১.৫	৬৭.৯
অন্যান্য মাতৃভাষা	২,০২৭.৯	২৮.৩	৬২.২	৬.০	১,৯৬৫.৭	৩২.১
হিন্দী	১,১৫৫.৪	১৬.১	৪১.২	৪.০	১,১১৪.১	১৮.২
উর্দু	৪৮১.১	৬.৭	৩.১	০.৩	৪৭৮.০	৭.৮
উড়িয়া	১৩৮.৭	১.৯	৬.২	০.৬	১৩২.৫	২.২
তেলেগু	৪০.৬	০.৬	২.২	০.২	৩৮.৫	০.৬
পঞ্জাবী	৩৯.১	০.৫	০.৭	„	৩৮.৪	৬.৩
নেপালী	৩১.৯	০.৪	০.৯	„	৩০.৯৮	০.৫
ইংরেজি	৩০.৬	০.৪	০.৩	„	৩০.৩	০.৫
গুজরাটী	২২.০	০.৪	০.১	„	২১.৯	০.৪
তামিল	২০.৮	০.৩	০.৪৬	„	২০.৪	০.৩
রাজস্থানী	২০.১	০.৩	—	„	২০.১	০.৩
চীনা	৯.৩	০.১	০.৩	„	৯.০	০.১
সাঁওতালী	৮.৬	০.১	৪.৫	০.৪	৪.১	„
মারাঠী	৮.৩	০.১	০.১	„	৮.২	০.১
মালয়ালম	৬.৭	„	০.২	„	৬.৫	০.১
অসমীয়া	৪.১	„	—	„	৪.০	„
কুরুক/ওঁরাও	২.৬	„	১.০	০.১	১.৩	„
সিন্ধি	১.৮	„	—	„	১.৮	„
মোট	৭,১৫৫.৭	১০০	১,০৩৮.৫	১০০	৬,১১৭.২	১০০

পশ্চিমবাঙলার জনজীবনে হুগলী বা গঙ্গা বা ভাগীরথী নদীর দান অসামান্য। প্রবাহিত নদীর রেখা বরাবর বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছে শিল্পাঞ্চল, কৃষিক্ষেত্র এবং ব্যবসাবাণিজ্য কেন্দ্র। বর্তমানে নদীটির স্থানে স্থানে মাটি জমে গেলেও, বর্ষার সময় কলকাতা বন্দর পর্যন্ত জাহাজ চলাচল করতে পারে। দক্ষিণে বজবজ এবং উত্তরে নৈহাটি—এই দুই অঞ্চলের মধ্যবর্তী নদীতীরে ভারতের সব থেকে বেশী শিল্পকেন্দ্র অবস্থিত। মোহনার কাছাকাছি নদীর জল লোনা হওয়ায় কৃষিকাজ সম্ভব না হলেও, উত্তরের মিষ্টি জল সম্পূর্ণ চাষের অনুকূল। ফরাক্কা ব্যারেজ নির্মিত হয়েছে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার মাঝখানে গঙ্গার ওপর। ফলে চাষের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুবিধা হবে এবং স্থলপথ, নৌপথ ও রেলপথে যাতায়াত সহজসাধ্য হবে। ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধা ঘটবে।

ভাগীরথীর বামতটের নদনদী হল জলঙ্গী, মাথাভাঙা, ভৈরব প্রভৃতি। আর ভাগীরথী-হুগলী নদীর ডান তটের নদনদী হল দামোদর, ময়ূরাক্ষী, অজয়, রূপনারায়ণ, কংসাবতী, হলদী প্রভৃতি।

পশ্চিমবাঙলায় বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জনসংখ্যা ১৯৬১ খৃঃ আদমসুমারী অনুসারে

ভাষা	লোকসংখ্যা	ভাষা	লোকসংখ্যা
ইন্দো-য়ুরোপীয় গোষ্ঠী (আর্য উপ-শাখার ইন্দো-আর্যশাখা)	৩৩,১৯৫,৩৯৯	দ্রাবিড় গোষ্ঠী	৩৪৫,৪৯৯
বাঙলা	২৯,৪৩৫,৯২৮	কুরুক/ওরাঁও	২২১,১২৭
হিন্দী	১,৮৯৭,৮২৫	তেলেগু	৮০,৯৩০
উর্দু	৮৩২,৮৪৭	তামিল	৩২,৬৬৩
বিহারী	১৪৮,৮৮৯	মালয়ালম	৮,৬০২
নেপালী	৫২৪,৭৯৭	দ্রাবিড়	১,০১৭
উড়িয়া	২১৩,৮৩১		
পঞ্জাবী	৫৭,৬৫৬	ভোট-চিনি গোষ্ঠী (ভোট-বর্মী উপ-গোষ্ঠী)	৫২,০৮০
রাজস্থানী	৩১,৭৭২	বোডো/বোড়ো	১৬,০২১
গুজরাটী	২৫,৭০৯	লেপচা	৮,৮৫৫
মারাঠী	১৩,২৮০	তিব্বতী	৭,৯২৫
অসমীয়া	৮,২৭৯	রাভা	৬,১০১
সিন্ধী	২,১৯৮	তামাং	৩,৪৩৫
গাড়ওয়ালী	১,৪৩৬	শেরপা	২,১৫৯
(অস্ট্রো-অস্ট্রিক গোষ্ঠী এশিয়াটিক উপ-গোষ্ঠীর মুণ্ডা শাখা)	১,২৬৯,৪৬৭	ভুটানী	১,০৮৯
সাঁওতালী	১,১৪০,৯১৩	অ-শ্রেণীভুক্ত মাতৃভাষা	১০,৩১৯
মুণ্ডারী	৩১,৪৮৬	বিদেশী মাতৃভাষা	৫৩,৫১৫
কোড়া/কোরা	২৬,২১৩	ইংরেজি	৩৯,৩২৫
ভূমিজ	২,৫৭৩	চীনা	১০,৩৮৪
শবরী	১,১৩৯	আরবীয়	১,২৭৮
তুরি	১,০৯৪	মোট	৩৪,৯২৬,২৭৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশ্চিমবাঙলায় বিভিন্ন আদিবাসী

জেলা ভিত্তিতে তাদের বসবাস : (১৯৬১ খৃঃ আদমসুমারী অনুসারে)

রাজ্য ও জেলা	আদিবাসীদের সম্মিলিত সংখ্যা (হাজার হিসাবে)	স্বাভাবিক জনসংখ্যার শতাংশ	প্রধান আদিবাসী সম্প্রদায়, রাজ্য বা জেলায় যাদের সংখ্যা অনন্ত দশ হাজার
১	২	৩	৪
পশ্চিমবাঙলা :	২,০৫৪.১	৫.৯	সাঁওতাল ১,২০০.০ ; ওঁরাও ২৯৭.৪ ; মুণ্ডা ১৬০.২ ; ভূমিজ ৯১.৩ ; কোরা ৬২.০ ; লোধ (অথবা খেড়িয়া, খাড়িয়া) ৪০.৯ ; মহালী ২৮.২ ; ভুটিয়া ২৩.৬ ; মলপাহাড়ী ১৫.৭ ; লেপচা ১৫.৩ ; সেচ ১৩.৯ ;
দার্জিলিং	৯৬.৪	১৫.৪	—ওঁরাও ২৮.৪ ; ভুটিয়া ২২.১ ; লেপচা ১৪.৯ ।
জলপাইগুড়ি	৩৫৪.৭	২৬.১	—ওঁরাও ১৮১.৭ ; মুণ্ডা ৫৩.৯ ; সাঁওতাল ৩৮.৬ ।
কোচবিহার	৮.৮	০.৯	—
পঃ দিনাজপুর	১৭০.১	১২.৯	—সাঁওতাল ১২২.৩ ওঁরাও ২২.৩ ; মুণ্ডা ১৪.৯ ।
মালদহ	৯৯.৫	৮.১	—সাঁওতাল ৮৪.২
মুর্শিদাবাদ	৩১.২৫	১.৪	—
নদীয়া	২১.৯	১.৩	—
২৪ পরগণা	১১৯.৩	১.৯	—মুণ্ডা ৪২.৩ ; সাঁওতাল ৩১.৭ ; ওঁরাও ২৪.৪ ।
কলকাতা	২.৫	০.১	—
হাওড়া	৬.৪	০.৩	—
হুগলী	৯০.১	৪.০	—সাঁওতাল ৭৩.৮
বর্ধমান	১৮০.১	৫.৮	—সাঁওতাল ১৫৪.৭ ; কোড়া ১১.৯ ।
বীরভূম	১০৬.৯	৭.৪	—সাঁওতাল ৯৩.৭
বাঁকুড়া	১৭৩.৪	১০.৪	—সাঁওতাল ১৫১.৭
মেদিনীপুর	৩২৯.৭	৭.৬	—সাঁওতাল ২৩৩.৮ ; ভূমিজ ২৭.১ মুণ্ডা ১৭.৭ ;
পুরুলিয়া	২৬২.৯	১৯.৩	—সাঁওতাল ১৭৭.৪৯ ; ভূমিজ ৩৮.৭ ; মুণ্ডা ১২.৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশ্চিমের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে ময়ূরাক্ষী, দ্বারকেশ্বর প্রভৃতী নদী এসে পড়েছে ভাগীরথীতে। পদ্মার একটি শাখা নদী জলঙ্গী মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নবদ্বীপের কাছে মিশেছে ভাগীরথীর সঙ্গে। জলঙ্গীর একটি শাখা নদী ভৈরব মুর্শিদাবাদের মধ্য দিয়ে চলে গেছে বাঙলাদেশের খুলনা ও যশোহর জেলায় এবং মাথাভাঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়ে ইছামতী নামে প্রবাহিত। ইছামতী থেকে বেরিয়ে চূর্ণী নদী ভাগীরথীর সঙ্গে মিশেছে রাণাঘাটের কাছে।

হিমালয়ের ডাউনহিলের পাগলঝোরা ঝরণা থেকে বেরিয়ে মহানন্দা কার্সিয়াং-এর মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে শিলিগুড়ির সমতলভূমি অতিক্রম করে বিহারে ঢুকেছে। আবার ফিরে এসে পশ্চিমবাঙলার দিনাজপুর ও মালদহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাঙলাদেশের পদ্মা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই নদীতে বর্ষায় প্রবল জলোচ্ছ্বাস ঘটে। প্লাবন ডাকে পশ্চিম দিনাজপুর ও

জেলা	আয়তন বর্গ কি. মি.	জনসংখ্যা ১৯৬১	জনসংখ্যা ১৯৭১	প্রতিবর্গ কি. মি. জনবসতির ঘনত্ব	সদর দপ্তর
পশ্চিমবাঙলা	৮৭৮৫৩·০	৩৪৯২৬২৭৯	৪৪৩১২০১১	৫০৪	কলিকাতা
জলপাইগুড়ি ডিভিশন	২১৬২৫·০	——	৭৪১৮৬৬০	৩৫৩	
১। দার্জিলিং	৩,০৭৫·০	৬,২৪,৬৪০	৭,৮১,৭৭৭	২৫৪	দার্জিলিং
২। জলপাইগুড়ি	৬,২৪৫·০	১৩,৫৯,২৯২	১৭,৫০,১৫৯	২৮০	জলপাইগুড়ি
৩। কোচবিহার	৩,৩৮৬·০	১০,১৯,৮০৬	১৪,১৪,১৮৩	৪১৮	কোচবিহার
৪। পশ্চিম দিনাজপুর	৫,২০৬·০	১৩,২৩,৭৯৭	১৮,৫৯,৮৮৭	৩৫৭	বালুরঘাট
৫। মালদহ	৩,৭১৩·০	১২,২১,৯২৩	১৬,১২,৬৫৭	৪৩৮	মালদহ
প্রেসিডেন্সি ডিভিশন	২৪৬৪১·০	——	১,৯১,৮৫,৯৮৮	৭৭৯	
৬। মুর্শিদাবাদ	৫,৩৪১·০	২২,৯০,০১০	২৯,৪০,২০৪	৫৫০	বহরমপুর
৭। নদীয়া	৩,৯২৬·০	১৭,১৩,৩২৪	২২,৩০,২১০	৫৬৮	কৃষ্ণনগর
৮। চব্বিশপরগণা	১৩,৭৯৬·০	৬২,৮০,৯১৫	৮৪,৪৯,৪৮২	৬১২	আলিপুর
৯। হাওড়া	১,৪৭৪·০	২০,৩৮,৪৭৭	২৪,১৭,২৮৬	১৬৪০	হাওড়া
১০। কলকাতা	১০৪·০	২৯,২৭,২৮৯	৩১,৪৮,৭৪৬	৩০২৭৭	কলকাতা
বর্ধমান ডিভিশন	৪১৫৮৭·০	——	১৭,৭০৭৩৬০	৪২৬	
১১। হুগলী	৩,১৪৫·০	২২,৩১,৪১৮	২৮,৭২,১১৬	৯১৩	চুঁচুড়া
১২। বর্ধমান	৭,০২৮·০	৩০,৮২,৮৪৬	৩৯,১৬,১৭৪	৫৫৭	বর্ধমান
১৩। বীরভূম	৪,৫৫০·০	১৪,৪৬,১৫৮	১৭,৭৫,৯০৯	৩৯০	সিউড়ী
১৪। বাঁকুড়া	৬,৮৮১·০	১৬,৬৪,৫১৩	২০,৩১,০৩৯	২৯৫	বাঁকুড়া
১৫। মেদিনীপুর	১৩,৭২৪·০	৪৩,৪১,৮৫৫	৫৫,০৯,২৪৭	৪০১	মেদিনীপুর
১৬। পুরুলিয়া	৬,২৫৯·০	১৩,৬০,০১৬	১৬,০২,৮৭৫	২৫৬	পুরুলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১/১৭৮

মালদহ জেলায়। শীতের সময় নদীটি শীর্ণ হয়ে পড়ে। জলপাইগুড়ির সমতল অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত পুনর্ভবা বাঙলাদেশের মধ্য দিয়ে এসে পশ্চিম দিনাজপুরে ঢুকে আবার ফিরে গেছে বাঙলাদেশে।

সিকিমের একুশ হাজার ফুট উচ্চ একটি হিমপ্রবাহ থেকে তিস্তার উৎপত্তি। সিকিম ও দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাঙলাদেশে রংপুর জেলা অতিক্রম করে মিলিত হয়েছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে। তিস্তার সঙ্গে মিলিত ও হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল থেকে উত্থিত অন্যান্য নদনদী হল রঙ্গিত, রুপো, শিভক প্রভৃতি। তিস্তা ও রঙ্গিতের মিলনস্থলটি দর্শনীয়। সিঞ্চল পাহাড় থেকে এসে তিস্তায় মিশেছে রাংনু। রাংনুর উপত্যকার গভীরতা কয়েক হাজার ফুট। ভুটান থেকে উত্থিত নদীগুলি হল তোরসা, রায়ডাক, সঙ্কোশ। তোরসা প্রবাহিত জলপাইগুড়ি জেলার ওপর দিয়ে। কোচবিহার জেলায় ঢুকে মিশেছে জলঢাকার সঙ্গে। দক্ষিণাংশে পরিচিত ধরলা নামে। ধরলা জলঢাকার সঙ্গে মিলিত হয়ে বাঙলা দেশে প্রবেশ করে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বাঙলাদেশ থেকে এসে আত্রেয়ী নদী পশ্চিম দিনাজপুরে ঢুকে আবার ফিরে গেছে বাঙলাদেশে।

মেচি নদী নেপাল ও দার্জিলিং জেলার সীমা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ঢুকেছে বিহারে। তারপর আবার পশ্চিম বাঙলায় প্রবেশ করে মিলিত হয়েছে মহানন্দার সঙ্গে।

বিহারের ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে প্রবাহিত নদীগুলি হল দামোদর, ময়ূরাক্ষী, অজয়, রূপনারায়ণ, কংসাবতী, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি। সুবর্ণরেখা বাদে অন্য সব নদনদীই ভাগীরথী হুগলীর উপনদী। সুবর্ণরেখা পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর সীমান্তে প্রবাহিত হয়ে উড়িষ্যার ভিতর দিয়ে এগিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। দামোদর নদ বিহারের পালামৌ জেলার খামারপাত পাহাড় থেকে বেরিয়ে হাজারীবাগ ও মানভূম জেলার মধ্য দিয়ে এগিয়ে পশ্চিমবাঙলায় প্রবেশ করেছে পাঞ্চেত হিল জলাশয়ের কাছে। পুরুলিয়া, বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর ফলতার বিপরীত দিকে হুগলী নদীর সঙ্গে মিশেছে। রূপনারায়ণ ও কাঁসাই নদীও এখানে ভাগীরথীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বর্ধমান পর্যন্ত দামোদর পূর্বমুখী হলেও, তারপর এর গতি হয়েছে দক্ষিণমুখী। বরাকর, বোকারো, কোনার প্রভৃতি নয়টি দামোদরের উপনদী।

বিহারের ত্রিকূট পাহাড় থেকে বেরিয়েছে ময়ূরাক্ষী। সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর বীরভূম জেলার পূর্বদিকে ব্রাহ্মণী ও ময়ূরাক্ষীর মিলিত ধারা যুক্ত হয়েছে ভাগীরথীর সঙ্গে। ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, বক্রেশ্বর ও কেনাই হল ময়ূরাক্ষী উপনদী।

বিহারের দেওঘরের কাছে উৎপন্ন অজয় নদী চিত্তরঞ্জনের ধার দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বীরভূম ও বর্ধমানের সীমানা ধরে এগিয়ে কাটোয়ার কাছে মিলিত হয়েছে ভাগীরথীর সঙ্গে।

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত দ্বারকেশ্বর ও শিলাবতী ঘাটালের কাছে রূপনারায়ণ নামে মিলিত হয়ে মিশেছে হুগলী নদীতে।

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ছোটনাগপুরের পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা কংসাবতী বা কাঁসাই নদী। কাঁসাই ঝাড়গ্রামে কেলেঘাই নদীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর হলদি নদী নামে এগিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এই স্থানেই গড়ে উঠেছে হলদিয়া বন্দর। এর অন্যতম উপনদী হল পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড় থেকে উত্থিত কুমারী।

হুগলী জেলার ত্রিবেণী নামক স্থানে ভাগীরথীর একটি শাখানদী বেরিয়েছে সরস্বতী নামে।

চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলে মাতলা, গঙ্গা, বারাতলা, জামীরা, কালিন্দী, হারুয়া, ইছামতী, বিদ্যাধরী, পিয়ালী, গোসাবা, রায়মঙ্গল এবং আরো অনেক নদী মিশেছে বঙ্গোপসাগরে।

আরো কয়েকটি নদী হল বীরভূম জেলায় বাঁশলাই, হুগলী জেলায় মুণ্ডেশ্বরী ও কানাদামোদর এবং মেদিনীপুর জেলায় বাঘাই, দেউলি ও রসুলপুর।

পশ্চিমবাঙলায় বিল বা ঝিলের সংখ্যা কম নয়। মুর্শিদাবাদ জেলায় বিলের সংখ্যা বেশী।

উষ্ণপ্রস্রবন আছে বীরভূম জেলায়। বক্রেশ্বরের সাতটি উষ্ণপ্রস্রবন, জলপাইগুড়ির জয়ন্তী নদীর উষ্ণপ্রস্রবনের জলে রোগমুক্তি ঘটে অনেকের বিশ্বাস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নদীর ভূমিকা

স্বাধীনতালাভের আগে ভারতের কৃষি ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল। আর বিভিন্ন নদনদী দিয়ে প্রবাহিত বিপুল জলরাশিকেও ব্যবহার করা হত না কৃষিকাজে। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি সৃষ্টি করত অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির। এর হাত থেকে উদ্ধারের একমাত্র পথই হল পরিকল্পিত সেচব্যবস্থা। স্বাধীনতার আগে ইংরেজ সরকার জলসেচের জন্য ইডেন খাল ও দামোদর খাল খনন করিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষিকাজে নদী হয়ে পড়েছিল গুরুত্বহীন।

অবশ্য সংস্কারের অভাবে পশ্চিমবাঙলার অধিকাংশ নদনদীতে পলি জমে কোথাও নদী মধ্যে চড়া পড়েছে, কোথাও নদীর গতিপথ রুদ্ধ। এই অবস্থায় প্রবল বৃষ্টিপাতে দেশ জুড়ে সৃষ্টি হয় ব্যাপক প্লাবন। ১৯৪৩ খৃঃ পশ্চিমবাঙলায় ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। দামোদরের ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি এই কারণে। উত্তরবাঙলায় তিস্তা, জলঢাকা; মধ্যবাঙলায় ময়ূরাক্ষী, অজয়, জলঙ্গী ; দক্ষিণ-বাঙলায় দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ, কাঁসাই প্রভৃতি নদীর অবস্থা অবর্ণনীয়। ভাগীরথীর স্রোতও গতিহীন।

স্বাধীনতালাভের পর জাতীয় সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। যেমন, নদীর মধ্যে জমে যাওয়া মাটি তুলে ফেলে জলের গতি ফিরিয়ে আনা, বাঁধ বেঁধে জল নিয়ন্ত্রণ এবং জলনিকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে মাছের চাষ করা ও শস্য উৎপাদনে জল সরবরাহ। কেবল জলসেচই নয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন করে শিল্প প্রগতিকেও ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। সরকারীভাবে নদীগুলিকে নিয়ন্ত্রণের বহুমুখী পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যাপক কর্মসূচী পালন করা হচ্ছে।

প্রথম বহুমুখী কর্মসূচী রূপায়ণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল ১৯৪৮ খৃঃ দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন গঠনের মাধ্যমে। পরিকল্পনায় অন্তর্গত ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচের ব্যবস্থা, জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন, নৌচলাচলের খালকে সব সময়ের জন্য সজীব রাখা, ভূমি সংরক্ষণ, বনভূমি সৃষ্টি প্রভৃতি।

১। দামোদর উপত্যকা প্রকল্প : স্বাধীনতার আগে দামোদর ছিল জনজীবনে বিভীষিকাস্বরূপ। প্রতি বছর বন্যায় বিহার ও পশ্চিমবাঙলার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হত বন্যায়। তাই দামোদর ও তার উপনদীকে নিয়ন্ত্রণের জন্য চারটি বাঁধ নির্মিত হয় স্বাধীনতা পরবর্তীকালে। দামোদরের উপনদী বরাকরের ওপর তিনশ ছত্রিশ মিটার বা বারশ ফুট তিলাইয়া বাঁধ নির্মিত হয়েছে। বরাকর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়েক কিলোমিটার দূরে কোনার নদের ওপর ৩৯২০ মিটার বা ১২৮৬০ ফুট দীর্ঘ কোনার বাঁধ, পাঞ্চেৎ পাহাড়ে পাঞ্চেৎ বাঁধ এবং পশ্চিমবাঙলা ও বিহার সীমান্তে বরাকর ও দামোদরের সঙ্গমস্থল মাইথনে ৩৫৯৯ মিটার বা ১১,৭৭০ ফুট দীর্ঘ মাইথন বাঁধ নির্মিত হয়েছে। পাঞ্চৎ ও মাইথন বাঁধ নির্মাণের ফলে বিহারের বন্যা এসেছে নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু এই চারটি বাঁধ দামোদরের দক্ষিণের বিরাট অংশকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। সে কারণে বরাকর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওপর দিকে দামোদরের উপনদী আয়ারের ওপর তেনুঘাটে আর একটি বাঁধ নির্মাণের কাজ চলছে।

বাঁধ দিয়ে জলসংরক্ষণ করে প্রয়োজনমত সেই জল ব্যবহৃত হচ্ছে কৃষিকাজে। চারটি বাঁধের প্রধান জল-নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র দুর্গাপুর সেচ বাঁধ বা ব্যারেজ। বাঁধটি ৬৯২ মিটার বা ২২৭১ ফুট দীর্ঘ। এই সেচ বাঁধের উভয় মুখে দুটি খাল খনন করা হয়েছে। প্রধান খালটি ৮৫ মাইল দীর্ঘ। এই খালটি উত্তর-পূর্বমুখী প্রবাহিত হয়ে নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়ার বিপরীত দিকে হুগলী জেলার ত্রিবেণীর কাছে মিলিত হয়েছে ভাগীরথীর সঙ্গে। এই খালটি বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার বিস্তীর্ণ কৃষিখেতে জল সরবরাহ করছে। অপর খালটি বাঁকুড়া জেলার অংশবিশেষে জল সরবরাহ করছে। বর্তমানে খালের সাহায্যে মোট ৩·৭ লক্ষ হেকটর পরিমিত জমিতে জলসেচ করা যাবে।

কেবল জলসেচ নয়, চন্দ্রপুরা, বোকারো ও দুর্গাপুরে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং মাইথন, পাঞ্চেৎ ও তিলাইয়াতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে দামোদর উপত্যকা প্রকল্পের মাধ্যমে। প্রকল্পের সম্পূর্ণ হলে ৬·৫০ লক্ষ কিউসেক পর্যন্ত জলের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ৯·৭৩ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা, চল্লিশ হাজার একর জমি পুনরুদ্ধার, ১·০৪ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ এবং ৬·২৫ লক্ষ কিলোওয়াট তাপবিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। এখন দৈনিক এক হাজারেরও বেশী মেগাওয়াট পাওয়া যাচ্ছে মাইথন, তিলাইয়া, পাঞ্চেৎ, বোকারো, চন্দ্রপুরা ও দুর্গাপুরে অবস্থিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

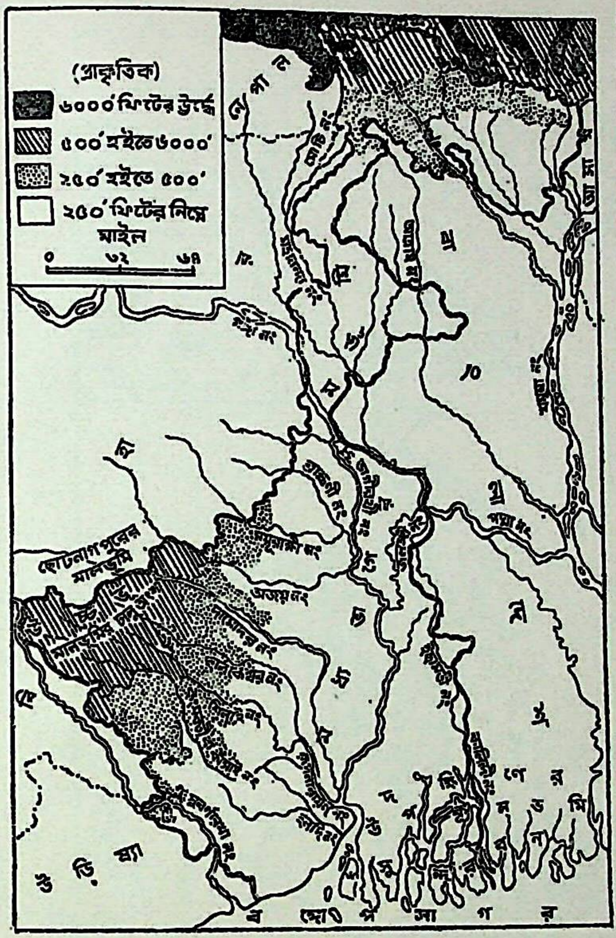

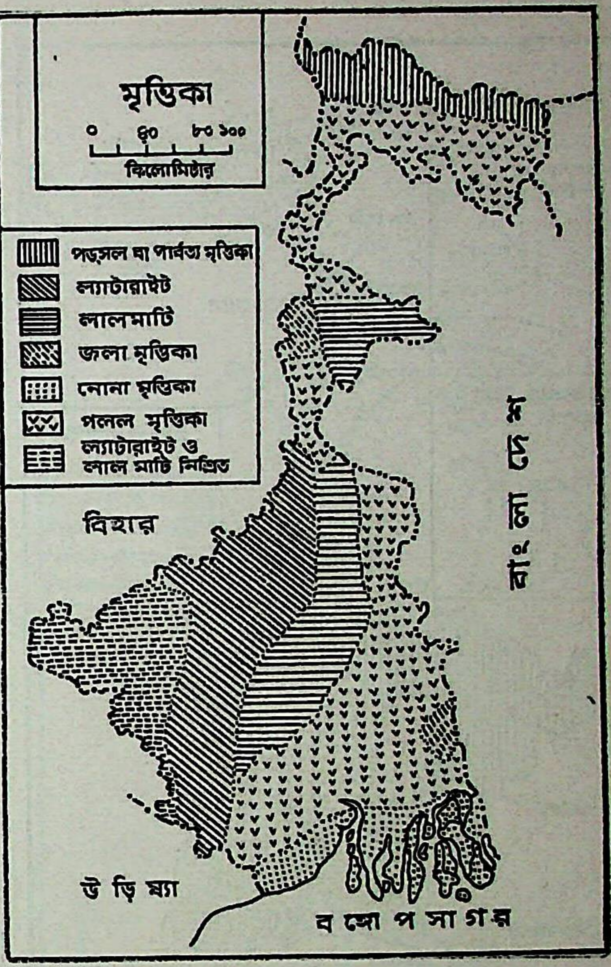

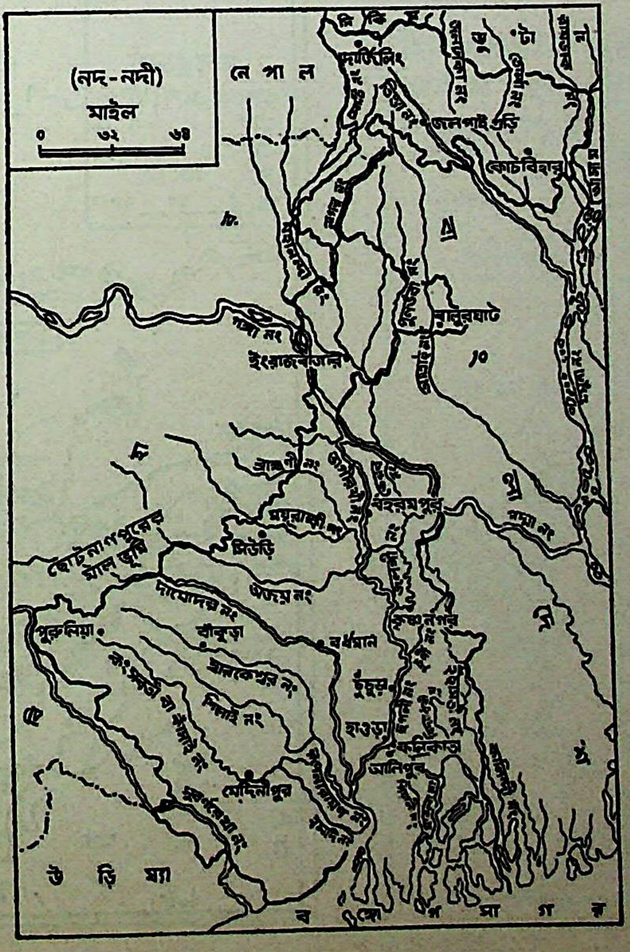

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

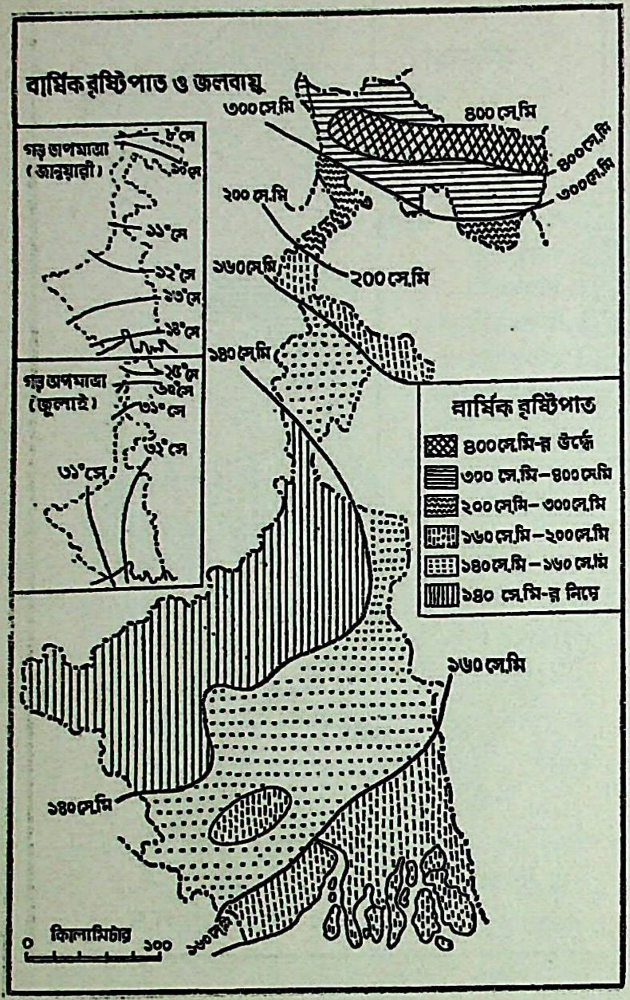

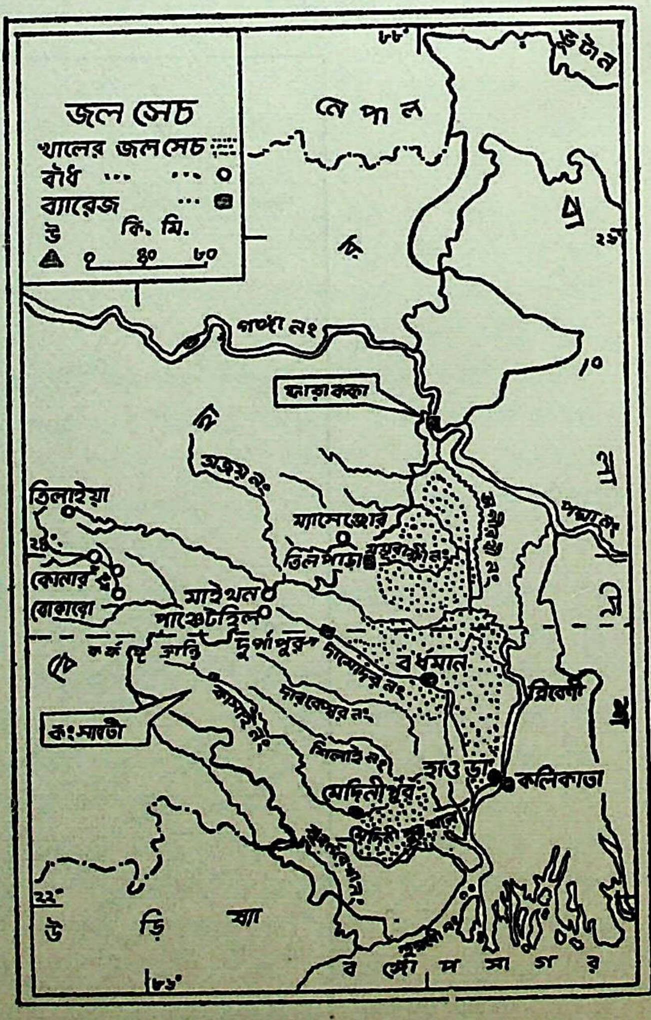

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

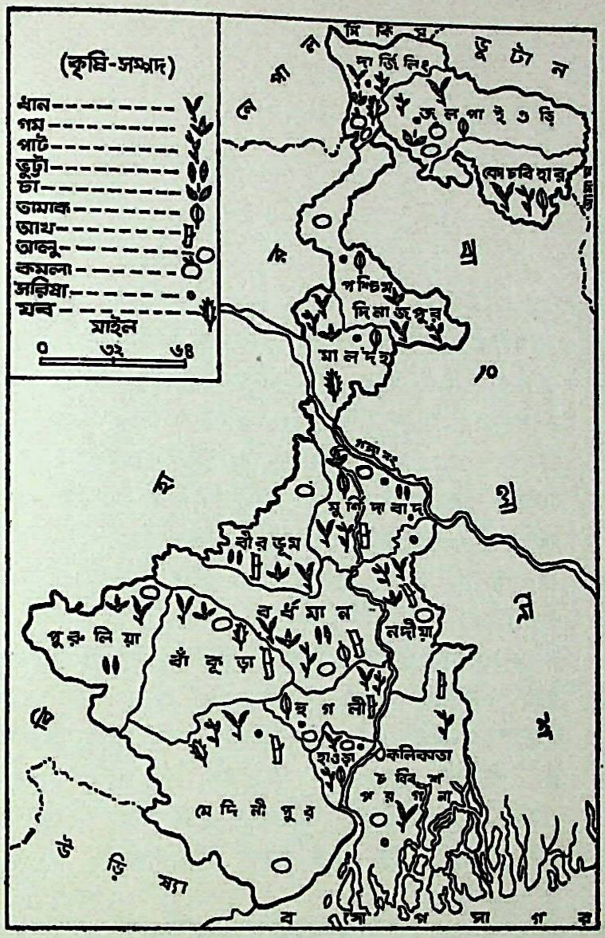

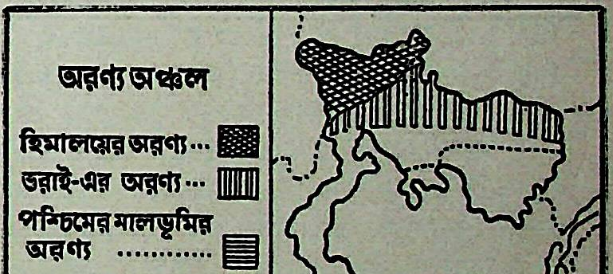

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

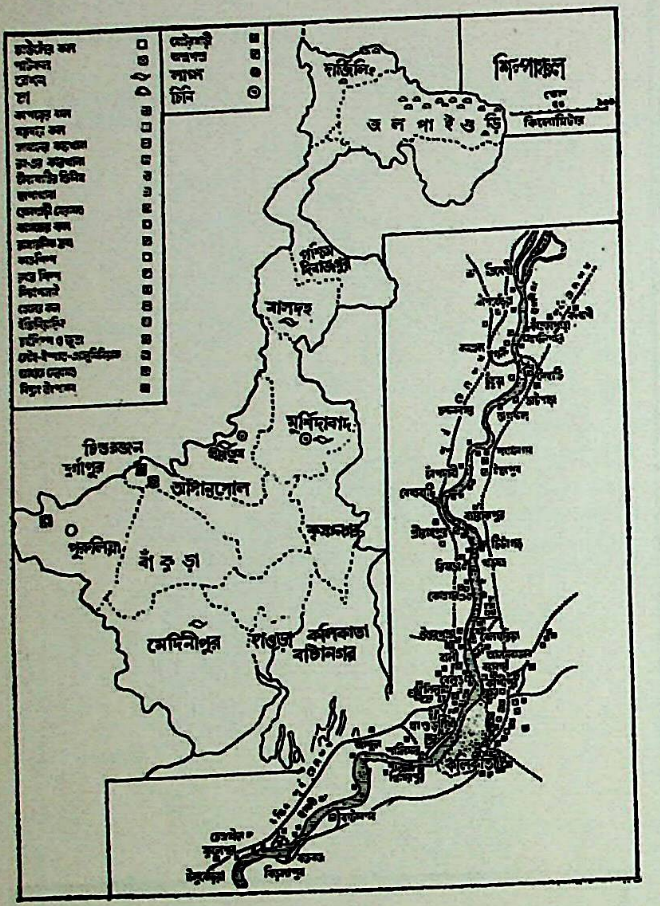

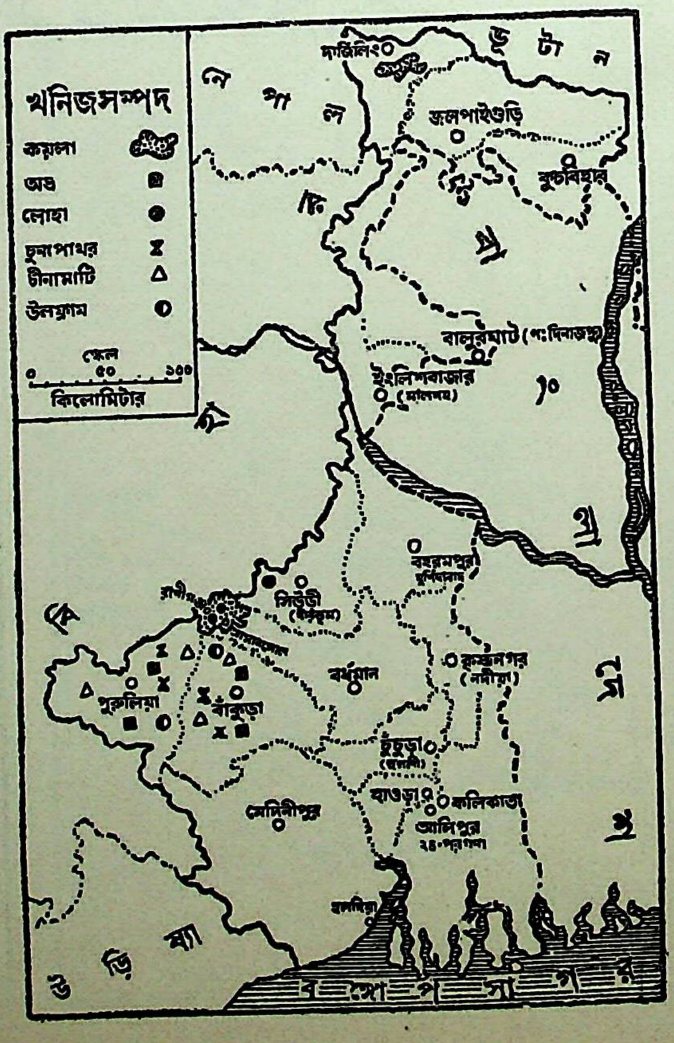

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২। ময়ূরাক্ষী প্রকল্প : নদীটি এসেছে ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চল থেকে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের কাছে মিশেছে ভাগীরথীর সঙ্গে। ময়ূরাক্ষী প্রকল্প রূপায়ণে বিহারের সামান্য অংশ এবং পশ্চিমবাঙলার বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় জলসেচের ব্যবস্থা হবে। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই বিহারের সাঁওতাল পরগণার দুমকার কাছে মশানজোড়ে ৬৪০ মিটার বা ২১৭০ ফুট দীর্ঘ একটি জলাধার বাঁধ তৈরি হয়েছে। এখানে আছে দৈনিক চার মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। তিলপাড়ায় তৈরি হয়েছে একটি ব্যারেজ। এর ফলে ময়ূরাক্ষীর উভয় তীরে সেচের জল সরবরাহ হচ্ছে। ময়ূরাক্ষীর উপনদী কোপাই, বক্রেশ্বর, দ্বারকা ও ব্রাহ্মণীর ওপরও ছোট আকারের বাঁধ দেওয়া হয়েছে। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় খনন করা খালের দৈর্ঘ্য প্রায় আটশ মাইল।

৩। কংসাবতী প্রকল্প : এই নদীটিও এসেছে ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চল থেকে। এবং হলদিয়ার কাছে পড়েছে বঙ্গোপসাগরে। বিপুল জলরাশিকে চাষের কাজে ব্যবহারের প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। বন্যানিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ ভাগ, মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম এবং হুগলী জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশ চাষের জল পাচ্ছে। কংসাবতীর ওপর অম্বিকানগরের কাছে ২·৫ মাইল দীর্ঘ একটি জলাধার তৈরি হয়েছে। আর একটি ৩·৫ মাইল দীর্ঘ জলাধার তৈরি হয়েছে কংসাবতীর উপনদী কুমারীর ওপর।

৪। গঙ্গা সেচবাঁধ প্রকল্প : কলকাতা বন্দরকে রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়েই এই প্রকল্প রচিত হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কায় গঙ্গা নদীর ওপর ৭৩৩৭ ফুট দীর্ঘ একটি সেচবাঁধ তৈরি হয়েছে। তাছাড়া জঙ্গীপুরের ভাগীরথীর ওপরও একটি বড় বাঁধ তৈরি হচ্ছে। ফরাক্কা সেচ বাঁধের ওপর একটি সেতু নির্মিত হয়েছে। জলপথ ও স্থলপথে যাতায়াতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা, ব্যবসা ও বাণিজ্যের সুযোগবৃদ্ধি, মৎস পালন এবং মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় জলসেচের ব্যবস্থা গঙ্গা সেচবাঁধ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য।

এসব ছাড়াও উত্তরবাঙলায় বন্যানিয়ন্ত্রণ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও জলসেচের জন্য তিস্তা সেচবাঁধ প্রকল্প ও জলঢাকা বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে। জলঢাকা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে দৈনিক ২৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। রম্মাম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প রূপায়িত হলে জনজীবন আরও সমৃদ্ধ হবে।

সমস্ত প্রকল্পগুলি রূপায়িত হলে পশ্চিমবাঙলার কৃষিকাজে নদীবাহিত জলের অবদান হবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

ভূপ্রকৃতি ॥

ভূপ্রকৃতির গঠন অনুসারে পশ্চিমবাঙলাকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা যেতে পারে : ১। উত্তরের উচ্চভূমি, ২। পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল এবং ৩। সমভূমি অঞ্চল।

উত্তরের উচ্চভূমি : দুই ভাগে বিভক্ত : ১। পার্বত্য অঞ্চল এবং ২। পর্বতের পাদদেশ ও উপত্যকা। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল হল পশ্চিম বাঙলার সীমানা বরাবর অবস্থিত হিমালয় পর্বতমালার অংশবিশেষ। এখানে কোন কোন স্থান সাত হাজার ফিট বা ২১৩৩·৬০ মিঃ উচ্চে অবস্থিত। তিস্তা নদী এই অঞ্চলকে করেছে দ্বিধা বিভক্ত। পার্বত্য অঞ্চলের উত্তর সীমা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তিস্তার উপনদী রঙ্গিত। কালিমপং থেকে রঙ্গিতের মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। টাইগার হিল থেকে সংকীর্ণ পাহাড় শ্রেণী তিস্তা ও রঙ্গিতের সঙ্গমাভিমুখে এগিয়ে গেছে। অসংখ্য পাহাড় পর্বতময় এই অঞ্চলের আর একটি শাখা ডাওহিলের মধ্য দিয়ে কারশিয়াং হয়ে শিলিগুড়ির সমতলভূমিতে মিশেছে। টাইগার হিলের অন্যতম পাহাড় শ্রেণী সুখিয়া পোখারী ও সিমানাবস্তী হয়ে নেপাল সীমান্তে চলে গেছে। ঘুম পাহাড় এটিই। সিনামাবস্তী থেকে তিন হাজার মিটার উঁচু টংলু শৃঙ্গ দেখা যায়। দার্জিলিং, নেপাল ও সিকিম-এর সীমানায় চার হাজার মিটার উঁচু সিঙ্গালীলা পর্বতমালা। আরও উত্তরে আট হাজার পাঁচশ মিটার উঁচু কাঞ্চনজঙ্ঘা। টাইগার হিলের উত্তরে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাত হাজার ফিট বা ২,২৩০ মিটার উচ্চে অবস্থিত দার্জিলিং জেলা। এখান থেকেই দেখা যায় হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাবরু প্রভৃতি শৃঙ্গ। একটি ছোট পার্বত্য রেলপথ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে এঁকেবেঁকে চলে গেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দার্জিলিং। রেলপথের দু পাশে চা-বাগান, ধান খেত, ছোট ছোট ঝরণা ও মনোরম প্রকৃতি। বাতাসিয়া লুপ থেকে দার্জিলিং দর্শনীয়। টাইগার হিল থেকে দেখা যায় এভারেস্ট। পর্বতগুলির মধ্যে আছে গভীর উপত্যকা। বৃষ্টির পরিমাণও যথেষ্ট। শীতের সময় আবহাওয়া অসহ্য হলেও, অন্য ঋতু বেশ আরামদায়ক। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। ঘন বনজঙ্গলে পাওয়া যায় ওক, দেবদারু, পাইন, ফার প্রভৃতি মূল্যবান গাছ। অনেকগুলি পার্বত্য নদী আছে। আর এই সব নদীতে আছে ঝরণা ও জলপ্রপাত।

হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশ এবং তার সঙ্গে সংলগ্ন উপত্যকায় দার্জিলিং-এর দক্ষিণাংশ, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা অবস্থিত। এই অরণ্য সমাকীর্ণ ভূভাগ পরিচিত তরাই নামে। স্থানটি নেপালের তরাই অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত এবং ভূভাগটি উচ্চ থেকে ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গেছে। গহীন অরণ্য, অতিরিক্ত বৃষ্টি এবং খারাপ আবহাওয়ার জন্য লোকবসতি কম। অরণ্যে আছে ওক, দেবদারু, পাইন, ফার, বাঁশ, শাল, সিরীষ, শিমুল নানারকমের গাছ। আরও দক্ষিণে মাত্র ৪৫ কিঃ মিঃ এলাকা ডুয়ার্স নামে পরিচিত।

উত্তরের উচ্চভূমির প্রধান নদনদী হল মহানন্দা, পুনর্ভবা, তিস্তা, রংগিত, জলঢাকা, তোর্সা, কালজানি ও রায়ডাক। গঙ্গা ও তিস্তার মধ্যবর্তী অঞ্চল পলিমাটি দ্বারা গঠিত হওয়ায় কৃষি উপযোগী। দোয়াব অঞ্চল নামে পরিচিত এই এলাকার মধ্যে পড়ে পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ির সমভূমি, মালদহ প্রভৃতি জেলা।

২। পশ্চিমের মালভূমি ঃ পশ্চিমবাঙলার পশ্চিম সীমায় অবস্থিত বীরভূম জেলা, বর্ধমান জেলার পশ্চিম ভাগ, পশ্চিম বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলা নিয়ে গঠিত এই মালভূমি অঞ্চলে কিছু ছোট ছোট পাহাড় থাকলেও, মূলত সমভূমি। সব থেকে উঁচু অংশের উচ্চতা ৬১৭ মিটার। পুরুলিয়া জেলাতে বাগমুণ্ডি, অযোধ্যা পাহাড়, বাঁকুড়া জেলাতে বিহারীনাথ, শুশুনিয়া পাহাড় এবং লালরঙের কিছু উঁচু ঢিবি আছে। এখানকার মাটি ক্ষয়যুক্ত বিশেষ এক ধরনের ল্যাটারাইট পাথর দ্বারা গঠিত। লৌহ ও অ্যালুমিনিয়ামের সংমিশ্রণ হল ল্যাটারাইট। বিশেষ বৃষ্টিপাত না হওয়ায় লোকবসতি কম। এই অঞ্চল খনিজ সম্পদে পূর্ণ। আসানসোল রেলওয়ে জংসন, লৌহশিল্পের বিখ্যাত কেন্দ্র বার্ণপুর, ইস্পাতনগরী দুর্গাপুর; চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা এই অঞ্চলের মধ্যেই পড়ে।

পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলে আছে অর্জুন, শাল ও মহুয়া গাছ।

এই অঞ্চলের প্রধান নদনদী হল দামোদর, অজয় ও ময়ূরাক্ষী। বর্ষার সময় কেবল নদীতে জল থাকে। অন্য সময় প্রায় শুকনো। এই বর্ষায় নদীর রূপ হয়ে ওঠে ভয়ংকর। এই নদীগুলির জলে সমৃদ্ধ ভাগীরথী।

৩। সমভূমি অঞ্চল ঃ তরাই অঞ্চলের দক্ষিণ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এই ভূখণ্ডের বিস্তৃতি। পশ্চিম-বাঙলার শতকরা আশি ভাগ অঞ্চল উর্বর সমভূমি। এই সমভূমির অন্তর্ভুক্ত মালদহ, বর্ধমান জেলার পূর্বভাগ, পূর্ব বাঁকুড়া, পশ্চিম দিনাজপুর, হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগণা ও কলকাতা। সমগ্র সমভূমি অঞ্চলকে চারভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। ১। প্রাচীন পলিমাটি গঠিত উত্তর ও পশ্চিমের ভূভাগ ঃ উত্তরে মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ও পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার পূর্বভাগ এবং মেদিনীপুর জেলা এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ ভাগীরথী নদীর পশ্চিম ও উত্তর দিকের বেশ কিছু অঞ্চল প্রাচীন পলিমাটি দ্বারা গঠিত। মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গঙ্গা, মহানন্দা, পুনর্ভবা, কালিন্দী, নাগর ও অন্য কয়েকটি নদীর পলিমাটি সমৃদ্ধ হওয়ায় বেশ উর্বর। এই দুটি জেলায় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে পর্যাপ্ত বৃষ্টি হওয়ায় চাষাবাদও ভাল হয়ে থাকে। বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার পূর্বভাগ এবং মেদিনীপুর জেলা পশ্চিমের সমতল ভূভাগের অন্তর্ভুক্ত। এটি পশ্চিম-বাঙলার সব থেকে উর্বর অঞ্চল। পলিমাটি সমৃদ্ধ এই অঞ্চলে ব্যাপক বৃষ্টিপাত কৃষি কাজের অনুকূল। অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিজীবী। দামোদর, অজয়, ময়ূরাক্ষী নদী ও আরো কয়েকটি প্রবাহিত নদী বর্ষার জলে প্রতি বছর এমন ভর্তি হয়ে ওঠে যে বন্যায় বিপর্যয় নেমে আসে। ২। ব-দ্বীপ অঞ্চল ঃ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপের অন্তর্গত ভাগীরথীর পূর্বদিকের এই বিস্তীর্ণ উর্বর অংশে আছে নদীয়া, কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদের পূর্বাংশ, উত্তর চব্বিশ পরগণার বৃহৎ অংশ। জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা, মুণ্ডেশ্বরী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দামোদর, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর, চূর্ণী, ইছামতী, হুগলী ও অন্যান্য নদী প্রবাহিত নাব্যভূমিতে কৃষিকাজ হয়ে থাকে। এই অঞ্চলে শিল্পের প্রসার ঘটেছে ব্যাপকভাবে। লোক বসতি ঘন। ৩। সুন্দরবন অঞ্চল : অন্যত্র দ্রষ্টব্য। ৪। উপকূল অঞ্চল : বঙ্গোপসাগরের জলবিধৌত মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণের বিস্তৃত অংশে আছে বহু নদীর মোহনা। ভূভাগটি ক্রমশ দক্ষিণে বিস্তৃত হয়ে চলেছে।

খনিজদ্রব্য ॥

পশ্চিমবাঙলার খনিজদ্রব্য বলতে ১৯৪৭ খৃঃ পর্যন্ত বোঝাত একমাত্র কয়লাকে। তখন সমগ্র ভারতে মোট কয়লা উৎপাদনের মূল্য ছিল তেতাল্লিশ কোটি সাতাত্তর লক্ষ টাকার কিছু বেশী; এর মধ্যে পশ্চিমবাঙলার ভাগ ছিল দশ কোটি আটষট্টি লক্ষ টাকা। পরবর্তীকালে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। ১৯৬৮ খৃঃ সমস্ত খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন মূল্য ছিল তিনশ সাতাত্তর কোটি টাকারও বেশী। এর মধ্যে প্রথম বিহার একশ কুড়ি কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পশ্চিমবাঙলার পরিমাণ আটষট্টি কোটি টাকা। বিবিধ ধরনের খনিজদ্রব্যের উৎপাদন বেড়ে গেছে, যে সব দ্রব্য আগে কখনও উৎপাদন ঘটেনি।

	উৎপাদন [হাজার মেট্রিক টনে]	মূল্য [হাজার টাকায়]
কয়লা	২০,০৭১	৬,৭৩,৭৮৪
চূণাপাথর	১১	১০৮
লবণ	১৭	১১৬২
	[মেট্রিক টনে]	
ডলোমাইট	২৮,২২৯	১৬১
ফেল্‌স্‌পার	৭১	১
ফায়ার ও চায়না ক্লে	১৪,০৫৭	৯৬
অকার	৩৫৯	৬
ভার্মিকিউলাইট	৪০৫	২৮
ওলফ্রাম	১১	১২১
মোট	—	৬,৭৬,৪৮৯

কয়লাবাদে অন্য সব খনিজদ্রব্যের মূল্য মাত্র সাতাশ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ কয়লার প্রাধান্য থেকেই যাচ্ছে। কিন্তু সমস্ত খনিজদ্রব্য অনুসন্ধান ও উৎপাদনে সরকারী তৎপরতার ফলে দেশের শিল্পবিকাশ ত্বরান্বিত হচ্ছে।

কয়লা : ভারতের শতকরা ত্রিশ ভাগ কয়লা পাওয়া যায় পশ্চিমবাঙলায়। এখানে আছে প্রায় দুশ কয়লাখনি এবং আয়তন হল পাঁচশ বর্গমাইল বা ১,২৮০ বর্গ কিঃ মিঃ। এই সব কয়লাখনি ছড়িয়ে আছে রাণীগঞ্জ ও আসানসোলের চারদিকে। এই কয়লার স্তর অনুপ্রবেশ করেছে বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায়। বছরে এই সব খনিতে কয়লা উৎপাদনের মূল্য আটষট্টি কোটি টাকা। এবং কয়লাখনিতে নিয়োজিত কর্মি সংখ্যা প্রায় সোয়া এক লক্ষ।

বালি : বালির অভাব নেই এই রাজ্যে। দামোদর, বরাকর ও অজয় নদীতে আছে অফুরন্ত বালি। এই বালি ব্যবহৃত হয় পলস্তারা, কংক্রিটের কাজে, জল পরিশ্রুতকরণে, খনিগর্ভ ভরাটের কাজে, পোর্সিলেন ও কাঁচ নির্মাণে।

চিনামাটি : কেওলিন বা চিনামাটি থেকে বাসনপত্র, বোয়েম, বেসিন প্রভৃতি তৈরি হয়। বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং-এ পাওয়া গেছে চিনামাটির সঞ্চয়। বীরভূম জেলার মোহম্মদবাজারের কাছে চিনামাটি উত্তোলন শুরু হয়েছে।

ফেলসস্পার : আসানসোল ও বাঁকুড়ায় পাওয়া যায়। এক ধরণের পাথর। তাপ দিয়ে গালাবার পর কাঁচের মত দেখায়। বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে তার মসৃনভাব আনা হয়। যেমন চীনামাটির দ্রব্য।

সোপস্টোন : মেদিনীপুর জেলায় পাওয়া যায় এই পাথর। এর সাহায্যে বাসনপত্র তৈরি হয়। গায়ে মাখার পাওডার তৈরি হয় এবং এর চূর্ণ ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন শিল্পে। সাবানের সঙ্গেও মেশান হয়। তাছাড়া এই পাথরের বাতিল গুড়া বাজারে পাওয়া যায় ফ্রেঞ্চ চক নামে।

বেলেপাথর : আসানসোল ও বীরভূমে পাওয়া যায় বেলেপাথর বা স্যান্ড স্টোন। গৃহাদি নির্মাণে ব্যবহৃত হয় এই পাথর।

ল্যাটেরাইট : চুন সুরকির পরিবর্তে এই ধাতু ব্যবহৃত হয় গৃহনির্মাণে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোহ ঃ আসানসোলের কয়লা অঞ্চলে, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় সামান্য পরিমাণে লোহ আকর পাওয়া যায়। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলাতেও সামান্য লোহ পাওয়া গেছে। এই সব অঞ্চলে প্রাপ্ত হিমাইট বা লোহা পাথরের সঙ্গে প্রায় বাষট্টি থেকে সত্তর ভাগ লোহা আছে।

ফায়ার ক্লে ও কেওলিন ঃ বর্ধমান জেলার পশ্চিমদিকে সামান্য পরিমাণ ফায়ার ক্লে ও কেওলিনের সন্ধান পাওয়া গেছে। ফায়ার ক্লে-র সাহায্যে টালি, পাইপ প্রভৃতি এবং কেওলিনের সাহায্যে চীনামাটির বাসন তৈরি হয়।

মেদিনীপুর জেলায় সামান্য পরিমাণে আর্করিক আর্সেনিক পাওয়া গেছে। হিমালয়ের পাদদেশে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে আছে ডলোমাইট। দার্জিলিং-এ পাওয়া গেছে নিম্নমানের আর্করিক তাম্র। বাঁকুড়া জেলার পোড়া পাহাড় ও ঝিলিমিলিতে রয়েছে উলফ্রাম ও অভ্র। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং এবং উত্তরের সমভূমি অঞ্চলে রয়েছে চুনমিশ্রিত লাইটান ও রাসায়নিক লবণ। মেদিনীপুর জেলার লাবনি, বাঁশপাহাড়ি ও বেলপাহাড়ি অঞ্চলে এবং পুরুলিয়া জেলার পাহাড়পুর অঞ্চলে আছে ম্যাঙ্গানিজ। চব্বিশ পরগণা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে তৈলপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় খনন কাজ চালান হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে কলকাতার নীচে আছে প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তৈল ও কয়লা। রাজ্যের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রজল থেকে লবণ সংগ্রহ করা হয়।

মৃত্তিকা ॥

জল আর মাটি—এই নিয়ে জীবন। এই দুটি সম্পদই মানুষের জীবনে এনে দেয় প্রাচুর্য—শস্য-সমৃদ্ধি। জল ও মাটির আনুকূল্যে গড়ে ওঠে জনবসতি। মাটির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ওপরই নির্ভর করে কৃষি। মাটির সঙ্গে থাকে নানাপ্রকার খনিজ ও জৈব পদার্থ। এরকম একটি জৈবপদার্থ হল হিউমাস। হিউমাসের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে মাটির জল ধরে রাখার ক্ষমতা। সুতরাং হিউমাসের ওপরই নির্ভর শীল মাটির উৎপাদিকা শক্তি। জৈবপদার্থ মাটির সঙ্গে মিশে থাকলে জলসেচের প্রয়োজন পড়ে কম।

সমগ্র পশ্চিম বাঙলার মাটির পাঁচটি রূপ দেখা যায়ঃ

১। **পার্বত্য অঞ্চলের মাটি অথবা পডসল মাটি ঃ** দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির উত্তরে পার্বত্য অঞ্চলে অরণ্যভূমিতে চোখে পড়ে এই বাদামী রঙের মাটি। মাটি অম্লযুক্ত ও অনুর্বর। প্রচণ্ড বর্ষণে মাটির জৈবপদার্থ ও লোহকণিকা ধুয়ে গিয়ে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমে গেলেও পটাস ও ফসফরাসের পরিমাণ এই মাটিতে যথেষ্ট। তারপর এই মাটি চা-চাষের উপযোগী। আলু, কমলালেবু ও সিঙ্কোনারও চাষ হয়। নিম্নাংশের জমির মাটিতে নুড়ি, পাথর ও বালি মেশান থাকে এবং নদীর ধারে পলিমেশান মাটিতেও চা ও কমলালেবুর চাষ হয়ে থাকে।

২। **ল্যাটারাইট মাটি ঃ** বীরভূম, বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলার পূর্বাংশে এবং মেদিনীপুর জলার পশ্চিমাংশে দেখা যায় এই মাটি। এই মাটিতে লোহের ভাগ বেশী। ফসল উৎপাদনে প্রয়োজনীয় চুণ, ফসফেট প্রভৃতি না থাকায় এবং মাটির উর্বরাশক্তি বর্ষার জলে ধুয়ে যাওয়ায় কৃষি কাজ অসম্ভব হয়ে পড়ে। ল্যাটারাইট মাটি ছিদ্রবহুল হওয়ায় জল ধরে রাখতে পারে না। কৃষি কাজে জল সরবরাহ ও সারের দরকার সব থেকে বেশী। এই অঞ্চলে গভীর বনভূমি আছে।

৩। **লালমাটি অথবা কংকরময় মাটি ঃ** ওপরের ঐ সব জেলাগুলিতে ল্যাটারাইট মাটি ও পলি মাটির মিশ্রণে পটাস ও ফসফরাসযুক্ত এই লাল ও বাদামীরঙে মাটির সৃষ্টি। ল্যাটারাইট মাটি থেকেও এই মাটির উর্বরাশক্তি বেশী। সার ও সেচের ব্যবস্থা করলে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়।

৪। **পলিমাটি ঃ** পার্বত্যভূমি, মালভূমি ও নিম্নভূমি বাদে মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলি, হাওড়া, চব্বিশ পরগণা জেলার অধিকাংশ এবং বর্ধমান, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার পূর্বাংশে দেখা যায় এই মাটি। পুরোন পলিমাটি এবং নতুন পলিমাটি—দুভাগে বিভক্ত।

ক। **পুরোন পলিমাটি ঃ** এই মাটি হালকা ও বালির ভাগ বেশী। সামান্য ল্যাটারাইটে পরিবর্তিত হওয়ায় মাটির রঙ কিছুটা লাল দেখায়। বর্ষার জলে পটাস ও ফসফরাস ধুয়ে গেছে, চুনের ভাগ আছে কিছুটা। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাটির জলধারণ ক্ষমতা বেশী হওয়ায় জলসেচ ও সার প্রয়োগে ধান, পাট, তামাক, শাকসব্জি প্রচুর উৎপন্ন হয়। গঙ্গার উত্তরে মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার কোথাও; বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশে এবং সমগ্র পুরুলিয়া জেলায় আছে এই মাটি। এই মাটিকে বলে লাল দো-আঁশ মাটি।

খ। **নতুন পলিমাটির তিন ভাগ : বেলেমাটি**—বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশে মোটা দানার সচ্ছিদ্র এই মাটি দেখা যায়। এই মাটির জলধারণ ক্ষমতা কম। মাটি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। কৃষি কাজের অনুপযোগী। **কাদামাটি বা এঁটেল মাটি**—ছোট ছোট দানা মাটি এমনভাবে পরস্পর সংলগ্ন হয়ে থাকে যে ওপরের জল সহজে মাটির নীচে যেতে পারে না। এই মাটি দেখা যায় কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ জেলায়। **দো-আঁশ মাটি**—বালি ও কাদার মিশ্রণে গঠিত। এই মাটির সঙ্গে আছে জৈব সার এবং মাটির জলধারণ ক্ষমতা বেশী হওয়ায় কৃষির উপযোগী। ধান, পাট, ইক্ষু, তামাক ও বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন হয়। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলী, হাওড়া, চব্বিশ পরগণা এবং মেদিনীপুর, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার পূর্বাংশে দেখা যায় এই মাটি।

৫। **লবণ মাটি :** এ মাটি কাদা ও লবণযুক্ত হলেও বেশ উর্বর। বৃষ্টির জল বাঁধ দিয়ে বেঁধে রেখে মাটির লবণ ধুয়ে ফেলে ভাল চাষ হয়। নারকেল, সুপারি, ধান, তুলা, সূর্যমুখী, বিভিন্ন ফসলের চাষ হয়ে থাকে। সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের দক্ষিণভাগে সমুদ্রতীরে দেখা যায় এই মাটি।

জলবায়ু ॥

পশ্চিমবাঙলার উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং মাঝখান দিয়ে গেছে কর্কটক্রান্তি রেখা—যা প্রভাবিত করেছে এই রাজ্যের জলবায়ু। উত্তরাংশে বাদ দিয়ে রাজ্যের সর্বত্র জলবায়ু উষ্ণ-আর্দ্র। বিষুব রেখার কাছাকাছি পশ্চিমবাঙলার দক্ষিণাংশ উত্তরাংশের তুলনায় উষ্ণ। সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের তাপমাত্রা দূরবর্তী অঞ্চল অপেক্ষা কম। যে জন্য গ্রীষ্মকালে মেদিনীপুর বা চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশে বর্ধমান বা বীরভূমের মত অধিক তাপমাত্রা অনুভূত হয় না। সমতল এলাকার তুলনায় উচ্চভূমিতে অবস্থিত স্থানগুলির তাপমাত্রা কম হওয়ায় দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চল বেশ শীতল। তাছাড়া পর্বতগাত্রে এসে আঘাত করে সমুদ্রবাতাস, যার ফলে নিকটবর্তী স্থানে প্রবল বর্ষণ হয়। সে কারণে পশ্চিমবাঙলার সমতল অঞ্চলের তুলনায় এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী। গ্রীষ্মের শেষে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে জলীয় বাষ্পপূর্ণ মৌসুমী বায়ু স্থলভাগে ধাবিত হয় প্রবল বেগে এবং এবং শুরু হয়ে যায় বর্ষা। অক্টোবরের শেষ থেকে ফেব্রুআরির মধ্যে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাতে পশ্চিমবাঙলায় একেবারেই বৃষ্টিপাত ঘটে না। পশ্চিমবাঙলায় বৃষ্টিপাতের শতকরা আশি ভাগই হল মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে। বাকি কুড়ি ভাগ বৃষ্টিপাত ঘটে মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে কালবৈশাখীর কৃপায়।

পশ্চিম বাঙলায় পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ঘটে সমভূমির থেকে পরিমাণে বেশী। বৃষ্টিপাতের বার্ষিক গড় পরিমাণ ১৭৫ সেন্টিমিটার (সত্তর ইঞ্চি)। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির পার্বত্য অঞ্চলে গড় বৃষ্টিপাত ২৫০-৫০০ সেন্টিমিটার (একশ থেকে দুশ ইঞ্চি)। সমতল ভূমিতে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১১২·৫ সেন্টিমিটার থেকে ১৮৭·৫ সেন্টিমিটার (৪৫ ইঞ্চি থেকে ৭৫ ইঞ্চি)। পশ্চিমবাঙলায় সর্বাধিক বৃষ্টিপাত (৩৯০ সেন্টিমিটার বা ১৫৬ ইঞ্চি) ঘটে জলপাইগুড়িতে এবং সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত ঘটে বাঁকুড়ায় (১১৭·৫ সেন্টিমিটার বা ৪৭ ইঞ্চি)। পশ্চিমের জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। এই অঞ্চলে বৎসরে প্রায় দেড়শ সেন্টিমিটার এবং সমভূমি অঞ্চলে বৎসরে প্রায় ১৭৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়।

অধিক বৃষ্টিপাতের অঞ্চল : দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার এবং চব্বিশ পরগণা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে বৎসরে প্রায় আড়াইশ-তিনশ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়।

মধ্যম বৃষ্টিপাতের অঞ্চল : চব্বিশ পরগণা জেলা (সুন্দরবন বাদে), কলকাতা, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেদিনীপুর জেলার পূর্বাংশে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেড়শ সেন্টিমিটার থেকে ১৭৫ সেন্টিমিটার।

স্বল্প বৃষ্টিপাতের অঞ্চল : পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভুম, মেদিনীপুর এবং বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেড়শ সেন্টিমিটার।

ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুআরি মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত শীতকাল। সে সময়ে রাজ্যের সর্বত্র তাপমাত্রা কমে গিয়ে ১৫° থেকে ২১° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল ও দার্জিলিং জেলায় শীতের প্রকোপ বেশী। দার্জিলিং-এর তাপমাত্রা ৩২° ফারেনহাইটের নীচে নেমে যায় ও তুষারপাত ঘটে।

পশ্চিমবাঙলার ঋতু পর্যায় : গ্রীষ্ম—বৈশাখ ও জৈষ্ঠ, বর্ষা—আষাঢ় ও শ্রাবণ, শরৎ—ভাদ্র ও আশ্বিন, হেমন্ত—কার্তিক ও অগ্রহায়ণ, শীত—পৌষ ও মাঘ, বসন্ত—ফাল্গুন ও চৈত্র।

কৃষি সম্পদ ॥

পার্বত্য এলাকা, তরাই অঞ্চল ও দক্ষিণের বনভুমি বাদে রাজ্যের সর্বত্রই কৃষিকাজ হয়ে থাকে। রাজ্যের পশ্চিমের জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হওয়াতে, কৃষি কাজে জলসেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নদীর জল ও যথেষ্ট বৃষ্টিপাত কৃষিকাজের অনুকূল। পশ্চিমবাঙলার শতকরা সত্তর শতাংশ জমিতে কৃষিকাজ হয়ে থাকে। প্রধান খাদ্যশস্য হল ধান, গম, ভুট্টা, কলাই ইত্যাদি এবং বাণিজ্যিক ফসল হল পাট, কার্পাস, ইক্ষু, চা, তামাক, সিঙ্কোনা, তুঁত গাছের চাষ; তৈলবীজের মধ্যে আছে সরিষা, তিল, তিসি, চীনাবাদাম প্রভৃতি।

ধান : ধান উৎপাদনে পশ্চিমবাঙলা ভারতের প্রধান রাজ্য। জলসেচের উপযুক্ত ব্যবস্থা, কৃত্রিম সার ও উৎকৃষ্ট বীজ ব্যবহারে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা প্রায় পনের ভাগ। বর্তমানে তাইচুং, জয়া, পদ্মা, রত্না, আই আর ৮ প্রভৃতি জাতীয় বীজের ধান চাষ হচ্ছে। গত চার বছরে ধানের উৎপাদন বেড়েছে পনেরো লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি। গ্রীষ্মকালীন বোরো ধানের উৎপাদন তিন লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে এগারো লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে। আমন ধানের উৎপাদন ৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে হয়েছে ৫২ লক্ষ মেট্রিক টন। পশ্চিমবাঙলার সকল জেলাতেই ধানের চাষ হয়ে থাকে। আউস ও আমন ধান ছাড়া, শীতকালে বোরো ধানের চাষ হয়। ধানের ফলন সব থেকে বেশী হয়ে থাকে মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া, বীরভুম, মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায়। এই সব জেলায় বারো মাসই ধানের চাষ হয়। উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ু, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ও উর্বর পলিমাটি ধান চাষের অনুকূল। নদীয়া, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং জেলায় ধান চাষের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম।

চা : পশ্চিমবাঙলার প্রধান কৃষিদ্রব্য। বাঙলার উত্তরের পর্বতমালার ঢালে ও তরাই অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চায়ের চাষ হচ্ছে দীর্ঘকাল। দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার চা ভারতের মোট উৎপাদিত চায়ের পরিমাণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়। প্রথম আসাম। কিন্তু গুণের দিক থেকে বিশ্বের সেরা চা পাওয়া যায় জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং-এ। চা উৎপাদনের জন্য দরকার হয় দুশ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত এবং দ্রুত জল অপসারণ। যা একমাত্র পাওয়া যায় দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায়।

পাট : ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী কৃষিদ্রব্য। যে জলবায়ু ও মাটিতে ধান জন্মায়, অনুরূপ অবস্থায় পাটের চাষ হয় ভাল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের পাটকলগুলির চাহিদা মেটাবার দায়িত্ব পড়ে পশ্চিমবাঙলার ওপর। যে কারণে পশ্চিমবাঙলায় পাটের চাষ বৃদ্ধি পায় এবং সব জেলাতেই পাটের চাষ হচ্ছে। তার মধ্যে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগণা, হুগলী, মালদহ, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও মেদিনীপুরে পাটের ফলন সব থেকে বেশী। ভারতের মোট পাট উৎপাদনের আশি শতাংশ জন্মায় পশ্চিম বাঙলায়। প্রচুর জল, উত্তাপ ও পলিযুক্ত দোআঁশ মাটি হল পাট চাষের অনুকূল। বর্তমানে চার থেকে পাঁচ লক্ষ হেকটর জমিতে পাট চাষ হচ্ছে। বিশ্বে পাট উৎপাদনে প্রথম স্থান বাঙলাদেশের এবং দ্বিতীয় পশ্চিমবাঙলা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....
Sri Sri ... Ashram
BENARAS

গম ও যব : এক সময় এই রাজ্যে এক কণাও গম চাষ হত না। উত্তর জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর ও বাঁকুড়ায় এখন গমের চাষ হচ্ছে। পঞ্জাবের পরই পশ্চিমবাঙলা ভারতের দ্বিতীয় গম উৎপাদক রাজ্য। মালদহ ও মুর্শিদাবাদে কিছু যবের চাষ হয়ে থাকে। কিছুদিন আগে পশ্চিমবাঙলায় মাত্র ছত্রিশ হাজার মেট্রিক টন গম উৎপন্ন হত। এখন উৎপন্ন হচ্ছে বার লক্ষ মেট্রিক টন।

ইক্ষু : পশ্চিমবাঙলার প্রায় সব জেলাতেই ইক্ষুর চাষ হয়ে থাকে। এর মধ্যে মালদহ, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় উৎপাদনের পরিমাণ বেশী। যে সব জায়গায় বৃষ্টিপাত মাঝারি ধরণের এবং মাটি দো-আঁশ সেখানেই ভাল ইক্ষুর চাষ হতে পারে। ইক্ষু থেকে গুড় ও চিনি তৈরি হয়।

ভুট্টা : বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান ও পুরুলিয়া জেলা খুবই অল্প পরিমাণ ভুট্টা জন্মায়। মাঝারি বৃষ্টি ভুট্টা চাষের উপযোগী।

কলাই : মুগ, মুসুর প্রভৃতি কলাই-এর চাষ পশ্চিমবাঙলার সর্বত্র হয়ে থাকে এবং একটি প্রধান শস্য। অবশ্য মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণায় কলাই চাষ অপেক্ষাকৃত বেশী।

কার্পাস : মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় কার্পাস চাষ বেশী। চব্বিশ পরগণা জেলায় মধ্যম আঁশযুক্ত তুলার চাষ হচ্ছে।

তৈলবীজ : পশ্চিমবাঙলায় বিভিন্ন ধরণের তৈলবীজের চাষ হয়ে থাকে। বাঁকুড়া, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, নদীয়া ও চব্বিশ পরগণায় চীনাবাদাম হয়ে থাকে সব থেকে বেশী।

তামাক : কোচবিহার, মালদহ, জলপাইগুড়ি এবং পশ্চিম দিনাজপুরে তামাকের চাষ সব থেকে বেশী হলেও, মেদিনীপুর, হুগলী ও মুর্শিদাবাদ জেলাতেও তামাকের চাষ হয়ে থাকে। দো-আঁশ মাটি তামাক চাষের উপযোগী।

সিঙ্কোনা : দার্জিলিং জেলার মংপুতে সিঙ্কোনার চাষ হয়। ম্যালেরিয়া রোগের ঔষধ কুইনাইন তৈরি হয় এই গাছের ছাল থেকে।

তুঁতগাছের চাষ : মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম, পুরুলিয়া জেলায় তুঁতগাছের চাষ হয়। মথ পতঙ্গ তুঁতগাছের পাতা খেতে ভালবাসে। আর মথ পতঙ্গের গুটি থেকে পাওয়া যায় রেশম।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, সিম, বেগুন, মুলো প্রভৃতির চাষ হয়। ১৯৭৪-৭৫ খৃঃ মধ্যে আলু উৎপাদন ছিল গড়ে তের লক্ষ টনের মত। ১৯৭৫-৭৬ খৃঃ এই পরিমাণ দাঁড়িয়েছে চোদ্দ লক্ষ টনের মত।

কৃষিজমির পরিমাণ (১৯৬৬-৬৭ খৃঃ হিসাব অনুসারে)

[কোটি হেক্টর হিসাবে]

	পশ্চিমবাঙলা	ভারত
১। মোট জমির পরিমাণ	০·৯	৩০·৬
২। বনভূমি	০·১	৬·১
৩। অন্যান্য কৃষির অযোগ্য জমি	০·১	৫·১
৪। মোট কৃষির অযোগ্য জমি (=২+৩)	০·২	১১·২
৫। কৃষিযোগ্য জমি (=১−৪)	০·৭	১৯·৪
৬। কৃষিযোগ্য জমির অনুপাত (="১"-এর শতাংশ হিসাবে '৫')	৭৮%	৬৩%
৭। কর্ষিত জমি	০·৬	১৩·৭
৮। কর্ষিত জমির অনুপাত (='১'-এর শতাংশ হিসাবে "৭")	৬৭%	৪৫%
৯। যে জমিতে একাধিক ফসল ফলান হচ্ছে	০·১	২·০

জলসেচ ব্যবস্থার ফলে কৃষি জমির আয়তন যেমন বাড়ছে, ফসলের পরিমাণও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে। তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমগ্র ভারতের ছেষট্টি লক্ষ হেকটর বা ৩২% ভাগ জমি চাষের আওতায় এসেছে, সেখানে পশ্চিমবাঙলার পরিমাণ প্রায় তিন লক্ষ হেকটর বা ৩০%। ১৯৫১-৫২ খৃঃ এই পরিমাণ ছিল ২৩·৯৪ শতাংশ তার তুলনায় ১৯৬৮-৬৯ খৃঃ খেত ও ফসলের বৃদ্ধির পরিমাণ :

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

	খেতের পরিমাণ [হাজার হেক্টরে]			ফসলের পরিমাণ [হাজার মেট্রিক টনে]		
	৫১-৫২	৬৮-৬৯	বাড়তি	৫১-৫২	৬৮-৬৯	বাড়তি
ধান	৩৮৪০	৪৮৩৯	৯৯৯	৩৫৯৪	৬২৫০	২৭১৬
গম	৫৩	১৫০	৯৭	৪১	৩০০	২৫৯
যব	৪৪	৬৪	২০	৩৭	৫০	১৩
ভুট্টা	৪১	৪৬	৫	২৮	৩৯	১১
ছোলা	১৯৭	১৬৬	(–)৩১	১৬৭	১৩৪	(–)৩৩
মোট খাদ্য শস্য	৪৫৮৩	৫৮৬৭	১২৮৪	৪০৪৩	৭১৬২	৩১১৯
তৈলবীজ	১২১	১৫৬	৩৫	৫৩	৪৯	(--)৪
আখ	১৯	২৭	৮	৮৩	১১৮	৩৫
পাট	৩৫৫	২৬৯	(–)৮৬	৪২৩	২৬৮	(–)১৫৫
চা	৭৯	৮৭	৮	৭৮	৯৮	২০
তামাক	১৬	১৪	(–)২	১০	১১	১

পশ্চিমবাঙলা ভারতের আট শতাংশ. লোকের ভরণ-পোষণ করে থাকে। এই রাজ্যে জনসংখ্যার চাপ বেশী হওয়ায় সমগ্র এলাকার মধ্যে বাষট্টি শতাংশ হল কৃষি অঞ্চল এবং মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ মাত্র ০.১২ হেকটর। আর কৃষিজীবীদের বেশির ভাগই হল ছোট চাষী ও প্রান্তিক চাষী, যাদের মাথা পিছু জমির পরিমাণ দু হেকটরেরও কম।

রাজ্যের প্রধান ফসলগুলির উৎপাদন এলাকা ঃ

(ক) শরৎ কালীন	ঃ	৮,৪১,৭০০ হেক্টর
(খ) শীতকালীন	ঃ	৪০,৪৮,০০০ ,,
(গ) গ্রীষ্মকালীন	ঃ	৩,২৪,০০০ ,,
গম	ঃ	৩,৩০,০০০ ,,
অন্যান্য খাদ্যশস্য	ঃ	১,৩০,৪০০ ,,
ডাল	ঃ	৬,৬২,০০০ ,,
তৈলবীজ	ঃ	১,৯৪,০০০ ,,
পাট	ঃ	৪,১৮,৫০০ ,,

অল্প সময়ে উচ্চ ফলনশীল ফসল ফলিয়ে পশ্চিম-বাঙলায় কৃষি উৎপাদনে আমূল পরিবর্তন এসেছে। সেচ ব্যবস্থার সুষ্ঠু ব্যবহারে উচ্চ ফলনশীল ফসলের বৃদ্ধির পরিমাণ ঃ

উচ্চফলনশীল ফসলের এলাকা

[মিলিঅন হেক্টরে]

বছর	ধান	গম
১৯৬৯-৭০	৪.৬	১.৭
১৯৭০-৭১	৫.৩	৩.৩
১৯৭১-৭২	৭.২	৩.৮
১৯৭২-৭৩	৬.৮	৩.৪
১৯৭৩-৭৪	৮.০	৩.০
১৯৭৪-৭৫	৮.৭	৪.১
১৯৭৫-৭৬ [লক্ষ্যমাত্রা]	১৪.০	৫.৫

কৃষি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সারের। উচ্চ ফলনশীল ও বহু ফসলী উৎপাদনে রাসায়নিক সারের দরকার সব থেকে বেশী। কিন্তু প্রয়োজনের অনুপাতে সরবরাহ পরিমাণ কম। রাসায়নিক সারের সঙ্গে জৈবিক ও কম্পোজিট সার ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে ঃ

সারের ব্যবহার

[মেট্রিক টনের হিসাবে]

বছর	এন	পি	কে	মোট
১৯৬৯-৭০	৩৩,৮৪৪	১০,৮৯১	১০,৭৩২	৫৫,৪৬৭
১৯৭২-৭৩	৫৫,৪১৯	১৬,৪১২	২৩,১৬৩	৯৪,৯৯৪
১৯৭৪-৭৫	৮৪,০০০	২১,৫৫৬	২১,২৬৪	১,২৬,৮২০
১৯৭৫-৭৬	৮৫,০০০	২৪,৮০০	১৯,৯০০	১,২৯,৭০০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধানের উৎপাদন

[হাজার মেট্রিক টনের হিসাবে]

	১৯৫১-৫২	১৯৬১-৬২	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৯-৭০	১৯৭১-৭২	১৯৭২-৭৩	১৯৭৪-৭৫	১৯৭৫-৭৬
আউস ধান	৩৬৬	৩৯৭	৭২৮	৬৩৮'৬	৫৯৬'৬	৭৯৫'৭	৮৭৪'২	৭৮৫'৩
আমন ধান	৩,১৫৩	৪,৩৬৯	৪,৮৩০	৪,৫৩৭'৯	৩,৯৮১'৩	৪,১৯০'৭	৪,৮১২'৮	৫,১৮০'৬
বোরো ধান	১৬	৩৩	২১২	৩১১'৯	৯৩৩'৯	৭২৮'৯	৮৫৬'৪	১,১৫০'০
								[সাময়িক হিসাব]
মোট	—	—	—	৫,৪৮৮'০	৫,৫১১'৮	৫৭১৫'৩	৬,৫৪৩'৪	৭,১১৫'৯

[সাময়িক হিসাব]

গমের উৎপাদন

[হাজার মেট্রিক টনের হিসাবে]

১৯৬৯-৭০	১৯৭২-৭৩	১৯৭৪-৭৫	১৯৭৫-৭৬
৪৮১'৯	৬৮৮'০	৪৩৬'৮	১২০০

[সাময়িক হিসাব]

সেচ ॥

এই রাজ্যে সেচের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৭২-৭৩ খৃঃ ক্ষুদ্র সেচের ব্যাপক কর্মসূচি অনুসারে ২০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। ছোট মাঝারি সেচ পরিকল্পনার অগ্রগতি ছিল নিম্নরূপঃ

বছর	গভীর নলকূপ	নদী জলত্তোলন পরিকল্প	অগভীর নলকূপ	পাম্পসেট বিতরণ
১৯৬৮-৬৯ পর্যন্ত	১৯৪৩	৫৪২	১১০২৩	১০৪৫৩
১৯৬৯-৭০	২৩	১২৫	৫৮৬০	৬৩৫৬
১৯৭০-৭১	১২৭	৮৬	১৩২০৫	১৩১২২
১৯৭১-৭২	৬৩	১৯০	৮১০৩	৯৬৩২
১৯৭২-৭৩	২৪৬	৭৩৬	১৮৯৪৫	২০৪৩৫
১৯৭৩-৭৪	২৬০	৮০৪	৬২৩৬	—
মোট	২৬৬২	২৪৮৩	৬৩৩৭২	৬৫০০৮

১৯৭৪ খৃঃ দু হাজার ছ'শ বাষট্টি নলকূপ, ছেষট্টি হাজার তিনশ বাহাত্তর অগভীর নলকূপ, দু হাজার চারশ তিরাশি নদী জলত্তোলন ইউনিট চালু করা হয় এবং পয়ষট্টি হাজার আটটি পাম্প সেট বিতরণ করা হয় চাষীদের মধ্যে। বড়, মাঝারি ও ছোট সেচ পরিকল্পনায় উপকৃত এলাকাঃ ম

(হাজার হেক্টরে)

বছর	বড় পরিকল্প	মাঝারি ও ছোট পরিকল্প	মোট
১৯৪৭-৪৮ (দেশ বিভাগের সময়ে)	১'১২	৬'৫৮	৭'৭০
১৯৭১-৭২ পর্যন্ত	৭'৫০	৮'৯৩	১৬'৪৮
১৯৭৩-৭৪ পর্যন্ত	৯'৫৬	১৩'৬০	২৩'১৬

চাষের জমির আয়তন বৃদ্ধি সীমিত হওয়ায়, বহুফসলী চাষের সাহায্যেই কৃষি উৎপাদনবৃদ্ধির চেষ্টা চলেছে। নিবিড় চাষ ও বহু ফসল উৎপাদনে উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থাই হল অনুকূল। বিভিন্ন নদনদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ করে জলসেচের ব্যবস্থা সম্পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলেছে। ১৯৭৪-৭৫ খৃঃ সেচ পরিকল্পের মারফত ২২'৯০ একর জমি এসেছে সেচের আওতায়। পঞ্চম পরিকল্পনাকালে লক্ষ্যমাত্রা হল সাতাশ লক্ষ একর। ময়ূরাক্ষী ও দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের প্রধান প্রধান সেচপ্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং তার সম্প্রসারণের কাজ চলেছে। ময়ূরাক্ষী প্রকল্পে ১৯৭৫ খৃঃ ৫'৪ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হয়েছে খরিফ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মরশুমে। দামোদর কর্পোরেশন খরিফ মরশুমে ১৯৭৫ খৃঃ ৭·৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করেছে। কংসাবতীর কুমারী বাঁধ সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে ১৯৭৪ খৃঃ খরিফ মরশুমে ৪·৮৫ লক্ষ একর জমি উপকৃত হয়েছে। দক্ষিণ তীরস্থ প্রধান নিয়ন্ত্রকের ছয়টি দরজা দিয়ে দু হাজার আটশ কিউসেক করে জল যাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। দক্ষিণ-তীরে খালের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ ১৪৫ কিঃ মিঃ। শাখা-খালগুলির নির্মাণ সমাপ্ত হতে এখনও কিছু সময় লাগবে। নির্মাণ সমাপ্ত হলে দু লক্ষ বত্রিশ হাজার একর জমিতে জলসেচ সম্ভব হবে। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার আটটি ব্লকে দক্ষিণ তীরের খাল থেকে জল দেওয়া হবে। কংসাবতী ও কুমারী বাঁধ এবং খাল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে তিন কোটি একত্রিশ লক্ষ টাকা ও পাঁচ কোটি আশি লক্ষ টাকা।

সেচের অধীন এলাকা (বর্গ কি. মি. হিসাবে)	৩১ মার্চ, ১৯৬৬ খৃঃ পর্যন্ত	১৪·৩৫
	৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খৃঃ পর্যন্ত	১৯·৮০
	১৯৭২ খৃঃ ২০ মার্চ থেকে ১৯৭৬ খৃঃ মার্চ পর্যন্ত	৩·৮৫
উদ্ধার করা জমি (বর্গ কি. মি. হিসাবে)	৩১ মার্চ ১৯৬৬ খৃঃ পর্যন্ত	১,৭০৭
	৩১ ডিসেম্বর ১৯৭১ খৃঃ পর্যন্ত	২,৭৮২
	১৯৭২ খৃঃ ২০ মার্চ থেকে ১৯৭৬ খৃঃ মার্চ পর্যন্ত	১,৭৫৫
বাঁধ দিয়ে সুরক্ষিত জমি (লক্ষ একর হিসাবে)	৩১ মার্চ ১৯৬৬ খৃঃ পর্যন্ত	১,৫৪০
	৩১ ডিসেম্বর ১৯৭১ খৃঃ পর্যন্ত	২,০২০
	১৯৭২ খৃঃ ২০ মার্চ থেকে ১৯৭৬ খৃঃ মার্চ পর্যন্ত	২,০৮৭

স্বাধীনতার পর চব্বিশ বছরে যে পরিমাণ জমি বাঁধ দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছিল, গত চার বছরে তার চেয়ে বেশি জমি সুরক্ষিত করা হয়েছে।

১৯৭৩-৭৪ খৃঃ মধ্যে সরকারী খালের মাধ্যমে পশ্চিমবাঙলার বিভিন্ন জেলায় জমি চাষের পরিমাণ ঃ

জেলা	১৯৭৩-৭৪ খৃঃ চাষের জমি হেক্টর হিসাবে
বর্ধমান	২৮৬৫৪৫
বীরভূম	১৭৭৬৮৪
বাঁকুড়া	১১৫৭৬৯
মেদিনীপুর	১২৫৫১৬
হাওড়া	৩৬৪৬
হুগলী	১০০৬২৯
২৪-পরগণা	...
নদীয়া	...
মুর্শিদাবাদ	৫৫২০৫
পশ্চিম দিনাজপুর	১৮২৯
মালদহ	...
দার্জিলিং	২১২০
জলপাইগুড়ি	১০৫১৫
কোচবিহার	১০৭
পুরুলিয়া	৩২৭৪
মোট	৮৮২৮৩৯

খাদ্য ॥

পর্যাপ্ত পরিমাণ ধানের উৎপাদন, এই অঞ্চলের মানুষকে ভাতের ওপরই নির্ভরশীল করেছিল। জন-সংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় খাদ্য তালিকার বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। আটা ও ময়দার রুটি খেতে অভ্যস্ত বাঙালী। লুচি ও পাউরুটিও আছে। এক সময় জলখাবার ছিল চিঁড়া, মুড়ি, খই, দই, কলা, নারকেল। এখন সেই স্থান নিয়েছে রুটি, লুচি, খাজা, গজা, নিমকি, সিঙাড়া, পাউরুটি ও কেক। চালের গুড়ার পিঠেপুলি ও পায়েস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বশ্রেণীর বাঙালীর প্রিয়। ছানা ও ক্ষীর থেকে উৎপন্ন মিষ্টান্ন দ্রব্য বর্তমানে সাধারণ মানুষের প্রায় ক্ষমতার মধ্যে না পড়লেও, পশ্চিমবাঙলার এই শিল্পদ্রব্যটির সুখ্যাতি যথেষ্ট। দই ও ঘোল এক সময় ছিল বাঙালীর প্রিয় খাদ্যবস্তু।

পশ্চিমবাঙলায় আলু, বেগুন, কপি, ঢেঁড়স, উচ্ছে, ঝিঙে, পটল, লাউ, কুমড়া, সীম প্রভৃতি শাকসব্জী এবং মুগ, মুসুর ও কলাই ডাল জন্মায় প্রচুর। খালবিল নদীনালা ও পুকুরে মাছের অভাব নেই। তাছাড়া আছে পাঠার মাংস, ভেড়ার মাংস, হাসমুরগীর মাংস ও ডিম। বিভিন্ন ঋতুতে উৎপন্ন ফল হল আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, পেয়ারা, শসা, তরমুজ, পেঁপে, কমলালেবু, আনারস, আপেল, ন্যাসপাতি, সবেদা, বেল প্রভৃতি।

বর্তমানে চা বাঙালীর নিত্য পানীয়।

পশ্চিমবাঙলার ৯·৩ মিলিঅন মানুষ আবশ্যিক রেশন এলাকায় এবং আটত্রিশ মিলিঅন মানুষ রেশন এলাকার বাইরে বাস করে। আটত্রিশ মিলিঅন মানুষের জন্য অবশ্য পরিশোধিত রেশন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ এমন এলাকায় বাস করে যেখানে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় না। দু লক্ষ চা-বাগান শ্রমিক ও এক লক্ষ কয়লাখনি শ্রমিক আবশ্যিক রেশন এলাকার সুবিধা পায় না।

দুধ ও অন্যান্য প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ বাড়াবার জন্য সরকার নানাবিধ পরিকল্পনা রূপায়ণ করছেন। মালদহ-পশ্চিম দিনাজপুরে এবং জলপাই-গুড়িতে দুটি নিবিড় গবাদি পশু উন্নয়ণ প্রকল্প রূপায়িত হবে। যার ফলে দুটি প্রকল্পে অতিরিক্ত দু লক্ষ প্রজনন-যোগ্য গাভী অন্তর্ভুক্ত হবে। মেদিনীপুর জেলার শাল-বনীতে বৃহদাকার পশুখাদ্য খামার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সরকারী হাঁসমুরগি পালন খামার সংখ্যা ছত্রিশ। কোচ-বিহার ও বালুরঘাটে আরও দুটি খামার স্থাপিত হবে। রাজ্যে হাঁসমুরগি পালন খামার আছে ৫৪০টি এবং শূকর পালন খামার আছে ৯০টি।

গ্রামে গবাদি পশুর চিকিৎসার জন্য আরও ৪০টি পশুচিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হচ্ছে।

বেলগাছিয়া কেন্দ্রীয় দোহশালার যোগান ১৯৭৫ খৃঃ দৈনিক ত্রিশ লক্ষ লিটার হয়েছে। হরিণঘাটার দুগ্ধ কেন্দ্রে প্রতিদিন দু লক্ষ লিটার দুধ উৎপন্ন হয়। এই পরিমাণ তিন লক্ষ লিটার পর্যন্ত বাড়াবার কাজ চলেছে। এই দুটি কেন্দ্রে দুধ সরবরাহ করে একুশটি দুধ সংগ্রহ তথা শীতলীকরণ কেন্দ্র। হরিণঘাটা দুধ কলোনীতে বর্তমান গবাদি পশুর সংখ্যা বাহাত্তর হাজার।

ডানকুনিতে প্রত্যহ চার লক্ষ লিটার, দার্জিলিং জেলার মাটিগাড়ার বহুমুখী দোহশালা কেন্দ্র থেকে প্রত্যহ এক লক্ষ লিটার দুধ সরবরাহ করা হচ্ছে। দার্জিলিং জেলায় স্থাপিত হচ্ছে ছয়টি দুধ সংগ্রহ ও শীতলীকরণ কেন্দ্র।

স্বাধীনতা উত্তরকালে খাদ্যশস্য উৎপাদন

[মিলিঅন টনে]

	১৯৪৭-৪৮	১৯৫৫-৫৬ [প্রথম পরিকল্পনার শেষ]	১৯৬০-৬১ [দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ]	১৯৬৫-৬৬ [তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ]	১৯৭৩-৭৪	১৯৭৪-৭৫
চাল	৩·৫০	৪·৩৩	৫·৩৭	৪·৮১	৫·৯৬	৭·০০
গম	০·০২	০·০৭	০·০৩	০·০৩	০·৬২	১·০০
খাদ্য শস্যের মোট	৩·৭৯	৪·৭০	৫·৮৪	৫·৩৬	৭·০৪	৮·০৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দোহ উন্নয়ন

বছর	দৈনিক দুধ সরবরাহের গড় (লিটারে)	দোহ উন্নয়ন হিমকেন্দ্রের সংখ্যা	নিযুক্ত কর্মী
১৯৬৬	১৩১৮২২	১১	২২২১
১৯৬৯	১৪৩৮৯৫	১৪	২২৪৮
১৯৭২	১৭২২৭৬	১৭	৪৫২৬
১৯৭৪	১৯০৬৯৭	১৯	৫৭৮৯
১৯৭৫	২০৮৭২৪	১৯	৫৭৮৯

অরণ্য ॥

অরণ্যাঞ্চল পশ্চিমবাঙলার প্রায় পাঁচ হাজার বর্গ-মাইল এলাকা জুড়ে। বেশীর ভাগই সরকার নিয়ন্ত্রিত ও সংরক্ষিত। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কারণে বিভিন্ন ধরণের গাছপালা জন্মায় বিভিন্ন স্থানে।

হিমালয় পর্বতের বরফাবৃত অংশে গাছপালা নেই। তার অনেক নীচে, যেখানে বসন্ত-কালে বরফ যায় গলে, সেখানে মোচাকৃতি পাইন, ফার, চাপলাশ, দেবদারু নানান ধরণের গাছ দেখা যায়। আরও দক্ষিণে হিমালয়ের যে অংশে প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটে সেখানে রয়েছে গভীর অরণ্য। দার্জিলিং-এর এই অরণ্যাবৃত অঞ্চল তরাই নামে পরিচিত এবং জলপাইগুড়ির অংশ পরিচিত ডুয়ার্স নামে। তরাই অঞ্চলে ফার, ওক, পাইন, দেবদারু, পোনা, শাল, শিশু, বাঁশ, জারুল, গর্জন, বেত ও নলখাগড়ার বন এবং ডুয়ার্সে শাল, শিমুল, বাঁশ, বেত জন্মায়।

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় অরণ্যও খুব গভীর নয়। এই সব অরণ্যে আছে শাল, বাবলা, পিয়াল, অর্জুন, কুল, সেগুন, মহুয়া, শিমুল, পলাশ প্রভৃতি গাছপালা। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার অরণ্যে পাওয়া যায় লাক্ষা ও তসরগুটি। এসব পাওয়া যায় বাবলা, কুল ও পলাশ গাছে লাক্ষাকীটের গুটি থেকে।

বঙ্গোপসাগরের উপকূল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী এবং এখানে অরণ্যও গভীর। এখানে গরাণ, সুন্দরী, গর্জন, গেঁওয়া, কেওড়া প্রভৃতি গাছ জন্মে। এই হল সুন্দরবন (স্বতন্ত্র আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

মধ্যভাগের সমভূমিতে নদীর তীরে কাঁটাগাছের ঝোপ ও মৌসুমী গাছপালা জন্মায়। এই অঞ্চলে আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, বাঁশ, বেল, তেতুল, নারকেল, অশ্বত্থ, বাঁশ, বেত, নিম, বট, সুপারি, নারকেল, তাল, বাবলা, ছাতিম, গাটমর, শিমুল গাছ দেখা যায়। সমভূমির উত্তরভাগে পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ জেলার আম-বাগান বিখ্যাত। প্রচুর ঘাস ও জলজ আগাছা ব্যবহৃত হয় নানান কাজে। জলে যে শোলা জন্মায় তার সাহায্যেও নানা ধরণের প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি হয়ে থাকে। বেত থেকে তৈরি হয় সুন্দর শিতল পাটি।

একশ বছর আগে উত্তরবাঙলার শিলিগুড়ি থেকে মাইল চোদ্দ দূরে মাত্র দুই বর্গমাইলের বামুনপোখরীর জঙ্গলে লাগান হয়েছিল সেগুনগাছ। ভারতের দক্ষিণাংশে সেগুনের গাছ দেখা যায় প্রচুর। ব্রহ্মদেশ থেকে বীজ এনে চৌদ্দ-পনের বছর ধরে বামুনপোখরীতে লাগাবার পর বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৮৬৫ খৃঃ বনবিভাগ বামুন-পোখরীর পাহাড়টি রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেন। বনবিভাগ সেগুন গাছ লাগাবার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪১ খৃঃ থেকে এখানে আবার নতুন উদ্যমে সেগুন গাছ লাগান হতে থাকে। বর্তমানে গাছগুলি বেশ বড় এবং আর্থিক দিক থেকেও মূল্যবান।

ঝাউও বিদেশী গাছ। এদেশে এসেছে এক শত বছরের মত। সমুদ্র উপকূলের বালি জমিতে ঝাউ তাড়া-তাড়ি বড় হয় এবং জ্বালানীর কাজে ব্যবহার করা যায়। বড় ঝাউগাছের উচ্চতা হয় প্রায় একশ ফুট এবং বেড় হয় প্রায় সাত-আট ফুট। ঝাউগাছ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাড়ায় বলে এত কদর। স্বাধীনতার পর কাঁথির সমুদ্র উপকূলে—জুনপুটের সমুদ্রতটে ঝাউগাছ লাগান হতে থাকে। পরে রসুলপুরের মোহনা থেকে দীঘা পর্যন্ত তটভূমিতে গড়ে উঠল ঝাউ বন। ফলে ভূমির অবক্ষয়ও বন্ধ হয়ে যায় এবং জ্বালানীর দুর্ভিক্ষ বন্ধ হয়।

ইউক্যালিপটাস হল অস্ট্রেলিয়ার গাছ। ওদেশে অবশ্য প্রায় ছয়শত জাতের ইউক্যালিপটাস আছে। ভারতে প্রথম এই গাছের চাষ শুরু হয়েছিল নীলগিরি পাহাড়ে। পরে পঞ্জাবেও চাষ হতে থাকে। পশ্চিমবাঙলায় ইউক্যালিপটাস চাষ শুরু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর থেকে চাষ বেড়েই চলেছে। জ্বালানী ছাড়াও ফিল্ম ও কাঁচা মাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় এই গাছ। পশ্চিমবাঙলায় ইউক্যালিপটাস গাছের বন আছে একুশ হাজার একরেরও বেশী।

বাঁশ পশ্চিমবাঙলার সম্পদ। ঘর, খাটিয়া, দোলনা, চাষীর টুপি, ধামা, মোড়া, ধুচুনী, কুলো, ঝুড়ি, ধানচাল রাখার দোনা, মরাই, গরুরগাড়ী, নৌকার ছই, দাঁড়ের বাট, মাছ ধরার বেড়া, জেলের পলুই, ছিপ, তীরধনুক, লাঠি, ছাতার বাট, বল্লম, বাঁশী প্রভৃতি তৈরি হচ্ছে বাঁশ থেকে। আমাদের দেশে কাগজ তৈরির অন্যতম কাঁচামাল বাঁশ। কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন তৈরি হয় বাঁশ থেকে। বাঁশপাতা গরু, ভেড়া, ঘোড়ার খাদ্য। বাঁশের চাটাই-এ সিমেন্ট লাগিয়ে পাকা বাড়ী তৈরি হয় আসামে।

দশ-বার বছর পর পর বাঁশের ফুল দেখা যায়। পৃথিবীতে শপাঁচেক রকমের বাঁশ আছে। এর মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়ই আছে তিনশ কুড়ি জাতের বাঁশ। আমাদের দেশে ভাল্কী বাঁশের দাম সব থেকে বেশী এবং আকারেও বড়। বাড়ী তৈরির ভারা বা মই তৈরি হয় এই বাঁশ থেকে। লাঠি বাঁশ প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট লম্বা হয়ে থাকে। এই বাঁশ বেশ শক্ত। পুলিশের লাঠি, তাঁবুর খুঁটি প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মুলী বাঁশ দোকান ঘর, কুটীর নির্মাণেই সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই বাঁশ খুব শক্ত নয়।

তামা বাঁশ, রাক্ষুসে বাঁশ, কাঁটা বাঁশের জঙ্গল পশ্চিমবাঙলায় বিশেষ নেই।

অরণ্যের প্রয়োজনীয়তা নানান দিক থেকে। বৃষ্টিপাত, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি, খরা ও বন্যা নিবারণে সহায়তা করে। কাগজ, আসবাবপত্র, গৃহনির্মাণ, দেশলাই কাঠি, প্যাকিং বাক্স, জুতার রবারের সোল, জাহাজ, রেলগাড়ীর বগি তৈরিতে অরণ্যই ভরসা। নৌকা, গরুর-গাড়ীর চাকা, লাঙ্গল তৈরি হয়ে থাকে। জ্বালানী কাঠের জন্য অরণ্য এখনও ভরসা। গরান কাঠের খুঁটি দীর্ঘকাল টিকে থাকে এবং খুবই শক্ত। গেঁওয়া কাঠ থেকে এবং হিমালয় অঞ্চলের নরম কাঠ থেকে দিশলাই কাঠি, চায়ের বাক্স, কাগজ, প্যাকিং বাক্স তৈরি হয়। অরণ্য থেকে আসে রং, রজন, মধু (মোম), গোলপাতা, হোগলা, বাঁশ, বেত, তার্পিন তেল, ধুনো। শর্পগন্ধা গাছের শিকড় থেকে তৈরি ওষুধ রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণ করে। বাবুই ঘাস থেকে দড়ি ও কাগজ, লেবু ঘাস থেকে সিট্রোনেলা তেল, বেনা ঘাস থেকে খসখস, শর ঘাস থেকে চিক, চেয়ার মোড়া, কার্পেট কত কি তৈরি হচ্ছে।

ব্রিটিশ আমলে অসংখ্য গাছপালা কেটে নষ্ট করা হয়েছিল অরণ্য। এ ক্ষতি অপূরণীয়। স্বাধীনতার পর অরণ্য সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯৫০ খৃঃ থেকে শুরু হয় বন-মহোৎসব। ভারত জুড়ে এ সময়ে প্রায় তিন-চার কোটি বৃক্ষরোপন করা হয়ে থাকে। বন উন্নয়ণে কাষ্ঠ-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া প্রাকৃতিক পরিবেশে ফিরে আসবে সমতা।

অরণ্য সম্পদ আহরণ, বাণিজ্যিক কাঠ সংগ্রহ, বনসৃষ্টি ও বনজাত দ্রব্য সরবরাহের জন্য ১৯৭৪ খৃঃ গঠিত হয়েছে বন উন্নয়ণ কর্পোরেশন। ১৯৭৪-৭৫ খৃঃ ২,৬৭০ হেক্টর জমিতে চারাগাছ লাগান হয়েছিল। ১৯৭৫-৭৬ খৃঃ লাগান হয় ২,৮৪০ হেক্টরে। পঞ্চম পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা হল চৌত্রিশ হাজার হেক্টর। প্রবেশের অগম্য বনভূমিতে রাস্তাঘাট তৈরি হচ্ছে। ১৯৭৪-৭৫ খৃঃ রাস্তা তৈরি হয়েছিল ছয় কিঃ মিঃ এবং ১৯৭৫-৭৬ খৃঃ তৈরি হচ্ছে ১৪ কিঃ মিঃ।

দার্জিলিং জেলার পাহাড়ী এলাকায় এবং বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার ধ্বস ও ভূমিক্ষয় নিবারণের জন্য ভূমি সংরক্ষেণের কাজ এগিয়ে চলেছে। ১৯৭৪ খৃঃ এই প্রকল্পে দু হাজার পাঁচশ হেক্টর জমিতে কাজ হয়। কংসাবতী নদীর উজানে ভূমিসংরক্ষণ প্রকল্পে ১৯৭৪-৭৫ খৃঃ দু হাজার নশ হেক্টর জমিতে কাজ হয়েছে। ১৯৭৫-৭৬ খৃঃ লক্ষ্যমাত্রা হল ছ হাজার হেক্টর।

কেবলমাত্র গাছপালা নয়, অরণ্য প্রাণীও সভ্য মানুষের হাতে ক্রমশ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এদের রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অভয়ারণ্য। অরণ্যে প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ এবং গাছপালা কাটাও বন্ধ হয়েছে। বাঘ, হাতী, গণ্ডার, পাখী সব রকমের পশুপক্ষী নিঃশেষ হয়ে পড়ে-ছিল। সিংহ তো প্রায় নেইই বলতে গেলে। সুন্দরবনে এক সময় গণ্ডার দেখা যেত, এ হয়ত অনেকেই বিশ্বাস করবেন না। মেদিনীপুরের জঙ্গলে যে, চিতা বাঘ, হরিণ, ভালুক ছিল এও অবিশ্বাস্য ঘটনা।

সব দিক বিবেচনা করেই পশ্চিমবাঙলায় সৃষ্টি হয়েছে কয়েকটি অভয়ারণ্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অভয়ারণ্যের মত বৃহদায়তনের না হলেও, এগুলির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশ্চিমবাঙলার অভয়ারণ্য

অভয়ারণ্যের নাম এবং আয়তন	কোন জেলায় অবস্থিত	নিকটতম রেলষ্টেশন বা বাস ষ্টপের নাম	অভয়ারণ্যের উল্লেখযোগ্য পশুপক্ষী ইত্যাদি	অভয়ারণ্য পরিদর্শনের প্রকৃষ্ট সময়।
১। সিঙ্গল (৩৯·৫৫ বর্গ কিঃ মিঃ)	দার্জিলিং	ঘুম রেলষ্টেশন এবং বাস ষ্টপ।	গোরাল, কাকরহরিণ ভাল্লুক (হিমালয়ের) সেরো ও বিভিন্ন জাতের পাখি।	এপ্রিল মে অকটোবর এবং নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ।
২। মহানদী (১২৭·২২ বর্গ কিঃ মিঃ)	ঐ	শুকনা রেলষ্টেশন এবং বাস ষ্টপ।	বাঘ হাতী গৌর কাকর হরিণ সম্বর বরাহ হরিণ চিতল বুনো শূয়র ও বিভিন্ন জাতের পাখি যেমন জংলী মুরগী তিলে ঘুঘু কণ্ঠী ঘুঘু হরিয়াল ধনেশ ইত্যাদি। তাছাড়া কয়েকটি উল্লুকও ছাড়া হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার মাছও দেখা যায়।	নভেম্বর থেকে এপ্রিল।
৩। গরুমারা (৮·৬২ বর্গ কিঃ মিঃ)	জলপাইগুড়ি	চালসা অথবা লাটাগুড়ি রেলষ্টেশন এবং বড়দিঘী বাস ষ্টপ।	একশৃঙ্গী গণ্ডার হাতী বাঘ চিতাবাঘ গৌর সম্বর কাকর হরিণ বরাহ হরিণ বুনো শূয়র ময়ূর জংলী মুরগী ও বিভিন্ন জাতের পাখি।	জুলাই থেকে ডিসেম্বর।
৪। জলদাপাড়া (৯৩·২৪ বর্গ কিঃ মিঃ)	ঐ	মান্দারহাট এবং হাসিমারা রেলষ্টেশন এবং বাস ষ্টপ।	ঐ	ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল।
৫। চাপড়ামারি (৮·৮১ বর্গ কিঃ মিঃ)	ঐ	চালসা রেলষ্টেশন এবং বাস ষ্টপ।	হাতী বাঘ চিতাবাঘ গৌর সম্বর কাকর হরিণ বরাহ হরিণ এবং বিভিন্ন জাতের পাখি যেমন ময়ূর জংলী মুরগী লাল টিট্টিভ ইত্যাদি।	অকটোবর থেকে এপ্রিল।
৬। লোথিয়ান আইল্যাণ্ড (৩৮ বর্গ কিঃ মিঃ)	২৪-পরগণা	ডায়মণ্ডহারবার রেলষ্টেশন এবং বাস ষ্টপ অথবা নামখানা এবং রায়দিঘী বাস ষ্টপ।	চিতল ভোঁদড় শৃগাল বুনো শূয়র কুমীর শুশুক এবং নানা প্রকারের জলচারী পাখি যথা রক ওয়াক বক শামুখখোল শঙ্খচিল ডাহুক লাল টিট্টিভ বালুবাটান হরিয়াল কণ্ঠী ঘুঘু কাঠঠোকরা মাছরাঙ্গা পানকৌড়ি ইত্যাদি।	ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী।
৭। হ্যালিডে আইল্যাণ্ড (৫·৯৬ বর্গ কিঃ মিঃ)	ঐ	ঐ	ঐ এবং বাঘ	ঐ
৮। সজনেখালি (৩৬২·৩৯ বর্গ কিঃ মিঃ)	ঐ	পোর্ট ক্যানিং রেলষ্টেশন এবং বাস ষ্টপ।	ঐ এবং লোহা সারস ও গগনবেড় (পেলিক্যান)	জুলাই থেকে ডিসেম্বর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ARY ... Ashram ... VARANASI

দরকার ছিল। জলপাইগুড়ি জেলার জলদাপাড়ার অভয়ারণ্যটিও দর্শনযোগ্য। মহানদী অরণ্য, চাপড়ামারী অরণ্য, গরুমারা অরণ্য, সুন্দরবন ও বিভিন্ন অঞ্চলের অরণ্যে নানারকমের জন্তুজানোয়ার ও পশুপক্ষীর জীবন আজ অনেকটা নিরাপদ।

পশ্চিমবাঙলায় অভয়ারণ্য আটটি—উত্তরবাঙলায় পাঁচটি ও সুন্দরবনে তিনটি। উত্তরবাঙলার পাঁচটির মধ্যে তিনটি জলপাইগুড়ি জেলায় ও দুটি দার্জিলিং জেলায়।

জলপাইগুড়ি জেলার তিনটি অভয়ারণ্যই সমতলভূমিতে—জলদাপাড়া, গোরুমারা ও চাপড়ামারী। শীলতোর্ষা নদীর তীরে জলদাপাড়ায় রয়েছে বিখ্যাত বৃহৎ একশৃঙ্গ গণ্ডার। তাছাড়া অন্যান্য বন্যপ্রাণীর মধ্যে গউড়, বাঘ, হাতি, সম্বর, বারসিঙ্গা, চিতল, কাকর হরিণ, বরা হরিণ, গয়াল বা মিথুন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে বৃহৎ একশৃঙ্গ গণ্ডার সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় আছে আসামের কাজিরাঙ্গায় (চারশ) আরো কয়েকটি (একশ পঁচিশ) আসামের মানস, সোনাইরূপা, লাওখোওয়া, এরাং ইত্যাদি অভয়ারণ্যে। পশ্চিমবাঙলায় আছে ৫৫টি। সব মিলিয়ে ভারতের বৃহৎ একশৃঙ্গ গণ্ডারের সংখ্যা সম্ভবত সাতশ পঁয়তাল্লিশ।

দার্জিলিং জেলার দুটি অভয়ারণ্য হচ্ছে মহানন্দা ও সিঞ্চল। প্রথমটি তিন হাজার ফুট উঁচুতে সুফলা থেকে তিনধরিয়া পর্যন্ত। সেখানে হরিণ, বাঘ, হাতি ও ময়ূর দেখা যেতে পারে। দ্বিতীয়টি দার্জিলিং-এর কাছেই আট হাজার ফুট টাইগার হিলে, সেখানে বন্যপ্রাণী বলতে আছে ভালুক, জংগী ছাগল ও হরিণ।

সুন্দরবনের তিনটি অভয়ারণ্য—সজনেখালি, হ্যালিডে দ্বীপ ও লোথিয়ান দ্বীপ।

সজনেখালি পশ্চিমবাঙলার সবচেয়ে বড়ো অভয়ারণ্য আয়তনে ৩৬২·৪২ কিলোমিটার (একশ চল্লিশ বর্গমাইল।)। এটির খাতি পাখির আশ্রয়স্থল হিসেবে। যেসব পাখির আগমন ঘটে শামুকখোল, বক, পানকৌড়ি, দাঁড়কাক, তিতি, হাটিমাটিম ইত্যাদি।

পশ্চিমবাঙলার সবচেয়ে ছোট অভয়ারণ্য হ্যালিডে দ্বীপ (৫·৯৬ কিলোমিটার বা ২·৯৩ বর্গমাইল)। বন্যপ্রাণী বলতে গোটাকতক বাঘ, বুনো শুয়োর ও চিতল। লোথিয়ান দ্বীপের আয়তন পনেরো বর্গমাইল, সেখানেও প্রায় একই ধরনের বন্যপ্রাণী।

পশ্চিমবাঙলায় মৃগ-উদ্যান আছে তিনটি—শান্তিনিকেতনে বল্লভপুরে, নদীয়া জেলার বেথুডহরিতে ও ২৪ পরগণার পাড়মাদনে।

তাছাড়া ভারতের নবম ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে সুন্দরবনে।

শিল্পসম্ভার ॥

শিল্পের দিক থেকে পশ্চিমবাঙলা ভারতের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এখানে বিকাশ ঘটেছে বিভিন্নমুখী শিল্পের। লোহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রাণকেন্দ্র, চা ও পাটশিল্পের প্রধান অঞ্চল এবং আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অন্যতম কেন্দ্র পশ্চিমবাঙলায় শিল্প বিকাশের নানামুখীন সুযোগ সুবিধা রয়েছে। উন্নত মানের কয়লা এবং শিল্প উপযোগী কাঁচামাল শিল্প প্রগতির অন্যতম সহায়ক। কলকাতা নগরী ও বন্দরের সুবিধার জন্য রেলপথে, জলপথে ও সড়কপথে পণ্য সরবরাহের সুবিধাও যথেষ্ট। তাছাড়া সুদক্ষ শ্রমিক ও পর্যাপ্ত মূলধন শিল্প বিকাশকে করেছে ত্বরান্বিত। বৃহৎ যন্ত্রশিল্প, ক্ষুদ্র যন্ত্রশিল্প ও কুটীরশিল্পে সমৃদ্ধ পশ্চিমবাঙলা। ভারতের সর্বাধিক পাটকল, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প কারখানা ও কাগজের কল অবস্থিত এই রাজ্যে। সমগ্র ভারতের শতকরা ২৫ ভাগ শিল্পকেন্দ্র এখানে রয়েছে। পশ্চিমবাঙলায় প্রথম বৃহৎ শিল্পের সূচনা ১৮১৪ খৃঃ রাণীগঞ্জে কয়লাখনির কাজ শুরুর মধ্য দিয়ে। ভারতের প্রথম কার্পাস বস্ত্র কারখানা ১৮১৮ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিমবাঙলায়। বেশ কয়েকটি বড় ওষুধের কারখানা আছে এই রাজ্যে। অথচ ইংরেজ আমলে এই রাজ্য ছিল কেবলমাত্র চট, সুতিবস্ত্র, চা, ইস্পাত, কয়লা ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প নির্ভর।

পশ্চিমবাঙলার তিনটি শিল্পাঞ্চল

১। কলকাতা-হাওড়া শিল্পাঞ্চল ঃ ভাগীরথীর পূর্ব তীরে কাঁচড়াপাড়া থেকে বিড়লাপুর পর্যন্ত এবং পশ্চিম তীরে ত্রিবেণী থেকে উলুবেড়িয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে আছে অসংখ্য ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশ্চিমবাঙলার মৃগ উদ্যান

মৃগ উদ্যানের নাম	কোন জেলায় অ স্থিত	নিকটতম রেল ষ্টেশন ও বাস ষ্টপের নাম	মৃগ উদ্যানের আয়তন	হরিণের সংখ্যা এবং অন্যান্য পাখি যা সচরাচর দেখা যায়	পরিদর্শনের প্রকৃষ্ট সময়
পাড়মদন	২৪-পরগণা	বনগাঁ রেল ষ্টেশন নল-ডুগরি বাস ষ্টপ (বনগাঁ-দত্তফুলিয়া পাকা সড়কের উপর)।	৬৪·৭৫ হেক্টর	চিতল (৪৮টি)। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকারের পাখি যথা—শামুকখোল শঙ্খচিল ডাহুক পানকৌড়ি লাল টিট্টিভ বালুকাটান হরিয়াল কণ্ঠীঘুঘু তিলেঘুঘু টিয়া ফলটুসি মাছরাঙা নীলকণ্ঠ বসন্ত বৌরী সোনালী কাঠঠোকরা ইত্যাদি।	সারা বৎসর কিন্তু বর্ষাকালে যাতা-য়াতের একটু অসুবিধা আছে।
বেথুয়াডহরি	নদীয়া	বেথুয়াডুরি রেল ষ্টেশন এবং বাস ষ্টপ (কৃষ্ণনগর-বহরমপুর জাতীয় সড়কের উপর)।	৫৪·৬৩ হেক্টর	চিতল (৩৩টি) কাকর হরিণ (৪টি) সম্বর (৬টি)। তাছাড়া নানা জাতের পাখি যথা—হরিয়াল তিলেঘুঘু কণ্ঠীঘুঘু টিয়া ফুলটুসি নীলকণ্ঠ মাছরাঙ্গা বসন্তবৌরী বেনেবৌ দোয়েল বুলবুল সাতভাই ইত্যাদি।	সারা বৎসর।
বল্লভপুর	বীরভূম	বোলপুর রেল ষ্টেশন এবং শান্তিনিকেতন বাস ষ্টপ।	১৪১·৬৪ হেক্টর	চিতল (২৫টি) কৃষ্ণসার (৪৫টি)। তাছাড়া নানা প্রকারের পাখি যথা—ফুলটুসি টিয়া লম্বপুচ্ছ জলপিপি বেনেবৌ ফজল গৌরী গৈরিকদামা দোয়েল শ্যামা বুলবুল ফটিকজল গাংশালিক সাতভাই বা ছাতারে দুধরাজ ফিঙ্গে হরিয়াল কণ্ঠীঘুঘু তিলেঘুঘু চোখ গেল পাপিয়া মোহনচূড় নীলকণ্ঠী ইত্যাদি।	ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্মাণ কারখানা, ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য কারখানা, পাট ও কার্পাস এবং হোসিয়ারী দ্রব্য কারখানা, রবার কারখানা, কাঁচ ও কাগজের কল, চীনামাটি ও ধাতু শিল্প কারখানা, কাঁচ ও কাগজের কল, চীনামাটি ও জতু শিল্প কারখানা, যানবাহন কারখানা, দিয়াশলাই, চর্ম ও লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প কারখানা রয়েছে।

এই শিল্পাঞ্চলটি গড়ে উঠবার অন্যতম কারণ কলকাতা বন্দর। বন্দরের সঙ্গে সড়ক ও রেলপথে যোগাযোগ রয়েছে বিহার, উড়িষ্যা, আসাম বিভিন্ন রাজ্যের এবং পশ্চিমবাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের। শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ঐসব রাজ্য থেকে সহজে আমদানী সম্ভব এবং ঐসব রাজ্যে শিল্পাঞ্চলের প্রস্তুত দ্রব্যাদি পাঠান সম্ভব। কলকাতা বন্দর দিয়ে বিদেশে রপ্তানী করা যায় এবং শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম এই বন্দর দিয়ে আমদানীর সুবিধা রয়েছে। তাছাড়া, কলকারখানার প্রয়োজনীয় জল পাওয়া যায় হুগলী নদী থেকে। এই জলপথে শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পাঠান সম্ভব। এই শিল্পাঞ্চলে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা হচ্ছে রাণীগঞ্জ থেকে নিয়ে আসা কয়লার সাহায্যে। তাছাড়া দামোদরের জলবিদ্যুৎও পাওয়া যাচ্ছে। পুরুলিয়ার তাপবিদ্যুৎও আসবে এই শিল্পাঞ্চলে। এই অঞ্চলের সব থেকে বড় সুবিধা শ্রমিকের অভাব নেই। বিভিন্ন রাজ্যের লোক এখানে আসে কাজের খোঁজে।

ভারতের একশ বারটি পাটকলের মধ্যে একশ একটি পাটকল ও বত্রিশটি চাপ কল এই শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত। চাপকল হল পাটের গাঁট শক্ত করে বাঁধবার বিশেষ কল। ১৮৫৫ খৃঃ কলকাতার উনিশ কিঃ মিঃ উত্তরে হুগলী জেলার রিষড়ায় প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বাঁশবেড়িয়া, হুগলী, শ্রীরামপুর, রিষড়া, কোননগর, বেলুড়, লিলুয়া, হাওড়া, আন্দুল, নলপুর ও উলুবেড়িয়া এবং পূর্বতীরে কাঁচড়াপাড়া, নেহাটী, জগদ্দল, শ্যামনগর, বারাকপুর, আগরপাড়া, কলকাতা, বিড়লাপুর ও কাশীপুরে পাটকলগুলি অবস্থিত। এই সব অঞ্চলে বস্ত্রশিল্পের কারখানা গড়ে উঠেছে। এই সব এলাকায় কার্পাস বস্ত্রের কারখানা হল ৪১টিরও বেশী। ভাগীরথীর পূর্বতীরে শ্যামনগর, সোদপুর, আগরপাড়া, পানিহাটি, বেলঘরিয়া প্রভৃতি এবং পশ্চিমতীরে শ্রীরামপুর, ঘুসুড়ি, সালকিয়া, মৌরীগ্রাম ও নলপুরে আছে সূতীবস্ত্রের কারখানা।

উত্তরপাড়ার কাছে হিন্দ মোটরের মোটর গাড়ীর কারখানা, লিলুয়ায় রেলগাড়ী মেরামত কারখানা, বেলুড়ে অ্যালুমিনিয়াম কারখানা, রিষড়ায় রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা, টিটাগড়-নৈহাটি-ত্রিবেণীতে কাগজের কারখানা, সাহাপুর ও কলকাতায় রবার কারখানা, বাটানগরে জুতা প্রস্তুত কারখানা, বিড়লাপুরে লিনোলিয়াম কারখানা, খিদিরপুরে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা, কাশীপুরে বন্দুক ও গোলা, ইছাপুরে রাইফেল কারখানা, দমদম ক্যান্টনমেন্টে রেলবগি নির্মাণ কারখানা, ত্রিবেণীতে সিগারেট কাগজ কারখানা আছে।

২। আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল : রাণীগঞ্জের কয়লাখনির ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা এই শিল্পাঞ্চলটি মূলত বর্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার মধ্যে বিস্তৃত। এই অঞ্চলে কয়লা থেকে উৎপাদিত তাপ-বিদ্যুতের সাহায্যেই গড়ে উঠেছে ভারতের অন্যতম লৌহ ও ইস্পাতশিল্প। উচ্চমানের কয়লা পাওয়া যায় এই অঞ্চলে এবং বিভিন্ন ধরণের শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। এই শিল্পাঞ্চলের ওপরই কলকাতা-হাওড়া শিল্পাঞ্চল নির্ভরশীল। কারণ, রাণীগঞ্জের কয়লাখনিই কলকাতা-হাওড়া শিল্পাঞ্চল বিকাশে সহায়তা করেছে।

সূর্যনগরে কার্পাসবস্ত্র, অনুপপুরে অ্যালুমিনিয়ম, আসানসোলের কাছে চিত্তরঞ্জনে রেল ইঞ্জিন, রূপনারায়ণপুরে বৈদ্যুতিক তার, আসানসোলের কাছেই সাইকেল ও কাঁচের চাদর, বার্ণপুরে লৌহ-ইস্পাত ও রেলগাড়ী নির্মাণ কারখানা, কুলটিতে লৌহ কারখানা, রাণীগঞ্জে কাগজের কল, গৃহ-নির্মাণের টালি, চীনামাটির পাইপ ও বাসন কারখানা আছে। দুর্গাপুরে লৌহ-ইস্পাত, চশমার কাঁচ, খনির যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার, বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য, কোলগ্যাস প্রস্তুত কারখানা স্থাপিত হয়েছে। চিত্তরঞ্জনে স্টীম ও ইলেকট্রিক দু ধরণেরই রেল ইঞ্জিন তৈরি হচ্ছে। আসানসোল থেকে ছয় মাইল পূর্ব দিকে জে কে নগরে আছে অ্যালুমিনিয়াম কারখানা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩। দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি শিল্পাঞ্চল: পশ্চিমবাঙলায় দুই লক্ষ একরেরও বেশী পরিমাণ জমিতে রয়েছে চা-বাগান। আর এই চা-বাগানের চা তৈরির তিনশটি কারখানা অবস্থিত এই অঞ্চলে।

এই তিনটি অঞ্চলের অন্যান্য শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: বীরভূম জেলার আহম্মদপুরে, মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙায় এবং নদীয়া জেলার পলাশীতে চিনি তৈরি হয়। খড়গপুরে পূর্ব রেলওয়ের কারখানা, হরিণঘাটায় সরকারী দুগ্ধ কারখানা, যাদবপুরে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানা এবং বীরভূম, সিউড়ি, বর্ধমান, হাওড়া ও কলকাতায় ময়দা, চাউল ও তৈল উৎপাদন কারখানা রয়েছে। কলকাতায় রেডিও, বৈদ্যুতিক পাখা, সেলাইকল, দিয়াশলাই, বার্লি, বিস্কুট, রুটি, পোশাক-পরিচ্ছদ, হোসিয়ারী ও সিনেমা শিল্পের নানাবিধ সংস্থা গড়ে উঠেছে। হলদিয়ায় রাসায়নিক সার ও তৈল শোধনাগার নির্মিত হচ্ছে। পুরুলিয়ার কাছে বেশনা-নেতুরিয়ায় একটি মিশ্র ইস্পাত কারখানা, ঝাড়গ্রামে মিনি ইস্পাত কারখানা ও স্পঞ্জ ইস্পাত কারখানা, সিউড়ি শহরের কাছে মিনি ইস্পাত কারখানা, ঝালদায় সিমেন্ট কারখানা, ফারাক্কায় টায়ার-টিউব কারখানা এবং কোচবিহারে সিগারেট কারখানা প্রতিষ্ঠিত হবে। এছাড়া অ্যালয়-স্টিল কারখানা, নাইলন, রবার, স্কুটার ও মটরগাড়ীর যন্ত্রাংশ নির্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠার কথা শোনা যাচ্ছে। কাকদ্বীপে আছে সামুদ্রিক মৎসশিকার কেন্দ্র।

পুরুলিয়ার লাক্ষাশিল্প: পশ্চিমবাঙলার অন্যতম লাক্ষাশিল্প কেন্দ্র পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার মধ্যে গড়ে উঠেছে। পলাশ, কুসুম ফুল প্রভৃতি গাছে লাক্ষা পোকা যে লাক্ষা তৈরি করে তা গ্রামোফোন রেকর্ড, কাঠের পালিশ, গালার চুড়ি, সীলমোহর, গলা, বিদ্যুৎরোধক দ্রব্যাদি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

১৯৫১ খৃঃ থেকে ১৯৬৮ খৃঃ মধ্যে পশ্চিমবাঙলায় ব্যাপকভাবে কলকারখানা বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৩ খৃঃ বিভিন্ন উৎপাদনশীল কলকারখানার সংখ্যা ছিল ৫৬২৯। এবং এর কর্মী সংখ্যা আট লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। একটি পরিসংখ্যানে আছে:

	কারখানার সংখ্যা		কর্মী সংখ্যা	
	১৯৫১	১৯৬৮	১৯৫১	১৯৬৮
মোট	২,৬১৩	৫,৭৩৭	৬৫৪,৯০১	৮১৬,৯৮০
চাল কল	২৮০	৩৩৪	১৩,০৮৩	১২,৯৫০
চা-কারখানা	২৭৭	২৭৩	২৬,০৩০	২৫,৬৩১
অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী	১৩৬	২৪১	৬,৯৯৫	১০,১২৬
ছাপাখানা, প্রকাশনা ইত্যাদি	১৮৫	৩১৬	১২,২৮৯	১৯,৩১১
ময়দা কল	১৩	২২	১,৬২৫	১,৫০০
চিনির কারখানা	১	২	১৭৬	৩১৯
তামাকের কারখানা	৫	২২	২,০৫১	৪,০৬৯
পাটকল	৯৮	৭৩	২৮১,০৯৩	২২১,৫৭৮
কাপড়ের মিল	৩৫	১৬০	৩১,৫৮০	৫১,০৪০
অন্যান্য বস্ত্র কারখানা	৯২	১৬২	৮,৫৮৭	১৬,২০৩
কাগজ কল	৫	৮	৯,৯০১	১০,০০৮
কাগজ জাতীয় অন্যান্য কারখানা	২৫	৯৩	১,৭২৫	৪,৯৩৬
বিদ্যুৎ, গ্যাস, ও ষ্টীম উৎপাদন কারখানা	৫১	৭০	৬,৩১৪	৭,৭৭৩
চামড়ার কারখানা	৭	৮৮	২৯৭	২,১৬০
পেট্রোলিয়াম ও কয়লা-জাত জিনিষপত্রের কারখানা	২২	৩০	৪,৭৮১	৩,৮৯৫
রাবার কারখানা	২৮	৯০	১৭,৮৯৯	৩২,১৭৫
যানবাহন সংক্রান্ত কারখানা	১০৬	২৬৬	৫৬,৮৪১	৭৯,৯৪৩
রাসায়নিক কারখানা	১২৪	২৭২	২০,২২২	২৭,৪৬৮
বিদ্যুৎ সংক্রান্ত জিনিষপত্রের কারখানা	৬০	২২৩	১৫,৬২৯	৩৩,৫৭৭
মূল ধাতুগুলোর কারখানা	১৬২	৫৭০	৩৭,১৩২	৮৪,২৭৬
অন্যান্য	৯০১	২,৪৫৩	১০০,৫৭১	১৬৮,৪৭২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলকারকানা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়েছে ব্যাপকভাবে। যেমন :

	১৯৫১ খৃঃ	১৯৬৯ খৃঃ
তুলা থেকে তৈরি সুতো	১ কোটি ৭৩ লক্ষ কেজি	৪ কোটি ৩৪ লক্ষ কেজি
মিলে তৈরি কাপড়	১৩ কোটি ১৬ লক্ষ মিটার	১৭ কোটি ৬৫ লক্ষ মিটার
কাচা লোহা (পিগ)	৬ লক্ষ ৭৮ হাজার মেট্রিক টন	২২ লক্ষ ৭৫ হাজার মেট্রিক টন
ইস্পাতের ইনগট	৩ লক্ষ ৮৯ হাজার "	১৬ লক্ষ ৩৯ হাজার "
ইস্পাত	২ লক্ষ ৩৫ হাজার "	১১ লক্ষ ১০ হাজার "

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রধান শিল্পে পশ্চিমবাঙলার উৎপাদনের পরিমাণ :

শিল্প	শতাংশ
পাটশিল্প	৯৩·০
সুতা	৩·৯
সুতিবস্ত্র	৩·৭
কাচা লোহা	২১·৪
ইস্পাত	১৯·০
রেলওয়ে ওয়াগণ	৫৭·০
চা	২৩·৮
কাগজ ও বোর্ড	১৭·৩
সালফিউরিক অ্যাসিড	৬·৮
ইলেকট্রিক ফ্যান	৪৮·৪
সেলাইকল	৭২·৩
বাই সাইকেল	১০·১

পশ্চিমবাঙলা ও ভারতে ওয়াগন তৈরির হিসাব

সাল	ওয়াগন তৈরির সংখ্যা	
	পশ্চিমবাঙলা	ভারত
১৯৬৪-৬৫	২০,৭৫৮	৩৪,৫৪৩
১৯৬৫-৬৬	১৮,৫২১	৩৩,৫০৫
১৯৬৬-৬৭	১১,২৬৪	২১,২০৭
১৯৬৭-৬৮	৮,৫৮৫	১৭,৬৩৩

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ॥

প্রতিবেশী বিহার রাজ্যের মধ্যে পড়েছে দামোদর বা ময়ূরাক্ষীর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। দার্জিলিং-এ আছে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। জলঢাকা প্রকল্প থেকে পাওয়া যাচ্ছে ২৫ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে নানাবিধ অন্তরায় দেখা দেয়। বর্ষার সময় নদীর জলের পরিমাণ বাড়ে, গতিবেগও বৃদ্ধি পায়। বছরের সারা সময়ে সমপরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন এ কারণে কঠিন। তাছাড়া যান্ত্রিক গোলযোগ তো আছেই। এই অসুবিধা দূরীকরণে জলজ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির কাছেই তাপবিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এই তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হচ্ছে নিম্নমানের লিগ্‌নাইট ও গুঁড়া কয়লা। পশ্চিমবাঙলার ব্যাণ্ডেল হল এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। কলকাতা-হাওড়া ও দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চলে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র বছরে তিন লক্ষ কিলোওয়াট তাপবিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। পুরুলিয়ার কাছে সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে একশ কুড়ি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ হচ্ছে। ভবিষ্যতে এখানে চারশ আশি মেগাওয়াট বা চার লক্ষ আশি হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। দার্জিলিং শহরের কাছে একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে জেলার পার্বত্য এলাকার জনবসতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটের কাছেও একটি তাপবিদ্যুৎ শক্তি কেন্দ্রের কাজ শেষ হলে দুশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা যাবে এবং ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে ছশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি। দুর্গাপুর ও ডালখোলায় একটি করে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

স্থাপিত হবে। বিহার থেকে বিদ্যুৎ আমদানী করবার জন্য ১৯৭৬ খৃঃ ফেব্রুআরিতে একশ বত্রিশ কিলোভোল্টের ডালখোলা-শিলিগুড়ি লাইনটি চালু করা হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ বাঙলার মধ্যে যোগসাধন করা হচ্ছে ফরাক্কা ব্যারেজের ওপর দিয়ে একটি একশ বত্রিশ কিলোভোল্টের 'অয়েলফিল্ড' তার বসিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

	১৯৬৬	১৯৬৭	১৯৬৯	১৯৭২ ৩১.৩.৭২	১৯৭৪	১৯৭৫	১৯৭৬ ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত
১। বিদ্যুৎ-উৎপাদন (এম. কে. ডবলু. এইচ)	৩৪৩	১০২৭	১২২৫	১৪৯০	১৮৮৭	১৯২৪	...
২। গ্রামীন বৈদ্যুতীকরণ	ডিসেম্বর পর্যন্ত	ডিসেম্বর পর্যন্ত	মার্চ পর্যন্ত	মার্চ পর্যন্ত	ডিসেম্বর পর্যন্ত	ডিসেম্বর পর্যন্ত	
১। বিদ্যুৎ সঞ্চারিত গ্রাম	১৭৯৫	২১৮২	২৫৬৭	৩৩২৮	৯১৭৬	১০২৪৭	১০৪৪৮
২। বিদ্যুৎ সঞ্চার করা হয়েছে :							
(ক) গভীর নলকূপ	(পাওয়া যায়নি)	(পাওয়া যায়নি)	১৩১৪	১৩৮৯	১৮১৬	২১০১	২১৫৬
(খ) অগভীর নলকূপ	(হয়নি)	(হয়নি)	(হয়নি)	৯১	৪৭৯০	৬৩৩২	৭৮৫৪
(গ) নদী জলোত্তলন সেচকার্যের কাজ	(হয়নি)	(হয়নি)	(হয়নি)	(হয়নি)	১৩০	৬৬২	৭০৫
(ঘ) স্বাস্থ্যকেন্দ্র	(হয়নি)	(হয়নি)	(হয়নি)	৯২	২৭১	৩০৭	৩২২
(ঙ) হরিজন বস্তি	(হয়নি)	(হয়নি)	(হয়নি)	(হয়নি)	৩০	৮০	৮১
৩। বিদ্যুৎ-চলাচল ও সরবরাহের তারের লাইন (সার্কিট-কিলোমিটারে)	৮৮৬১	১২১৭২	১৩৩৪০	১৭৩৪৭	২৮২৬৪	৩৭০৮৪	৪০৭৯৩
৪। বিদ্যুৎ-ব্যবহারকারীর সংখ্যা	৯৫১৭১	১২২৭৬৩	১৩৭০৬১	১৯০৬৪৩	২৭৯৪৮৬	৩৩৩৫৪৫	৩৫০০০০

১৯৭২ খৃঃ পূর্ব পর্যন্ত স্থাপিত বিদ্যুৎ-কেন্দ্র

১।	ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্র	...	৪ × ৮০ মেগাওয়াট = ৩২০·০ মেগাওয়াট
২।	গৌরীপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই	...	২৭·৫ „
৩।	প্যাকেজ্‌ড় পাওয়ার প্ল্যান্ট	...	৬·০ „
৪।	জলঢাকা জলবিদ্যুৎ-প্রকল্প	...	১৮·০ „
৫।	লিট্‌ল রঙ্গীত জলবিদ্যুৎ-প্রকল্প	...	১·০ „
৬।	বিজনবাড়ি জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র	...	০·৩ „
৭।	ফাজী বিদ্যুৎ-কেন্দ্র	...	১·১৫ „
৮।	ডিজেল বিদ্যুৎ-কেন্দ্র	...	১·১ „
		মোট	৩৭০·০৫ মেগাওয়াট

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯৭২ খৃঃ থেকে ১৯৭৫ খৃঃ মধ্যে স্থাপিত বিদ্যুৎ-কেন্দ্র

১।	সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্র	২×১২০ মেগাওয়াট = ২৪০ মেগাওয়াট
২।	জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প—৩য় ইউনিট	১×৯ „ = ৯ „
৩।	লিট্‌ল রবঙ্গীত জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র	১ „ = ১ „
		মোট ২৫০ মেগাওয়াট

১৯৭২ খৃঃ পর যেসব বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে

১।	সাঁওতালডিহি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র—৩য় ইউনিট		১২০ মেগাওয়াট	কাজ চলছে
২।	„ „	৪র্থ ইউনিট	১২০ „	„
৩।	ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫ম ইউনিট	২০০ „	„
৪।	কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩×২০০ মেগাওয়াট	৬০০ „	„
৫।	জলঢাকা: দ্বিতীয় পর্যায়		৮ „	„
৬।	রিং চিং টন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র		২ „	„
৭।	ডিজেল চালিত উৎপাদন যন্ত্র: শিলিগুড়িতে: (২×৩·৫ মেগাওয়াট)		৭ „	„
			মোট ১,০৫৭ মেগাওয়াট	

জীবিকা ॥

এক সময় বাঙালী ব্যবসায়ী হিসাবে সুপরিচিত ছিল দুনিয়া জুড়ে। কিন্তু সে পরিচয় বহুকাল আগেই লোপ পেয়েছে। ইংরেজ আমলে বাঙালার ব্যবসায়ের ভিত নষ্ট হয়ে যায়। তখন অধিকাংশ মানুষকে গ্রহণ করতে হয়েছিল বিভিন্ন বৃত্তি। সেই ধারা আজও অবিচ্ছিন্ন চলেছে।

বিভিন্ন বৃত্তিধারীদের মধ্যে আছে কৃষক, তাঁতি, কামার, কুমোর, জেলে, গয়লা, রাজমিস্ত্রী, ঘরামি, শ্রমিক, শিল্পী, ডাক্তার, কবিরাজ, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, আইনজীবী প্রভৃতি।

বাঙালী সমাজজীবনের একটি বৈশিষ্ট্য হল বংশানুক্রমিক বৃত্তি। এই ব্যবস্থা বর্তমান বহুকাল থেকে। তবে আধুনিক জীবনজটিলতায় এই ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণরা পূজার্চনা, ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ, বৈশ্যরা কৃষি ও বাণিজ্য এবং শূদ্রদের কাজ ছিল কায়িক শ্রম ও সেবা। সুদীর্ঘকাল এই ব্যবস্থা ছিল অক্ষুন্ন। ধীরে ধীরে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়তে থাকে। যেমন, চাষী (কৃষি কাজে নিযুক্ত), তেলি (তেলের ব্যবসায়), গন্ধবণিক (মশলাপাতির ব্যবসায়ী), স্বর্ণবণিক (সোনার ব্যবসায়ী), তাঁতি (তাঁত বুনত যারা), প্রভৃতি।

বর্তমানে পশ্চিমবাঙলায় প্রায় তিন হাজার বিভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়।

পশ্চিমবাঙলা কৃষি প্রধান রাজ্য। এখানে শতকরা সত্তর ভাগ লোকই কৃষির সঙ্গে যুক্ত। নিজ জমি বা অপরের জমিতে চাষ করা ছাড়াও, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি কাজ শুরু হওয়ার পর বহু ব্যক্তি কৃষির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। কৃষি সেচ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ, সমবায়, কৃষি বিশেষজ্ঞ—এসব ব্যবস্থার ফলে শিক্ষিত মানুষকে এগিয়ে আসতে হয়েছে দেশের এই প্রধান জীবিকা ক্ষেত্রে।

এখনও পশ্চিমবাঙলার কৃষিকাজ পশুপালনের ওপর নির্ভরশীল। গরু মহিষ কেবল কৃষিক্ষেত্রে নয়, মাল টানার কাজে আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। এই গবাদি পশু থেকে ভারতে প্রাপ্ত শ্রম মূল্য হল এক হাজার কোটি টাকা এবং তাদের মলমূত্র থেকে প্রাপ্ত সারের মূল্য হল পাঁচশ কোটি টাকা।

নদীতে মৎস চাষ চলেছে চিরকাল। এই বৃত্তিধারীদের অবসরকালে কৃষিকাজেও অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। বর্তমানে বিভিন্ন বড় বড় নদীতে বাঁধ দিয়ে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাল কেটে মাছের চাষ হচ্ছে। সমুদ্রও মাছ শিকারের ব্যবস্থা হয়েছে।

পশ্চিমবাঙলার প্রধান খনিজ সম্পদ কয়লার বেশির ভাগ পাওয়া যায় বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ অঞ্চলে। দার্জিলিং-এও কয়লা পাওয়া যায় সামান্য। বার্ণপুর, আসানসোল, রাণীগঞ্জ ও দুর্গাপুর খনি ও শিল্পাঞ্চলে নারীপুরুষ কর্মী বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত। রাণীগঞ্জ কয়লাখনির কাছে যে ফায়াক্লে পাওয়া গেছে, তা থেকে টালি, ইট, পাইপ প্রভৃতি তৈরি হচ্ছে। এক ধরণের মানুষ জড়িয়ে গেছে এই শিল্পটির সঙ্গে।

শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ঘটছে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি। বিভিন্ন সড়ক ও রেলপথ ছড়িয়ে রয়েছে দেশের সর্বত্র। রেল, বাস, ভ্যান, লরী চলেছে বিভিন্ন প্রান্তে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু মানুষের জীবিকা।

শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল, নার্স—এই জাতীয় আরও বহু ধরণের বৃত্তিধারী মানুষের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান শিক্ষা কেন্দ্র ও হাসপাতাল দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

চা-বাগানের কাজে নিযুক্ত অসংখ্য মানুষ। রাজ্যের কুটির শিল্পের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে অনেকে।

আধুনিক শিল্পোদ্যোগ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কর্মিদের সংখ্যা বাড়ছে প্রবলভাবে।

পশ্চিমবাঙলার জেলাভিত্তিক হস্তচালিত তাঁত ও তন্তুবায় সমিতির সংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা	জেলার নাম	তাঁতের সংখ্যা		সমিতির সংখ্যা
		১৯৬০ খৃঃ পরিসংখ্যান অনুযায়ী সংগ্রহ	১৯৭৩-৭৪ খৃঃ পরিসংখ্যান অনুযায়ী সংগ্রহ	
১	হাওড়া	৩,৪০০	৩,৪০০	১৯
২	পুরুলিয়া	৬,২৮০	৬,৬৬২	৫২
৩	বাঁকুড়া	১২,৩৯১	১২,৬৭৪	৬৯
৪	মেদিনীপুর	৩২,৭০৬	৪৪,২৮০	২৬৬
৫	নদীয়া	২৯,৪৬০	৩৯,০৬৬	১০৯
৬	হুগলী	১৫,৭৮৩	১৯,২১৯	৫৫
৭	মালদহ	৪,৩৫২	৮,৫৩১	৪৭
৮	২৪ পরগণা	১৮,৯৩২	২৩,০৫৩	১৩৪
৯	কোচবিহার	১,৮৭৮	১,৮৭৮	৩৬
১০	মুর্শিদাবাদ	৮,৬১৪	৮,৬১৪	৪৫
১১	পশ্চিমদিনাজপুর	২,২৮৪	২,২৮৪	১৮
১২	বর্ধমান	১৫,৯৮৪	১৮,৬২৭	৯২
১৩	বীরভূম	৬,০৫২	৬,০৫২	৫৫
১৪	জলপাইগুড়ি	৬৬৫	৬৬৫	২৩
১৫	কলকাতা	১,৩৮৮	১,৩৮৮	১৭
১৬	দার্জিলিং	১৫১	১৫১	৭
	মোট	১,৬০,৩২০	১,৯৬,৫৪৪	১,০৪৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁতশিল্প ॥

তাঁতবস্ত্রের জন্য শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, ধনেখালি, বেগমপুর ও বেলডাঙ্গা প্রধান। মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, মালদহ, বিষ্ণুপুর, রামপুরহাট, কাটোয়া ও ঘাটালে রেশমী বস্ত্র তৈরি হয়। রেশমকীট প্রতিপালিত হয় মালদহের কালিয়াচক, মানিকচক ও মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অংশে।

জাতীয় অর্থনীতিতে অতি প্রাচীন তাঁতশিল্পের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী দেহাবরণের জন্যই এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। সুদূর অতীতকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের জনসংখ্যার বৃহত্তর এক অংশ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের জীবিকা অর্জন করছে। নানান প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হয়েও এই সুপ্রাচীন কুটীরশিল্পটি বেঁচে আছে। দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাঁতশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্মরণ রেখে সরকার এই শিল্পের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়ণ করে থাকে। পশ্চিমবাঙলার কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকারে নিয়ন্ত্রণাধীনে এই শিল্পের উন্নয়ণ কর্মসূচী রূপায়িত হয়।

জেলা ভিত্তিক তাঁত শিল্পীর সংখ্যা

(১৯৭৩-৭৪ খৃঃ পরিসংখ্যান অনুযায়ী)

ক্রমিক সংখ্যা	জেলার নাম	সংখ্যা
১	হাওড়া	৮,৫০০
২	পুরুলিয়া	১৬,৭৪০
৩	বাঁকুড়া	৩১,৬৮৫
৪	মেদিনীপুর	১,১০,৭০০
৫	নদীয়া	৯৭,৬৬৫
৬	হুগলী	৪৮,০৪৮
৭	মালদহ	২১,৩২৮
৮	২৪ পরগণা	৫৭,৬৩৩
৯	কোচবিহার	৪,৬৯৫
১০	মুর্শিদাবাদ	২১,৫৩৫
১১	পশ্চিম দিনাজপুর	৫,৭১০
১২	বর্ধমান	৪৬,৫৬৮
১৩	বীরভূম	১৫,১৩০
১৪	জলপাইগুড়ি	১,৬৬৩
১৫	কলকাতা	৩,৪৭০
১৬	দার্জিলিং	৩৭৮

পশ্চিমবাঙলার উৎপন্ন তাঁতবস্ত্র

হস্ত তাঁতে		বিদ্যুৎচালিত তাঁতে	
সাল	উৎপন্ন বস্ত্র (মিলিঅন মিটারে)	সাল	উৎপন্ন বস্ত্র (মিলিঅন মিটারে)
১৯৬৫-৬৬	১৭৫·৬০	১৯৭০-৭১	২৭৭·২০
১৯৬৬-৬৭	১৭৯·৪৬	১৯৭১-৭২	৩২৩·৪০
১৯৬৭-৬৮	১৮১·৬২	১৯৭২-৭৩	৪১৫·৮০
১৯৬৮-৬৯	১৮১·৮০		
১৯৬৯-৭০	১৮০·৯০		
১৯৭০-৭১	১৮১·৮০		
১৯৭১-৭২	১৮৪·২৭		
১৯৭২-৭৩	১৯০·০০		
১৯৭৩-৭৭ (আনুমানিক)	২০২·০০		

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নক্সা কেন্দ্র

সাল	নক্সা অঙ্কন সংখ্যা	কাপড় তৈয়ারীর জন্য তাঁতশিল্পীদের মধ্যে নক্সা বিতরণ সংখ্যা
১৯৬৮-৬৯	১৭৪	১২৬
১৯৬৯-৭০	২৩৭	২৭১
১৯৭০-৭১	৩১৪	২৭৮
১৯৭১-৭২	৩৪৫	৩৬৮
১৯৭২-৭৩	৩৭৬	৪৭৮
১৯৭৩-৭৪*	২১৮	২৭৬

*সমস্ত কর্মচারী সুতা নিয়ন্ত্রণের কাজে নিযুক্ত হওয়ায় নক্সা কেন্দ্রের কাজ ব্যাহত হয়।

সুন্দরবন ॥

বৈচিত্র্যময় অরণ্য সুন্দরবন। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে দৈর্ঘ্যে পূর্ব-পশ্চিমে একশ আশি মাইল এবং প্রস্থে ষাট থেকে আশি মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমে ভাগীরথী ও পূর্বে মেঘনা নদী প্রবাহিত। সুন্দরবনের যে অংশ পশ্চিমবাঙলায় পড়েছে তার আয়তন ৯,৬২৯·৯ বর্গ কিঃ মিঃ এবং লোকসংখ্যা প্রায় বাইশ লক্ষ। শতকরা ৪৪·৩ ভাগ এলাকা সংরক্ষিত বনাঞ্চল। মূল ভূখণ্ড ছাড়াও এই এলাকায় আছে ৫৪টি দ্বীপ। নদী, নালা ও খাড়ি দিয়ে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন জটিল, তেমনি এখানে জীবন-ধারণও কষ্টসাধ্য। বন কেটে বসতি ও চাষের জমি তৈরি হয়েছে। সমুদ্রের নোনা জলের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য উঁচু মাটির বাঁধ দেওয়া হয়ে থাকে। সমগ্র সুন্দরবনে এই জাতীয় বাঁধের পরিমাণ বাইশ শত মাইলের মত। ভূমিক্ষয় খুবই প্রকট। সুন্দরবনের জলা ভূমি জোয়ারের সময় পূর্ণ হয়ে যায় জলে। এই সব স্থানে সুন্দরী, গরান, কেওড়া, গর্জন, গেঁওয়া প্রভৃতি গাছ জন্মায়। সুন্দরী গাছের কাঠ গাঢ় লাল, শক্ত ও মজবুত। নানা-ধরনের আসবাবপত্র তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। সুন্দর-বন গোলপাতা ও হোগলায় পূর্ণ। ঘরের চাল ছাওয়ার কাজে গোলপাতা এবং বেড়া দেওয়া ও চাটাই তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয় হোগলা। এসব ছাড়াও আছে তাল, নারিকেল ও সুপারী গাছ।

ঘন অরণ্য থাকায় নানাধরণের জীবজন্তুর বাস সুন্দরবনে। এর মধ্যে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গায়ের হলুদ রঙের ওপর থাকে কালো ডোরাকাটা দাগ। এরকম হিংস্র প্রাণী খুবই দুর্লভ। বহু মানুষ প্রতি বছর সুন্দরবনে বাঘের হাতে প্রাণ হারায়। সুন্দরবনের নদীগুলির জলে থাকে কুমীর। এদের দাপটও কম নয়। বানর, বন্য বরাহ, বন্য মহিষ, চিতা হরিণ, কুকুর হরিণ ছাড়াও আছে বড় বড় অজগর ও নানান জাতের সাপ। এই সব সাপের মধ্যে আছে শাঁখামুঠি, কেউটা, গোখুরা, ভীমরাজ, শঙ্খচূড়, পাতরাজ, দুধরাজ, মনিরাজ, ধনীরাজ, মনিচূড়, নাগর-চাঁদ, কানড় প্রভৃতি। এক সময় সুন্দবনে গণ্ডার দেখা যেত। কুল্যা, চিল, বক, কাঁক ও নানান জাতের পাখি আছে। মধু সংগৃহীত হয় সুন্দরবন থেকে বিপুল পরিমাণ।

সুন্দবনে বাঘ ও কুমিরের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য কাঠুরিয়া ও মাঝিরা মোবরাগাজীর স্মরণ নেন। লোকের বিশ্বাস মন্ত্রের জোরে বাঘের হামলা বন্ধ হয়।

সুন্দরবন এক সময় ছিল জনবসতিপূর্ণ। সমতট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা বগড়ী বা বাঘতটীর অন্তর্গত ছিল সুন্দরবন। সমতটে বহু দিগম্বর জৈন, বৌদ্ধ বিহার ও সঙ্ঘারাম এবং হিন্দু মন্দির দেখেছিলেন চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ। তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। সম্ভবত এগুলি চলে গেছে মাটি গর্ভে। কারণ, এখানকার নরম মাটির বারবার অবনমন ঘটেছে। সাগর দ্বীপের কাছে এবং খুলনা জেলায় বৌদ্ধযুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। মুসলমান আমলে সুন্দরবন ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পরিচিত ছিল ভাটিপ্রদেশ নামে। সুন্দরবনে বহু সমৃদ্ধ জনপদ ও সুন্দর সুন্দর নগরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস অনেকের। সম্ভবত মগ ও পর্তুগীজদের অত্যাচারে এই সব জনপদ ধ্বংস হয়েছিল। এখানকার মাটির নীচে বড় বড় পুষ্করিণী, মন্দির, অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। মাটির নীচে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা গাছও দেখা যায়। তবে, সুন্দরবনের ব্যাপকাঞ্চলে জনবসতি না থাকলেও বিক্ষিপ্ত-ভাবে যে জনপদ গড়ে উঠেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সুন্দরবনের নিঃস্ব ভূমিহীন ক্ষেতমজুর এক ফসলী চাষ করে। ফলে বছরের বেশীর ভাগ সময় তারা বেকার। অধিবাসীদের শতকরা চল্লিশভাগ তপশীলী জাতি ও আদিবাসী।

সুন্দরবনে জঙ্গল হাসিলের কাজ শুরু হয়েছিল ১৮৫৫ খৃঃ ব্রিটিশ আমলে।

সুন্দরবনের উন্নয়ণে সমগ্র পশ্চিমবাঙলা উপকৃত হবে। এখনও সুন্দরবনে বিঘা প্রতি আমন ধান উৎপাদন পশ্চিমবাঙলার মধ্যে সব থেকে বেশী। মাছ, মধু ও জ্বালানী কাঠ আসে এখান থেকে। চীনাবাদাম, লঙ্কা ও তুলার ব্যাপক চাষ হতে পারে। মাছের চাষের সম্ভাবনা সব থেকে উজ্জ্বল। সুন্দরবনের মাটি অতিরিক্ত লবণযুক্ত হওয়ায় চাষবাসের অনুপযোগী। কিন্তু পরি-কল্পিতভাবে বিভিন্ন জায়গার জঙ্গল কেটে বৃষ্টির জল সংরক্ষিত করে চাষবাসের ব্যবস্থা হয়েছে। সুন্দরবনের একটি উন্নত জনপদ গোসাবা। লোকবসতি বেশী নয়। কিন্তু কুটীর শিল্প, দুগ্ধ শিল্প, পশুপালন, মৎস্য চাষের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হওয়ায় অধিবাসীদের জীবনে এসেছে বৈচিত্র্য।

সুন্দরবন উন্নয়ণ পর্ষৎ গঠিত হয় ১৯৭৩ খৃঃ। পর্ষদের সভাপতি পশ্চিমবাঙলার শিল্পবাণিজ্য, পর্যটন সুন্দরবন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ।

শতকরা ৯৪·৬১টি পরিবারই কৃষির ওপর নির্ভর-শীল। আর বাকি মাত্র শতকরা ৫·৩৯টি পরিবার মাছ, বন, হাতের কাজ ইত্যাদি অকৃষি ক্ষেত্র থেকে জীবিকা অর্জন করে। কৃষিজীবীদের মধ্যে আবার শতকরা ৫৪·২১ ভাগ লোকের নিজস্ব জমি নেই। এখন কুড়ি দফা কর্মসূচী অনুযায়ী জমি ও বাড়ি দেওয়া হচ্ছে এই ভূমিহীন খেতমজুরদের।

রাজ্য সরকারের বাজেটে সুন্দরবন উন্নয়ণ পর্ষদের বার্ষিক বরাদ্দের পরিমাণ ছিল এইরকম : ১৯৭৩-৭৪ সাল—এক লক্ষ টাকা, ১৯৭৪-৭৫—সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকা, ১৯৭৫-৭৬ সাল—৫০·৭৪ লক্ষ টাকা ১৯৭৬-৭৭ সাল— ষাট লক্ষ টাকা। সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ সুরু থেকেই রাজ্য সরকারের অন্যান্য দপ্তর, যেমন কৃষি ও সেচ ইত্যাদির কাছ থেকে সহযোগিতা লাভ করে আসছে। নদীবহুল সুন্দরবনে পরিবহণের সমস্যা দুরূহ —তাই পর্ষদ জেটি, সেতু রাস্তা নির্মাণ করে চলেছে। ক্যানিং, পাথরপ্রতিমা, ছোট মোল্লাখালি, ভাঙ্গা তুতখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ, হাড়োয়া, চৈতাল, মালঞ্চ, কুয়েমুড়ি, নলগোড়া হার্ডউড পয়েন্টে ও সন্দেশখালিতে পর্যৎ মোট চোদ্দটি জেটি নির্মাণ করার ফলে এখন আর কাদা ভাঙ্গার দুর্ভোগ পোহাতে হয় না স্থানীয় নারী, শিশু, অসুস্থ অক্ষম সহ অন্যান্য মানুষদের। এগুলি সব তৈরির বাবদ খরচ ধরা হয়েছে দু লক্ষ চৌত্রিশ হাজার ছয়শত আঠাশ টাকা। এখন যে দুটি জেটি নির্মাণ বাকি রয়েছেছে তাহল বাসন্তি ও ভাঙনখালিতে। এ দুটি তৈরির জন্য দরকার হচ্ছে এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার ছয়শত সাতাম টাকা। এই সব জেটির সঙ্গে সংলগ্ন পথও তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়া বহু দীর্ঘ রাস্তাও তৈরি করা হয়েছে।

সুন্দরবনে কৃষি ও মাছ-ধরা জীবিকার্জনের প্রধান প্রধান উপায়। অথচ সেচের বন্দোবস্ত ছিল না, মাছ চাষেরও উদ্যোগ ব্যাপকভাবে দেখা যায়নি। সুন্দরবন উন্নয়ণ পর্ষৎ তাই মজা খাল ও পুকুর সংস্কারের কর্ম-সূচী নিয়েছে। এ পর্যন্ত শতাধিক খাল পুকুর সংস্কার ও রিং ও ক্রস বাঁধ স্থাপনের সাহায্যে পর্ষদ (১) লোনা জল ফসলের মাঠে প্রবেশ বন্ধ করেছে (২) সেচের জন্য মিষ্ট জল ধারনের বন্দোবস্ত করেছে (৩) মাছ চাষের উপায় করে দিয়েছে।

সুন্দরবন চিরকাল ছিল এক ফসল এলাকা, বৃষ্টির ওপর একান্ত নির্ভরশীল। এখন সেচের জল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাবার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বছরে দুই বা তিনটি ফসল ফলাবার আশা দেখা দিয়েছে। ক্ষুদ্র সেচের প্রসারের ফলে বছরে প্রায় একত্রিশ হাজার টন বাড়তি বোরো ধান হচ্ছে।

সুন্দরবনের জমিতে দুই বা তিনটি ফসল হলে উৎপাদন বাড়বে, চাষীর আয় বাড়বে এবং এখানকার মানুষও সম্বৎসর কাজ পাবে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কৃষির সঙ্গে পশুপালন, হাঁস মুরগী পালন মাছ চাষ ইত্যাদির ওপরও এখন জোর দেওয়া দরকার। তাছাড়া, স্থানীয় কাঁচা মালের সদ্ব্যবহার করে যাতে কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার ঘটানো যায় সেটিও লক্ষ্য করা হচ্ছে।

সুন্দরবনের সব কয়টি ব্লকে পর্ষৎ বিকাশকেন্দ্র গড়ে তুলেছে এবং এ পর্যন্ত ২৬টি বিকাশকেন্দ্রে কাজ সুরু হয়ে গেছে। প্রতিটি বিকাশকেন্দ্রে স্থানীয় শিক্ষিত যুবকরাই কর্মী হিসেবে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা জড়ো করেছেন স্থানীয় কৃষকদের, কারু শিল্পীদের, হাঁস মুরগী শূকর গোপালক ও মৎসচাষীদের। পর্ষৎ কৃষকদের বিনামূল্যে বীজ, সার ও কীটনাশক সরবরাহ করছে ও অন্যদের দিচ্ছে সহজ কিস্তিতে ও কম সুদে টাকা ধার। দক্ষিণ বারাসত, মাধবনগর, কুয়েমুড়ি, গণেশপুর, মথুরাপুর, রায়দীঘি, নামখানা, বামনখালি, মাধবপুর, বাসন্তী, ক্যানিং, কালীনগর, ছোটোমোল্লাখালি, মিনাখাঁ, হাড়োয়া, দুলদুলি, মরারি শা, ঘুটিয়ারি শরিফ, দেউলি, নতুনহাট, যাদবপুর, মধ্য গুড়গুড়িয়া, দয়াপুর, ভাঙ্গা, তুতখালি, পুরুষোত্তমপুর, ডোবিয়া বিকাশকেন্দ্রগুলি সাফল্য অর্জন করেছে ইতিমধ্যে। এইসব কেন্দ্রে এক টাকা বিনিয়োগ করে এগারো টাকার ফসল পেয়েছে। ২৫৯৫ জন কৃষক বিকাশ কেন্দ্রগুলিতে কৃষির বিকাশে অংশ গ্রহণ করেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহানগরী কলকাতা

'হুতোম প্যাঁচার নকসায়' কালীপ্রসন্ন মহানগরী কলকাতার কথা লিখেছিলেন :

"আজব শহর কল্‌কেতা।
রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি
মিছে কথার কি কেতা।
হেথা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে
বলিহারী ঐক্যতা॥"

তারপর কলকাতা অনেকখানি পথ পরিক্রমা করেছে, অনেক জল গড়িয়ে গেছে। রাজনীতি ও অর্থনীতির টানা পোড়েনে কলকাতার রূপবদল ঘটেছে। সেদিন সারা ভারতের মধ্যে কলকাতার ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। জীবন ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছিল। শহর এগিয়ে চলেছিল নতুন সত্যের সন্ধানে। এমন কোন মানুষ ছিল না এই শহরে যারা সেদিনের সাংস্কৃতিক ভাঙাগড়ার পালায় অংশীদার ছিল না। বহু মানুষের ত্যাগ ও শ্রমের বিনিময়ে জন্ম এই শহরের। প্রতিটি বাঙালী সেদিন গড়ে তুলেছিল এই শহরকে। এই শহর সৃষ্টি ইংরেজের নয়—তারা প্রভুত্ব করেছিল ঠিকই; কিন্তু রাজমিস্ত্রীর কাজের ভূমিকা ছিল বাঙালীর।

কেবলমাত্র পশ্চিম বাঙলার রাজধানী নয়, পূর্বাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র শহর কলকাতা অতুলনীয়। এমন দেশের লোক নেই, যাদের দেখা যাবে না কলকাতায়, এমন কোন দেশের জিনিস নেই, যা পাওয়া যায় না এখানে। বেশী দামে মোটা লাভে যে কোন জিনিস এখানে বিক্রি হবেই। যে কোন রকমের কাজ একটা জুটে যাবেই। কলকাতায় কাজের খোঁজে এসে ফিরে গেছে, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। পৃথিবীর অন্যতম এই মহানগরীতেই সম্ভবত পাওয়া যায় টাটকা শাকসব্জী।

অবিশ্রাম ক্ষয়িষ্ণু কলকাতা গড়ে উঠছে অবিরত নিজস্ব ধারায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগ পর্যন্ত কলকাতা চলেছিল স্বচ্ছন্দে। সমস্যা থাকলেও জটিল নয়—দুরারোগ্য নয়। মহাযুদ্ধের পর ক্রমশঃ সমস্যা জটিল হতে থাকে। দিনে দিনে কলকাতা ভেসে গেল জনতার অরণ্যে। কিন্তু গড়ে উঠল না তাদের বাসস্থান, পরিবহন, যোগাযোগ কোন কিছুই। স্বাধীনতার পর জনস্রোত কলকাতার ক্ষয়ের পথকে করল প্রশস্ত। তিয়াত্তর সাল নাগাদ বহু কলকারখানা ভিনরাজ্যে সরিয়ে নিতে থাকায় কলকাতা তথা সমগ্র পশ্চিমবাঙলার আর্থিক বুনিয়াদ ক্ষতিগ্রস্ত হল। কলকাতা অবহেলিতই থেকে গেল। শহর উন্নয়ন তো দূরের কথা শহরকে বাঁচিয়ে রাখতে যতখানি তৎপরতার দরকার ছিল, তার কোন লক্ষণই দেখা যায় নি। ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রয়াস খুব বেশী অগ্রসর হতে পারে নি। শত বছরের ব্যাধিগ্রস্ত শহরকে বাঁচাতে সি. এম. ডি. এ. কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। তার সুফল পাওয়া যাবে না দু পাঁচ বছরে। বোম্বাই বা দিল্লীর জন্য সে তুলনায় খরচ হয়েছে অনেক বেশি। তবুও কলকাতা বেঁচে আছে!

আমরা চাই বেঁচে উঠুক কলকাতা। এই শহর কেবল বাঙালীর নয়, সমগ্র ভারতেরই গর্ব। ভারতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শহর কলকাতার ভূমিকা আজও গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতা বন্দর ও বিমানঘাঁটি আজও পূর্ব ভারতের অন্যতম পথ। কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য চলে এই পথে। এই শহরের ওপর নির্ভরশীল বহু মানুষের জীবন। আজও ভারতে আগত কোন বিদেশী একবার কলকাতা দেখতে চান। তা না হলে অপূর্ণ থেকে যায় ভারত দর্শন!

গঙ্গার পূর্ব তীরে কল্যাণী থেকে বজবজ পর্যন্ত এবং পশ্চিম তীরে বাঁশবেড়িয়া থেকে উলুবেড়িয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বৃহত্তর কলকাতা—ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডিস্ট্রিক্ট—আয়তন ৪৬০ বর্গমাইল। এই বিস্তৃত এলাকা ও শহর কলকাতার সমস্যা আজ অন্তহীন। রাস্তাঘাটের দুরাবস্থা, জনবসতির ঘনত্ব, মুক্ত-আলো হাওয়ার অভাব, পরিমিত যানবাহন, বাজার হাটের স্বল্পতা, দূষিত আবহাওয়া—এসব মিলে কলকাতার ব্যাধি বেশ জটিল। কলকাতার অতীত, কলকাতার ঐতিহ্য আছে বিপন্ন অবহেলায়।

ইংরেজদের আসবার আগে কলকাতার অধিবাসী ছিল বিভিন্ন বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। কাংস্যবণিক, স্বর্ণবণিক, শঙ্খবণিকদের ব্যবসা তখন ছড়িয়েছিল মগরা, ত্রিবেণী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তগ্রাম, বংশবাটী তমলুক প্রভৃতি অঞ্চল পর্যন্ত। ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রামেও ছড়িয়ে ছিল তাদের ব্যবসা।

জব চার্ণক কলকাতা শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৬৯০ খৃঃ। সে সময়ে সুতানুটি—কলকাতা—গোবিন্দপুরের জনসংখ্যার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। কিন্তু ১৭১৬ খৃঃ হিসাব থেকে জানা যায় শহরের জনসংখ্যা তখন বারো হাজার। নবাব সিরাজদৌলা ১৭৫৬ খৃঃ যখন কলকাতা আক্রমণ করেন তখন শহরে বাস করত চার লক্ষ মানুষ। এসব হিসাব হল অনুমানের ভিত্তিতে। ১৮৭২ খৃঃ প্রথম লোকগণনায় দেখা যায় কলকাতায় ছয় লক্ষ তেত্রিশ হাজার মানুষ ছিল। ১৯১২ খৃঃ এই শহরের বাসিন্দা ছিল আট লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার। পঞ্চাশ বছর বাদে ১৯৬১ খৃঃ কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তিন গুণের বেশী অর্থাৎ উনত্রিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার। তখন বোম্বাই ও দিল্লীর লোকসংখ্যা ছিল যথাক্রমে সাতাশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার এবং কুড়ি লক্ষ বাষট্টি হাজার। ১৯৭১ খৃঃ লোক গণনায় কলকাতা পৌর এলাকার লোকসংখ্যা ছিল একত্রিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার আর বৃহত্তর কলকাতার লোক সংখ্যা ছিল সত্তর লক্ষ পাঁচ হাজার। নগরীর এলাকা পঁয়ত্রিশ লক্ষ বর্গমাইল অর্থাৎ প্রতি বর্গ মাইলে দুই লক্ষ লোকের বাস। এই সময়ে বৃহত্তর বোম্বাই শহরে বাস করত উনষাট লক্ষ উনসত্তর হাজার মানুষ। কলকাতার সত্তর লক্ষ পাঁচ হাজার মানুষের মধ্যে পুরুষ একান্ন লক্ষ আঠার হাজার আর নারী আঠাশ লক্ষ আশি হাজার। অর্থাৎ প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ছিল মাত্র সাত শত এক। এখন বৃহত্তর কলকাতার ৫৬৩ বর্গ মাইল এলাকার জনসংখ্যা প্রায় ৮৩ লক্ষ। ১৯৮৬ খৃঃ মধ্যে এই শহরের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১ কোটি ২০ লক্ষ।

কলকাতার জনসংখ্যা ২০০০ খৃঃ গিয়ে দাঁড়াবে এক কোটি ষাট লক্ষ। সেই ভবিষ্যৎ দৃশ্য কল্পনা করে এখন ভয় পাচ্ছেন অনেকেই। পঁচিশ বছর পরে কলকাতার রাস্তাঘাট বাসস্থান সম্ভবত কোটি মানুষের উপযোগী থাকবে না। কিন্তু এই অবস্থার মোকাবিলার জন্যই রচিত হচ্ছে কোটি কোটি টাকার পরিকল্পনা। চারদিকে চলেছে ভাঙা গড়ার পালা।

শহরের পশ্চিম সীমা বরাবর হুগলী নদী। সার্কুলার খাল, নিউ ক্যানাল, বেলেঘাটা খাল, বোট ক্যানাল, টালির নালা আর ঢাকুরিয়া লেক। গঙ্গার ওপর দুটি সেতু শহরকে যুক্ত করেছে হাওড়ার সঙ্গে। হাওড়া ব্রিজ—২১৫০ ফুট চওড়া। এর ওপর দিয়ে দৈনিক পাঁচ লক্ষেরও বেশী লোক যাতায়াত করে কলকাতায়। বিবেকানন্দ সেতু ২৬১০ ফুট চওড়া—বেলুড় ও উত্তর কলকাতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে। ডক এলাকার ভাসমান সেতুগুলি প্রয়োজনমত খোলা যায়। অন্যান্য সেতুর মধ্যে আছে উত্তর কলকাতার টালা ব্রিজ, আলিপুরের খিদিরপুর ব্রিজ, নিউ আলিপুরের দুর্গাপুর ব্রিজ ও মাঝের হাট ব্রিজ এবং কালীঘাট অঞ্চলের আলিপুর ব্রিজ। শহরের রেল স্টেশনের সংখ্যাও কম নয়।

খোলা জমি ॥

শহর কলকাতায় মাথাপিছু খোলা জমির পরিমাণ মাত্র একুশ ফুট। কোন কোন জনবহুল এলাকায় এই পরিমাণ মাথাপিছু দু-তিন বর্গফুটের বেশী নয়। শহরের পৌর এলাকার পরিমাণ ২৩৬২৯ একর। খোলা জমির পরিমাণ মাত্র ১৫০০ একর। এর মধ্যে মানিকতলা আর টালিগঞ্জের লেকের পরিমাণ হল ৪৫০ একর। বর্তমানে কলকাতায় ৮৫০ বিঘা জমিতে পার্কের সংখ্যা ১৭৭। অথচ পৌরসভার নিয়মানুসারে প্রতি মানুষে পার্কের পরিমাণ হবে সাত একর। বিগত কুড়ি বছরে পৌর সভার তৈরি পার্কের সংখ্যা মাত্র কুড়িটি।

শহর কলকাতা পত্তনকালে কোন পার্ক ছিল না। বড় বড় পুকুর কেটে জল সরবরাহ করা হত শহরবাসীদের। ১৮৬৭ খৃঃ পলতা পাম্পিং স্টেশন চালু হওয়ার পর পুকুরগুলির প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। তখন পুকুর বুজিয়ে পার্ক তৈরি হতে থাকে। ১৮৮৭ খৃঃ থেকে ১৯৩৯ খৃঃ মধ্যে এভাবে তৈরি হয়েছিল দশটি পার্ক।

বহু পার্ক বা স্কোয়ার নষ্ট হয়ে গেছে অযত্নে। সবুজের চিহ্ন শহর থেকে লোপ পাওয়ার মুখে। আগে বড় বড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাছ কিছু দেখা যেত। নতুন কোন গাছ লাগাবার ব্যবস্থা নেই। পার্কের রেলিং ভাঙা, ১৭৭টি পার্কের মধ্যে মাত্র ৫০টি পার্কে আছে গাছপালা ও ফুল। কোথাও দেখা যায় ছেঁড়া কাগজের গুদাম বা গরুর বিচরণ ক্ষেত্র। এই সব পার্ক রক্ষণাবেক্ষণে পৌর সভার বাৎসরিক ব্যয় এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা। কর্মী সংখ্যা আড়াই শত। অফিসার আছেন মাত্র চারজন।

খেলাধুলা বা বেড়াবার জায়গার অভাব আজ সব থেকে বেশী। এই জিনিসটার দরকার কতখানি গুরুত্বপূর্ণ—সে সম্পর্কে চিন্তা করার সময় এসেছে। কারণ কল কারখানা বাড়ছে। গাড়ী বাড়ছে। শহরের আবহাওয়া দূষিত হয়ে পড়ছে।

কলকাতার সব থেকে বড় খোলা জায়গা ময়দান। কিন্তু এর ১৩৩ বিঘা জমিতে আছে ইডেন গার্ডেন। এটি রাজ্য সরকারের অধীনে। তাছাড়া আছে নেতাজী স্টেডিয়াম, ফোর্ট উইলিআম। ট্রাম কোম্পানির জন্য ময়দানের একটি বড় অংশ ছেড়ে দিতে হয়েছে অনেক আগেই। পৌরসভার অধীন সব থেকে বড় পার্ক টালার আয়তন ১৪৫ বিঘা। কিন্তু এটির সব থেকে খারাপ অবস্থা। একাংশ নতুন করে পার্ক গঠনের কাজ চললেও, জনগণের অসহযোগিতায় পার্কটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এরপরই উল্লেখযোগ্য হল পার্ক সার্কাস ময়দান।

বাজার ॥

শহর কলকাতার অন্যতম সমস্যা বাজার করা। জনসংখ্যা যে হারে বেড়েছে, সে তুলনায় নতুন বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়নি একটিও। প্রাইভেট বাজার তেত্রিশটি, সরকারী বাজার একটি এবং পৌর বাজার দশটি। অর্থাৎ একলক্ষের বেশী লোকের জন্য একটি বাজার। ফলে দিনে দিনে বাজার ছড়িয়ে পড়ছে বাজারের বাইরের পথগুলোতে। বাজারগুলির অধিকাংশই অপরিচ্ছন্ন, অস্বাস্থ্যকর। সব থেকে সুন্দর হগ বা নিউ মার্কেটের সঙ্গে সাধারণ নাগরিকের যোগ স্বল্প। এই বাজারটির সংস্কার করা হয়েছে। টালিগঞ্জ ও খিদিরপুর অঞ্চলে ভাল বাজার নেই। কলেজ স্ট্রীট, গড়িয়াহাট, লেক, লান্সডাউন মার্কেটের সংস্কার করা দরকার। এখানে আরও স্টল বাড়ান যেতে পারে। জনগণের চাহিদা মেটাবার মত সব্জী ও মাছ বাজারে এসে পৌছালেও বিক্রির জায়গা কোথায়! পৌর বাজারগুলি অবিলম্বেই দোতলা বা তিন-তলা বা আরো উঁচু করলে খরচের অনুপাতে আয় বাড়বে বেশী। নাগরিকদের সুবিধাও হবে। বেসরকারী বাজারগুলি মাঝে মাঝে হয়ে ওঠে নরক। শহর উন্নয়ন কালে এদিকে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া দরকার।

কলকাতায় পাইকেরি বাজার একটি—বড়বাজারে। এই স্থানটি অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং আধুনিক জীবন ধারা ও ব্যস্ততার যুগে একেবারে সেকেলে। এখানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা হচ্ছে। কর্পোরেশনের কর এবং আয়কর ফাঁকি দেওয়ার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে পড়েছে বড়বাজার। সরকার যদি একটি পাইকারি বাজার শহর কলকাতার অন্যত্র উপযুক্ত স্থানে তৈরী করেন তাহলে সরকারের সঙ্গে সঙ্গে জনগণও লাভবান হবেন।

উত্তর ও মধ্য কলকাতায় এমন বিস্তৃত এলাকা নিয়ে বেশ কিছু বস্তি দাঁড়িয়ে আছে, যা অনেকের ধারণার বাইরে। বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন প্রকল্প রূপায়ণকালে এইসব স্টলগুলির মালিকদের জন্য তিন-চারতলা স্থায়ী বাজার সেখানে তৈরী করা সম্ভব।

ফুটপথ ॥

কলকাতার রাস্তাগুলির মতই ফুটপথ তৈরির সময় মানুষের চাপ এত বেশী ছিল না। যে কারণে প্রতিটি মানুষ পাশাপাশি হাটলেই বিপত্তি দেখা দেয় সব সময়। সেজন্য অনেকেই রাস্তার ওপর দিয়ে চলাফেরায় বাধ্য হয়। এই অবস্থার মধ্যে ফুটপথে আছে অস্থায়ী ও স্থায়ী দোকানপাট, মানুষের বাসস্থান। কলকাতার সব থেকে কর্মব্যস্ত এলাকার ফুটপথ ব্যবসা-কেন্দ্রে পরিণত। বড় বড় পার্কের চারধারে সাজান দোকানপাট। বহুপরিবার বেঁচে আছে এর ওপর নির্ভর করে। কিন্তু চলাফেরার পক্ষে এই সব দোকান পাট ব্যাপক অসুবিধার সৃষ্টি করছে। বৃহত্তর জনস্বার্থে অবিলম্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এদের অপসারণ করা দরকার। কিন্তু পথ পরিষ্কার করতে গিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা না করে দিয়ে এদের উচ্ছেদ করাও হবে অমানবিক। কিন্তু বছরের পর বছর এভাবে চলতে পারে না।

তাছাড়া বড় দোকানের অংশবিশেষ কোথাও কোথাও ফুটপথের ওপর এসে বেশ পরিমাণ মতই জায়গা দখল করে রয়েছে। মোটর গ্যারেজ, মোটরগাড়ি সারাবার ছোট ছোট কারখানা, লোহালক্কড়ের দোকানের সামনের ফুটপথ পথযাত্রীরা ব্যবহারই করতে পারে না। শ্যামবাজার থেকে মানিকতলা যেতে সার্কুলার রোডের বামদিকের ফুটপথের বেশীভাগটাই যেন পথযাত্রীদের জন্যে নয়! তাছাড়া ফুটপথের ওপর মন্দির তৈরি করে অনেকেই মোটা পয়সা উপার্জন করছে।

শহরে ফুটপথবাসীদের সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। এরা সকলেই দীর্ঘকাল ফুটপথে বাস করছে না। এদের বেশীরভাগই এসেছে গ্রামাঞ্চল থেকে। অনেকেই ছিল খেত মজুর। অবস্থা বিপর্যয়ে এরা আশ্রয় নিয়েছে ফুটপথে। গ্রামে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল হয়ত একসময়, কিন্তু এখন আর নেই। ভিনরাজ্যের রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, মুটের বেশীর ভাগই রাত কাটায় ফুটপথে।

এইসব ফুটপথবাসীদের অনেকে মাসে দেড়শত টাকা থেকে দুইশত টাকা উপার্জন করে। অনেকেরই আছে নির্দিষ্ট উপার্জন। দিনমজুর, ঠেলাওয়ালা, তরিতরকারির ব্যবসা, কুলিগিরি এই জাতীয় কাজ করে কেউ কেউ। মেয়েরা অনেকে ঝি-এর কাজ করে।

ফুটপথবাসীদের মধ্যে একলক্ষের মত রাস্তায় বাস করছে পাঁচবছর যাবৎ। দশবছরের অভিজ্ঞতা মাত্র ২৮ শতাংশের। পনের বছরের বেশী যাদের বসবাস তাদের সংখ্যা ১৯ শতাংশ। শতকরা ৪৫ জনই পাকাপোক্তভাবে বাস করছে ফুটপথে।

সিএমডিএ এবং সিত্রমপিও ফুটপথবাসীদের ওপর সমীক্ষা চালায়। নারীপুরুষ সহ ৩৩১৪৩ জনের ওপর তারা তথ্য সংগ্রহ করে। ফুটপথে স্থায়ীভাবে বসবাস ইচ্ছুক নারী হল ৭০০৮ জন এবং পুরুষ ৮৩৬১ জন। ফুটপথ জীবন ত্যাগে আগ্রহীদের সংখ্যা হল ৬২৪৮ অর্থাৎ শতকরা ১৮·৫ জন। মহিলা ২৬২৪ জন এবং পুরুষ ৩৬২৪ জন। ফুটপথের মরশুমী অতিথি হল শতকরা ২৪·১; সংখ্যা ৮১১৪; পুরুষ ৩৮৯৫ জন এবং নারী ৪২১৯ জন। চাকরীর জন্য নিয়মিত আগন্তুকের সংখ্যা ১৫২৭; শতকরা ৪·৫ ভাগ; মহিলা ৬৮১ এবং পুরুষ ৮৪৬। প্রতিবেশী রাজ্য থেকে সাময়িকভাবে আগত শতকরা ৪·৭ ভাগ; মহিলা ৬৭৭ এবং পুরুষ ৯১৭ জন।

রাস্তা ॥

কলকাতার রাস্তার সংখ্যা খুবই কম। শহরের মাত্র ছয় শতাংশ রাস্তা। মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য ৫১০ মাইল। কিন্তু দিল্লীতে আঠার শতাংশ, বোম্বাই-এ ষোল শতাংশ এবং মাদ্রাজে চৌদ্দ শতাংশ রাস্তা আছে। হাওড়া শহরে রাস্তার পরিমাণ শতকরা মাত্র তিনভাগ। প্রতিবছর শহরের প্রতিটি রাস্তা পিছু খরচের পরিমাণ মাত্র ৫০০ টাকা। কিন্তু প্রতি মাইলে বার্ষিক দিল্লীতে খরচ হয় ৫০০০ টাকা, বোম্বাইএ ৮০০০ টাকা এবং মাদ্রাজে ৩০০০ টাকা। জেলা শহর বা শহরতলীর রাস্তার ব্যাপারে সত্যিকারের কোন বরাদ্দ নেই।

কলকাতায় ভাঙাভাঙা রাস্তায় পড়ে হাত পা ভাঙার ঘটনা শোনা যায় প্রায়ই। রাস্তা সংস্কার হয় কখনও কখনও। কিন্তু ঠিকাদাররা এইসব রাস্তা ঠিকমত মেরামত করছে কিনা, তা পরীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা দরকার। কলকাতা পৌরসভা দীর্ঘকাল বাদে মাত্র শতকরা আটটি রাস্তা এবং সিএমডিএ শতকরা বারটি রাস্তা সংস্কার করেছে। পৌরসভা ৫১০ মাইল রাস্তার মাত্র ৭০ মাইল মেরামত করেছে। রাস্তা মেরামতের জন্য পৌরসভা রাজ্য সরকারের কাছে তিন কোটি বাহাত্তর লক্ষ টাকার পরিকল্পনা পেশ করেছে।

যানবাহন ॥

শহর কলকাতায় যানবাহনের সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। দুই দশকের মধ্যে কলকাতার পরিবহন ব্যবস্থা দশগুণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়লেও যাত্রীবাহী গাড়িতে অবর্ণনীয় ভিড়। পথ হয়ে পড়েছে সংকীর্ণ দ্রুতগামী যানের পক্ষে। এই ভিড় কমাতেই পাতাল রেল, ফ্লাইওভার। পাতাল রেলের কাজ যখন শেষ হবে তখন বৃহত্তর কলকাতার জনসংখ্যা কোটি ছাড়িয়ে যাবে। শহরের ট্রাম, বাস বা শহরতলীর ট্রেনগুলির বাদুড়ঝোলা অবস্থার সঙ্গে আমরা নিত্য পরিচিত। নির্দিষ্ট সময়ে কোন যানই গন্তব্যস্থানে পৌছাতে পারে না। পরিবহন ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

১৯৭০-৭১ খৃঃ রেজিস্টার্ড মোটরগাড়ীর সংখ্যা ছিল যেখানে ৯২,০৪৩, সেই সংখ্যা ১৯৭৪-৭৫ খৃঃ হয় ১,৩০,৪৮২। এখনও আরও বেড়েছে। স্কুটার, মোটর সাইকেল, মিনিবাস —সব মিলিয়ে যানবাহন অবিরত ক্রমবর্ধমান। মোটর-সাইকেলও স্কুটার বেড়েছে ৮২ ভাগ, ব্যক্তিগত মোটর গাড়ি ৩৪ ভাগ এবং বাস বেড়েছে ২৬·৬ ভাগ। ১৯৭১ খৃঃ যাত্রী ট্রিপের সংখ্যা ছিল দৈনিক গড়ে ৪৬ লক্ষ; ১৯৭৭ খৃঃ হবে দৈনিক গড়ে ৭৪ লক্ষ; ১৯৮৩ খৃঃ হবে দৈনিক গড়ে ৯৩ লক্ষ এবং ১৯৯০ খৃঃ হবে দৈনিক গড়ে ১ কোটি ১৭ লক্ষ। যাত্রীভার লাঘবে সাটল ট্যাকসি, মিনিবাস ও ডিলাক্স বাস চালু হলেও, বাস-ট্রাম খুব বেশী বাড়ান সম্ভব হয় নি। চল্লিশটি রুটে মিনিবাসের সংখ্যা ৫০০। মিনিবাসের দৈনিক গড়ে যাত্রী পরিবহন পরিমাণ ১,৮০,০০০ থেকে ২,০০,০০০। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে এই পরিবহন ব্যবস্থা ব্যাপক নয়।

কলকাতায় বর্তমানে এক হাজার বাস ও ৪০০ ট্রাম আছে। কিন্তু ট্রামগুলি সংস্কারের অভাবে ঠিকমত রাস্তায় বেরোয় না। ১৯৭৪-৭৫ খৃঃ দৈনিক গড়ে ট্রাম চলত ২৯০টি, ১৯৭৫ খৃঃ জুলাই নাগাদ এই সংখ্যা নেমে যায় ২৬০-এ। ১৯৭৩ খৃঃ থেকে এ পর্যন্ত নতুন ট্রাম রাস্তায় বেরিয়েছে মাত্র বত্রিশটি। পুরোন ট্রাম মেরামতের কাজ সন্তোষজনক নয়। ট্রাম রাস্তার বিস্তার ও ট্রাম মেরামতের জন্য বিশ্ব ব্যাংক যে পনের কোটি টাকার প্রকল্প রচনা করেছে, তা শেষ পর্যন্ত মঞ্জুর করতে কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারদের আরও তৎপর হওয়া দরকার।

শোনা যাচ্ছে কিছুকাল বাদেই কেষ্টপুর (লেকটাউন) থেকে সুন্দরবনে যাত্রীবাহী লঞ্চ যাতায়াত করবে। এজন্য কেষ্টপুর খালকে সংস্কার করে জুড়ে দেওয়া হবে সুন্দরবনের সঙ্গে। লঞ্চ সার্ভিস চালু হবে বরাহনগর থেকে গার্ডেনরীচ পর্যন্ত। এর ফলে বাসে ট্রামে ভীড় অবশ্যই কমবে এবং রাজ্য সরকারের আয়ও বাড়বে।

শৌচাগার॥

বর্তমানে কলকাতায় জনগণের ব্যবহারের জন্য শৌচাগার আছে ৩০৬টি। এর মধ্যে কয়েকটি সংস্কার করে দিয়েছে সি.এম.ডি.এ.। পৌরসভা শহরে যে নতুন একশতটি শৌচাগার নির্মাণ করবে সে বাবদ রাজ্যসরকারের কাছে চেয়েছে পনের লক্ষ টাকা। এর মধ্যে কুড়িটি শৌচাগারে প্রবেশের জন্য ফি দিতে হবে। বোম্বাই ও মাদ্রাজে এই রকম ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমান শৌচাগারগুলি ব্যবহারের অযোগ্য। রাস্তায় প্রস্রাব করা অপরাধ নিঃসন্দেহে। প্রস্রাবের উপযুক্ত জায়গা দরকার।

দূষিত আবহাওয়া॥

সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা গেছে কলকাতার বাতাস এখন ভয়ঙ্কর রকম দূষিত। বস্তির চুল্লীর ধোঁয়া, কারখানার ধোঁয়া, রাস্তার ধুলো আর লক্ষাধিক মোটর যানের পোড়া-তেলের গ্যাস ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। কলকাতা ও হাওড়ার কলকারখানার সংখ্যা ২১৫০। এর মধ্যে শহর কলকাতার চৌহদ্দির মধ্যে আছে ২৫৬টি। কারখানায় শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে সীসা, পারদ, সায়নাইড প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য ব্যবহৃত হওয়ায় পরিবেশ ক্রমশ সঙ্কটজনক হয়ে উঠছে। এইভাবে প্রতিদিন কলকাতায় বায়ু দূষণের ময়লা জমে ৬৩২ টন। এর মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগই অর্থাৎ ৩০০ টন ঝরে পড়ে ওপর থেকে। হাওড়ায় পড়ে ২৫৭ টন। তাছাড়া কলকাতা শহরে জ্বালানী হিসাবে কয়লার ব্যবহারই মুখ্যস্থান গ্রহণ করে আছে এখনও। যার ফলে আবহাওয়া দূষিত হচ্ছে, গাছপালার ক্ষতি হচ্ছে ব্যাপকভাবে। প্রতিদিন মোটরগাড়ি, বায়ুচালিত গাড়ি, মোটর লঞ্চ, জেট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্লেন যাতায়াত করে ১,৪০,০০০ খানা। যে সব এলাকায় যান চলাচল বেশী, তার ওপরকার বায়ুমণ্ডল দূষিত হচ্ছে কারবন মনোকসাইড গ্যাসে। এর কারণ মোটর যান থেকে বেরিয়ে আসা কালো ধোঁয়া। কলকাতার বাতাসে প্রতি ১০ লক্ষ ইউনিটে ৩৫ ভাগ কারবন মনোকসাইড গ্যাস মেশে বিভিন্ন মোটরযানের কৃপায়। নিউইয়র্কে এই হার ২৭ ভাগ, লণ্ডনে ৫৮ ভাগ। কলকাতার এরকম হাওয়ার অন্যতম কারন পুরোন মোটর গাড়ি ও খারাপ ইঞ্জিন। চৌরঙ্গী এলাকার বায়ুমণ্ডল সব থেকে খারাপ। এখানকার বায়ুমণ্ডলে আছে সালফার ডায়কসাইড, নাইট্রোজেন ডায়কসাইড এবং হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস। চৌরঙ্গীর পর সব থেকে দূষিত এলাকা হল বেলগাছিয়া। কাশীপুরের অবস্থাও অনুরূপ। যাদবপুরের বায়ুমণ্ডল অনেকটা ভাল।

কলকাতার পরিবেশ দূষিতকরণে খাটালগুলির ভূমিকা কোন অংশেই কম নয়। খাটালের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। আর এখানে গরু মহিষের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। খাটালগুলি জন্ম দেয় মশা-মাছির। শহরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। গরু-মহিষ রাখার ব্যবস্থা ও দুধ দোয়ার ব্যবস্থাও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। খাটালগুলি আবর্জনা অপসারণেও সমস্যা সৃষ্টি করে। গোবর ও বিচালি জমে বন্ধ হয়ে যায় নর্দমা। সুতরাং শহরে খাটাল রাখার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। দিল্লীতে রাতারাতি খাটাল সাফ হলেও, দুধ সরবরাহ অব্যাহত আছে। সম্প্রতি কলকাতায় শুরু হয়েছে খাটাল অপসারন অভিযান।

রাস্তার আবর্জনা ॥

রবীন্দ্রনাথের 'বাশী' কবিতায় আছে :

"বর্ষা ঘন ঘোর।
ট্রামের খরচা বাড়ে,
মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায়
গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে, পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভূতি
মাছের কান্‌কো মরা বেড়ালের ছানা
ছাই পাঁশ আরো কত কি যে।"

অনেক কাল পরে আজও কলকাতার বেশ কিছু অঞ্চলের প্রকাশ্য স্থান মানুষের ফেলে রাখা আবর্জনা এমন দুর্গন্ধময় হয়ে ওঠে যে সেখান দিয়ে চলাফেরা করা কঠিন। আম কাঁঠালের মরশুমে অবস্থা হয়ে ওঠে দুর্বিবহ। এসব পরিষ্কারের যথোপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। কলকাতার আকর্ষণ বাড়াবার আগে এ দিকে অবশ্যই নজর দেওয়া দরকার। আমাদের স্বভাব-নোংরামির কারণেও এই জাতীয় আবর্জনার স্তূপ জমে যায় আরও বেশী এবং শহরে বিভিন্ন রোগও ছড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় দেখা যায় আবর্জনা সরিয়ে নেওয়ার পর চারদিকে ছড়িয়ে থাকে ময়লা। তার পর জল পড়ে কাদা আর রোদ পড়ে ধুলো—এক অদ্ভুত দৃশ্য ও পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এ অবস্থা কলকাতার পত্তনকাল থেকে চলেছে। এখনও ড্রেন থেকে ওঠান ময়লা অনেক সময় রাস্তায়ই পড়ে থাকে। রোদ পড়ে শুকিয়ে যায়। পথচারীদের পায়ে পায়ে সরে যায়, রোদে শুকিয়ে ধুলো হয়ে ওড়ে। রাস্তার ময়লা প্রতিদিন পরিষ্কার না হওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতে জল জমে যায় রাস্তায়। রাস্তার সব ড্রেন বন্ধ হয়ে জল জমে থাকে। জল যখন সরে যায়, রাস্তায় তখন পড়ে থাকে জলের সঙ্গে ভেসে আসা যাবতীয় ময়লা। সে সব পরিষ্কার হয় বেশীর ভাগই লোকজনের পায়ে পায়ে। এর ফলেও বিষাক্ত হচ্ছে নাগরিক জীবন। শহরের আবহাওয়া এভাবে দূষিত জন্য নগরবাসীদের দায়িত্ব সব থেকে বেশী।

কলকাতার আবর্জনা ফেলা হত ধাপায়। সেখানে গোলযোগ দেখা দেয় জমিসংক্রান্ত। তাছাড়া এই ময়লা পরিবহন ব্যবস্থাও বেশ পুরোন। সারা রাস্তায় ময়লা ছড়িয়ে যায়। এসব অসুবিধা দূর করতেই আবর্জনাকে নষ্ট করবার আধুনিক ব্যবস্থা সবে সুরু হয়েছে।

কর্পোরেশন ॥

১৭২৭ খৃঃ একজন মেয়র ও নয়জন অলডারম্যান নিয়ে গঠিত হয়েছিল কর্পোরেশন। তাঁরাই শহরের রাস্তাঘাট ও ড্রেনের ব্যবস্থা করতেন এবং ট্যাক্সও আদায় করতেন শহর-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসীদের কাছ থেকে। তারপর ১৭৯৪ খৃঃ আসেন জাস্টিস অফ পীসেরা। ১৮৪৭ খৃঃ প্রথম জনগণের প্রতিনিধিদের স্থান হয় কর্পোরেশনে। চারজন ছিলেন করদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত। ১৮৭৬ খৃঃ গঠিত নতুন কর্পোরেশন রূপ বদল করে আজও বর্তমান।

কলকাতা কর্পোরেশনের দায় দায়িত্ব ছিল অনেক। রাস্তার ধুলো তাড়াতে জল দেওয়া হত প্রতিদিন, ভোর হওয়ার আগে সরিয়ে ফেলা হত রাস্তার ময়লা, সন্ধ্যার আগে রাস্তায় রাস্তায় জলে উঠত আলো, বড় বড় ড্রেনের ময়লা পরিষ্কার হত নিয়মিত, ভাঙা রাস্তা মেরামত হত, টীকা দিতে ঘরে ঘরে যেতেন কর্পোরেশনের কর্মী। এরকম আরও বহু কাজ ছিল কর্পোরেশনের। এখনও বহু প্রাথমিক অবৈতনিক বিদ্যালয় পরিচালনা করে কর্পোরেশন। মোদ্দাকথা কর্পোরেশন ছিল জনহিতকর প্রতিষ্ঠান।

বর্তমানে সংগঠনটি ভুগছে আর্থিক অনটনে। আয়ের থেকে ব্যয় বেশী। কর্মী সংখ্যা অগুন্তি।

কর্পোরেশনকে সজীব করতে হলে, আর্থিক দৈন্য দূর করতে হলে কর্পোরেশনের প্রশাসন ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। আয়ের পথ বাড়াতে হবে। বিভিন্ন কর আদায় ব্যবস্থা আরও কঠোর করতে হবে। ঠিক এই কথা বলা যায়, বৃহত্তর কলকাতায় বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি সম্পর্কেও। তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়।

বিশ্বব্যাঙ্ক প্রতিনিধিদলের নেতা ডেভিড কুক বলেছেন, বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়নের জন্য সিএমডিএ এক গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছে। কলকাতা কর্পোরেশনকে তার ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। তাঁরা বলেছেন, নাগরিকদের পৌর স্বাচ্ছন্দ্য দেবার জন্য কলকাতা কর্পোরেশন যে কর আদায় করে তা পর্যাপ্ত নয়। ফলে অধিবাসীরা পৌর সুযোগ সুবিধালাভে বঞ্চিত হচ্ছেন। পলতা থেকে পানীয় জল সরবরাহের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। জলসরবরাহ লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য কাজ চলছে। এ জন্য পর্যাপ্ত অর্থের দরকার। প্রতিনিধি দল মনে করেন অর্থের দিক দিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনকে স্বাবলম্বী করতে হবে।

সিএমডিএ ॥

কলকাতার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৬১ খৃঃ গঠিত হয় ক্যালকাটা মেটরোপলিটান প্লানিং অর্গানাইজেশন (সিএমপিও)। কিন্তু সিএমপিওর কর্মতৎপরতা খুব বেশী দূর এগোতে পারেনি নানা কারণে। ১৯৭০ খৃঃ গঠিত হয় ক্যালকাটা মেটরোপলিটান ডেভেলপমেণ্ট অথরিটি। অবশ্য ততদিনে জাতীয় নেতারা কলকাতাকে বাঁচাতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন। এই বছর থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে সিএমডিএ কলকাতায় যানবাহন ও পরিবহন উন্নয়ন, পানীয় জল সরবরাহ, জঞ্জাল অপসারণ, জল নিষ্কাসন, পয়-প্রণালীর ব্যবস্থা, বস্তি সংস্কার ও নানাবিধ কাজে হাত দিয়েছে সাফল্যের সঙ্গে। অথচ সিএমডিএ যখন বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়নের কাজে হাত দিয়েছিল, তখন নাগরিক জীবনে নেমে আসছিল বিপর্যয়। বর্তমানে সেই সংকট গেছে কেটে। এ জন্যে সিএমডিএ এপর্যন্ত একশ আশি কোটি টাকা খরচ করেছে। যার মধ্যে আছে বিশ্বব্যাংকের ছাব্বিশ কোটি টাকা ঋণ। এই ঋণের সুদও নামমাত্র।

বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্বে সিএমডিএ বাড়তি নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে প্রয়োজনীয় কাঠামো তৈরির কাজে নামতে চাইছে, বিশ্বব্যাঙ্ক নীতিগতভাবে তার সঙ্গে একমত হয়েছে। এই পর্যায়ের কাজের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে রাজ্য সরকার দশ কোটি ডলার (আশি কোটি টাকা) চেয়েছেন।

সিএমডিএ-র কার্যাবলীর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় হাওড়া সুড়ঙ্গ পথের। এর ফলে দ্রুতগামী ও মন্থরগতি যানবাহন চলাচলের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হয়েছে, ট্রাম ও বাস টার্মিনাস সংক্রান্ত সুবিধা বিস্তৃত হয়েছে। সুড়ঙ্গপথ ব্যবহারকারীদের সংখ্যা দৈনিক প্রায় তিন থেকে চার লক্ষ। সাবওয়ের দৈর্ঘ্য ৯৫০ ফুট। মেঝের আয়তন ৩৯ হাজার বর্গফুট। উচ্চতা ৯ ফুট। মুটের মাথায় মালপত্র নিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু মালের উচ্চতা তিন ফুটের বেশী হবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় হুগলী সেতুর নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে। এজন্য ময়দানের যে জমি প্রতিরক্ষা দপ্তরের হাতে ছিল, তা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী দ্বিতীয় সেতুর জন্য মঞ্জুর করেছেন। তবে সমমূল্যের জমি প্রতিরক্ষা দপ্তরকে দিতে হবে লবণহ্রদ এলাকায়।

শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি চওড়া করা হচ্ছে। এদের বেশীর ভাগই পঞ্চাশ থেকে একশ বছর আগে তৈরি। রাস্তার দুধারে অবৈধভাবে দখলকারীদের সমাবেশ। তাদের উঠিয়ে রাস্তা চওড়া করতে অযথা সময়ও নষ্ট হচ্ছে। বিভিন্ন রাস্তার সংযোগস্থল, যানবাহন ও লোক চলাচলের ব্যবস্থার উন্নতি ঘটছে। মোট পঁচিশটি রাস্তার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, গুরুসদয় রোড, ব্রেবোর্ন রোড ও মেয়ো রোডের কাজ শেষ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের কাজ চলেছে। ক্যানাল ইস্ট ও ওয়েস্ট রোডের উন্নতি সাধন চলেছে। বনমালী নস্কর রোড থেকে তারাতলা রোড পর্যন্ত, ঠাকুর পুকুর থেকে টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড পর্যন্ত বিভিন্ন সংযোগ পথ সম্পূর্ণ হয়েছে। রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, দেশ-প্রাণ শাসমল রোড এবং উল্টাডাঙা রোডের কাজ আংশিক শেষ হয়েছে। শ্যামবাজার মোড়, বেন্টিংক স্ট্রিট, চৌরঙ্গি-চিত্তরঞ্জন এভিন্যু মোড় চওড়া করা হয়েছে। এর ফলে একটি সুফল সুস্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছে। তাহল, বছর কয়েক আগে অফিস যাওয়া ও ফেরার সময় রাস্তায় যে জ্যাম হত তা অনেকটা কমেছে।

চেতলা সেতু ও অরবিন্দ সেতু নির্মাণ শেষ। কালী-ঘাটের সরু ইস্পাতের সেতুর স্থানে চার রাস্তা বিশিষ্ট নতুন সেতু তৈরি হয়েছে। পুরোণ বাকল্যাণ্ড সেতুর পুনর্নির্মাণ হচ্ছে। রাসবিহারী অ্যাভিন্যু ও নিউ আলিপুরের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী টালির নালার ওপর কাঠের সেতুর স্থানে নির্মিত হয়েছে কংক্রিটের সেতু। বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে ওভারব্রিজ এবং মানিকতলায় আণ্ডারপাস নির্মাণের কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। ব্রেবোর্ন রোডে উড়ালপুলের কাজ সমাপ্তির পথে। এই পথ চওড়া হবে ৪৮ ফুট ৬ ইঞ্চি। দৈর্ঘ্যে ১৪০০ ফুট। ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা খরচ পড়বে।

ব্যারাকপুর-কল্যাণী এক্সপ্রেস ওয়ে, কোণা এক্সপ্রেস ওয়ে, ইস্টার্ণ মেট্রোপলিটান বাইপাস এবং মধ্য হাওড়া এক্সপ্রেস ওয়ে প্রভৃতি প্রধান রাস্তাগুলির নির্মাণ কাজ চলেছে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বাইপাসের কাজ শেষ। ডায়মণ্ডহারবার রোড বাইপাসের কাজ উল্লেখযোগ্য ভাবে এগিয়েছে। বারাকপুর-কল্যাণী এক্সপ্রেস হাইওয়ের নির্মাণ কাজে হাত দেওয়া হয়েছে।

শিয়ালদহ এলাকায় উন্নতর পরিবহনের জন্য শিয়ালদহের রাস্তা হবে দোতলা। শিয়ালদহ স্টেশনের পশ্চিমদিকে জনবহুল সার্কুলার রোডের (হ্যারিসন রোড থেকে বৌবাজার ষ্ট্রীট পর্যন্ত) অর্ধেকটা উঁচু করা হচ্ছে। ওখান দিয়ে ট্রামবাস যাবে। প্রায় দেড়তলা সমান উঁচু অংশের পাশে দুটি আঠার ফুট চওড়া রাস্তায় ধীরগতি যান ও পদযাত্রীরা চলাফেরা করবে। খরচ পড়বে প্রায় এক কোটি দশ লক্ষ টাকা। শিয়ালদহ স্টেশনের সামনেকার জ্যাম কমে যাবে।

পলতা পাম্পিং স্টেশনের জলাধারে পলি জমে এক সময় জলসরবরাহ বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। বহু ব্যয়ে সেই পলি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিদিন ৮ কোটি গ্যালনের পরিবর্তে ১৪ কোটি গ্যালন জল সরবরাহ করা হচ্ছে। ৫১টি বড় পরিধির নলকূপ খনন করায় উপকৃত হচ্ছে দশ লক্ষ মানুষ। অকল্যাণ্ড স্কোয়ার ও সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে দুটি ষাট লক্ষ গ্যালনের জলাধার নির্মাণের কাজ শেষ হবে ১৯৭৭ খৃঃ প্রথমে। ফলে মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতাবাসীরা চাহিদা অনুসারে অতিরিক্ত জল পাবেন। বাহান্নটি নলকূপ বসান হয়েছে টালিগঞ্জ-যাদবপুর ও কসবা-ঢাকুরিয়া অঞ্চলে। এর একচল্লিশটি ইতিমধ্যে চালু হয়েছে। ফলে ৮·২ লক্ষ মানুষ মাথাপিছু দৈনিক ২০ গ্যালন জল পাচ্ছেন। জল পরিশ্রুত ও উন্নত সরবরাহের জন্য গার্ডেনরিচ, হাওড়া ও বরাহনগরে কারখানা স্থাপিত হচ্ছে। এর ফলে হাওড়া ও কলকাতা বাদে অন্যান্য এলাকায় দৈনিক মাথাপিছু চল্লিশ গ্যালন জল সরবরাহ করা সম্ভব হবে। কলকাতা ও হাওড়ার ক্ষেত্রে এই পরিমাণ হল মাথাপিছু পঞ্চাশ গ্যালন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ষার সময় জল জমে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দেয় চরম দুর্গতি। জমা জল দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য যে বিরানব্বইটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তার অর্ধেকের বেশীর ভাগের কাজ শেষ। শহরের বহু স্থানে জল নিকাশী ব্যবস্থা ছিল না। সে সব জায়গায় পয়ঃপ্রণালী নির্মিত হচ্ছে। বালিগঞ্জ, পামার বাজার, তপসিয়া, মানিকতলা, ট্যাংরা, পাগলাডাঙায় পাম্পিং স্টেশনের শক্তি বাড়ান হয়েছে, পুরোন পাম্প সরিয়ে নতুন পাম্প বসিয়ে। বেলগাছিয়া ও মানিকতলায় সম্পূর্ণ নতুন পাম্পিং ব্যবস্থা হচ্ছে। বরাহনগর, কামারহাটি, টালিগঞ্জ-পঞ্চানন গ্রাম, খড়দহ, কোননগর, উত্তরপাড়া-কোৎরঙ জলনিকাশী-বেসিনের কাজ শেষ হয়েছে অংশত। এর ফলে কামারহাটি, বরাহনগর, দমদম, কাশীপুর, খড়দহ, পানিহাটি, টিটাগড়, বিটি রোডের পশ্চিমাঞ্চল, যাদবপুর, গড়িয়া অঞ্চলের মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। খড়দহ, কেওড়াপুকুর, মণিখালি ও বৈঁচিতলা জলনিকাশী বেসিনের কাজ অংশত শেষ হওয়ায় গার্ডেনরিচ, মহেশতলা, বেহালা, সোনারপুর, টালিগঞ্জ, মেটিয়াবুরুজ, ধাপা অঞ্চলের মানুষ উপকৃত হয়েছেন। দক্ষিণ কলকাতার জলনিকাশী ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে টালির নানা সংস্কারের ফলে। কাশীপুর, দমদম, পাতিপুকুর ভূগর্ভস্থ জলনিকাশী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে।

সিএমডিএ শহর এলাকার আবর্জনা অপসারণের জন্য কলকাতা পৌরসভা, হাওড়া পৌরসভা ও অন্যান্য পৌরসভাকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরবরাহ করছে। কলকাতা পৌরসভা পেয়েছে দু হাজার ঠেলাগাড়ি, পঞ্চাশটি ট্রাক, ছয়টি ট্রাকটর, দশটি বিষ্ঠা অপসারণের ট্রেলার, পঁয়ত্রিশটটি অটোমোবাইল ইঞ্জিন, দুটি বুলডোজার, দুটি পেলোডার, একটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সাংকার, দশটি রেলইঞ্জিন ও পাঁচটি বিষ্ঠা রাখার ট্যাংকার। হাওড়া পৌরসভা পেয়েছে একটি রোড রোলার, একশতটি বুলডোজার, চল্লিশটি আবর্জনা-অপসারণের লরি, চৌদ্দটি ট্রাকটর, পাঁচটি ট্রেলার, নয়টি বিষ্ঠা অপসারণের ট্রাকটর এবং চল্লিশটি ট্রাকের স্যাসি। চৌত্রিশটি পৌরসভার প্রত্যেককে দুটি করে ট্রাকটর ও ট্রেলার দেওয়া হয়েছে। নয়টি অপেক্ষাকৃত বড় পৌরসভা পেয়েছে ট্রাকটর, উনত্রিশটি পৌরসভা পেয়েছে তেষট্টিটি বিষ্ঠা অপসারণের ট্যাংকার।

হাওড়া ও অন্যান্য পৌর এলাকার প্রায় ৫৭০৫টি খাটা পায়খানা রূপান্তরিত হয়েছে আধুনিক স্যানিটারি পায়খানায়।

সি এম ডি এ কেবলমাত্র রাস্তাঘাট, ব্রিজ বা পয়ঃপ্রণালী নির্মাণই করছে না, শহরে যানবাহন চলাচল ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পোরেশন ও কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানিকে আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে। রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পোরেশন সংগ্রহ করেছে দুশত পাঁচশতটি একতলা বাস ও তিনশত বারটি দোতলা বাস, একশত উনচল্লিশটি একতলা বাসের স্যাসি, দু শত সতেরটি একতলা বাস সংস্কার ও পঁচাত্তরটি বাসকে দোতলায় রূপান্তরের প্রয়োজনীয় সামগ্রী। তাছাড়া একটি নতুন ডিপো ও একটি সাবডিপো নিমিত হয়েছে। আর কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানি করেছে ২২.১৫ কি. মি. রাস্তা পুনর্নির্মাণ, একশত ছিয়ানব্বইটি সংযোগ স্থল মেরামত, একষট্টিটি ট্রাম পুনর্নির্মাণ, তিনশত পয়ষট্টিটি ট্রামের নিম্নাংশ সংস্কার এবং পাঁচশত উনপঞ্চাশটি গাড়ির আমূল সংস্কার ও চারশত পঞ্চাশটি ট্রাকশান ক্রয়।

সিএমডিএ সংগঠনকে মজবুত ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলবার সুপারিশ করেছেন বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিরা। তাদের সুপারিশের মধ্যে আছে: (১) শোভাবাজারে গঙ্গার ওপর তৃতীয় সেতু, (২) ১৯৮৭ খৃঃ পর্যন্ত বৃহত্তর কলকাতার জলনিকাশি ও স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা সন্তোষজনক করতে হবে। (৩) প্রস্তাবিত উপনগরীগুলিতে দরিদ্র লোকদের রোজগারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। (৪) ১৯৭৯ খৃঃ মধ্যে নতুন কর্মপদ্ধতি চাই। (৫) কল্যাণী সেতু, কল্যাণী-ব্যারাকপুর সড়ক জরুরী। (৬) সিএমডিএ-র কাজ চালু রাখতে হবে।

বস্তি উন্নয়ন॥

পৌর কলকাতার অন্যতম সমস্যা বস্তি। ৪৫৫০ বিঘা জমিতে আছে বস্তি। আর বস্তিবাসীদের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। এবং বৃহত্তর কলকাতায় প্রায় তেইশ লক্ষ লোক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তিবাসী। পাঁচজনের একেকটি পরিবার ধরলে মোট ১৯০০০০ পরিবার বাস করে। প্রতি বস্তিতে পাঁচতলা বাড়ী নির্মিত হলে পাওয়া যাবে অনেক পরিমাণ ফাঁকা জমি। ৬০০ বর্গফুট পরিবার পিছু ধরলে দরকার হবে ২৪০০ বিঘা জমি। সুতরাং বাকী ২১৫০ বিঘা জমিতে পার্ক বা খেলার মাঠ বা বাজার তৈরী সম্ভব হবে।

ভারতের অন্যান্য বড় বড় শহরেও বস্তি সমস্যা উৎকট। দিল্লীর বস্তিবাসীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ছয় লক্ষ। এদের চার লক্ষ মানুষ পুনর্বাসন কলোনির সুন্দর পরিবেশে স্থান পেয়েছে। এখানে আছে পার্ক, স্কুল, খেলার মাঠ দোকানপাট সব কিছু। বাকি দুই লক্ষ বস্তিবাসীরও ভাগ্য ফিরছে খুবই তাড়াতাড়ি।

কলকাতার বস্তি উন্নয়নের জন্যও ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের কাজ সমাপ্তির পথে। এর ফলে পনের শত বস্তির চব্বিশ হাজার বস্তিবাসী উপকৃত হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের উপকৃত হবে পাঁচ লক্ষ উনিশ হাজার বস্তিবাসী। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন বস্তিতে ২৬,২৫৮টি স্যানিটারী পায়খানা, ৫২টি গভীর নলকূপ, ৩,২৬,৭৯৭ মিটার জলের পাইপ, ১,৬৬,০৯৭ মিটার পয়ঃপ্রণালী, ৩,৫৭,৬০৭ মিটার ড্রেন, ৭,৯১,৮২০ বঃ মিঃ সড়ক ও রাস্তা এবং ৪,৩৪২টি আলোর ব্যবস্থা হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে বস্তি উন্নয়নে সিএমডিএ মাথাপিছু দেড়শত টাকা হিসাবে সংস্কার কাজে ব্যয় করেছে। বার লক্ষ বস্তিবাসীর জন্য খরচ হয়েছে পনের কোটি টাকা। এখনও তের লক্ষ বস্তিবাসীর জন্য কোন কাজ করাই সম্ভব হয়নি। বস্তীবাসীদের জন্য চেতলাহাট—আলিপুর-রোড—জজেজ কোর্ট রোড—গোপালনগর রোডে নতুন ধরনের পরিকল্পনা করেছে সি এম ডি এ। লক্ষ্য ছিল বস্তিবাসীদের পাকা বাড়িতে স্থান দেওয়া। ১৯৭৩ খৃঃ কাজে হাত দেওয়া হলেও, মামলার ফলে সে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সিএমডিএ মামলায় জিতে নতুন উদ্যমে কাজ সুরু করেছে। দু শত বস্তিবাসী পাকাবাড়ীতে উঠে গেলে, তাদের ছেড়ে যাওয়া জমিতে উঠবে নতুন পাঁচতলা বাড়ী। এই ভাবে দশ হাজার বস্তিবাসীকে নতুনভাবে বাঁচবার সুযোগ করে দেওয়া সম্ভব হবে।

উপনগরী॥

কলকাতার ভীড় কমাতে কয়েকটি আধুনিক স্বয়ংসম্পূর্ণ শহরের পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত হ'ল এইসব শহরে কর্মের সুযোগ সহ আধুনিক শহরবাসের ব্যবস্থা থাকবে। সেখানে বসবাস করাকেই অনেকে সুবিধা-জনক মনে করবে। এই সবুজঘেরা শহরগুলি বৃহত্তর কলকাতার সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক হবে।

সম্প্রতি কলকাতায় এসে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা উপনগরীগুলির রাস্তার উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, রাস্তা থাকবে কর্মচঞ্চল। তাদের মতে আধুনিক শহরের রাস্তা যদি কর্মচঞ্চল হয়, সেখানে দোকান, বাজার ও পরিবহন থাকে পর্যাপ্ত, তাহলে লোকজন আকৃষ্ট হবে। অর্থনীতির বুনিয়াদ সুদৃঢ় হতে পারে। তাছাড়া এইসব উপনগরীতে ধনী দরিদ্র সব ধরণের মানুষের বসবাসের সুযোগ না থাকলে নতুন এলাকা ঠিকভাবে গড়ে উঠবে না। মিশ্র এলাকা হলেই দ্রুত জনবসতিপূর্ণ হবে। তা না হলে নতুন জনবসতির কর্মসূচি ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং কলকাতার দুর্ভোগও শেষ হবে না।

কল্যাণী ও দুর্গাপুরের পর নতুন উপনগরী গড়ে উঠছে লবণহ্রদ এলাকায়। প্রায় দেড় দশকের চেষ্টায় চৌত্রিশ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে জমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। একনম্বর সেকটরটি ৯৩৫ একর জমির ওপর গড়ে উঠেছে। জমি বিক্রির কাজ শেষ। পশ্চিমবাঙলা গৃহনির্মাণ দপ্তরের লাবনি এস্টেটে আছে ৭৯২টি ফ্ল্যাট এবং বিদ্যাসাগর নিকেতনে আছে ১৯২টি ফ্ল্যাট। ১৫০০টি বেসরকারী বাড়ী তৈরি হয়েছে। প্রায় তিনহাজার লোক বাস করছে। অনেকে জমি কিনে ফেলে রেখেছেন। এর মধ্যে আছে কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগ, ডাক ও তার বিভাগ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জমি। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ, স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, শিল্প উন্নয়ন সংস্থা, আইভিপিএল এবং আরো কয়েকটি সংস্থা জমি কিনেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই উপনগরীতে থাকবে স্টেডিয়াম, মৃগদাব, বিহঙ্গকুঞ্জ, সেণ্ট্রাল পার্ক। ৯৬ একর জমি নিয়ে গড়ে উঠবে স্টেডিয়াম।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন লবণহ্রদে বেশ কয়েকটি সরকারী দপ্তর নিয়ে যাওয়া হবে। সেণ্ট্রাল পার্কের উত্তরে থাকবে সরকারী দপ্তরগুলি। এখানে আছে পূর্ত-ভবন ও সেচদপ্তর এবং জুভেনাইল কোর্ট। কেন্দ্রীয় পার্কের দক্ষিণে মুখ্যমন্ত্রী ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের বাসভবন।

জনবসতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লবণহ্রদে যাওয়ার রাস্তা ও যানবাহন বাড়াতে হবে। সরকারী দপ্তরগুলির কাজ আরম্ভ হলেই লোকচলাচল বেড়ে যাবে। তৃতীয় সেক্টর তৈরি করবে সি আই টি। ভিআইপি রোড থেকে গড়িয়া অবধি নির্মিত হচ্ছে পূর্ব মেটরোপলিটান বাইপাস।

লহণহ্রদে ছয়টি পাম্পিং স্টেশনছাড়া প্রতিটি সেকটরে আছে একটি করে ডিপ টিউবয়েল। বাজার একটি, হাসপাতাল একটি, প্রাথমিক স্কুল একটি, কিন্তু হাইস্কুল একটিও নেই। তিনটি মাত্র বাস সার্ভিস চালু হয়েছে। অধিকাংশ রাস্তার ম্যানহোলের মুখগুলি চুরি হয়ে গেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় সেকটরে বেশকয়েকটি রাস্তার ওপরে ঘাস গজিয়েছে। জনবসতি ও শিল্পাঞ্চলকে বিভক্ত করে চলে গেছে পয়ঃপ্রণালী।

যাই হোক, বর্তমান সরকারী উদ্যোগে লবনহ্রদ কলকাতার সমস্যাকে যাতে অনেকখানি লাঘব করতে পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এই নতুন কলকাতার আকর্ষণ যে বাড়বে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অফিস চালু হলে, কর্মীদের শিয়ালদহ স্টেশনের পরিবর্তে ব্যবহার করতে হবে উল্টাডাঙ্গা স্টেশনে। শহরের চৌরঙ্গী ও বিনয় বাদল দীনেশ বাগ অভিমুখী যানবাহনের অনেকগুলি তখন ছুটবে লবনহ্রদের দিকে।

এমটিপি॥

রেলমন্ত্রকের অধীনে ১৯৬৯ খৃঃ গঠিত হয় মেটরোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেকট (রেলওয়েজ)—এমটিপি। বিবিধ পরিকল্পনা রচনার পর ১৯৭১ খৃঃ অকটোবর মাসে এমটিপি দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত দ্রুতপরিবহনের জন্য পাতাল রেল রূপায়ণের কাজে হাত দেয়। ১৬·৪৩ কি. মি. দীর্ঘ এই রেলপথে থাকবে আপডাউন দুটি লাইন। মাটির ওপর নীচে মিলিয়ে এই রেলপথে থাকবে সতেরটি স্টেশন। প্রতি স্টেশনে দুমিনিট দাঁড়াবে। খরচ হবে আনুমানিক ২৫০ কোটি টাকা। দমদম থেকে টালিগঞ্জ যেতে সময় লাগবে ত্রিশ-মিনিট। দমদম থেকে এসপ্লানেড সতের মিনিটে পৌছান যাবে এবং টালিগঞ্জ থেকে এসপ্লানেডে আসতে সময় লাগবে তের মিনিট। ভোর পাঁচটা থেকে রাত্রি বারটা পর্যন্ত ট্রেন চলবে। একটি শ্রেণীর এই ট্রেনের আটটি বগিতে ৩২০ জন যাত্রী চলাফেরা করতে পারবে। শেষ পর্যন্ত এই ট্রেনের বহন ক্ষমতা হবে দৈনিক ১৭ লক্ষ ৩০ হাজার যাত্রী। ট্রেন চলবে বিদ্যুতে। বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন। বিদ্যুৎশক্তির অভাবে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হবে না—সেরকমই ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

দমদম থেকে বেলগাছিয়া পর্যন্ত কাজ এগিয়েছে অনেকটা। দমদমে প্রায় ১·৪ কি. মি.এ লিভেটেড স্ট্রাকচার নির্মিত হয়েছে। তারপর থেকে পথ ধীরে ধীরে নেমে যাবে ভূগর্ভে। বেলগাছিয়া থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত হবে টানেল। তারপর থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত হবে ভূগর্ভে। ময়দানে কাজও এগিয়ে চলেছে। সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ চলেছে জেনারেল ট্যাঙ্কের মধ্য দিয়ে।

অতিরিক্ত যাত্রী ভিড় সামলাতে দক্ষিণ পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ মার্টিনের পুরোণ হাওড়া ময়দান স্টেশনের জায়গায় একটি স্টেশন তৈরি করবেন। এখানে দুটি প্লাটফরমে যাতায়াত করবে শহতলীর ট্রেনে। বর্তমান হাওড়া স্টেশনে যথারীতি ট্রেন চলাচল করবে। হাওড়ার চার্চ রোড ও নতুন বাকল্যাণ্ড ব্রিজের সংযোগ স্থলের কাছাকাছি এই প্রস্তাবিত নতুন স্টেশনে নেমে যাত্রীরা আসবে হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন বাস স্ট্যাণ্ডে। তাছাড়াও নতুন বাস-স্ট্যাণ্ড তৈরি হবে হাওড়া পৌরসভার কাছে। দক্ষিণ পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষের এই পরিকল্পনা নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছে সিএমডিএ। রেল কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা করছে সরকারী অনুমোদনের।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্দর ॥

ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধার কথা বিবেচনা করেই জব চার্ণক তিনটি অখ্যাত ভূভাগকে বেছে নিয়েছিলেন এক মহান জনপদের ভিত্তিভূমি হিসাবে। কালক্রমে এই জনপদ বিপুল সমৃদ্ধশালী হয়ে একশত ত্রিশ বছর ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল। কলকাতা বন্দরের বিশাল সমৃদ্ধির ভূমিতে ছিল শহরের একশত মাইলের মধ্যে একটি অঙ্গার বলয় আবিষ্কার, পাট চাষের পক্ষে অতি অনুকূল বাঙলার জমি, নদীপথে হাল্কা জাহাজ ও মালবাহী বোটের যাতায়াত এবং আসামের চা শিল্পের বিকাশ প্রভৃতি। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত কলকাতার নদীবন্দর সমস্ত সমুদ্রগামী পোতকে সময়জনিত সর্ববিধ নিরাপত্তা প্রদান করত এবং আমদানীকরা পণ্য শহরের কেন্দ্রস্থলে স্ট্রাণ্ড রোডে খালাস করা সম্ভব ছিল।

গঙ্গা এখন আর কলকাতার প্রান্তসীমা ধরে প্রবাহিত নয়। উনিশ শতকের সূচনায় নানাবিধ কারণে গঙ্গার স্রোত ভাগীরথী দিয়ে প্রবাহিত না হয়ে উপনদী পদ্মা দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। দেড়শত বছরেরও বেশী সময় ধরে প্রধান স্রোত ধারা সরে যাচ্ছে পদ্মার দিকে। এখন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, ভাগীরথী হুগলী উপনদী গঙ্গার প্রধান প্রবাহ থেকে বছরে মাত্র তিন মাসের জন্য নতুন জল পেয়ে থাকে। প্রকৃত পক্ষে পাটনা, গৌড়, সপ্তগ্রাম এবং হুগলী প্রভৃতি বন্দর নগর যেভাবে বন্দর হিসাবে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, কলকাতারও সেই অশুভ সম্ভাবনা।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রধান স্রোতধারার পরিবর্তন জনিত অসুবিধার কথা উপলব্ধি করে ডায়মণ্ডহারবারের উন্নতির প্রচেষ্টা চালায়। এখানে নদী প্রশস্ত হলেও অগভীর। তাছাড়া কোম্পানি সাগরে আরোর কাছে পোর্ট ক্যানিং-এর উন্নয়নে বিপুল অর্থে ব্যয় করলেও, দেখা গেল এটিও সম্পূর্ণভাবে পলিজমা বিপদের শিকার। উনিশ শতকের মাঝামাঝি স্যর আর্থার কটন গঙ্গার স্রোতধারাকে তীব্র শক্তিতে পুনঃ পরিবর্তিত পথে প্রবাহিত করার যে পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেন, তা থেকেই ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের জন্ম। গঙ্গা থেকে পদ্মাতে জলপ্রবাহ নিরুদ্ধ করে সুয়েজ খাল থেকেও দীর্ঘ একটি ফিডার ক্যানেল যোগে জল স্রোতকে আবার ভাগীরথী-হুগলীতে প্রবিষ্ট করে কলকাতা বন্দরকে সঞ্জীবিত রাখাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল।

কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই কলকাতা এবং সমুদ্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হলদিয়াতে এক নতুন পদ্ধতিতে ডক গড়ে তুলছেন। সেখানে বর্তমানে এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম একটি লক গেটের সাহায্যে ৬০,০০০ থেকে ৮০,০০০ টনের জাহাজগুলি ভিড়বার সুযোগ-সুবিধা থাকবে। এর মধ্যেই কার্যরত হলদিয়ার তেলের জেটিটিতে কার্যত ১০০০,০০০ টনের জাহাজের উপযোগী ড্রাফট থাকবে। একটি ওর বার্থ নির্মিত হচ্ছে যেটি টিপলার ও উচ্চ ক্ষমতা বিশিষ্ট বিনসহ ৮০,০০০ ডিভব্ল্যুটি পর্যন্ত স্থান ব্যবস্থা করতে পারবে। ঘণ্টায় মোটামুটি ৩০০০ টনের হারকৃত ক্ষমতা সমেত ওর বার্থের শ্রেণীতে টিপ্‌লার, শিপ লোডার ইত্যাদি সহ সজ্জিত ৬০,০০০ টন ডিডবল্যুটি বহনকারী জাহাজের স্থান করার ব্যবস্থাসহ একটি কোল-বার্থ নির্মিত হচ্ছে। গ্র্যাব্ কেন, কনভেয়র বেল্ট ইত্যাদি সহ সজ্জিত ৫০,০০০ টন ডিডবল্যুটি পর্যন্ত জাহাজ নোঙর করার ব্যবস্থা সমেত একটি ফার্টিলাইজার বার্থ নির্মিত হয়েছে। ১৮ একরের পটভূমি এলাকা সমেত প্রত্যেকটিতে ৭২০ ফুট দীর্ঘ ও ১২০ ফুট প্রস্থ একটি জেটি সমেত ২টি সাধারণ পণ্যের নোঙরস্থানও নির্মিত হচ্ছে। সর্বাধুনিক পণ্য চালনা যন্ত্রের আকারে যথেষ্ট ক্রেন সুবিধা ও সরাসরি রেল রাস্তার সুবিধা করা হচ্ছে। ৩০ টন ক্রেনসহ ১,৮০,০০০ বর্গফুট ট্র্যানজিটশেড, গ্র্যাব ব্রিজ ক্রেন সমেত সজ্জিত ফিংগার জেটি থাকবে এখানে। বারাউনি পর্যন্ত বিস্তৃত সরাসরি পাইপ লাইন এই নোঙর স্থানে আছে। জাপান ব্যতীত পূর্বাঞ্চলে এই বন্দরই হবে আধুনিকতম যন্ত্রায়িত বন্দর।

হলদিয়ায় গড়ে উঠছে বন্দর নগরী। তৈল শোধনাগার ও সার কারখানা এই শিল্প নগরীকে করে তুলেছে কর্মঞ্চল। একটি পেট্রোলিয়াম কারখানা, একটি রাসায়নিক কারখানা ও একটি গুড়ো সাবান কারখানা স্থাপিত হয়েছে। কর্মীদের বাসস্থানের জন্য গড়ে উঠছে দুটি উপনগরী। যাতায়াত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যবস্থাও অনেক সহজ সাধ্য হয়ে উঠছে ক্রমশ। ফলে এই শিল্প নগরীতে ছুটেছে মানুষ কর্মের সন্ধানে।

সুতরাং হলদিয়া গড়ে উঠলে কেবল কলকাতা বন্দর নয়, কলকাতা শহরেরও মঙ্গল হবে। বিভিন্ন উপনগরী গড়ে উঠছে কলকাতাকে বাঁচাতে। এর অন্যতম হলদিয়া। এই সঙ্গে চলেছে কলকাতার আধুনিকীকরণ। কলকাতাকে আধুনিক জনজীবনের উপযোগী করে তুলতে না পারলে, বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। সেই বিপর্যয় রোধেই সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন, এগিয়ে এসেছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক। সব সময়েই সি এম ডি এ-র নিন্দা করা হয়ে থাকে, কিন্তু সি এম ডি এ কি করছে এবং কিং করবে, তা নিশ্চয় বর্তমান আলোচনায় সুস্পষ্ট।

আজ আর কাউকে বলতে হয় না কলকাতার ওপর দিয়ে বেশ একটি রূপান্তরের ঝড় চলছে। আর শহর উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে সমগ্র পশ্চিম বাঙলারই রূপান্তর ঘটাবার প্রয়াস। কলকাতা বেঁচে থাকলে, বেঁচে থাকবে পশ্চিমবাঙলা। আর গোটা বাঙলাই হল কলকাতার প্রাণ-শক্তি। কলকাতার উন্নতি যত ঘটবে, এই শহরে কিন্তু আরও লোকের ভীড় বাড়বে। পশ্চিমবাঙলার বিভিন্ন শহরের আধুনিকীকরণ ঘটিয়ে সব রকম সুযোগ সুবিধা বাড়ালে, কর্মের পথ ও বিনোদনের সুব্যবস্থা ঘটালে তবেই সে সব শহরগুলিও মানুষকে আকৃষ্ট করবে। সবাই ছুটবে না শহর কলকাতায়। কলকাতায় প্রতিদিন চাকরি বা ব্যবসাসূত্রে যান অনেকেই। কলকাতার বাইরেই তাদের ঘরবাড়ী। সেখানেই তারা ফিরে যান। কিন্তু কলকাতা থেকে মফস্বলে যারা চাকরি করতে যান, তারা কিন্তু কলকাতাতেই থাকেন। এর অন্যতম কারণ, মফস্বলে থাকবার অসুবিধা, বেড়াবার বা দেখবার কিছু নেই—অর্থাৎ শহরবাসীর মনের মত নয়। কলকাতার সমস্যা সমাধানের সময় একথাটিও মনে রাখা দরকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতির মুখোমুখি

কেবল মাটি জল হাওয়া নিয়েই প্রকৃতি নয়। পশুপাখি, জীবজন্তু, সরীসৃপ, গাছপালা সমৃদ্ধ ও রমনীয় করেছে প্রকৃতিকে। ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির সাজ বদলায়। প্রকৃতির আদি সন্তানেরাও সেই ভাবেই গড়ে তুলেছে তাদের জীবন। বাঙলার প্রকৃতির সৌন্দর্য অপরিসীম—সম্পদও অতুলনীয়। প্রকৃতির সৌন্দর্য কেবল দিনরাতের আলো হাওয়ার খেলা নয়, তার নিভৃত লোকের বাসিন্দাদের জীবনও রোমাঞ্চকর। আমাদের ঘরের আশে পাশেও প্রকৃতির দানকে আমরা উপেক্ষা করে চলেছি প্রতিনিয়ত। যুগযুগান্তর পেরিয়ে আসা পৃথিবীর আদিতম বাসিন্দাদের দিকে চোখ তুলে তাকালে কেবল মুগ্ধ নয়, অপার বিস্ময়ে হতবাকই হতে হয়। তাদের কথাই বলা হল সংক্ষেপে।

সাধারণ পাখি॥

মাছরাঙা ঃ বাঙলায় নদনদী, খাল বিলের অভাব নেই। আর এসব জায়গায় আছে কয়েক রকমের মাছ-রাঙা। মাথায় নীল কালোর সমাবেশ। দেহের ওপরটা বেশ ঘন নীল। নীচের দিকে ময়লা লাল রঙ, অনেকটা তামাটে। গলার দিকে কিছুটা শাদা, পা দুটি লাল, ঠোঁট কালো, লেজ ছোট, ঠোঁট দেহের অনুপাতে লম্বা, ডানা ও চোখ দুটি বেশ ছোট। এ হল সাধারণভাবে মাছ রাঙার চেহারা। গলার স্বর কর্কশ। সঙ্গীতপ্রিয় নয়। সাদা ও কালো ডোরা কাটা এক ধরনের শালিকের মত দেখতে মাছ রাঙা আছে। গলা ও বুকে সাদার ভাগ বেশী, ডানা কিছুটা সাদা লাল ও কালো রঙের, ঠোঁট গাড় লাল ও পা দুটি লাল, দেহের ওপর ভাগ নীল, মাথা ঘাড় ও বুক বাদে লালচে বাদামী রঙের আর এক ধরনের মাছ রাঙা আছে।

হলদে পাখি ঃ সুদৃশ্য এই পাখিটি ঘন গাছে লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকে। কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট। ফল খায়। এদের বাসা টুনটুনি ও বাবুই পাখির মত। হলদে পাখি দু রকমের। কারো গায়ে কালো রঙ বেশী, কারো হলুদ রঙ।

ছাতারে ঃ নিরীহ ধরণের পাখি। দলবদ্ধভাবে বাস করে। খুবই দুর্বল ধরনের। শরীরের গঠন ঢ্যাপসা। লম্বায় প্রায় দশ ইঞ্চি। গায়ের রঙ ময়লাটে। লেজ বেশ লম্বা ও চওড়া। মেঠো ছাতারে, লালপেট ছাতারে, লাল ঝুঁটি ছাতারে, মোটাচক্ষু ছাতারে, ছিট ছাতারে, ক্ষীণচক্ষু ছাতারে এই রকম কয়েক ধরণেরও ছাতারে দেখা যায়।

নীলকণ্ঠ ঃ ফিকে নীল ও গাড় উজ্জ্বল নীল রঙের সঙ্গে থাকে গোলাপী আভাযুক্ত বাদামী রঙ, চোখের পাশ ও ঘাড়ে নীলাভা থাকে। পালকগুলি সুন্দর। নানাধরণের পোকামাকড় ধরে খায়। কখনও কখনও এরা গিরগিটি ইঁদুর, ব্যাঙও ধরে খায়।

হাঁড়িচাচা ঃ এই বৃক্ষবাসী পাখিটি পল্লী বাঙলায় সুপরিচিত। দেহের আকার শালিকের মত হলেও, লেজ ভীষণ লম্বা। শরীর বাদামী হলেও মাথা, ঘাড় ও বুক কালো। লেজের রঙ সাদা হলেও কালচে, লেজের মাথার রঙ কালো। ডানার রঙ ময়লা। পোকামাকড় খায়। লেজ সমেত দেহ ষোল আঠার ইঞ্চির মত। লেজটাই প্রায় দশ ইঞ্চি। এরা পোকামাকড় ও নানাবিধ ছোট প্রাণী ধরে খায়।

ফিঙ্গে ঃ গায়ের রঙ ঘোর কালো। স্নান করতে ভালবাসে। প্রায় তের ইঞ্চি লম্বা এই পাখির ছয় ইঞ্চি হল লেজ। কয়েক জাতের ফিঙে দেখা যায়ঃ ধোলি ফিঙে, নীল ফিঙে, কাকচক্ষু ফিঙে, কেশরাজ।

বাঁশপাতি ঃ গ্রামের পাখি। বাঁশের পাতার মত সবুজ গায়ের রঙ, পিঠ, মাথা ও ডানায় লালচে পীত আভা, গলার দিক নীল, ঠোঁট কালো। গলা ও বুকের মিলিত স্থানে থাকে একটি কালো রেখা। চোখের রঙ লাল। লেজের মাথা দ্বিধা বিভক্ত। দেখতে বেশ সুন্দর।

হুপো ঃ হলদে পাখির মতন দেহের গঠন। মাথা, গলা, ঘাড়, বুক ও নিচের দিক হালকা বাদামী, পিঠের ওপর ও ডানায় চওড়া সাদা কালো দাগ। মাথার শোভা রমণীয়।

কাঠ ঠোকরা ঃ বন বা ছায়া ঘন জঙ্গলে বাস করে। লম্বা জিহ্বা আঠা যুক্ত এবং মাথাটি করাতের মত। গাছের পোকা ঠুকরে খায়। মাথা ও ঝুঁটি লাল, পিঠের সামনে উজ্জ্বল পীত বর্ণ, লেজ কালো, ডানার পালক সাদা ও পীত; সাদা ফুটকি থাকে। ঘাড়ের রঙ সাদা হলেও কালো রেখা দেখা যায়। গ্রীবা বেশ দীর্ঘ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসন্ত বাউরী ঃ ছোট ও বড় দুরকমের হয়ে থাকে এই পাখি। ছোট পাখির গায়ের সবুজ রঙের সঙ্গে মিশে আছে, উজ্জ্বল লাল ও হলদে রঙ। কালো নীল রঙ আছে কোন কোন জায়গায়। ঠোঁট কালো, পা লাল। লেজ ভীষণ ছোট। বড় পাখির এত রঙ নেই। দেহটা সবুজ, মাথা পীতাভ বাদামী এবং চোখের ধারে কমলালেবু রঙ। বট পাকুড়ের ফল খায়।

খঞ্জন ঃ কীটভুক এই পাখি সাধারণত থাকে জলের ধারে। কয়েকটি শ্রেণী আবার থাকে লোকালয়ের কাছেই। দেহে সাদা ও কালোরঙ বেশী। কোন কোন পাখির গায়ে সামান্য হলদে ছোপ দেখা যায়। ডানার পাখা ছাই ধূসর। এদেশে চার পাঁচ রকমের খঞ্জন আছে।

নীলপরী ঃ প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা এই পাখির গায়ের বেশীর ভাগ রঙ নীল। তার ওপর হালকা লালচে বেগুনী। তাছাড়া আছে গাঢ়ো কালো রঙ। স্ত্রী পাখির গায়ে আছে নীলের পরিবর্তে ময়ূরকণ্ঠি রঙ। এরা খায় বট পাকুড় ও নানাজাতের বুনো ফল ও ফুলের মধু।

টুনটুনি ঃ চড়াই থেকেও ছোট, প্রায় পাঁচ ইঞ্চি লম্বা। কপাল ও মাথার ওপরটা লাল। মাথার বাকি অংশ ধূসর-পাটকিলে। দেহের বাকি অংশে আছে হলদেটে সবুজ, পাটকিলে, সাদা, কালো, লালচে, লালচে-হলুদ, ফিকে গোলাপী রঙ।

ময়না ঃ প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা এই পাখির সমস্ত পালক কালো হলেও তার ওপর থাকে সবুজ ও বেগুনি আভা। পায়ের রঙ কমলা-হলুদ। ডানার ভিতরের কয়েকটি পালকের রঙ সাদা।

দোয়েল ঃ বাঙলার প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। দেহের বেশীর ভাগ কালো, বুকের নীচের দিক শাদা। ডানাও কিছুটা শাদা। প্রায় আট ইঞ্চির মত লম্বা হয়ে থাকে। কীটপতঙ্গই প্রধান ভোজ্য।

শামা ঃ কীটভুক এই পাখি সুকণ্ঠের অধিকারী। অনেকটা দোয়েলের মত দেখতে। ডানার পালকগুলি গাঢ় বাদামী, লেজ দেহের তুলনায় লম্বা। লোকালয়ের কাছে বাস করে না। অরণ্যাঞ্চলে দেখা যায়।

বুলবুল ঃ শহরে, গ্রামে সর্বত্র দেখা যায়। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে বেশি দেখা যায়। বাঙলায় সাধারণত বুলবুল দেখা যায় দু ধরণের ঃ সিপাহী বুলবুল বা কানাড়া বুলবুল এবং কালো বুলবুল। কিন্তু সব মিলিয়ে তিপ্পান্ন রকমের বুলবুল আছে ভারতে। কালো বুলবুল কালচে বাদামীও সাদা মেশানো। বেশরাগী পাখি। সিপাহী বুলবুলের গড়ন হালকা। কালো বুলবুলের গড়ন ভারী। বিভিন্ন কীট ও ফল খায়। শ্বেতভ্রূ বুলবুল, কুন্দগাল বুলবুল, ডোরাকাটা সবুজ বুলবুল, লাল পেট বুলবুল ও পাহাড়ী বুলবুল এই কয়েক ধরণের বুলবুল আছে।

কাক ঃ এই সন্তান বৎসল পাখিটি আমাদের খুবই অপ্রিয়। এদের সামাজিক বোধ খুবই প্রখর। পরস্পর সহানুভূতিশীল। প্রায় ষোল ইঞ্চি লম্বা পাতিকাককেই সাধারণত আমরা দেখে থাকি বেশী। একবারে চার পাঁচটি ডিম পাড়ে। দাঁড়কাক সাধারণত ষোল ইঞ্চির বেশী লম্বা হয়ে থাকে। এদের দেখা যায় কম। জঙ্গলই এদের বেশী পছন্দ। আরো কয়েক রকমের কাক আছে।

কোকিল ঃ পুরুষ কোকিলের রঙ নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ, চোখ লাল, ঠোঁট পুরো ও শক্ত। স্ত্রী কোকিল ধূসর।

শালিক ঃ এই পাখি বেশ দ্রুত চলাফেরা করে এবং আমাদের বেশ পরিচিত। নিজেদের মধ্যে বেশ লড়াই চালায় ; কিন্তু সংঘবদ্ধ ভাবে চলাফেরা করে। এরা বাস করে মানুষের বসতির কাছাকাছি। গৃহ শালিক, গো শালিক ও গাঙ শালিক আমাদের পরিচিত। এদের রঙের মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকলেও তিনটি পাখিরই ডিম নীল রঙের। গাং শালিক, ঝুঁট শালিক, গো-শালিক, তেলে শালিক, বামুন শালিক এই কয়েক রকমের শালিকও দেখা যায়।

শাদা কালোর অপরূপ সম্মিলনে **শাহী বুলবুলের** মাথায় থাকে ঝুঁটি। দোয়েলের মত দেখতে হলেও লেজটি বেশ লম্বা। **কানাকুয়া** মাটির ওপর ঘোরে ; কাকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাতি। কীট খায়। দাম্পত্যপ্রেম গভীর। জোড়ায় জোড়ায় ঘোরে। এদের মাংস বাত রোগের পক্ষে উপকারী বাজের মত দেখতে **পাপিয়ার** রঙ ধূসর, চোখ সাদা, গলা ও ঠোঁটের দুপাশে সাদা, ঘাড় ও বুকের কাছে লালযুক্ত ছাই রঙ, বুক ও পেটের কাছে সাদা দাগ, লেজের কাছে সাদা দাগ আছে। **বউ কথা কও** পাপিয়ার মতই ; কিন্তু ছাই রঙের ভাগ বেশী। **রামগাঙ্গরা** পাখি পোকামাকড় কীটপতঙ্গ ধরে খায়। ঘন জঙ্গলে বাস করে। লম্বায় পাঁচ ইঞ্চি। কালো, সাদা, ধূসর, বাদামী রঙ মিলিয়ে পাখিটার গড়ন বেশ সুন্দর। **চোরপাখির** কয়েকটি উপজাতির মধ্যে যেটি আমাদের দেশে দেখা যায় তার দৈর্ঘ্য মাত্র পাঁচ ইঞ্চি। রঙ সীসে-নীল; বাদামী, কালো, সাদা, ছাই-নীল মেশানো। এরা মাকড়সা ও নানা ধরনের কীট ধরে খায়।

আরও কয়েক রকমের বাঙলার পাখির মধ্যে আছে : চড়াই, বাবুই, মুনিয়া, শ্যামসুন্দর, নাকুটি, সহেলী, আলতা-পরী, কাবাসী, হুককা, হরবোলা, ফটিকজল, গুলাবচসম, নীলটুনি, চুটকি, ফুটকি, নীলগ্রীব, চাক-দোয়েল, পুলক পাখি, নীল-কটকটিয়া, গরানপাখি, টিকরা, কালিশামা, দামা, ফিদ্দা, ফ্রির-তরা, আগ্‌গিন, গুপীগলা, ভরতপাখি, ধুলাচাটা, ধানি ভরুই, তুলিকা, চণ্ডুল, দুর্গা-টুনটুনি, বগেরী, মৌটুসী, চশমাপাখি, পরাগ পাখি, সূর্যপাখি, মাকড়খেকো, দেশী-পাওয়ে, আবাবীল, পাথুরে-চটী, কাজলপাখি, পচানাক, কশাইপাখি, মেটে-লাটোরা, ভীমরাজ, বেনেবৌ, তালচটক, বর্ণালি, বাঁশপাতি, মোহনচূড়া, চাতক প্রভৃতি।

শিকার-পাখি ॥

বাঙলা দেশে আহার যোগ্য পাখির সংখ্যা কম নয়। বন মুরগি, তিতির, বহির, কালিজ, ময়ূর, চমোব, ঘুঘু, পায়রা, হাঁস, ডাহুক জল মুরগি, জল ময়ূর ধনেশ প্রভৃতি পাখি ছাড়াও আরও অনেক রকম পাখিই শিকার করা হয়ে থাকে।

খাল বিল নদী নালা ডোবায় এক ধরণের ছোট ডুবুরি পাখি দেখা যায়, যাদের পিঠের রঙ গাঢ় পিঙ্গল এবং পেটের দিক সাদা। কখনও কখনও পাখায় হালকা পিঙ্গল ও সাদা রঙের মিশ্রণ চোখে পড়ে। এদের দৈর্ঘ্য প্রায় নয় ইঞ্চি।

পানকৌড়ি : দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলের নদী ও বিলে ঝাঁকে ঝাঁকে এক ধরণের পানকৌড়ি দেখা যায় যাদের দৈর্ঘ্য প্রায় তেত্রিশ ইঞ্চি ; ঠোঁট চ্যাপটা ও আড়াই ইঞ্চি লম্বা। ডানা প্রায় বার ইঞ্চি। দেহের বেশির ভাগ অংশ কালো। কান ও ঠোঁটের মাঝামাঝি জায়গা, গলা ও মুখের সামনেটা শাদা ; পিঠ ও কিছু পালক কাংস্যবর্ণ, প্রতিটি পালকের শেষাংশ কালো। এরা সাধারণতঃ মাছ খায়। দলবেঁধে উড়ে যায় কখনও কখনও। অনেকক্ষণ জলের নীচে ডুবে থাকতে পারে। আর এক ধরণের পানকৌড়ি খাল-বিল ও ছোট জলা জায়গা ও পুকুরে দেখা যায়। এদের দৈর্ঘ্য প্রায় সাতাশ ইঞ্চি। এদের গায়ের রঙ কালো হলেও, তারও পর গাঢ় নীল বা হরিতাভ নীল আভা থাকে।

গয়ার : সুন্দরবনের কম লবণাক্ত জলপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের এই পাখির দৈর্ঘ্য প্রায় বত্রিশ ইঞ্চি। ঠোঁটটি সরু, তিন ইঞ্চি লম্বা, মাথা ছোট, লম্বা গলা, সরু ডানা। মাথাও ঘাড়ের পিছন দিকের রঙ তামাটে, পিঠের ওপর দিক কালচে তামাটে, নাভির নীচের দিক লেজ ও ডানার বাইরের পালক-গুলি কালো ; পেটের নীচের রঙ কালো ; তাছাড়া আছে শাদা, কালো ও ধূসর রঙের মিশ্রণ। সমগ্র দেহটি জলের নীচে দিয়ে মাথা জলের ওপর রেখে ভেসে যায়। ডুব সাতারে অভ্যস্ত। ঠোঁট দিয়ে মাছ ধরে খায়।

গগনবেড় : শীতের সময় সুন্দরবনে দেখা যায়। ঠোঁট তের ইঞ্চি ; লেজ সাত ইঞ্চি, ডানা বাইশ ইঞ্চি, জঙ্ঘা সাড়ে তিন ইঞ্চি—বেশ বড় আকারের পাখি। এরা সুন্দরবনের স্থায়ী পাখি নয়।

হাঁস : মরাল, রাজহাস, শরাল, চকাচকী, সাচকা, মার্বল টীল, বড় দিঘর, পাতারি, নীলশির, ফোঁটাকাটা চঞ্চুবিশিষ্ট হাঁস, পীইং হাঁস, লাল শির, গিরিয়া পান্তামুখী, রাঙামুড়ি, ভুতি, বামুনিয়া, স্কপ, বালি হাঁস, নাকটা, বনহংস, গুস্তাগুার নানাজাতের হাঁস দেখা যায়। এদের মধ্যে স্থায়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসিন্দা হল শরাল, ফোঁটাকাটা চঞ্চুবিশিষ্ট হাঁস, লালশির, বালি হাঁস, নাকুটা, বনহংস, স্মিউ, গুস্তাণ্ডার। অন্যগুলি যাযাবর। বিভিন্ন ঋতুতে আসে এদেশে।

হরিয়াল ঃ গায়ের রঙ সাধারণত উজ্জ্বল সবুজ অথবা হলদেটে সবুজ। ডানায় থাকে হলুদ দাগ। ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলে যে পাহাড়ী হরিয়াল দেখা যায়, সেগুলি প্রায় ষোল ইঞ্চি লম্বা। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায় প্রায় তের ইঞ্চি লম্বা কোকলা হরিয়াল। এই দুটি পাখিই ঘন বন পছন্দ করে। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে এক বিশেষ জাতের হরিয়াল আছে। গ্রামাঞ্চলে যেসব হরিয়াল দেখা যায় সেগুলি সাধারণত নানাজাতের ফল খায়। এদের কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট। এদের মধ্যেও দুটি ভাগ আছে রঙের দিক থেকে। এসব ছাড়াও পশ্চিম বাঙলায় আরও কয়েক জাতের হরিয়াল রয়েছে।

স্টর্ক ঃ সোনাজংঘা, শামুক-খোল, মানিকজোড়, শ্বেত স্টর্ক, কৃষ্ণ স্টর্ক, কৃষ্ণ কণ্ঠ স্টর্ক দেখা যায়। আকার ও রঙের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। সোনাজংঘার ঠোঁট প্রায় দশ ইঞ্চি, দেহের বেশীর ভাগ সাদা; শামুক খোলের ঠোঁট ছয় ইঞ্চির মত—এদের বেশীর ভাগ দল বেঁধে বাস করে সুন্দরবনে; মানিকজোড়ের গায়ে কালো রঙের ভাগ বেশী। শ্বেত স্টর্ক সুন্দর বন অঞ্চলে দেখা যায় শীতের সময়।

কাঁক ঃ তরাই বা ডুয়ার্সের জঙ্গলে প্রায় ছেচল্লিশ ইঞ্চি দীর্ঘ এক ধরনের ধূসর রঙের কাঁক দেখা যায়। এদের গায়ে সামান্য সাদা রঙও থাকে। সুন্দরবনে মাঝে মাঝে পাঁচ ফুট দীর্ঘ সাধারণত ধূসর রঙের যেসব কাক দেখা যায় সেগুলির বাসস্থান আফ্রিকা। এদের মাথা ও শিখা হল বাদামী, পালক সাদা ও কালো। তাছাড়া আছে উনচল্লিশ ইঞ্চি দীর্ঘ সাদা কাঁক। মাথা, বুক ও পেটে সাদা রঙ থাকলেও, সাধারণভাবে এগুলি ধূসর রঙের। লাল কাঁক সাড়ে তিন ফুট দীর্ঘ হয়ে থাকে। শরবনের মধ্যে এরা বাস করে।

বক ঃ ছোট বড় জলাসয়ের ধারে দেখা যায় নানা ধরনের বক। খুবই বিরল জাতের কানা বকের ঠোঁট প্রায় আড়াই ইঞ্চি লম্বা। মাথায় থাকে কালো রঙের সঙ্গে সবুজ; পিঠ সবুজ, বুক ও পেট ধূসর; চিবুক, ঘাড় ও গলার রঙ সাদা। এরা মাছ, ব্যাঙ, কাঁকড়া ও শামুক খেয়ে থাকে। সাড়ে আঠার ইঞ্চি লম্বা কোচবকের সঙ্গে পরিচিত সকলেই। যখন চুপ চুপ বসে থাকে শিকারের অপেক্ষায় তখন এদের দেহের সাদা অংশ বিশেষ চোখে পড়ে না। গোবকের গায়ের রঙ হয় সাধারণত সাদা। ঠোঁট অন্য বকের তুলনায় আকারে ছোট। মাছ, শামুক, ব্যাঙ খাদ্য হলেও, এরা কীটপতঙ্গের প্রতি বেশী আসক্ত। এরা গোমহিষাদির পিঠের ওপর বসে থাকে অনেক সময় এবং তাদের গায়ের পোকা ধরে খায়। সুন্দরবনে এক ধরনের নিশাচর বক আছে। এরা সূর্যাস্তের পর বাসস্থান ত্যাগ করে আহার অন্বেষণে বেরোয়। এসব ছাড়াও পীত বক, খুন্তে বক, লাল বক ও কালো বক অনেক স্থানেই দেখা যায়।

ধুমকল ঃ সাধারণত পাহাড়াঞ্চলের বাসিন্দা। এদের কপাল, মাথা ও ঘাড় ধূসর, পিঠের রঙ উজ্জ্বল সবুজ। তার ওপর থাকে তামাটে রঙের ভাব, পেট ধূসর, কপালও চিবুক সাদা।

পারাবত ঃ আমাদের পরিচিত পারাবত ছাড়াও, পশ্চিমবাঙলায় যে আরো কয়েক রকমের পারাবত আছে, তা অনেকেরই অজানা। হিমালয়ের তুষারাঞ্চলের কাছেই প্রায় চোদ্দ ইঞ্চির লম্বা এক ধরনের ধূসর, সাদা ও তামাটে রঙের পারাবত আছে। এদের কখনও কখনও দার্জিলিং-এ দেখা যায়। উত্তর বাঙলার সমতল এলাকায় ধূসর ও কালো রঙের একজাতের পারাবত আছে। এখানকার পার্বত্য-অঞ্চলে প্রায় চৌদ্দ ইঞ্চি লম্বা আর একজাতের পারাবতের মাথা, গলা, ঘাড় ও বুকের রঙ ধূসর; লেজ তামাটে, বুকের নীচের অংশে গাড় লালচে রঙের আভাস থাকে। এরা বাসা করে গভীর অরণ্যে। দার্জিলিং ও পূর্ব বাঙলায় দুধরনের বন্য পারাবত দেখা যায়।

ঘুঘু ঃ আমাদের পরিচিত ঘুঘু পাখি হল পদ্মঘুঘু, পাঁক ঘুঘু, গোলাপীঘুঘু, ছিটাঘুঘু। এদের রঙের বিভিন্নতা সুপরিচিত। এসব ছাড়াও উত্তর বাঙলার পার্বত্য অঞ্চলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রায় ষোল ইঞ্চি লম্বা একধরনের ঘুঘু আছে। এদের গায়ে আছে হলুদ, সবুজ, তামাটে, কালো, লাল, গেরুয়া, নীল বিভিন্ন রঙের বৈচিত্র্য। পিঙ্গল ঘুঘু দেখা যায় হুগলী নদীর ধারে। রাজ ঘুঘু বাস করে গভীর অরণ্যে।

ধনেশ : বাগমা ধনেশ, কাও ধনেশ ও পুটিয়াল ধনেশ পশ্চিম বাঙলার সর্বত্র দেখা যায়। সুবৃহৎ রাজ ধনেশ থাকে হিমালয়ের তিন হাজার ফুট উঁচুতে। এদের শরীরের বেশীর ভাগ সাদা রঙ হলেও কালো রঙও থাকে। এদের এক একটি ডানা প্রায় একুশ ইঞ্চি। হিমালয়ে আর এক ধরণের কপিশ-গ্রীবা ধনেশ দেখা যায়।

বাঙলার অন্যান্য শিকারী পাখির মধ্যে আছে :

বোগলা, কাস্তেচরা, দোচরা, কাচিয়া তোরা, কান্ঠুঁটি, তিতির, চকর, বটের, গুন্ড্রি, হুকনা, ডাহর, ক্রেক, খয়রি, গুলু, জলপিপি, খরমা, গাঙ তিতাই, বাটান, টিট্টিভ, গুলিন্দা, জৌরালি, বনচাহা, কাদাখোঁচা, ডুকুল, ধূলাচটা, বাঘেরা, পিপিট প্রভৃতি।

জীবজন্তু ॥

জলবায়ুর বিভিন্নতা অনুসারে বাঙলার জীবজন্তুও বিভিন্ন রকমের। পাখির মতই এরাও ছড়িয়ে আছে সারা বাঙলা জুড়ে। জীবজন্তু অরণ্যের সম্পদ। একসময় শিকারীদের অত্যাচারে বাঙলার অরণ্যপ্রাণী লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের আইন চালু হওয়ার পর থেকে এদের জীবনের নিরাপত্তা ফিরে এসেছে অনেকখানি। বন্য প্রাণী সম্পর্কে জনগণেরও কৌতূহল বাড়ছে। পশ্চিম বাঙলার অভয়ারণ্য সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি অভয়ারণ্যের আয়তন উল্লেখ করা হল :

	আয়তন	অবস্থান	স্থাপনের সময়
জলদাপাড়া	৩·৬ বর্গমাইল	জলপাইগুড়ি	১৯৪১
গরুমারা	৩·৩৩ „	„	১৯৪৯
চাপড়ামারি	৩·৪০ „	„	১৯৩৯
সেনচল্	১৫·২১ „	দার্জিলিং	১৯৪০
মহানদী	৪৯·১ „	„	১৯৫৫
লোথিয়ান দ্বীপ	১৪·৬৭ „	২৪ পরগনা	১৯৪৮

কয়েকটি অরণ্য প্রাণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

নেকড়ে : পশ্চিমবাঙলার সর্বত্র নেকড়ে দেখা যায়। তবে মেদিনীপুর জেলায় নেকড়ের প্রকোপ খুব বেশি। প্রায় তিনফুট লম্বা এবং সাধারণত আধ মণ ওজনের এই প্রাণীর ঝোঁক মানুষের দিকে নয়। তারা গ্রাম থেকে গরু-ছাগল-ভেড়া ধরে নিয়ে যায়। জঙ্গলের হরিণের ওপর তাদের আসক্তি কিছু কম নয়। দলবদ্ধ অবস্থায় না থাকলে মানুষকে এরা আক্রমণ করে না। তবে মানুষের বাচ্চা এরা চুরি করে পালায়। কয়েক বছর আগে মেদিনীপুরে নেকড়ে-পালিত দু'টি মানব-শিশুকে উদ্ধার করা গিয়েছিল। নেকড়ের কবল থেকে উদ্ধার পাবার পর শিশুদুটি কয়েকদিন জীবিত ছিল।

শেয়াল ও খেঁকশেয়াল : শেয়াল এবং খেঁকশেয়ালও শিকার-প্রাণীর ভিতর পড়ে। বাংলাদেশের সব জায়গায় এদের দেখা যায়। তবে পাহাড়ী অঞ্চলে খেঁকশেয়াল দেখা যায় না। শেয়ালের তুলনায় খেঁকশেয়াল বহরে খাটো এবং ওজনেও কম। এদের সবচেয়ে বড় লক্ষণীয় বিষয় হল বাসস্থান। গর্তের মধ্যে তারা থাকে ঠিকই। কিন্তু একটা গর্তের থাকে অনেকগুলো মুখ। পালাবার ব্যবস্থা তাই তাদের পাকা। শিক্ষিত কুকুরের পাল নিয়ে সাঁওতালরা এদের তাড়া করে ধরে। এককালে শেয়াল-ধরার বাতিক ছিল ইংরেজদেরও।

বুনোলাল কুকুর : দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির সমতল অঞ্চলে এবং ত্রিপুরার নিবিড় জঙ্গলে বুনো লাল-কুকুর দেখতে পাওয়া যায়। নেকড়ের চেয়ে ছোট এবং শেয়ালের চেয়ে বড় এই লাল-কুকুরের পাল দলবদ্ধ হয়ে থাকে। এরা ক্রুর ও রক্তলোলুপ। বন্যপশু শিকার করা এদের ধর্ম। হরিণের প্রতি এদের আক্রোশ একটু বেশি। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, এদের সংখ্যা কমাতে না পারলে হরিণের সংখ্যা বাড়বে না। যত রক্তপ্রিয়ই হোক না কেন, এইসব বুনো লাল-কুকুর কখনও মানুষকে আক্রমণ করে না।

সজারু : বেজীর মত দেখতে, লেজ সমেত দৈর্ঘ্য প্রায় ত্রিশ পয়ত্রিশ ইঞ্চি। শূয়োরের মত গায়ে লোম আর তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে সাত আট ইঞ্চি লম্বা কাঁটা ভর্তি। চলাফেরার সময় শব্দ হয়। পায়ে আছে ধারাল নখ। মাটির নীচে ত্রিশ-চল্লিশ ফুট সুড়ঙ্গ কেটে বাস করে।

ভল্লুকঃ ভল্লুক-জাতীয় প্রাণীর মধ্যে পড়ে পাহাড়ী কালো ভল্লুক, মালয়দেশীয় ভল্লুক ও ভারতীয় ভল্লুক।

উত্তরবাঙলার হিমালয়ের পাদদেশে বনাঞ্চলে পাহাড়ী কালো ভল্লুক দেখতে পাওয়া যায়। দশ হাজার ফুট-এর ওপরের জঙ্গলে এদের দেখা যায়। সর্বাঙ্গ কালো লোমে ঢাকা এই ভল্লুকের বুকের কাছে এক গুচ্ছ সাদা লোম দেখা যায়। অনেকটা ইংরেজি 'ভি' অক্ষরের মতো দেখায়। এদের প্রিয় খাদ্য মধু। পিপুল, জাম, কুল, ডুমুর, আখরোট, লাউ, কুমড়া, শসা প্রভৃতি ফলমূল ও সবজি খেলেও বন্যজন্তুও আক্রমণ করে। গাছে উঠতে পারে সহজে। এরা সাধারণত একা একা থাকে। শীতের সময় বড় কাতর হয়ে পড়ে। শুয়ে থেকেই তখন তাদের দিন যায়। কোনক্রমে পেট ভরিয়ে নিয়ে শীতের সময় শুয়ে থাকতে পারলে বাঁচে। মালয় দেশীয় ভল্লুকদের দেখতে পাওয়া যায় চট্টগ্রামে। পশ্চিম বাঙলায় তাদের দেখতে পাওয়া যায় কচিৎ কখনও। ভারতীয় ভল্লুকের প্রধান ঘাঁটি হল তরাই অঞ্চল। কিন্তু এরাও সাধারণত দশ হাজার ফুটের ওপর ওঠে না। ভারতীয় ভল্লুকের বিশেষত্ব হল এই যে, এদের চারটে মাত্র ছেদন-দন্ত, ঠোঁট একটু ঝোলা এবং গায়ের লোম বড় ঘন ও কর্কশ। এদের বুকে সাদা লোমের অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটা দাগ দেখতে পাওয়া যায়। খুব দ্রুত এরা চলতে পারে না। তাই এদের আক্রমণ থেকে রেহাই পেতে পারে মানুষ। কিন্তু যদি মানুষ আচমকা এদের সামনা-সামনি পড়ে যায়, তখন তার ত্রাণ পাওয়া ভাগ্যের কথা। শিকার করার সময় তারা পিছনের পায়ের ওপর ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দুই পায়ের থাবা দিয়ে মুখে চোখে নাকে থাবা মারে। ভয় পেলে তাড়াতাড়ি পালাবার জন্য এরা ডিগবাজি খায়।

চিতাঃ জলপাইগুড়ি জঙ্গলে লাম চিতা মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। এরা সাধারণত বৃক্ষচর। গাছের ওপরই এদের শয্যা। আগে চিতাবাঘ বাঙলাদেশের সর্বত্র দেখতে পাওয়া যেত। এখনও যায়। তবে দেশে ঝোপ-জঙ্গল কমে যাচ্ছে, তাই এদের সংখ্যাও হ্রাস পাচ্ছে। অন্যান্য জেলার তুলনায় মুর্শিদাবাদ, হাওড়া এবং চব্বিশ পরগনায় এদের সংখ্যা এখনও অপেক্ষাকৃত বেশি। সুন্দরবন অঞ্চলে এদের দেখা যায় না। বাঘ আর চিতা বাঘের পার্থক্য খুব বেশি। বলা যায় যে, বাঘরা একটু বেশি অভিজাত। কিন্তু চিতাবাঘ খুব পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু এবং যে-কোন পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার সহজাত দক্ষতা এদের আছে। স্বভাবের দিক থেকেও এরা বাঘের চেয়ে আরও বেশি চতুর। এদের চলা-ফেরা দ্রুত এবং নিঃশব্দ-সঞ্চারী। পরিবেশের সঙ্গে নিজের গায়ের রং মিলিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। তৎপরতা এবং সাহসে বাঘকেও হার মানায়। অতি সহজে এরা গাছে চড়তে পারে এবং সেই গাছ থেকে লাফিয়ে পড়তেও দ্বিধা বোধ করে না। প্রথম আক্রমণের লক্ষ্য থাকে ঘাড়। কিন্তু প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হলে এরা সাধারণত দ্বিতীয়বার চেষ্টা করে না। বাঘের মত জলধারার পাশে এরা বাস করে না। বাঘের চেয়েও বেপরোয়া বলে এদের ধরাও অপেক্ষাকৃত সহজ। চিতাবাঘ সাধারণত নরখাদক নয়। কিন্তু নর-রক্তের স্বাদ পেলে এরা হিংস্রতায় বাঘকেও হার মানায়। এদের প্রধান খাদ্য হল কুকুর, বাঁদর, শেয়াল প্রভৃতি। চিতাবাঘ দু রকমের প্যান্থার ও লেপার্ড। প্যান্থার লম্বায় হয় ছয় থেকে আট ফুট, লেপার্ড সে তুলনায় আকারে ছোট। দুটি প্রাণীর গায়ে হলদে রঙ। গায়ে চাকা চাকা কালো দাগ। প্যান্থারের কালো রঙের মধ্যে হলদে ছোপ থাকে, যা লেপার্ডের থাকে না।

বাঘঃ সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে দশ ফুট। গায়ের হলদে রঙের ওপর থাকে ভাঙা ভাঙা কালো ডোরা দাগ। সুন্দরবন ছাড়া তরাই অঞ্চলে অনেক বাঘ দেখতে পাওয়া যায়। মালদহেও দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে বাঘ বহু দিনের প্রাণী। অনেক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছে। মধ্য এশিয়া থেকে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমানা অতিক্রম করে বাঘ বাঙলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু বাঘেরা সহজে মানুষ মারতে চায় না। মানুষকে ওরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আক্রমণ করে প্রধানত আত্মরক্ষার তাগিদে। তবে সুন্দরবন অঞ্চলে নর-খাদক বাঘ বড় বেশি দেখতে পাওয়া যায়। আর সুন্দরবন জলা জায়গা বলে মানুষ মারা খুবই সহজ। একটু বেশি দাম্ভিক বলে এক বাঘ কখনও অন্য বাঘের শিকারে হাত দেয় না। বাচ্চা বাঘেরা যখন প্রথম শিকার করতে শেখে, তখন তারা বড় বেশি ধূর্ত হয়ে ওঠে। আহারের প্রয়োজন না থাকলেও এরা শুধুমাত্র শিকারের উত্তেজনা পাবার জন্য আক্রমণ করে থাকে। বাঘিনীরা কিন্তু একনিষ্ঠ সতী। অন্যান্য পশুদের থেকে এদের চরিত্রের এই এক চমৎকার বৈশিষ্ট্য। বর্ষার শেষে বাঘিনী বাঘের সঙ্গে মিলিত হয় এবং যে মাসের শেষে একসঙ্গে দুই থেকে চারটে অবধি শিশুর জন্ম দেয়।

সাদা চিতা বাঘ ঃ দার্জিলিং-এর সিংগালিলা পাহাড়ে কখনও কখনও শ্বেত চিতাবাঘের দেখা মেলে। দার্জিলিং-এর লোমব্যবসায়ীদের কাছে শ্বেত চিতাবাঘের চামড়া খুবই লোভনীয় বস্তু। সেজন্য শ্বেত চিতাবাঘ বড় একটা দেখা যায় না।

হাতী ঃ উত্তর বাঙলার হিমালয়ের ধারে এবং তিস্তা নদীর পশ্চিম পারে দেখতে পাওয়া যায় হাতী। মেদিনীপুরের জঙ্গল অঞ্চলেও মাঝে মাঝে হাতী দেখা দেয়। যে সব পুরুষ হাতীর দাঁত থাকে, পাহাড়িরা তাদের বলে গণেশ। যে-সব হাতীর দাঁত বড় হয় না, তাদের বলা হয় মাবনা। হস্তিনীদের বলা হয় ঢোই আর যুবতী হাতীদের বলা হয় সারিন। হাতীর স্বভাব দলবেঁধে বেড়ান। এরা সামাজিক জীব।

গণ্ডার ঃ জলপাইগুড়ির সঙ্কোষ, বালা, তেরসা ও মূর্তি নদীর পাশের জঙ্গলে এক-শৃঙ্গ গণ্ডার দেখতে পাওয়া যায়। তবে পশ্চিম বাঙলায় গণ্ডারের সংখ্যা খুবই কম, বড় জোর চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি। নদী-নালার ধারে নলবনে এদের বাস। কুড়ি ফুটের চেয়ে বেশি উঁচু জায়গায় ওরা থাকে না। জলাভূমিতে গড়াগড়ি দিয়ে আরামে দিন কাটায়। গণ্ডারদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য হল যে, ওরা এক জায়গায় এবং একই সময়ে মল ত্যাগ করে এবং এই সময় তারা পিছন দিকে হাঁটে। এই সুযোগে শিকারীরা গণ্ডার শিকার করে। স্বভাবের দিক থেকে এরা কিন্তু ভদ্র। তবে কোন কারণে বিরক্ত হলে এরা সামনের দিকে তেড়ে আসে গতি পরিবর্তন না করে। চোখের দৃষ্টি তাদের কম। তাই গণ্ডারের সোজা গতিপথের পাশ থেকে সরে দাঁড়ালে গণ্ডারের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। দুটো শিং-ওয়ালা গণ্ডার দেখতে পাওয়া যায় জলপাইগুড়ির সঙ্কোষ নদীর ধারে।

হরিণ ঃ হরিণ এদেশে অনেক আছে। বারো শিঙা হরিণের সমস্ত গায়ের রঙ বাদামী হলেও পেটের নীচে শাদা। পুরুষের গায়ে থাকে দীর্ঘ লোম। এদের অভ্যাস জলাভূমির ঘাসের মধ্যে বাস করা। মাথায় থাকে ডালপালাওয়ালা সিং। তরাই অঞ্চলে এদের বাস। তরাই ও ডুয়ার্সের পারা হরিণের দেহ বাদামি লম্বা হলেও উচ্চতা কম, বেটে চেহারা। কৃষ্ণসার হরিণ মেদিনীপুরে দেখা যায়। সারা দেহে ঘন কালো লোম—পেটের নীচে, গলার নীচে, পায়ের ভিতর দিকে চোখের চার দিকে সাদা রঙ—এদের মাথায় মোড়ান মাত্র দুটি শিং থাকে। জলপাইগুড়ি অঞ্চলে পাওয়া যায় জিভ্রে হরিণ। এদের শিং নেই। দার্জিলিং-এর সিংগালিলা অঞ্চলে আগে কস্তুরী হরিণ দেখতে পাওয়া যেত। এদেরও শিং নেই। এদের গায়ের রং উজ্জ্বল এবং ঘন পিঙ্গল। খরগোসের মত এরা লতা-পাতার আড়ালে থাকতে ভাল বাসে। বাঙলাদেশের সমস্ত জঙ্গলে, বিশেষ করে দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়িতে কাকর দেখতে পাওয়া যায়। সম্বর হরিণের গায়ের রঙ গাঢ় বাদামি। ওজন হয় প্রায় ছয় মন। এদের মাথায় থাকে ডালপালাওয়ালা শিং। স্ত্রী-সম্বরের শিং থাকে না। সুন্দরবনে প্রচুর পরিমাণে আছে চিতল হরিণ। সম্বরের মত চিতল হরিণের শিং-এর পাশে তিনটে শিষ দেখতে পাওয়া যায়। এদের গায়ের রঙ বাদামি। তার ওপর থাকে সাদা ফুটকি। চোখ দীর্ঘ, কালো।

উত্তর বাঙলার মালদহ জেলায় কখনও কখনও নীলগাই দেখতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণসারের মত নীলগাইও প্রান্তর-বাসী। সঙ্কোষ, রায়ঢাক ও তেরসার ধারের জঙ্গলে আছে বন্য মহিষ। প্রচণ্ড শক্তিশালী এবং দেখতেও বেশ সুন্দর। এদের ওজন হয় প্রায় পঁয়ত্রিশ মণ। মাথায় শিং থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দার্জিলিং-এর ঘুম, সন্দুকপো, টংলু, গ্লেনবান ও লপচুর জঙ্গলে সিরা দেখতে পাওয়া যায়। ছ' হাজার থেকে দশ হাজার ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় এদের বাস। এদের বড় শিং আছে কিন্তু সেই শিং এগারো ইঞ্চির বেশি লম্বা হয় না। দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ির জঙ্গলে দেখতে পাওয়া যায় গোরাল। দার্জিলিং-এর পাহাড়ী জঙ্গলে পাওয়া যায় বন্য ছাগল বা থার এবং থিরু।

বজ্রকীট ঃ ডুয়ার্সে দেখা যায় প্রাচীনতম প্রাণীকুলের নিদর্শন বজ্রকিট। মাথা ও মুখ ছোট। কাণ ভীষণ ছোট। জিহ্বা বেশ লম্বা ও লালা যুক্ত। লেজ বেশ, লম্বা ও সমস্ত শরীর শল্কাবৃত। গায়ের রঙ তামাটে। মাটির মধ্যে প্রায় বার ফুট গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে বাস করে। এরা উইপোকা বা নানা জাতের পিপীলিকা খেয়ে থাকে।

লাল পাণ্ডা ঃ এই প্রাণীটি হিমালয়ের উচ্চ স্থানের জঙ্গলে বাস করে। দৈর্ঘ্য প্রায় দুই ফুট। পীঠ ও লেজের রঙ উজ্জল নীল হলুদ ও কালো রঙের মিশ্রণ। পেটের দিক কালো, কানের পিঠ ও মুখ শাদা। বিড়ালের মত দেখতে, এই প্রাণীটিকে সহজেই পোষ মানান যায়।

ব্যাজার ঃ পিঙ্গল ব্যাজার দেখা যায় সিকিম ভূটান সীমান্তে এবং শূকরাকার ব্যাজার দেখা যায় হিমালয় সংলগ্ন অরণ্যে। প্রথমটির গায়ের রঙে সামান্য সাদা দাগ থাকে। দ্বিতীয়টির রঙ ধূসর। দুটি প্রাণীই নিশাচর। এরা পতঙ্গ বা ফল খেয়ে থাকে।

এসব ছাড়াও পশ্চিমবাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়, উদ, মাছ ভোঁদড়, গন্ধ গোকুল, ভাম, নানা জাতের বেঁজি, হায়েনা, বনবিড়াল, গৌর, খরগোস, কাঠ বিড়াল, চিতা বিড়াল, খাটাশ, বাঘডাশ, বুনো শুয়োর, পাইথন, বাদুড়, বানর, উল্লুক, নানাজাতের সাপ, গোসাপ, কুমীর, কচ্ছপ, বৃষ।

গাছপালা ফুলফল ॥

শিমুল ঃ বসন্তের ডাক দিয়ে যায় রক্ত রাঙা শিমুল ফুল। গাছ বেশ দীর্ঘ। ছাল ধূসর। পাতা ঝরতে থাকে শীতের প্রথম থেকে। ফুল ফোটা শুরু হয় পৌষ মাঘ থেকে, চলে বসন্তকাল জুড়ে। কুড়ির রঙ কালচে লাল, ফুলের পাঁচটি পাঁপড়ি। ফুল গন্ধহীন ফলও স্বাদহীন। ফল পাকে গরমের সময়। শিমুল তুলায় তৈরি হয় লেপ তোষক এবং জাহাজের লাইফ জ্যাকেট। কাঠ নরম ও হালকা। দেশলাই কাঠি ও খোল, প্যাকিং ও চায়ের পেটিতে ব্যবহৃত হয়। শিমুলের আঠাও প্রয়োজন মেটায়।

সজিনা ঃ কলকাতার আশপাশ, হুগলী হাওড়া ও চব্বিশ পরগণায় প্রচুর সজিনা গাছ দেখা যায়। ডালপালা ভীষণ নরম। ছালের রঙ ধূসর। শীতের মাঝামাঝি সময় থেকে ফুল ফোটে। ফুলের রঙ শাদা। সজিনার ফল বা ডাঁটা পাকে বসন্তে। ফুল ও ডাঁটা দুইই খাদ্য। ডাঁটা থেকে এক সময় আচারও তৈরি হত।

দেবদারু ঃ আদি বাসভূমি সিংহল হলেও, ভারতের সর্বত্র দেখা যায়। পাতা উৎসবকালে সাজাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। পাতা ঘন সবুজ। মাঘ ফাল্গুন মাসে ফুল ফোটে। গাছ খুব লম্বা।

চালতা ঃ পশ্চিমবাঙলার প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় চালতা গাছ। পাতা বেশ বড় ঘন সবুজ, করাতের মত কিনারওয়ালা। গাছটির সৌন্দর্য আছে। শাদা বড় বড় ফুলের গন্ধ হালকা মিষ্টি। চালতা পাকে ভাদ্র আশ্বিনে। চালতার কাঠ দিয়ে তৈরি হয় বন্দুকের কুঁদো এবং নৌকা। কাঠ দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্য জলের নীচে রেখে দেওয়া হয়। তখন রঙ হয়ে যায় কালো।

পলাশ ঃ মাঝারি ধরনের এই গাছে বসন্তের প্রথম থেকে লাল ও কমলা রঙের মিশ্রিত ফুল ভরে ওঠে, সমস্ত প্রকৃতির রূপ যায় বদলে। পাতা তিন ফলক বিশিষ্ট, গাঢ় সবুজ রঙের। পলাশফুল ছোট ছোট বক ফুলের মত, গন্ধহীন, কিন্তু ফুলে মধু আছে। তারই আকর্ষণে আসে পোকামাকড়, ময়না, টিয়া, টুনটুনি কাক। গ্রীষ্মের প্রথম থেকে ফল ধরা শুরু। প্রতিটি ফল এক বীজ বিশিষ্ট। পলাশ গাছে বাসা বাধে লাক্ষা কীট। আর পলাশ গাছের গালাই সর্বোৎকৃষ্ট। পলাশের গুড়ি যে থেকে কিনো আঠা পাওয়া যায়, তা চর্মশিল্পে ও ওষুধে ব্যবহার করা হয়। পলাশের বীজ ও ছাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে ওষুধ তৈরি হয়। আমাদের দেশের জঙ্গলে এক ধরনের লতানে পলাশ আছে।

পদ্ম : চোদ্দ হাজার রকমের ফুল ফোটে আমাদের দেশে। সব ফুলের মধ্যে পদ্মই শ্রেষ্ঠ। বর্ণে, গন্ধে অতুলনীয়। দু জাতীয় পদ্ম আছে বাঙলায়—একটি আসল পদ্ম, অন্যটি শাপলা বা শালুক। পদ্ম মধু চোখের পক্ষে উপকারী। পদ্মবীজ অনেকে খায়।

বরুণ : শীতের সময় পাতা ঝরে যায়, বসন্তে ভরে ওঠে গাছ নতুন পাতায়। ফুল ফোটার সময় পাপড়ির রঙ শাদা থাকলেও, পরে ফিকে বাদামী রঙে পরিণত হয়। পাতা ও ফল বেল গাছের মতই। বরুণ গাছের ছাল ও পাতা ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

গুলঞ্চ : ভেষজ গুণসম্পন্ন লতা উদ্ভিদ। অনেক গাছকে অবলম্বন করেই উঁচুতে ওঠে। পাতা হরতনের মত। ফুল ফোটে স্তবকে স্তবকে।

লটকান : আদি বাস আমেরিকা, এখন বাঙলার সর্বত্র দেখা যায়। গাছ খুব বড় হয় না। সবুজ লম্বা পাতা থাকে সারা বছর। ফুল ফোটে কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে। অবশ্য গ্রীষ্মেও ফুল ফুটতে দেখা যায় কখনও কখনও। কোন গাছের ফুল শাদা, কারো লাল, কারো বা গোলাপী। ফল কাঁকরোলের পিঠের মত নরম কাঁটায় ঢাকা। বীজের ওপরকার শুকনো খোসা জলে গরম করলে লাল রঙ বেরোয়। ক্ষতিকর না হওয়ায় এই রঙ মিষ্টি বা খাবারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রঙটি বস্ত্র শিল্পের প্রয়োজনও মেটায়। এক সময় এই রঙ বিদেশে রপ্তানি হত। লটকানের পাতা, শিকড়, বীজ ও ছালে আছে ভেষজগুণ।

বৈঁচি : তীক্ষ্ণ কাঁটা এবং পাতা ছোট, সবুজ রঙের। ফুল ফোটে বসন্তে। বৈঁচির কাঠ ব্যবহার করা হয় জ্বালানী হিসাবে। গাছের ছাল বাত রোগের ওষুধ।

কেয়া : জলাজমিতে এবং সুন্দরবনাঞ্চলে দেখা যায় কেয়া গাছ। পাতাসরু ও বেশ লম্বা, পাতায় থাকে তীক্ষ্ণ কাঁটা। গাছগুলি দেখতে সুন্দর। কাত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কেয়া ফুলের গন্ধ তীব্র মিষ্ট মধুর। ফুলের নির্যাস থেকে সুগন্ধি ও কেওড়ার জল তৈরি হয়ে থাকে। পুরুষ ফুল ও স্ত্রী ফুল ফোটে স্বতন্ত্র গাছে। বাতাস এদের পরাগ সংযোগ ঘটায়। কেয়ার পাতা ও ফুল মস্তিষ্ক ও হৃদরোগের প্রতিষেধক।

কর্ণিকার-কুরুবক-কুটজ-কোবিদার-কদম্ব : শাখার প্রান্তে বসন্ত শেষে ঝুলে থাকে কর্ণিকারের হলুদ ফুল। সোঁদাল ফুল হিসাবে পরিচিত। কুরুবক ফুল বক ফুলের মত, লাল পাপড়ি। ফুলফোটে বসন্তে। অনেকে বলেন ঝাঁটি ফুল। কুটজ বা কুর্চি ফুল দেখতে টগর ফুলের মত। বেশ মিষ্টি গন্ধ ফুলের। ফুল ফোটে বর্ষার সময়। কুর্চি গাছের ছাল আমাশয় রোগের প্রতিষেধক। কোবিদার বা কাঞ্চন ফুলের রঙ সাদা, লাল, হলুদ, ফিকে বেগুনী-এই কয়েক রকম। কদম্ব গাছ দু রকমের—আসল কদম্ব ও কেলি কদম্ব। বর্ষায় রঙের সৌন্দর্য অতুলনীয়।

অগুরু : বেশ লম্বা চির সবুজ গাছ। গ্রীষ্মকালে ছোট ছোট সাদা ফুল ফোটে। ফল পাকে বর্ষায়। কাঠ সুগন্ধময়—এ-থেকেই তৈরি হয় আতর। কাঠ থেকে গহণার বাক্স তৈরি হয়ে থাকে। এই গাছ থেকে ধুনাও পাওয়া যায়।

চন্দন : চির সবুজ গাছ—পাতা সরু ও লম্বা। কাঠ ও শিকড় সুগন্ধময়-ফুল ফল পাতা গন্ধহীন। কাঠ ও শিকড় থেকে তেল তৈরি হয়। চন্দন থেকে তৈরি হয় চুয়া। ফুল ছোট ছোট ; প্রথমে থাকে ফিকে হলুদ, পরে হয় বেগুনী। ফলের রঙ কালো, আকার গোলাকার। চন্দন তিন রকম : শ্বেত চন্দন, রক্ত চন্দন ও পীত চন্দন।

জারুল : কলকাতার পথ ঘাটে বা সৌখিন ব্যক্তিদের বাগানে দেখা যায় বিশ ত্রিশফুট উঁচু জারুল গাছ। অরণ্যের জারুল গাছের উচ্চতা হয়ে থাকে পঞ্চাশ ষাট ফুটের মত। ফুল লাইলাক রঙের। ফুল ফোটে বসন্তের শেষ থেকে। ফল পাকে শীতে এবং গাছে থাকে পরবর্তী বসন্তকাল পর্যন্ত। কাঠের রঙ ফিকে লাল। বাজারে অন্য গাছের কাঠকে জারুল কাঠ হিসাবে বিক্রি করা হয়ে থাকে।

শিরীষ : ভারতের সর্বত্রই এই গাছ দেখা যায়। গাছের ছাল তামাটে ধুসর, পাতা ফিকে সবুজ। ফুল ফোটে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গরমকালে বা বর্ষার আরম্ভ থেকে। ফুলের রঙ ফিকে সবুজ, সুমিষ্ট গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়ায় রাতে। শীতের সময় ফল পাকে। ফলগুলি লম্বা। শিকড় ও ছাল থেকে ওষুধ তৈরি হয়। কাঠ থেকে আসবাবপত্র, গাড়ীর চাকা প্রভৃতি তৈরি হয়ে থাকে। এই কাঠ বিদেশে রপ্তানি হয়। শিরীষের আঠা দরকারী জিনিস।

অশোক ঃ অশোক ফুলের সমাদর আমাদের দেশে সুপ্রাচীনকাল থেকে। ফুলফোটে বসন্ত ও গ্রীষ্মে। ফুল পাপড়ীহীন। কুড়ি অবস্থায় ফুলের রঙ থাকে কমলা, পরে হয় সিঁদুর রঙ। চির হরিৎ এই বৃক্ষের ফুল ও গুড়ির ছাল স্ত্রীরোগের প্রতিবেধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নারীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয় অশোকের ছাল।

জিওল ঃ আম জাতীয় গাছ। জংলী গাছ। ফিকে সবুজ ছোট ছোট ফুলগুলি একলিঙ্গ। নিমফলের মত ছোট ছোট ফলের ভিতরে থাকে একটি বীজ। জিওলের আঠা ছাপা ও কাগজ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ছাল ও পাতা থেকে তৈরি হয় চর্মরোগ, আলসার, দাঁতের অসুখ, আমাশয় ও মেদ বৃদ্ধির প্রতিরোধক কবিরাজী ওষুধ। সিল্ক ছাপান এবং চর্ম শিল্পে ব্যবহৃত হয় জিওলের ছাল থেকে তৈরি রঙ।

নিম ঃ আর এক নাম অমৃত। গাছের আকারও হয় বিরাট। বসন্তে কচিপাতা ধরে। সাদা ফুলের স্তবক থেকে মিষ্টি গন্ধ বেরোয়। ফল পাকে বর্ষায়। এই হলুদ পাকা ফল পাখিদের প্রিয়। প্রতিটি ফলে দুটি বীজ। নিমপাতা কৃমি ও কীট বিনাশ করে। বাত, বসন্ত ও কুষ্ঠরোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয় নিমের তেল, পাতা ও ছাল। নিমের বীজ থেকে তৈরি হয় মারগোসা তেল। নিম তেল ওষুধ। বসন্তে গাছের ছাল চিরে রাখলে খেজুর রসের মত রস বেরোয়—এই হল নিমের তাড়ি। নিমের আঠা ও তাড়িতে আছে ওষুধের গুণ। কাঠ বেশ শক্ত—নৌকা, গরুর গাড়ি ও আসবাবপত্র তৈরি হয়।

চাঁপা ঃ চির সবুজ এই গাছের ফুলে বিচিত্র মিষ্টি গন্ধ। পাতার রঙ সবুজ। গাছের উচ্চতা ত্রিশ চল্লিশ ফুট। ফুল ফোটা শুরু হয় মাঘ ফাল্গুন থেকে। চাঁপা গাছের কাঠ নরম। কিন্তু দামী আসবাবপত্র ও নৌকা তৈরি হয়ে থাকে এই কাঠ দিয়ে। বাত, বেদনা ও জ্বরে চাপা গাছের ছাল ও ফুল উপকারী। পশ্চিমবাঙলায় বিভিন্ন রকমের চাঁপা গাছের মধ্যে আছে কাঁঠালি চাপা, দুলাল চাঁপা, কনক চাঁপা, ভুঁই চাঁপা, কাঠ চাঁপা, সুলতান চাঁপা, হিম চাঁপা, চিনি চাঁপা, দুলে চাঁপা, জহুরে চাঁপা ও ল্যাভেণ্ডার চাঁপা।

তুন ঃ কলকাতার আশে পাশে এই গাছে আছে। মেহগিনি জাতীয় তুন গাছের কাঠ ইটের মত লাল, গরমে ফাটে না, উই ধরে না। বসন্তের প্রথমে সাদা গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ফোটে। কাঠের মত ফুলেরও সুন্দর গন্ধ। শাদা ফুলের মত মধ্যে থাকে কমলা রঙের চক্র। ফুল থেকে যে বাসন্তী রঙ পাওয়া যায়, তা ব্যবহৃত হয় কাপড় ছাপাবার কাজে। তুনের ছাল আমাশয় রোগে উপকারী। তুন কাঠ দিয়ে সৌখিন আসবাবপত্র, কারুকাজ করা বাক্স, সিগারেটের বাক্স প্রভৃতি তৈরি হয়। বিদেশেও রপ্তানি হয় কাঠ।

মেহগিনি ঃ আমাদের দেশীয় গাছ নয়। ১৭৯৫ খৃঃ শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে মেহগিনি চারা রোপণ করা হয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে নিয়ে এসে। গাছের আকার বিরাট, চির হরিৎ। বসন্তে নতুন পাতা ধরে। ফুল ছোট ছোট—ফিকে সবুজ। খোসাযুক্ত ফলে বীজ থাকে অনেকগুলি। কাঠ মূল্যবান, রঙ লাল এবং খুবই শক্ত। এই বিদেশী গাছটি বাঙলাদেশের আবহাওয়ার উপযুক্ত।

কামরাঙা ঃ গাছ ছোট আকারের, পাতাও ছোট। দুজাতের কামরাঙা দেখা যায়। এক জাতের ফল ভীষণ টক, আরেক জাতের অম্ল মধুর। চাটনী বেশ উপাদেয়। এই ঠাণ্ডা ফল কবিরাজরা ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করেন। ফলের পিঠে থাকে পাঁচটি উঁচু শিরা। ফুল ফোটে গ্রীষ্মে ও বর্ষায়। ফুলের রঙ সাদা অথবা লোহিত। পাতা গায়ে লাগলে চুলকায়। ফল পাকে শরতে ও হেমন্তে। ফলের রঙ ফিকে সবুজ। হুগলী, চব্বিশপরগণা এবং কলকাতার আশপাশে কামরাঙা গাছ আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলসা ঃ গাছের উচ্চতা প্রায় কুড়ি পঁচিশ ফুট। ছাল ধূসর। পাতার কিনার খাঁজকাটা। বসন্তে ফুল ধরে, ফল পাকে গ্রীষ্মে। এই ঠাণ্ডা জাতীয় ফল দিয়ে সরবত তৈরি হত। একরকম সুরাসার তৈরি হয় ফল থেকে। শর্করা শিল্পে এই গাছের রস ব্যবহার করা হয়। শিকড়ের ছাল বাতের অসুখে উপকারী।

মাধবীলতা ঃ লতা জাতীয় বড় গাছ। গুচ্ছ গুচ্ছ শাদা রঙের ফুলের অপূর্ব মিষ্টি গন্ধ। ফুলফোটা শুরু হয় শীতের শেষ থেকে গ্রীষ্ম পর্যন্ত। গাছের ফুল সুগন্ধ যুক্ত হলেও ছাল ভীষণ তিতো। পাতার রস কীটনাশক। বাত ও চর্মরোগে পাতার রস উপকারী।

কনক চাঁপা ঃ চির হরিৎ বৃক্ষটি বেশ উঁচু। পাতা গোল, ওপর দিক সবুজ, নীচের দিক ধূসর। ফুল ফোটে বসন্তের প্রথম থেকে। ফুল বেশ লম্বা। পাপড়ি প্রথমে থাকে সাদা, পরে হয় চাঁপা রঙ। ফুল বেশ সুগন্ধময়। ফল পাকতে সময় লাগে এক বছর। বীজ হল পাখনা-ওয়ালা। পাতা ও ফুল ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

জবা ঃ চীন দেশের গাছ। বীজ থেকে গাছ হয় না। ডালপুতে গাছ হয়। ফুলের রঙ টকটকে লাল। বার মাসই ফুল ধরে। গ্রীষ্ম ও বর্ষায় অবশ্য ফুল ফোটে। ঘিয়ে পাক করা জবাফুল স্ত্রীরোগের ওষুধ। রক্ত জবা ছাড়াও শাদা, হলুদ, ম্যাজেণ্টা নানারঙের জবা দেখা যায়।

ওলট কম্বল ঃ বন-জঙ্গলের গাছ—পাতা ও ফুলের বাহার অপূর্ব। বর্ষায় ফোটে ফুল, ফল ধরে শীতের সময়। ফুলের রঙ বেগুনী, দেখতে ঘণ্টার মত। জটিল স্ত্রীরোগে ওলট কম্বলের ছাল উপকারী।

শাল ঃ মূল্যবান গাছ। কাঠ খুবই শক্ত ও দামী। খুঁটি, রেলের স্লিপার, কড়ি, বরগায় ব্যবহৃত হয় শালকাঠ। শালের আঠাই ধুনা হিসাবে পরিচিত। অবশ্য পাইন গাছ থেকেও ধুনা পাওয়া যায়। শালগাছের পাতা ফাল্গুন মাস ছাড়া, সব সময় দেখা যায়। ফিকে হলুদ ফুলে গাছ ভরে ওঠে বসন্তে। ফলের থাকে পাঁচটি পাখনা।

আম ঃ ভারতের সর্বত্র আম গাছ দেখা যায়। বছরের সব সময়ই পাতা ধরে গাছে। পাতার রঙ সবুজ। মঞ্জরী দেখা দেয় শীত বসন্তের সন্ধিক্ষণে। ফলন সমান হয় না প্রতি বছর। এ হল সমতল ভূমির গাছ। স্বাদে, গন্ধে ও আকারে প্রায় চৌদ্দশত রকমের আম পাওয়া যায়। ন্যাংড়া, গোলাপখাস, হিমসাগর, বেগুনফুলি, সফেদা, জাফরান, রানী পসন্দ, ইমাম পসন্দ, তোতাপুরী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সেগুন ঃ গাছ যেমন বিরাট, পাতাও তেমনি বড়সড়, ফিকে সবুজ রঙ। শীতের সময় পাতা ঝরে যায়। ফুল ফোটে গ্রীষ্মে বরষায়। ফুলের স্তবক বিরাট, দৈর্ঘ্য দু তিন ফুট, ছোট ছোট শাদা ফুল। ফল পাকে শীতের সময়। শীত, ইঁদুর ও হাতি সেগুন গাছের শত্রু। সেগুন কাঠ খুবই দামী। এক একটি গাছের দাম ত্রিশ হাজার টাকার বেশী। কাঠ সহজে বেঁকে না উই ধরে না। চমৎকার পালিশ ধরে। [রূপ রেখা পর্যায়ে এ সম্পর্কে আরও তথ্য আছে।]

নারিকেল ঃ সম্ভবত দক্ষিণ পূর্ণ এশিয়ার মালয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে ভারতে নারকেলের আমদানী। ফল নানান ধর্মীয় ক্রিয়া কর্মে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কলা ঃ চারা জাতীয় (হার্ব) এই গাছের কাণ্ড থাকে মাটির নীচে। গাছের ফল উপাদেয় ও স্বাস্থ্যকর। শুকনো কলার ছাতুও পুষ্টিকর। মর্তমান, চাঁপা, কাবুলী, সিঙাপুরী নানান জাতের কলা পাওয়া যায়।

বাঙলা দেশের আরও কয়েকটি বড় গাছ, আগাছা ও ছোট ছোট গাছের মধ্যে আছে ঃ হরিতকী, বয়ড়া, অর্জুন, কাশ, বেত, ছাতিম, বট, অশ্বত্থ, বেল, কদবেল, পাতিলেবু, কাগজি লেবু, বাতাবি লেবু, গোড়া লেবু, তাল, তালি খেজুর, সুপারী, গোলপাতা, কমলালেবু, কামিনী ফুল, আসশেওড়া, কার্পাস, মেস্তাপাট, স্থলপদ্ম, পরাশ-পিপুল, বাওবাব, বেড়েলা, বনওকড়া শিমুল, ঢেঁড়স, আঁতমোরা, মুচকুন্দ চাঁপা, গর্জন, মোহাল, আমড়া, শিশু, পলতে মাদার, করঞ্জা, সিত-শাল, পীত-সাল, জ্যামাইকা এবনি, জ্যামাইকা ডগ-উড, বারমিজ রোজউড, গুল-মোউর, তেঁতুল, নাটা, অঞ্জন, দাদমর্দন, কালকাসুন্দা, চেহুর, বনরাজ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....
Sri Sri ... ayee Ashram
BANARAS

বাবলা, রঞ্জন, গিলা, লজ্জাবতী, সাঁইকাঁটা, হুরহুরে, শ্বেত হুরহুরে, নানাজাতের ফার্ণ, ছত্রাক, প্রভৃতি। অনেকের বাড়ীর কাছে আছে অতসী, জয়ন্তী, অপরাজিতা, বকফুল গাছ।

শোণ, শোলা, কুঁচ, বনমেতী, ধঞ্চে, গোরক্ষ চাকুলিয়া, আলকুশী শিল্পকর্মে ও ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

উদ্ভিদের মধ্যে পতঙ্গভুক ঝাঁঝি দেখা যায় পুকুরে এরা জলের পোকা ধরে খায়। ড্রসেরার দীর্ঘ কেশর দর্শনীয়। বাঙলায় চার রকমের ড্রসেরা আছে। কেশরের মাথায় থাকে আঠাল রস, তাতে আটকে পড়া পতঙ্গ ধরে খায়। কলস উদ্ভিদ দেখা যায় খুবই কম। বেশ কয়েক রকমের পরগাছা আছে আমাদের দেশে। ফণিমনসা ও বিভিন্ন-জাতের ক্যাকটাস রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে। ফণিমনসার ফল থেকে মদ তৈরি হতে পারে। নয়নাভিরাম অর্কিড ও দেখা যায় কোথাও কোথাও।

মাছ ॥

পশ্চিমবাঙলায় বিভিন্ন ধরনের মাছ পাওয়া যায়। রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবোস, কৈ, মাগুর, সিঙ্গি, টাংরা, পাবদা, শোল, বোয়াল, ভাঙর, মৌরলা, বাটা, পুঁটি, আড়, মহাশোল, ভেটকি, চিতল, পারশে, ফেনা, চাঁদা, চিংড়ি কাঁকড়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইদানিং তেলাপিয়া মাছের চাষ হচ্ছে। এগুলি পাওয়া যায় আভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে। তাছাড়া সমুদ্র ও নদীর মোহনা থেকে পমফ্রেট, গুরজালি, পাঙ্গাস, ম্যাকরেল, ইলিশ, ভেটকি, স্যালমন, জিউফিস, সার্ডিন, গলদা চিংড়ি, কচ্ছপ, হাঙ্গর প্রভৃতি জলজ প্রাণী প্রচুর ধরা হচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দির

বাঙলায় মন্দিরের অভাব নেই। বিভিন্ন জেলায় নানান ধরনের মন্দির রয়েছে অসংখ্য। নিজস্ব রীতির মন্দির ছাড়াও আছে, বিদেশী প্রভাবে নির্মিত মন্দির। স্বল্পব্যয়ে সাধারণ ধরনের চালা মন্দিরগুলি সব থেকে প্রিয় ও সমাদৃত ছিল একসময়। দোচালা, জোড়বাঙলা, চার চালা, বারোচালা, কুড়িচালা মন্দির ছাড়াও নির্মিত হয়েছিল পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, ত্রয়োদশরত্ন, সপ্তদশরত্ন, একুশরত্ন মন্দির। উড়িষ্যা, দক্ষিণভারতের প্রভাব বিভিন্ন মন্দির স্থাপত্যে যেমন দেখা যায়, তেমনি খৃস্টীয় ও ইসলাম রীতির প্রভাবও পড়েছে। তাছাড়া বাঙলার নিজস্ব রীতির দালান মন্দির আছে। এ গুলির সামনে থাকে খিলানযুক্ত বারান্দা।

রাজসাহী জেলার জামালগঞ্জের কাছে পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হয়েছে বাঙলার প্রাচীনতম মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। পালসম্রাট ধর্মপাল নির্মাণ করেছিলেন এই মন্দির। এই প্রকাণ্ড মন্দিরটি আবিষ্কৃত হয়েছে প্রায় আশি ফুট উঁচু ইটের স্তূপের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। সুবৃহৎ মন্দির বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। জঙ্গলাকীর্ণ উঁচু স্তূপের জন্যই স্থানটি পাহাড়পুর নামে পরিচিত। এখানের নির্জন পরিবেশেই ছিল 'সোমপুর ধর্মশালা বিহার'। স্থাপত্যরীতি ভারতীয়। সমচতুর্ভুজ সঙ্ঘারামটির প্রতিটি ভুজ ৮২২ ফুট লম্বা। ১৮৭টি কুঠুরী এবং ৯২টি পূজার বেদী আছে। সঙ্ঘারামের কাছেই আছে তারার মন্দির। মহাবিহারের চারদিকে আছে পালযুগের বিস্ময়কর ভাস্কর্য নিদর্শন উৎকীর্ণ ৬৩টি মূর্তি। তার মধ্যে-গিরিগোবর্ধন, কৃষ্ণলীলা, বালীবধ, বালীসুগ্রীব যুদ্ধ, সুভদ্রাহরন, মহাদেবের বিষপান, বলরাম, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। টেরাকোটার কাজের মধ্যে আছে মাছ, শুশুক, কুমীর, নানাধরনের সরীসৃপ, শঙ্খ, ঝিনুক প্রভৃতি। পাহাড়পুরের মন্দিরে পাথরের কাজ থাকলেও মূল মন্দিরটি ইটের তৈরি। পাহাড়পুরের মন্দিরের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বেড়াচাঁপায় আবিষ্কৃত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের।

বাঙলার মন্দির নির্মাণে ইটই অন্যতম উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পাথর এদেশে দুষ্প্রাপ্য এবং ব্যয় সাপেক্ষ। গুপ্ত যুগেই ইট ও পাথরের সাহায্যে মন্দির নির্মাণের সূত্রপাত। তখন নির্মিত হত ছোট ছোট মন্দির। পরবর্তীকালে মন্দির কেবল উচ্চতায় নয়, আয়তনেও বাড়তে থাকে। সেই সঙ্গে বিকাশ ঘটে অলঙ্করণ শিল্পের। তবে ইটের মন্দিরের তুলনায় পাথরের মন্দিরগুলির সৌন্দর্য বেশী এবং দীর্ঘস্থায়ী। যা আছে বাঙলার বাইরের মন্দিরগুলিতে। অবশ্য বর্ধমান জেলায় বরাকর নদের ধারে কয়েকটি সুন্দর পাথরের মন্দির আছে। তাছাড়া বাঙলার বহু মূল্যবান ও সুদৃশ্য মন্দির মুসলমান আক্রমণকালে বিনষ্ট হয়েছে, পরিণত হয়েছে মসজিদে।

মুসলমান আমলের আগে বরাকরের বেগুনিয়ায় যে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল, সেটি এখনও বর্তমান। উড়িষ্যা রেখ দেউল অনুসরণে নির্মিত এই মন্দিরটির শিল্পসুষমা আজও বিস্ময় সৃষ্টি করে। দশম বা একাদশ শতকে তৈরি বাঁকুড়ার বহুলুড়ার রেখ দেউল সিদ্ধেশ্বর মন্দিরটিও বাঙলার স্থাপত্য শিল্পকর্মের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। বাঁকুড়ায় আরও কয়েকটি স্মরণযোগ্য মন্দির বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

ইতিহাসের পাতা অনুসরণে দেখা যায়, মুসলমান আগমনের পর বাঙালীর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। ধর্মরক্ষাও ছিল সে সময়ে দুষ্কর। বৃহৎ মন্দিরগুলির বেশীর ভাগ বিনষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবতার অধিষ্ঠান হল ঘরে ঘরে। ধর্মপ্রাণ বাঙালী সে দিন দেবতাকে রক্ষা করেছিল শয়নকক্ষে স্থান দিয়ে। দীর্ঘদিন এইভাবে অতিবাহিত করতে গিয়ে মন্দির নির্মাণের আড়ম্বর পূর্ণ নাগররীতির পটুত্ব বিনষ্ট হয়ে পড়ে। স্থপতিরা নিয়ত দৃশ্যমান চালাঘরকেই রূপান্তরিত করল মন্দিরে। যা বাঙলার সম্পূর্ণ নিজস্ব।

বাঙলার নিজস্ব রীতির মন্দিরের অপরূপ সৌন্দর্য আজও মুগ্ধকর রূপ নিয়ে জীবিত রয়েছে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে। মল্লরাজাদের উৎসাহ ও আনুকূল্যে বাঙলার স্থপতিরা চালাঘরের নানা আকৃতির মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। দোচালা মন্দির কিন্তু বিষ্ণুপুরে নেই। আছে মুর্শিদাবাদে চারটি, চন্দননগরে একটি। জোড়বাঙলা মন্দির অর্থাৎ দুটি দোচালা যুক্ত মন্দিরই ছিল প্রিয় মন্দির স্থাপত্যরীতি। অবস্থাপন্ন মানুষেরা চারচালা ও আটচালা মন্দিরও নির্মাণ করিয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরে চারচালা মন্দিরই বেশী। জোড়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাঙলা এবং চারচালা মন্দিরের ওপর ছোট চারচালা আকৃতির চূড়া দেখা যায় কোথাও কোথাও। অনেক মন্দিরে চূড়া বেড়েছে চালা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। পাঁচটি চূড়া বিশিষ্ট মন্দিরগুলি পঞ্চরত্ন মন্দির নামে পরিচিত। বাঙলার প্রিয় শিল্পরীতি। মন্দিরের চূড়া বাড়িয়ে নবরত্ন বা ত্রয়োদশরত্ন মন্দিরও তৈরি হত। অনেকগুলি মন্দিরে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি ও ঘর আছে। রত্ন মন্দিরগুলির মাঝের চূড়াটি থাকে সব থেকে উঁচু। মন্দিরের সামনে থাকে মূর্তি ও অলংকরণ। বিষ্ণুপুরে ১৬৫৫ খৃঃ নির্মিত হয় একটি অনুরূপ জোড়বাঙলা মন্দির। কলকাতার অম্বিকাদেবীর মন্দির, গুপ্তীপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির এবং মেদিনীপুরেও কয়েকটি উৎকৃষ্ট জোড়বাঙলা মন্দির আছে। বহুরত্ন মন্দির আছে হুগলী, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায়। নদীয়ার পালপাড়ার মন্দির, ঘাঁটালের সিংহবাহিনী মন্দির, দাসপুরের পাঠকগোস্বামীদের মন্দির হল চারচালা মন্দিরের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বাঙলায় আটচাল মন্দিরই সংখ্যায় বেশী। শিলদার কিশোর-কিশোরী মন্দির, গড়বেতার রাধাবল্লভজীউ মন্দির, হাওড়ার গড় ভবানীপুরের মনিনাথমন্দির, মেল্যকের গোপালজীউ মন্দির, চন্দ্রকোণার লাল জীউমন্দির, শান্তিপুরের শ্যামচাঁদ মন্দির, কাঁচড়াপাড়ার কৃষ্ণপুরের মন্দিররা নদীয়া জেলার শিব নিবাসের শিবালয়, মেদিনীপুরের (খড়দহ, রাজবলহাট, পাঁড়ুয়া) কয়েকটি মন্দির, কালীঘাটের কালীমন্দির, নিমতলার দুর্গেশ্বর মন্দির, ভূকৈলাশ রাজবাড়ীর মন্দির, শোভাবাজারের নন্দরাম সেনের শিবালয়, বাগবাজার মোড়ের শিবালয়—এগুলি আটচালা মন্দিরের নিদর্শন। বারোচালা মন্দির দেখা যায় ঘাঁটালের জলসরা গ্রামে, কলকাতার যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ-এ এবং বাঁকুড়া জেলায় এক্তেশ্বর মন্দির। জলপাইগুড়ির রায়গঞ্জে একটি কুড়িচালা মন্দির আছে। সমতল ছাদযুক্ত মন্দিরগুলি চাঁদনী নামে পরিচিত। এগুলি অট্টালিকা শ্রেণীর। বাঙলার প্রাচীনতম চাঁদনী মন্দির সম্ভবতঃ ভূকৈলাস রাজবাড়ীতে (কলকাতা)। মেদিনীপুরের দাসপুরে (মুরারী মোহন মন্দির), ক্ষেপুত, ঘাটাল, নন্দনপুরে কয়েকটি চাঁদনী আছে। একরত্ন মন্দির দেখা যায় শ্যামনগরের রাজবাড়ীতে, বিষ্ণুপুরের কর্ণগড়ে, দাসপুরের বহু গ্রামে, নদীয়ার কৃষ্ণনগরে ও গড়ভবানীপুরে, জলপাইগুড়িতে (জল্পেশ্বর মন্দির)। সুন্দর একটি পঞ্চরত্ন মন্দির আছে বগড়ী কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণরামজীর মন্দির। দাসপুরের গোবিন্দপুর গ্রামে একটি, নবগ্রামে গোপীনাথ মন্দির, বাসুদেবপুর, গুড়লি, নাড়াজোল, সুরতপুর, রামজীবনপুর, ২৪-পরগনার মূলাজোড়, কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার একটি মন্দির, মালদহের রামকেলি গ্রামের একটি মন্দির, বিষ্ণুপুরের শ্যামচাঁদ রায়ের মন্দিরগুলি পঞ্চরত্ন মন্দিরের নিদর্শন। বাঙলার শ্রেষ্ঠ নবরত্ন মন্দিরটি দিনাজপুরে অবস্থিত। শোভাবাজারে রাধাকান্ত দেবের ঠাকুরবাড়ী, টালিগঞ্জে রামনাথ মণ্ডলের মন্দির, শ্যামনগরের ব্রহ্মময়ী কালীমাতা মন্দির, ঘাটালের নিমতলার একটি মন্দির হল। নবরত্ন এই ধরনের মন্দিরগুলি সাধারণতঃ ত্রিতল। দুটি ত্রয়োদশরত্ন মন্দির আছে হুগলীর বাঁশবেড়িয়ায় (হংসেশ্বরী মন্দির) এবং মেদিনীপুরের ঘাটালের খড়ারে (সীতারাম-জীউ মন্দির)। হুগলী জেলার (সুখড়িয়া) আনন্দভৈরবী মন্দিরটি পঁচিশ চূড়াবিশিষ্ট। মন্দিরটিতে পোড়া মাটির কাজ আছে।

উড়িষ্যা দেউল রীতির মন্দির দেখা যায় তমলুক (বর্গভীমা), কলমিজোড়, আজুড়িয়া, দাসপুর, ঢেকুর (ভুবনেশ্বর দেউল), হাওড়া (পঞ্চানন্দ মন্দির), নেড়াদেউল (কামেশ্বর শিব মন্দির), চিল্কিগড় (কনকদুর্গা মন্দির), মেদিনীপুর (জগন্নাথ দেউল), এগরা (হটনগরেশ্বর মন্দির), ঘাটাল (রত্নেশ্বর বাটীর দেউল), দাঁতন (শ্যামলেশ্বর মন্দির), সুন্দরবন (জটার দেউল)। দক্ষিণ ভারতীয় রীতির প্রভাব আছে কলকাতার রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর স্ট্রীটে মহারাজ রমানাথ ঠাকুরের বাড়ীতে। বীরভূম জেলার খগোরা গ্রামের খগেশ্বর মন্দিরে আছে বৌদ্ধ প্রভাব। সিউড়ীর কিছু দূরে ভাণ্ডেশ্বর শিব মন্দিরেও এই প্রভাব লক্ষ্যণীয়। বুদ্ধ গয়ার মন্দিরের অনুরূপ এই মন্দির। রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের বাড়ীর মন্দিরটিতে আছে খৃষ্টীয় প্রভাব। সেন্টপলস ক্যাথিড্রালের অনুসরণে ভূকৈলাশ রাজবাড়ীর মন্দির এবং বাগবাজারের অন্নপূর্ণা মন্দির নির্মিত। বাসুদেবপুরের গুলাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দত্তের শিবালয়, কালনায় প্যারীকুমারী প্রতিষ্ঠিত শিবালয় এবং বীরভূমের দুটি মন্দিরে আছে ইসলামীয় প্রভাব।

বাঁকুড়া ঃ চালামন্দির, রত্নমন্দির, দালানমন্দির, উড়িষ্যা রীতির মন্দির আকীর্ণ বাঁকুড়া জেলা। আর অধিকাংশ মন্দিরই বিস্ময়কর পোড়ামাটির অলংকরণ সমৃদ্ধ।

বাঁকুড়া জেলার মন্দিরগুলির মধ্যে বিষ্ণুপুরের মন্দির ও স্থাপত্যের উল্লেখ করতে হয় প্রথমেই। বিখ্যাত রাসমঞ্চ, ভট্টাচার্য পাড়ার মল্লেশ্বর শিবমন্দির; লালবাঁধে কালাচাঁদ, রাধাগোবিন্দ, নন্দলাল ও রাধামাধব মন্দির; জোড়মন্দির, রাধাশ্যাম মন্দির, মুরলীমোহন মন্দির, কেষ্ট রায় মন্দির, শ্যাম রায় মন্দির, মদনমোহন মন্দির ছাড়াও বিষ্ণুপুরের আরও কয়েকটি বিভিন্ন শৈলীর মন্দির আছে। অবন্তিকা গ্রামের রাসমঞ্চটি বিখ্যাত। রাধাকান্তজীউ-এর মন্দির আছে আকুই-এ। অম্বিকা নগরের জীর্ণ পাথরের মন্দিরটি বহু পুরোন। এটি মুসলমান যুগেরও আগেকার। আটবাই চণ্ডীর পাথরের মন্দিরে আছে পাথরের চামুণ্ডামূর্তি। এক্তেশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গনে আছে সুবিশাল পাথরের গণেশ মূর্তি। হাড়মাসড়ায় উড়িষ্যারীতির পাথরের দেউল, এল্যাটিতে মল্ল আমলের ইটের দেউল, হদল-নারায়ণপুরের রাধামন্দির, কান্তোড়ে চক্রেশ্বরী দেবীর পাথরের মূর্তি, কাদাসোলের পঞ্চরত্ন মন্দির, গোকুলনগরের মল্ল আমলের পঞ্চরত্ন মন্দির, কোতুলপুরের ইটের দালান মন্দির, জগন্নাথ পুরের পাথরের শিব মন্দির, ডিহরের পাথরের ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বরের শিব মন্দির, দেউলভিড়্যার পাথরের দেউল, তেজপালের পাথরের আটচালা মন্দির, দ্বাদশবাড়ির মল্ল আমলের পাথরের একরত্ন মন্দির, নারিচার পাথরের সর্বমঙ্গলা মন্দির, বহুলাড়ায় প্রাক্ মুসলমান যুগের ইটের দেউল, বিক্রমপুরের উড়িষ্যারীতির পাথরের দেউল, শুশুনিয়া ও বিহারীনাথ পাহাড়ের মন্দির, মুনিনগরের পাথরের দেউল, সাব্রাকোনের মল্ল আমলের পাথরের আটচালা মন্দির, সিমলা পালের আটচালা মন্দির, সিহরের উড়িষ্যারীতির মন্দির, সোনাতলপলের ইটের জীর্ণ মন্দির, রাজগ্রামের দামোদরের ইটের দালান মন্দির, ইটের গিরিগোবর্ধন মন্দির, বিরাট রাসমঞ্চ—এসব ছাড়াও বাঁকুড়া জেলায় আছে আরও কয়েক শত মন্দির।

বীরভূম ঃ বাঙলার নিজস্ব মন্দির স্থাপত্যের পরিচয় সুস্পষ্ট বীরভূমের মন্দিরগুলিতে। অধিকাংশ মন্দির ইটের তৈরি। কয়েকটি পাথরের মন্দির অবশ্য আছে। রেখ-দেউলের সংখ্যা সামান্য। চারচালা রীতির মন্দিরের সংখ্যায় বেশী। আটচালা-রীতির মন্দিরের মধ্যে সিউড়ীর সোনাতোড় পাড়ার রাধাদামোদর মন্দিরটি শিল্পকর্মের জন্য উল্লেখযোগ্য। নবরত্ন, ত্রয়োদশরত্ন, পঞ্চরত্ন, মন্দিরের নিদর্শন মিললেও, জোড়বাঙলা মন্দির আছে মাত্র একটি বোলপুরের ইটাণ্ডায়। এই জেলার কয়েকটি বিখ্যাত মন্দির হল ঃ হেতমপুরের চন্দ্রনাথ শিবমন্দির, কলেশ্বরের কলেশনাথ শিবমন্দির, আকালীপুরের গুহ্যকালিকা মন্দির, গনপুরের চৌদ্দটি চারচালা শিবমন্দির, ঘুঘিয়ার চারচালা ইটের তৈরি রঘুনাথজীর মন্দির, চণ্ডীদাস-নান্নুরের বাসুলী মন্দির, জয়দেব-কেন্দুলীর রাধামাধব মন্দির, ডাবুকের ডাবুকেশ্বর মন্দির, বক্রেশ্বরের বক্রনাথ শিবমন্দির, কবিলাসপুরের প্রস্তর নির্মিত দেউল, মহুলার পাথরের মউলেশ্বর মন্দির, ভাণ্ডীরবনের বিভাণ্ডীশ্বর শিবমন্দির, তারাপীঠের সুউচ্চ আটচালা দেবীমন্দির, ইলামবাজারের লক্ষ্মী-জনার্দন মন্দির, দুবরাজপুরের ইটের শিবমন্দির, মল্লারপুরের মল্লেশ্বর শিবমন্দির, লাভপুরের ফুল্লরা মহাপীঠ, সিউড়ীর কালীবাড়ী, সুরুলের পঞ্চরত্ন মন্দির প্রভৃতি। অধিকাংশ মন্দিরেই আছে শিবলিঙ্গ। মন্দিরের গায়ের পোড়ামাটির অলংকরণের মধ্যে আছে রামায়ণের কাহিনী, কৃষ্ণলীলা, মঙ্গলকাব্যের কাহিনী, দৈনন্দিন জীবন, যুদ্ধযাত্রা, পূজাপার্বন, উৎসব প্রভৃতি চিত্রিত।

নদীয়া ঃ নদীয়ার সব থেকে পুরোণ মন্দির আছে পালপাড়ায়। এটি প্রায় পাঁচশত বছরের পুরোন। দুটি জোড় বাঙলা মন্দির আছে নদীয়া জেলায়—বীরনগরে এবং তেহট্টে। আটচালা ও চারচালা মন্দিরই বেশী। অধিকাংশ মন্দির সতের, আঠার ও উনিশ শতকে নির্মিত। নদীয়ার মন্দিরগুলির কয়েকটি আয়তনে সুবিশাল। গথিক স্থাপত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রীতির প্রভাব আছে কোথাও কোথাও। নদীয়ার বিভিন্ন অংশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্দির: নবদ্বীপের মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাসের মন্দির, বুড়োশিব তলায় ইটের পঞ্চরত্ন মন্দির, যোগনাথতলা পাড়ায় দালান শিবমন্দির, কাঞ্চনপল্লীর কৃষ্ণরায়ের আটচালা মন্দির, শিবনিবাসের রাজরাজেশ্বর শিবমন্দির, শান্তিপুরের শ্যামচাঁদ মন্দির, অদ্বৈত প্রভুর মন্দির, মায়াপুরের যোগপীঠ মন্দির, মাটিয়ারীর রুদ্রেশ্বর শিবমন্দির, বীরনগরের রাধাকৃষ্ণের জোড়বাংলা মন্দির, দুর্গা, কালী ও শিবমন্দির, পালপাড়ার ইটের চারচালা মন্দির, দোগাছির টেরাকোটা মন্দির, দেপাড়ার সুপ্রাচীন পাথরের মন্দির, দিগ্‌নগরের রাঘবেশ্বর শিবমন্দির, কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির বিষ্ণুমহল ও পূজামণ্ডপ, ফুলিয়ার দেউল শিখর দালান মন্দির, আড়ংঘাটার যুগলকিশোরের দালান মন্দির, কামালপুরের আটচালা-শিবমন্দির, ঘোষপাড়ার সতীমার সমাধি মন্দির, চাকদহের শ্রীপাট, দোগাছির জীর্ণ শিবমন্দির, নাকাশীপাড়ার তিনটি চারচালা মন্দির, পালপাড়ার ইটের চারচালা মন্দির, ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসের ভিটা, বিরহীর মদনগোপালের দালান মন্দির, বিল্বগ্রামের বিলেশ্বরীর দালান মন্দির, বিষ্ণুপুরের হরিঠাকুরের থান, ইটের জীর্ণ আটচালা মন্দির, মায়াপুরের যোগপীঠ মন্দির, রাণাঘাটের আটচালা শিবমন্দির, শান্তিপুরের জলেশ্বর শিবমন্দির, আটচালা শ্যামচাঁদ মন্দির, অদ্বৈতপ্রভুর মন্দির, গোকুলচাঁদ মন্দির, শ্রীনগরের চারচালা শিবমন্দির, সুন্দলপুরের পঞ্চরত্ন জোড়া শিবমন্দির, সোনাডাঙার অন্নপূর্ণা মন্দির বিখ্যাত। টেরাকোটার কাজে নদীয়ার শিল্পীরা যে দক্ষ ছিল তার পরিচয় আছে কয়েকটি মন্দিরে। নিখুঁত রূপায়ণ আছে পোড়ামাটির অলংকরণের। এইসব অলংকরণের মধ্যে আছে মহাভারত কাহিনী, কৃষ্ণলীলা, পৌরাণিক কাহিনী, বিষ্ণুর দশাবতার, সামাজিক দৃশ্য, মৃগয়া ও ভ্রমণ দৃশ্য, পশুপক্ষী প্রভৃতি।

হুগলী: এই জেলায় আছে অসংখ্য মন্দির, মসজিদ ও গীর্জা। মন্দিরগুলি নির্মিত হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ আমলে। বিভিন্ন রীতির মন্দিরের মধ্যে বালি দেওয়ানগঞ্জের জোড় বাঙলা দুর্গা মন্দিরটি অভিনব। চারচালা, আটচালা, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন মন্দিরই বেশীর ভাগ। বিখ্যাত মন্দির হল:

বংশবাটীর অনন্ত বাসুদেব মন্দির, হংসেশ্বরী মন্দির, তেলিনী পাড়ায় অন্নপূর্ণার নবরত্ন মন্দির, সুখড়িয়ার আনন্দময়ী মন্দির, শ্রীরামপুরের গৌরাঙ্গ মন্দির, রাধাবল্লভজীউর আটচালা মন্দির, মদনমোহন মন্দির, খানাকুলের ঘণ্টেশ্বর মন্দির, মহানাদের জটেশ্বরনাথ মন্দির, ব্রহ্মময়ী মন্দির, লালজীউ মন্দির, সোমড়ার জগদ্ধাত্রী মন্দির, মাহেশের জগন্নাথ মন্দির, তারকেশ্বরের তারকনাথ মন্দির, বালী-দেওয়ানগঞ্জের নবরত্ন জোড়বাঙলা দুর্গামন্দির, চন্দননগরের আটচালা দশভুজা মন্দির, ভবতারিণী কালীমাতার মন্দির, নন্দলালজীউ মন্দির, গুড়াপের আটচালা নন্দলালজীউ মন্দির, গোন্দলপাড়ার নীলকণ্ঠেশ্বরী মন্দির, শেওড়াফুলির নিস্তারিণী মন্দির, খামার পাড়ায় পদ্মমণির মন্দির, পাণ্ডুয়ার পঞ্চরত্ন মন্দির, শিবমন্দির, আটচালা শিবমন্দির, পোলবার বিশালাক্ষী জোড়বাঙলা মন্দির, ধনিয়াখালির বিশালাক্ষী মন্দির, গুপ্তিপাড়ার চৈতন্যদেব ও কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির, রামচন্দ্র মন্দির, গোস্বামী-মালিপাড়ার মদনগোপাল ও রাধাকান্ত মন্দির, রাধাগোপীনাথ মন্দির, দিগসুই-এ যাদব রায়ের নবরত্ন মন্দির, বৈঁচিগ্রামের আটচালা রাধাবল্লভ মন্দির, সপ্তরথ রেখদেউল, কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ মন্দির, গোপীনগরে রামনাথ শিবমন্দির, রাজবলহাটের রাধাকান্ত মন্দির, বাকনায় রঘুনাথ মন্দির, খানাকুল-কৃষ্ণনগরের গোপীনাথ মন্দির, রাধাকান্তজীউ মন্দির, দশঘরার রাধাগোপীনাথের পঞ্চরত্ন মন্দির, আঁটপুরের রাধাগোবিন্দ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, ভদ্রেশ্বরের রামসীতা মন্দির, ধনিয়াখালীর লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির ও সীতারামের আটচালা মন্দির, কাঁটালী গ্রামের শৈলেশ্বর মন্দির, চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বর শিবমন্দির, রিষড়ার সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির, হরিপালের আটচালা জীর্ণ মন্দির—ছাড়াও আরো অনেকগুলি মন্দির আছে এই জেলায়। পশ্চিম বাঙলার মন্দিরগুলির মধ্যে হুগলী জেলার মন্দিরগুলি স্থাপত্য ও শিল্পকলায় অতুলনীয়। অধিকাংশ মন্দির ইটের তৈরি। পোড়ামাটির অলংকরণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৌন্দর্যও বিস্ময়কর। সমাজজীবনের বিভিন্ন রূপ ও ধর্মীয় কাহিনী আছে এইসব শিল্পকর্মে।

কোচবিহার: এই জেলায় খেন আমলে যেসব পাথর বা ইটের মন্দির ছিল সেগুলির চিহ্নমাত্র নেই। দেবী কামতেশ্বরীর মন্দিরটি ১৬৬৫ খৃঃ নির্মাণ করেন মহারাজ প্রাণনারায়ন। প্রাণনারায়ণ ছিলেন অন্যতম খেণ নৃপতি। মন্দির নির্মাণে কোচবিহারের রাজারাই ছিলেন উদ্যোগী। তাছাড়া উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরাও অনেকগুলি মন্দির তৈরি করেছিলেন। বর্তমানে কোচবিহারের বিভিন্ন অংশের কয়েকটি মন্দির: কোচবিহার শহরের মদনমোহন মন্দির, রাজপাট ঢিবি, সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, মদনমোহন মন্দির, আনন্দময়ী কালীমন্দির, হিরণ্যগর্ভ শিবমন্দির, অনাথনাথ শিবমন্দির, বাণেশ্বরের বাণেশ্বর শিবমন্দির, ডাঙ্গরআয়ি ঠাকুরবাড়ি, গোসানীমারির কামতেশ্বরী মন্দির, মধুপুরধামের শঙ্করমন্দির, ধলিয়াবাড়ির সিদ্ধনাথ শিবমন্দির, চামটার ঘুনৈশ্বরী দেবীর মন্দির, তুফানগঞ্জের গোপীবল্লভ মন্দির, দিনহাটার বলরাম ঠাকুরের মন্দির, ধলিয়াবাড়ির সিদ্ধনাথ শিবের মন্দির, নাককাটিগাছের ষণ্ডেশ্বর মন্দির, বারকোদালির দামেশ্বর শিবমন্দির, বৈকুণ্ঠপুরের বৈকুণ্ঠনাথের মন্দির, ভুচুংমারি আবাস্থলির বলরাম ঠাকুরের মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী গ্রামের সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, হরিপুরের হরিহর মহাদেব মন্দির। অধিকাশ মন্দির ইটের, মাটির এবং টিনের। পুরোন মন্দিরগুলি চারচালা ধরনের। ইটের তৈরি মন্দিরগুলিতে আছে মুঘল স্থাপত্যের প্রভাব। শিব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, বলরাম, দুর্গা, কালীর প্রভাব হেতু কোচবিহারে এদের মন্দিরই বেশী।

চব্বিশপরগণা: বহু প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে জেলাটির বিভিন্ন স্থানে। সুন্দরবনে জঙ্গল হাসিলের সময় পাওয়া গেছে বহু মূর্তি ও মন্দিরের ভগ্ন দেওয়াল।

পানিহাটিতে আছে বৈষ্ণব মহান্তদের স্মৃতিসৌধ। খড়দহে শ্যামসুন্দর মন্দির, রাধাবল্লভ মন্দির, মহাপ্রভুর মন্দির ও গঙ্গার ধারে চব্বিশটি শিবমন্দির আছে। টিটাগড়ের দ্বাদশটি শিবমন্দির ও অন্নপূর্ণার মন্দির বিখ্যাত। শ্যামনগরে কালীবাড়ী ও দ্বাদশ শিবমন্দির প্রসিদ্ধ। ভাটপাড়ার জয়চণ্ডীদেবীর একটি পুরোনমন্দির আছে। চরিটি বড় রত্নমন্দিরই শিবমন্দির। একটি মন্দিরে আছে পোড়ামাটির কাজ। হালিশহরে রামপ্রসাদের পঞ্চবটী, চারটি আটচালা মন্দির, দুটি পঞ্চরত্ন শিবমন্দির দর্শনীয়। কয়েকটি মন্দিরে আছে পোড়ামাটির কাজ। আটচালা কৃষ্ণরায়ের বিরাট মন্দির আছে কাঁচড়াপাড়ায়। শ্যামনগরের নবরত্ন কালীমন্দির, আটটি আটচালা ও দুটি পঞ্চরত্ন শিবমন্দির বিখ্যাত। এখানে আছে পালযুগের দুটি বিষ্ণুমূর্তি। দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী কালীমন্দির, মদনমোহন মন্দির আছে। বারোটি আটচালা শিবমন্দির একালে বিশেষভাবে পরিচিত। চড়িঘার দ্বাদশ শিবমন্দির, রাজপুরের আনন্দময়ী কালীমন্দির, বহড়ুর শ্যামসুন্দর মন্দির, কোদালিয়া (সোনারপুর) বৃহৎ কালীমন্দির, জয়নগরের বারোটি আটচালা শিবমন্দির ও দোলমঞ্চ, গোবিন্দপুরের ভগ্ন মন্দির, মহেশপুরের ভগ্ন জোড়বাঙলা কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির, রামনাথপুরের কেশবেশ্বরের আটচালা মন্দির, বেড়াচাঁপার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিখ্যাত।

দক্ষিণবাঙলার প্রাচীনতম মন্দির জটার দেউল ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার মথুরাপুর থানায় অবস্থিত। একসময় স্থানটি ছিল জঙ্গলাবৃত। জঙ্গল হাসিলের সময় আবিষ্কৃত হয় মন্দিরটি। পালযুগের স্থাপত্যরীতি অনুসারে নির্মিত মন্দিরটি এখনও ৮০।৮৫ ফুট দাঁড়িয়ে আছে। তার ওপরের অংশের চিহ্ন মাত্র নেই। সম্ভবত মন্দিরটি শিবের অপর নাম জটাধর অনুসারেই জটার দেউল নামে খ্যাত।

জলপাইগুড়ি: এই জেলায় মন্দিরের সংখ্যা খুব বেশী নয়। জলপাইগুড়ি শহরের জল্পেশ্বরের মন্দির, জটীলেশ্বর মন্দির দুটি বিখ্যাত।

দার্জিলিং: একটি তিব্বতী বৌদ্ধমন্দির আছে ঘুমে। শিলিগুড়িতে কয়েকটি মন্দির আছে।

হাওড়া: জয়পুরে মতিলাল মন্দির, লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির চলেশ্বর শিবের আটচালা মন্দির জয়চণ্ডীতলার শ্রীধরজীউর মন্দির, অমরাগড়ীর আটচালা গজলক্ষ্মীর মন্দির, দধিমাধবের আটচালামন্দির, আসন্ডার শ্রীধরজীউর নবরত্নমন্দির, বারুই-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরের তিনটি ছোট শিখরমন্দির, জগৎবল্লভপুরের পাল-পরিবারের আটচালা মন্দির, মহেন্দ্রশ্বর শিবমন্দির, রামেশ্বর-পুরের রামেশ্বর শিবমন্দির, নিজবালিয়ার আটচালা মন্দির, বালিয়ার সিংহবাহিনী দেবীর মন্দির, গোবিন্দপুরের ভগ্নপ্রায় মন্দির উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির অলংকরণের মধ্যে আছে কৃষ্ণলীলা, লঙ্কাযুদ্ধ, দশাবতার পৌরানিক কাহিনী, অশ্বারূঢ় সৈনিক, বিভিন্ন দেবদেবী, সামাজিক চিত্র প্রভৃতি। আধুনিককালে নির্মিত বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশনের মঠ বিখ্যাত।

মুর্শিদাবাদ: বেলডাঙার কপিলেশ্বর শিবমন্দির, কীরিটকণা গ্রামের কিরীটেশ্বরী দেবীর মন্দির, বড়নগরের রাণী ভবানীমন্দির বিখ্যাত।

পুরুলিয়া: চেলিয়ামা গ্রামের রাধাবিনোদজীর মন্দিরে আছে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। তাছাড়া মন্দিরের গায়ে আছে কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, রামরাবনের যুদ্ধ, কালীমূর্তি প্রভৃতি এবং সামাজিক দৃশ্যের অলংকরণ। দেউলঘাটের শিখর মন্দির, বাঁদার মন্দির, গদীবেড়োর পরিত্যক্ত জোড়বাঙলা মন্দির, আটচালা রঘুনাথজীউ মন্দির, আটচালা কেশবেশ্বর জীউমন্দির উল্লেখযোগ্য।

মেদিনীপুর: বাহিরী গ্রামের পরিত্যক্ত জগন্নাথ-মন্দির, বলরামপুরের শিখর দেউল, সুরথপুর গ্রামের পঞ্চরত্ন শীতলা মন্দির, পাথরা গ্রামের পঞ্চরত্ন ধর্মঠাকুরের মন্দির বিখ্যাত।

মালদহ: প্রাচীন ইতিহাস সমৃদ্ধ পশ্চিমবাঙলার এই জেলা। সুপ্রাচীন গৌড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মালদহে প্রাচীন হিন্দুরাজাদের রাজধানী গৌড়ের চিহ্নমাত্র নেই।

কলকাতা: কালীঘাটের কালীমন্দির, চিত্তেশ্বরী মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, মদনমোহন মন্দির, আনন্দময়ী মন্দির, শ্মশানেশ্বর মন্দির, নগরেশ্বর মন্দির, ঠনঠনিয়ার মন্দির, নবরত্নেশ্বর মন্দির, ফিরিঙ্গী কালীমন্দির, পরেশনাথ জৈনমন্দির, আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দির উল্লেখযোগ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ম্যুজিঅম

পশ্চিমবাঙলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গতি রেখেই দেশের বিভিন্ন অংশে গড়ে উঠেছে ম্যুজিঅম। বাঙলার শিল্পকলা, উদ্ভিদ, প্রাণী, কৃষি, ভেষজসম্পদ, নৃতত্ত্ব, যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক সংগ্রহ আছে এইসব ম্যুজিঅমে।

কলকাতা ॥

এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল : ১৭৮৪ খৃঃ স্থাপিত। মূল্যবান প্রতিকৃতি ও ভাস্কর্য সংগ্রহের মধ্যে আছে রুবেন্স, গুইদো, রেনল্ডস্, হোম ও অন্যান্য কয়েকজনের মূল কাজ। গ্রন্থাগারে (সাধারণ) আছে এক লক্ষেরও বেশী বই ; সংস্কৃত বিভাগে আছে সাতাশ হাজার বই এবং বিভিন্ন ভাষার পাণ্ডুলিপি। আটচল্লিশটি কপার প্লেট, বহুমুদ্রা, পালযুগের প্রথম পর্বের চিত্রিত পাণ্ডুলিপি, নক্সা ও খোদাই-এর কাজ। ঠিকানা : ১ পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৬। ফোন ২৪-০৫৩৭। সময় বারটা থেকে সাতটা। শনিবার বারটা থেকে ছয়টা।

আকাদমি অফ ফাইন আর্টস্ : ১৯৩৩ খৃঃ স্থাপিত। সংগ্রহে আছে সমকালীন ভারতীয় শিল্প নিদর্শনসহ মধ্যযুগীয় বাঙলা ও ভারতীয় বস্ত্র, কালীঘাটের পট, বালুচর শাড়ী, কাশ্মীরী শাল, মধ্যযুগীয় ভারতীয় মিনিয়েচার চিত্র, উনিশ শতকের ছাপা ও কিছু পাথরের ভাস্কর্য। ১৯৬২ খৃঃ খোলা হয় রবীন্দ্র গ্যালারি। এখানে আছে কবির মুল আঁকা ছবি, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি (বাঙলা ও ইংরেজি) এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র। এখানে কর্মরত শিল্পীদের ব্যবহারের একটি স্টুডিও আছে। ঠিকানা : ক্যাথেড্রাল রোড, কলকাতা-৭০০০১৬। ফোন : ৪৪-৪২০৫। সময় : সোমবার ছুটি। অন্যদিন খোলা থাকে বারটা থেকে আটটা।

এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি : ১৮২০ খৃঃ স্থাপিত। এখানে আছে ফুলের বাগান, গ্রীন হাউসেস, গবেষণাগার ও পাঠাগার। প্রতি বছর পুষ্প প্রদর্শনী হয়। এখানে পুষ্প উদ্যান বিষয়ে শিক্ষাও দেওয়া হয়ে থাকে। ঠিকানা : ১ আলিপুর রোড। কলকাতা-৭০০০২৭। ফোন ৪৫-২৬১৩। সময় : সকাল সাতটা থেকে বেলা এগারটা। বিকাল তিনটা থেকে পাঁচটা।

আশুতোষ ম্যুজিঅম অফ ইণ্ডিয়ান আর্ট : ১৯৩৭ খৃঃ স্থাপিত। ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ম্যুজিঅম। পূর্ব ভারতের শিল্প ভাস্কর্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের উদ্দেশ্য নিয়েই স্থাপিত হয়েছিল। পূর্বভারতীয় লোককলার উল্লেখযোগ্য সংগ্রহাগার। এখানে বহু দুষ্প্রাপ্য শিল্পবস্তু রয়েছে। তাছাড়া আছে বাঙলার টেরাকোটা, পূর্ববাঙলার মৃৎপাত্র, মনসার ঘট, জামদানী শাড়ী, নক্সী কাঁথা, পাথরের ভাস্কর্য, কাঠখোদাই মূর্তি, ব্রোঞ্জের মূর্তি, উড়িষ্যার প্রাচীন শিল্প নিদর্শন, বিহারের শিল্প ও ভাস্কর্য, নেপালী-তিব্বতী পতাকার প্রতীক, বিভিন্ন রাজ্যের লোকশিল্পের নিদর্শন, রাজস্থানী চিত্রকলা, পাকানো পুঁথি, চিত্রিত পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি। মেদিনীপুর, বীরভুম, বাঁকুড়া, হুগলী জেলার জড়ান পট, দক্ষিণ বাঙলার দক্ষিণ রায়ের মূর্তি, মুর্শিদাবাদ জেলার বালুচর শাড়ী, কালীঘাটের পট, বাঁকুড়ার দুর্গাপট, বাঙলার কাঠের পুতুল, ছৌনৃত্যের মুখোস, প্রভৃতি এখানে দেখা যায়। ঠিকানা : শতাব্দীভবন। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় (পশ্চিম)। কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা-৭০০০১২। ফোন : ৩৪-৩০১৪ এক্সটেনশন আশুতোষ ম্যুজিঅম। রবিবার বাদে সপ্তাহের যে কোন দিন সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ চিত্রশালা : ১৯১০ খৃঃ স্থাপিত। মধ্যযুগের মূল্যবান পাথর ও ধাতব ভাস্কর্য, পাণ্ডুলিপি, খ্যাতনামা ব্যক্তিদের চিঠিপত্র, শিল্পকলা ও প্রত্ন-তাত্ত্বিক নিদর্শন। ঠিকানা : ২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলকাতা-৭০০০০৬। ফোন ৩৫-৩৭৪৩। বৃহস্পতিবার ও সাধারণ ছুটির দিন বাদে প্রত্যহ একটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকে।

বিড়লা আকাদমি অফ আর্ট অ্যাণ্ড কালচার ম্যুজিঅম : ১৯৬৬ খৃঃ স্থাপিত। মধ্যযুগের এবং আধুনিক শিল্পের ও কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুর নমুনা সংগৃহীত হয়েছে এখানে। আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর ও চিত্রশিল্পীদের নিয়মিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদর্শনী হয়। ঠিকানা : ১০৮-১০৯ সাদার্ণ এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯। ফোন : ৪৬-৯৮০২। খোলা থাকে বিকেল চারটা থেকে রাত আটটা (রবিবার বাদে)। রবিবার সময় : দুপুর একটা থেকে রাত আটটা। মঙ্গলবার বন্ধ থাকে।

এথনোগ্রাফিক ম্যুজিঅম : ১৯৫৫ খৃঃ স্থাপিত। পশ্চিমবাঙলা সরকারের সাংস্কৃতিক গবেষণা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত এই সংগ্রহশালায় আছে বেশভূষা, অলংকার, পশুশিকারের সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র, আসবাবপত্র, সুতাকাটা ও কাপড় বোনার সরঞ্জাম, মাছ ধরার জাল, বড়শি, ধর্ম ও জাদুবিদ্যা সম্পর্কিত জিনিসপত্র। আদিবাসী জীবনের পরিচয় পাওয়া যাবে এখানে বিভিন্ন ফটোগ্রাফ ও লোকসংগীতের রেকর্ডের মাধ্যমে। ঠিকানা : সাংস্কৃতিক গবেষণা পরিষদ। আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবাঙলা সরকার। নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবন। ১ কিরণশংকর রায় রোড, কলকাতা-৭০০০০১। ফোন : ২৩-৬২৭১, এক্সটেনশন ১৩৬, ১৭৩। রবিবার বাদে মাত্র কাজের দিনগুলিতেই সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে।

গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড কমার্শিয়াল ম্যুজিঅম : ১৯৩৯ খৃঃ স্থাপিত। পশ্চিমবাঙলার কারুশিল্প কুটিরশিল্প এবং ক্ষুদ্রায়ত শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী, বস্ত্রশিল্প, পুতুল ও খেলনা, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উৎপাদিত দ্রব্য-সম্ভার, মডেল এবং পরিসংখ্যান সংক্রান্ত নক্সাচিত্র প্রভৃতি আট ভাগে বিভক্ত করা আছে। একটি গ্রন্থশালা এবং বিনাব্যয়ে পড়াশুনার পাঠাগার রয়েছে। ঠিকানা : ৪৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৩। ফোন : ২৪-৩২৯০। সময় : রবিবার বাদে অন্যান্য দিন বেলা ১০.৩০ থেকে বিকেল ৫-৩০; শনিবার ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

জুলজিক্যাল গার্ডেন : ১৮৭০ খৃঃ স্থাপিত। ভারতীয় ও বিদেশী জীবজন্তু পাখি আছে। নানান জাতের সরীসৃপ ও পাখির আবাস দর্শনীয়। জীবজন্তু সম্পর্কে গবেষণার সুযোগ রয়েছে। ঠিকানা : ২ আলিপুর রোড, কলকাতা-৭০০০২৭। ফোন : ৪৫-৪১৫০। সময় : গরমকালে সকাল ছয়টা থেকে বেলা সাড়ে পাঁচটা এবং শীতের সময় সকাল সাড়ে ছয়টা থেকে বিকাল পাঁচটা।

স্টেট আর্কাইভস্, গভর্ণমেণ্ট অফ ওয়েষ্ট বেঙ্গল : ১৯০৯ খৃঃ স্থাপিত। ১৭৭০ খৃঃ থেকে ১৮৫৮ খৃঃ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রশাসণিক নথিপত্র, ১৬২৪ খৃঃ থেকে ফার্সি ভাষায় ও বাঙলা ভাষায় লেখা কিছু কিছু দলিল পত্র, ১৭০২ খৃঃ থেকে ১৮২৭ খৃঃ অবধি চুঁচুড়া সম্পর্কিত ওলন্দাজদের দলিল ইত্যাদি, শ্রীরামপুর সম্পর্কে দিনেমারদের কিছু কিছু নথিপত্র, সেক্রেটারিয়েট বিভাগগুলির দলিলপত্র এবং ১৮৫৮ খৃঃ থেকে ১৯৪৭ খৃঃ পর্যন্ত বৃটিশ রাজের শাসনাধীন কালের সমস্ত দলিল এবং তার সূচীপত্র। ১৯০১ খৃঃ থেকে তার পরবর্তীকালের সব দলিল মহাকরণে রাজ্য সরকারের মহাফেজখানার গুদামে রাখা হ'য়েছে। ঠিকানা : ৬, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা-৭০০০০৭। ফোন : ৩৪-১১৩৩। সময় : কাজের দিনগুলিনে বেলা সাড়ে দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে (রবিবার বাদে)।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল : ১৯০৩ খৃঃ স্থাপিত। সংগৃহীত বস্তুসমূহের মধ্যে রয়েছে সতের শতক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত ভারত ইতিহাসের সংশ্লিষ্ট উপাদান। যথা, পুরাবস্তুর নিদর্শন, ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল ইত্যাদি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, চুক্তিপত্র প্রভৃতি, সনদ, প্রস্তর মূর্তি, প্রতিকৃতি, প্রখ্যাতনামা শিল্পীদের তৈলচিত্র, আঠার ও উনিশ শতকের বিখ্যাত এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের খোদিত প্রতিকৃতি, প্রাচীন কলকাতার আঁকা ছবি, মোঘল যুগের এবং রাজস্থানের মিনিয়েচার, আবুল ফজল রচিত আইন-ই-আকবরি, আকবরনামা, আলমগীরের ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি, আবুল ফজলের নল-দময়ন্তীর ফার্সি ভাষায় অনুবাদ এবং সেযুগের বর্ম-শিরস্ত্রাণ এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি। সম্প্রতি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সংযোজিত নতুন গ্যালারিতে জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতি এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ দলিল, এবং মহারাজা নন্দকুমার, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন এবং অন্যান্যদের সম্পর্কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞাতব্য বিবরণ। ঠিকানা: ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। কলকাতা-৭০০০১৬। ফোন: ৪৪-৫১৫৪। মার্চ থেকে অক্টোবর-খোলা থাকে বেলা দশটা থেকে পাঁচটা এবং নভেম্বর থেকে ফেব্রুআরি—দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত। সোমবার ও সরকারী ছুটির দিন বন্ধ থাকে।

স্টেট আর্কিয়োলজিক্যাল গ্যালারি: ১৯৬২ খৃ: স্থাপিত। শুশুনিয়া (বাঁকুড়া) ও অন্যান্য স্থানের আদি মধ্য ও প্রস্তর যুগের দুষ্প্রাপ্য হাতিয়ারসমূহ, পাণ্ডু রাজার ঢিবি—বর্ধমান থেকে উদ্ধার করা গুপ্ত, সুঙ্গ, কুশান ও পাল যুগের এবং মধ্য যুগের টেরাকোটা, স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন, পাথর ও পলেস্তারা দ্বারা নির্মিত দ্রব্যসামগ্রী এবং 'ঐতিহাসিক শিল্প বিভাগ' নামে আরও একটি বিভাগে আছে প্রচুর সংখ্যক প্রাচীন টেরাকাটা ও ব্রোঞ্জের তৈরি শিল্প, বস্ত্রশিল্প ও বহু পাণ্ডুলিপি। ঠিকানা: ৩৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৩। ফোন: ২৩-৬৬৩৬, ২৩-৬৬৩১। সময়: রবিবার বাদে সপ্তাহের অন্যান্য দিন বেলা এগারটা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে।

রবীন্দ্র-ভারতী মু্যজিঅম: ১৯৬১ খৃ: স্থাপিত। রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক বাসভবনে এই ম্যুজিঅম রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। বাংলায় নবজাগরণ আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনে ঠাকুরপরিবারের ভূমিকা কি ছিল এখানে বিবদভাবে তার বর্ণনা দেওয়া আছে। কবির জীবন এবং কবির রচনাবলী নিয়ে এই ম্যুজিঅমের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। মূল্যবান গ্রন্থাবলী, অংকিত মূল ছবি, পাণ্ডুলিপি, বহু ফটো এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের ন্যায় উনিশ শতকের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে বহুমূল্য সংকলন এখানে আছে। ঠিকানা: ৬৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭০০০০৭। ফোন: ৩৪-৫২৪১। সময়: বেলা দশটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা (রবিবার বাদে), বেলা এগারটা থেকে দুপুর দুটা, রবিবার এবং ছুটির দিনগুলিতে; সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত আটটা বিশেষ উপলক্ষে।

বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেকনোলজিকাল ম্যুজিঅম: ১৯৫৬ খৃ: স্থাপিত। বিজ্ঞান এবং কারিগরী শিল্প নিয়ে এই প্রতিষ্ঠান গঠন করে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগত গবেষণা পরিষদ। বিদ্যুৎ-শক্তি, বিদ্যুৎ-পরমাণু শক্তি, পারমাণবিক-শক্তি, পদার্থবিজ্ঞান, লৌহ ও ইস্পাত, চক্ষের দৃষ্টি সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি, গতিদায়ক শক্তি, যোগাযোগ এবং খনির কাজকর্ম দেখাবার জন্য গ্যালারিগুলিতে বহু মডেল রয়েছে। চক্ষের দৃষ্টি সংশ্লিষ্ট গ্যালারি একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞান গ্যালারিতে রূপান্তরিত। ম্যুজিঅমের কাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ছায়াছবির প্রদর্শনী, ব্যবহারিক ভাবে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বক্তৃতামালা, শখের পেশা সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম, দূরবীণের মধ্য দিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণের পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচী ইত্যাদি। মালদহ এবং পুরুলিয়ায় এই প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে দুটি বিজ্ঞান ম্যুজিঅম পরিচালিত হচ্ছে। ঠিকানা: ১৯এ, গুরুসদয় রোড, কলকাতা—৭০০০১৯, ফোন: ৪৪-৭২৪১-৪৪। মঙ্গলবার থেকে রবিবার পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা দশটা থেকে সাড়ে পাঁচটা খোলা থাকে।

মিউনিসিপ্যাল ম্যুজিঅম: ১৯৩২ খৃ: স্থাপিত। কলকাতা কর্পোরেশনের এই ম্যুজিঅমে জনস্বাস্থ্য ও দেশীয় দ্রব্যাদির আলোকচিত্র আছে। ঠিকানা: কলেজস্ট্রীট মার্কেট (নর্থ ব্লক), কলকাতা ৭০০০১২। ফোন: ৩৪-১০৩৯। রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন বাদে সব দিন বেলা সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে।

ইনস্টিটিউট অফ পোর্ট ম্যানেজমেণ্ট ম্যুজিঅম: বন্দর ব্যবস্থার নানাবিধ বিষয় সুন্দরভাবে প্রদর্শিত আছে। ঠিকানা: ইনস্টিটিউট অফ পোর্ট ম্যানেজমেণ্ট। ৪০ সার্কুলার গার্ডেন রিচ রোড। কলকাতা-৪৩। ফোন: ৪৫-১০৯১।

ক্রাফট্স ম্যুজিঅম: আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রি ম্যুজিঅম: ১৯৫০ খৃ: স্থাপিত। আগে নাম ছিল ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রি। হস্তশিল্প ও লোকায়ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিল্পের মূল্যবান পশ্চিম সংগ্রহাগার। বাঙলা, আসাম, ত্রিপুরা, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাট, কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ু ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের হস্তিদন্ত শিল্প, কাঠের ও মাটির পুতুল, ঘট, ধাতু নির্মিত বস্ত্র এবং বস্ত্রশিল্পসম্ভার ও কারুশিল্প সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থাগারটি সুন্দর। ফটোগ্রাফিক নথিপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। ঠিকানা: ৯-১২, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা—৭০০০০১। ফোন: ২৩৭২০৫। সময়: রবিবার বাদে অন্যান্য দিন বেলা ১০টা থেকে বিকেল ৫টা।

জুট ম্যুজিঅম, জুট টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিজ, আই সি এ আর: ১৯৩৬ খৃঃ স্থাপিত। জাতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের এই ম্যুজিঅমে আছে বিভিন্ন জাতের পাটের নিদর্শন ও পাটজাত দ্রব্যাদির নিদর্শন। ঠিকানা ১২ রিজেণ্ট পার্ক। কলকাতা ৭০০০৪০। ফোন: ৪৬-৪৫৪১। রবিবার বাদে অন্য দিন বেলা দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সেফ্‌টি হেলথ অ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ম্যুজিঅম: ভারত সরকারের শ্রম ও শ্রমনিয়োগ মন্ত্রকের অধীনে আঞ্চলিক শ্রমপরিষদ পরিচালিত। শিল্পসংক্রান্ত সাজসরঞ্জাম, বিভিন্ন শ্রেণীর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ত্রুটিবিচ্যুতি এবং এবং তা নিরাময়ের ব্যবস্থা, আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রতিরোধের পথ—এসব আছে লিখিতভাবে। শ্রমিকদের নিরাপত্তা সম্পর্কে শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। ঠিকানা: লেকটাউন, পাতিপুকুর। কলকাতা ৭০০০৫৫। ফোন: ৫৭-২৭৩১-৩২। শনিবার ও রবিবার বাদে অন্য সবদিন খোলা থাকে।

বিড়লা প্লানেটেরিয়ম: ১৯৬২ খৃঃ স্থাপিত। বিড়লা এডুকেশন ট্রাস্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সৌরজগৎ, রাশিচক্র, অন্তরীক্ষ অনুসন্ধান, ছায়াপথ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের আয়ুষ্কাল সম্পর্কে জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত তথ্যাদির উপস্থাপনা সহ প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে এবং তা সাধারণত ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী এবং কখনো কখনো গুজরাটি, তামিল ও ওড়িয়া ভাষায় করা হয়ে থাকে। কর্মসূচীর পরিকল্পনা করা হয় বিভিন্ন বয়সের শিশুদের উপযোগী করে। প্ল্যানেটেরিয়মের জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত গ্যালারিতে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে রয়েছে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের ফটোগ্রাফ, যশস্বী জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আবক্ষ প্রতিমূর্তি, নবগ্রহ-খচিত রঙীন দেওয়ালচিত্র এবং জডরেল ব্যাংক স্টিয়ারেবেল রেডিও টেলিস্কোপের একটি মডেল। জ্যোতির্বিদ্যা ও অন্তরীক্ষ পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম অনুসারে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। ঠিকানা: ৯৬ জহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০১৩। ফোন: ৪৪-১৫৫৪। দুপুর ২টা, ৩-৩০টা, ৫টা এবং ৬-৩০ (রবিবার বাদে) রবিবার এবং ছুটির দিনে বেলা সাড়ে এগারোটায় অতিরিক্ত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকে। সোমবার প্লানেটেরিয়ম বন্ধ থাকে।

মার্বেল প্যালেস আর্ট গ্যালারি অ্যাণ্ড জু গার্ডেন: ১৮৫৫ খৃঃ স্থাপিত। বিভিন্ন য়ুরোপীয় তৈলচিত্র ও শিল্প নিদর্শন আছে। এখানকার চিড়িয়াখানায় আছে বহু রকমের পাখি ও নিরামিষভোজী জীব জন্তু। ঠিকানা: ৪৬ মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট। কলকাতা ৭০০০০৭। ফোন: ৩৪-৩৩১০। সোমবার ও বৃহস্পতিবার বাদে অন্য দিন দশটা থেকে চারটা পর্যন্ত খোলা থাকে।

নেতাজী ম্যুজিঅম: নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো: ১৯৬১ খৃঃ স্থাপিত। নেতাজীর ব্যবহৃত জিনিসপত্র, ফটো, লেখা ও অন্যান্য দলিলপত্র, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম সংক্রান্ত ফটো ও দলিল আছে। ঠিকানা: ৩৮।২ লালা লাজপত রায় সরণী। কলকাতা ৭০০০২০। ফোন: ৪৭-৩৭৪৫। বেলা নয়টা থেকে দুপুর বারটা; কেবলমাত্র রবিবার এবং অন্যান্য দিন বিকাল চারটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকে।

নেহরু চিলড্রেন্স ম্যুজিঅম: ১৯৭৩ খৃঃ স্থাপিত। দেশবিদেশের পুতুল, পুতুলের মাধ্যমে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, রেলওয়ে ক্রসিং-এর মডেল এবং আরও বহু জিনিসপত্র আছে। প্রাথমিক বিজ্ঞান গ্যালারিটি বেশ আকর্ষণীয়। ঠিকানা: ৯৪।১ চৌরঙ্গী রোড। কলকাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭০০০১৬। ফোন: ৪৪-৩৫১৬। সোমবার বাদে অন্য দিন বেলা বারটা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত খোলা থাকে।

ন্যাশনাল লাইব্রেরী: রেয়ার বুক্‌স্‌ সেকসন: শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত এই বিভাগ বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, ইংরেজ পূর্ব ও পরবর্তী কালের তথ্য, চিঠিপত্র ও নোট সমৃদ্ধ। ঠিকানা: আলিপুর। কলিকাতা ৭০০০২৭। ফোন: ৪৫-০০০২৪। সকাল নয়টা থেকে রাত্রি আটটা এবং রবিবার ও অন্য ছুটির দিনে বেলা দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে।

ইণ্ডিয়ান ম্যুজিঅম: ১৮১৪ খৃঃ স্থাপিত। সারা দেশে এখন এই ম্যুজিঅমটাই সবচেয়ে বড়। ছয়টি বিভাগ আছে: শিল্পকলা, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব এবং শিল্প (অর্থ নৈতিক উদ্ভিদ বিজ্ঞান)। শিল্পকলা বিভাগে আছে: মধ্যযুগীয় ভারতীয় চিত্রাঙ্কন, তিব্বতীয় মন্দিরের শীর্ষ অলংকরন, ধাতুনির্মিত প্রতিমূর্তি, পালিস করা উজ্জ্বল তৈজসপত্র, বিদরের তৈরি জিনিস, গহনা, রৌপ্য নির্মিত তৈজসপত্র, কাচের তৈরি বাসনপত্র, বালুচর ও জামদানী শাড়ী, মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্প, মৃন্ময় পাত্র, হস্তিদন্ত শিল্প এবং হাড়ের তৈরি জিনিস, কাঠের ভাস্কর্য শিল্প, চামড়ার তৈরি জিনিস, লাক্ষার পুতুল, চুন ও ম্যাগনেসিয়াম মিশ্রণে তৈরি পাথরের মতো একটা জিনিস এবং স্ফটিক এবং ভারতীয় উপমহাদেশের সব জায়গা থেকে সংগৃহীত দুর্লভ বস্ত্রশিল্প ইত্যাদি। পুরাতত্ত্ব বিভাগে আছে: ভারত এবং দেশ-বিদেশ থেকে সংগৃহীত প্রস্তর যুগের শিল্প নিদর্শন, মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পা থেকে পাওয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের খৃষ্ট-পূর্বাব্দ ২৫০০ থেকে ১৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন নিদর্শন, খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতক থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী মধ্য যুগের শেষাবধি সময়ের ইতিহাসের সকল পর্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাস্কর্য শিল্প, পাথর ও তামার উপরে খোদাই করা শিল্পনিদর্শন, হিন্দু-মুসলিম যুগের স্থাপত্য শিল্পসম্ভার ও ভারতীয় মুদ্রার প্রতিনিধিমূলক সংগ্রহ। ভারতীয় ব্রোঞ্জ মূর্তি এবং বাংলার শিল্পকলা ও কারুশিল্পের নিদর্শন সাজিয়ে রাখা হয়েছে মিউজিঅমের দুটি পৃথক গ্যালারিতে। বিভিন্ন ভারতীয় সঙ্গীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রকমের বাদ্যযন্ত্রের এক বিরাট সমাবেশ রয়েছে একটা বিশেষ গ্যালারিতে। ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের এবং আদিবাসী যারা নয় সেইসব লোকদের সঙ্গে প্রসঙ্গত যুক্ত অসংখ্য বস্তুগত নিদর্শন, যথেষ্ট পরিমাণে গবেষণা-মূলক কাজের মাধ্যমে বিরাট বিরাট ডায়োরামা সাজিয়ে রাখা হয়েছে নৃতত্ত্ব বিভাগে। সম্প্রসারিত ভৌগোলিক বিভাগের চারটে গ্যালারিতে আছে ৮০,০০০ নমুনা, তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রকমের উল্কা, মূল্যবান পাথর, সৌধ নির্মাণোপযোগী অলংকরণের পাথর, শিলা, খনিজ পদার্থসমূহ এবং জীবাশ্ম। সারা ভারতের এটাই সবচেয়ে বড় প্রাণীতত্ত্ব বিভাগে, কীটপতঙ্গ, মাছ, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী জীব এবং পাখী প্রভৃতির অসংখ্য নমুনা সমৃদ্ধ প্রাণীতত্ত্ব বিভাগ। শিল্প বিভাগে রয়েছে এরকম কয়েক হাজার ভেষজ পদার্থ। অরণ্য সম্পদ, কৃষি সম্পদ এবং কুটির শিল্পের উদ্ভিদতত্ত্ব সম্পর্কিত জিনিসের নমুনা। এই ম্যুজিঅমের একটি প্রকাশন সংস্থা ও একটি গ্রন্থাগার আছে। এই ম্যুজিঅমে গাইড সার্ভিস পাওয়া যায়। তাছাড়া আছে বিভিন্ন ঋতু অনুযায়ী বক্তৃতা-মালার ব্যবস্থা। গাইড বই, ছবিযুক্ত কার্ড এবং প্রাচীন ভাস্কর্যের প্লাস্টারের ছাপ বিক্রী করা হয়ে থাকে। ঠিকানা: ২৭, জহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০১৩। ফোন: ২৩-৯৮৫৫। মার্চ মাস থেকে নভেম্বর মাস বেলা দশটা থেকে বিকেল পাচটা পর্যন্ত, ডিসেম্বর মাস থেকে জাআয়ারী মাস বেলা দশটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত এবং সোমবার এবং স্বীকৃত ছুটির দিনগুলি বাদে অন্য দিনগুলিতে খোলা থাকে।

হাওড়া ॥

ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন: ১৭৮৭ খৃঃ স্থাপিত। ২৭৩ একর জমির উপর এশিয়ার এই বৃহত্তম বাগানে আছে চা, সিঙ্কোনা, মেহগিনী বহু মূল্যবান গাছ। ঠিকানা: পোঃ বোটানিক গার্ডেন। শিবপুর। জেলা, হাওড়া। ফোন: ৬৭-৪২২১। সকাল সাড়ে ছয়টা থেকে সাড়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এগারটা এবং আড়াইটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে। সেন্ট্রাল ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম ছুটির দিন ও রবিবার বাদে অন্য দিন সাড়ে দশটা থেকে সওয়া পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে।

আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা ঃ সংগৃহীত লোক-শিল্পের নিদর্শনের মধ্যে আছে পুতুল ও মাটির খেলনা, চিত্রকলা ও পট, পোড়ামাটির ফলক, ব্রত ও পাল পার্বণে ব্যবহৃত মাটির মূর্তি প্রভৃতি। মেদিনীপুর, চব্বিশপরগণা, হুগলী ও হাওড়া জেলার শিল্পকর্মই বেশী। ঠিকানা ঃ নবাসন, বাগনান, জেলা হাওড়া। বৃহস্পতিবার বন্ধ থাকে। রবিবার এগারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে।

বাঁকুড়া ॥

আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবন ঃ ১৯৫১ খৃঃ স্থাপিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিষ্ণুপুর শাখার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ঠিকানা ঃ বিষ্ণুপুর। জেলা বাঁকুড়া।

বর্ধমান ॥

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় মুজিঅম ও আর্ট গ্যালারী ঃ ১৯৬৫ খৃঃ স্থাপিত। ঠিকানা ঃ রাজবাটী, বর্ধমান। সময় ঃ যখন কলেজ খোলা থাকে।

দার্জিলিং ॥

ডাও হিল ফরেস্ট স্কুল ম্যুজিঅম ঃ ঠিকানা ঃ পোঃ ডাও হিল, জেলা দার্জিলিং।

অক্ষয় কুমার মৈত্র হিস্টোরিক্যাল ম্যুজিঅম ঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৫ খৃঃ স্থাপিত। ঠিকানা ঃ রাজা রামমোহনপুর, শিলিগুড়ি, জেলা দার্জিলিং।

লয়েড বোটানিক গার্ডেন ঃ ১৮৭৮ খৃঃ স্থাপিত এবং পশ্চিমবাঙলা সরকারের বন বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত। ঠিকানা ঃ দার্জিলিং, জেলা দার্জিলিং। সময় ঃ প্রতিদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত। হার্বেরিয়াম ও অফিস ঃ ১০টা থেকে আড়াইটা (শীতকাল) এবং ১০টা থেকে ৩টা (গ্রীষ্মকাল)।

হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের ম্যুজিঅম ঃ ১৯৫৫ খৃঃ স্থাপিত। ঠিকানা ঃ দার্জিলিং, জেলা দার্জিলিং। সময় সাড়ে ৮টা থেকে ১টা এবং ২টা থেকে সাড়ে ৪টা ; মঙ্গলবার বন্ধ।

হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক ঃ ১৯৫৮ খৃঃ স্থাপিত। ঠিকানা দার্জিলিং, জেলা দার্জিলিং। সময় ঃ সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ৫টা।

ন্যাচারাল হিষ্ট্রি ম্যুজিঅম ঃ ১৯০৩ খৃঃ স্থাপিত। ঠিকানা ঃ দার্জিলিং, জেলা দার্জিলিং। সময় ঃ ১০টা থেকে ৫টা, বৃহস্পতিবারে বন্ধ। শীতকালে বন্ধ হয় একঘণ্টা আগে।

হুগলি ॥

টেক্সটাইল ম্যুজিঅম, কলেজ অফ টেক্সটাইল টেকনোলজি ঃ ঠিকানা ঃ শ্রীরামপুর, জেলা হুগলি। কলেজের সময় খোলা।

অমূল্য প্রত্নশালা ঃ আকারে ছোট হলেও, মূল্যবান কাঠের শিল্পকাজ সংগ্রহে আছে। বস্ত্রশিল্পের নক্সা, খেলনা, পোড়া মাটির ফলক, মুদ্রা ও পটচিত্র দর্শনীয়। ঠিকানা ঃ রাজবলহাট, জেলা হুগলি। কাজের দিন খোলা থাকে।

কেরি ম্যুজিঅম অ্যাণ্ড লাইব্রেরী ঃ ১৮১৮ খৃঃ স্থাপিত। বহু পাণ্ডুলিপি, ভারতীয় ও বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রণের নিদর্শন আছে এখানে। ঠিকানা ঃ শ্রীরামপুর কলেজ, শ্রীরামপুর, হুগলি। শনিবার দশটা থেকে একটা এবং অন্যান্য দিন দশটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত খোলা থাকে। রবিবার ও সাধারণ ছুটির দিন বন্ধ থাকে।

ম্যুজিঅম অ্যাণ্ড আর্ট গ্যালারী, ইনস্টিটিউট অভ চন্দননগর ঃ লোক শিল্পকলার নিদর্শন, পোড়ামাটির শিল্প সম্ভার, স্থানীয় চিত্রকরদের বহুবর্ণ রঞ্জিত পট চিত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। ঠিকানা ঃ দি রেসিডেন্সি, চন্দননগর, হুগলি। বৃহস্পতিবার বন্ধ। রবিবার বেলা এগারটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে পাঁচটা এবং অন্যান্য দিন বেলা চারটা থেকে সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

চব্বিশ পরগণা ॥

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লাইব্রেরী ও মু্যজিঅম : ১৯৫৪ খৃঃ স্থাপিত। ঠিকানা : কাঁঠালপাড়া, নৈহাটি, চব্বিশ পরগণা। বৃহস্পতিবার ও সরকারী ছুটির দিনে বন্ধ থাকে। শুক্রবার খোলা থাকে তিনটা থেকে ছটা এবং অন্য দিনে বেলা বারটা থেকে ছটা পর্যন্ত।

গুরুসদয় মু্যজিঅম অফ বেঙ্গল ফোকআর্ট : লোকশিল্পকলার মূল্যবান সংগ্রহ আছে এখানে। এখানকার কাঁথার সংগ্রহ বিস্ময়কর। কাঠের অলংকার ও ভাস্কর্য, পুতুল ও খেলনা, জড়ানোপট, কালীঘাটের পট, পোড়ামাটির মৃৎপাত্রের অতুলনীয় সম্ভার আছে এখানে। ঠিকানা : ব্রতচারী গ্রাম, ঠাকুর পুকুর, পোঃ জোকা, চব্বিশ পরগণা। বৃহস্পতিবার বন্ধ থাকে। বুধবার দেড়টায় বন্ধ হয়ে যায়। অন্য দিন সাড়ে এগারটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত খোলা।

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয় : ঠিকানা : ১৪ রিভার সাইড রোড। ব্যারাকপুর। ২৪ পরগণা। ফোন : ব্যারাকপুর ১৭০। বুধবার বন্ধ থাকে। এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বেলা বারটা থেকে ছয়টা এবং নভেম্বর থেকে মার্চ বেলা এগারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকে।

মালদহ ॥

মালদহ মু্যজিঅম : ১৯৩৭ সালে স্থাপিত। ঠিকানা : মালদহ, জেলা মালদহ।

মেদিনীপুর ॥

তাম্রলিপ্ত মু্যজিঅম ও রিসার্চ সেণ্টার : ঠিকানা : তমলুক, জেলা মেদিনীপুর।

বিদ্যাসাগর স্মৃতিভবন সংগ্রহশালা : ঠিকানা : পোঃ ও জেলা মেদিনীপুর।

মুর্শিদাবাদ ॥

হাজারদুয়ারী প্যালেস ম্যুজিঅম : ঠিকানা : পোঃ ও জেলা মুর্শিদাবাদ। সময় : ১০টা থেকে ৯টা। শুক্রবার বন্ধ।

মুর্শিদাবাদ জেলা ম্যুজিঅম : প্রধানত প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রীর সংগ্রহ রয়েছে এখানে। ঠিকানা : জিয়াগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ।

পুরুলিয়া ॥

পুরুলিয়া জেলা মু্যজিঅম : জৈন ও হিন্দু ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের নিদর্শন ছাড়াও স্থানীয় অধিবাসীদের গহনা, অস্ত্র ও বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির নিদর্শন দেখা যায়। ঠিকানা : হরিপদ সাহিত্য মন্দির (ম্যুজিঅম ও লাইব্রেরী), পুরুলিয়া, জেলা পুরুলিয়া।

পশ্চিম দিনাজপুর ॥

বালুরঘাট কলেজ মু্যজিঅম : পাল ও সেন যুগের পাথরের ভাস্কর্য, মধ্যযুগের গোড়ার দিকের মুদ্রা প্রভৃতি রয়েছে। ঠিকানা : বালুরঘাট কলেজ, পোঃ বালুরঘাট, জেলা পশ্চিম দিনাজপুর। সময় : কলেজ খোলা থাকা পর্যন্ত।

বীরভূম ॥

কলাভবন ম্যুজিঅম : ১৯২২ খৃঃ স্থাপিত। একালের শিল্পীদের চিত্র, বাঙলার লোকশিল্প, কালিঘাটের পট, চৌকাপট, মাটি ও কাঠের পুতুল, ধাতব মূর্তি, পোড়ামাটির ফলক, মৃৎপাত্র, বস্ত্র শিল্পের নিদর্শন প্রদর্শিত। ঠিকানা : বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, জেলা বীরভূম। কলেজ খোলা থাকার সময় দেখা যায়।

টেগোর মেমোরিয়াল ম্যুজিঅম (রবীন্দ্রভবন) : ১৯৪২ খৃঃ স্থাপিত। ঠিকানা : বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, জেলা বীরভূম। বুধবার বন্ধ। প্রতি মঙ্গলবার সাড়ে দশটা থেকে বেলা এগারটা এবং সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার দুটা থেকে চারটা পর্যন্ত খোলা থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No... ....
Shri Sh... ...mayee Ashram
BENARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

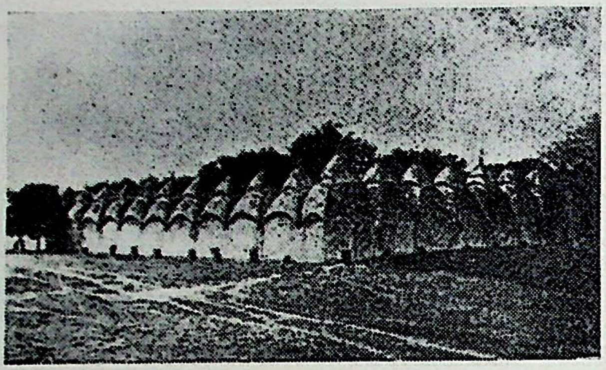

১০৮ শিবমন্দির—নবাব হাট (বর্ধমান)

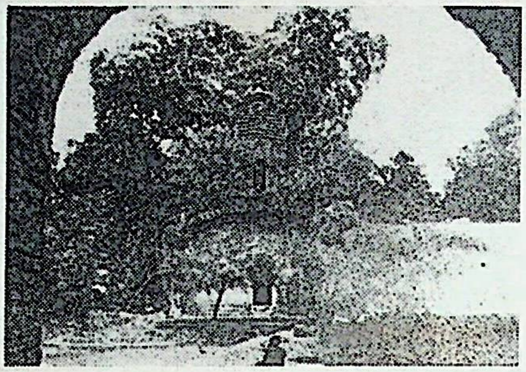

রঘুনাথ জীউর মন্দির (মেদিনীপুর)

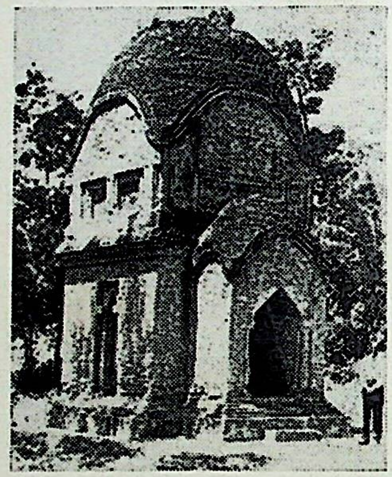

বিষেণপুরের চারশত বছরের পুরাণো
বিষ্ণুমন্দির

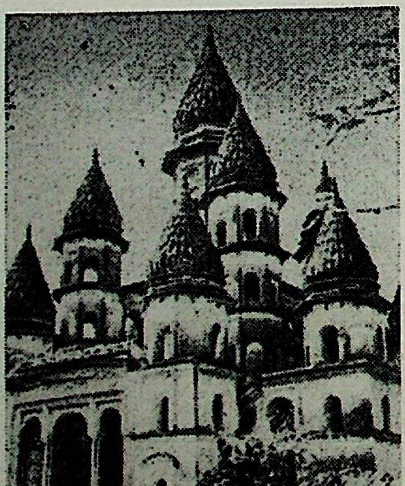

হংসেশ্বরীর মন্দির (বংশবাটি)

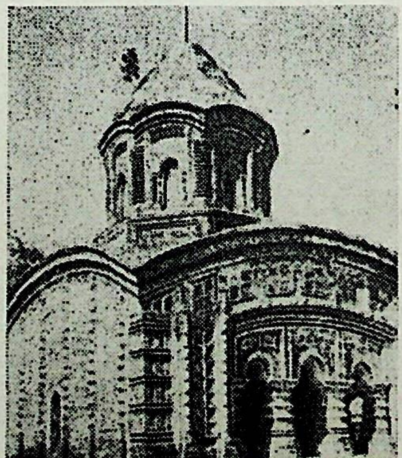

বাসুদেবের মন্দির (বংশবাটি)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
Ashram
BANARAS

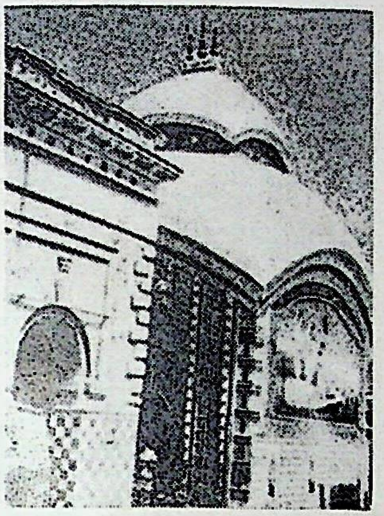

তারকেশ্বরের মন্দির

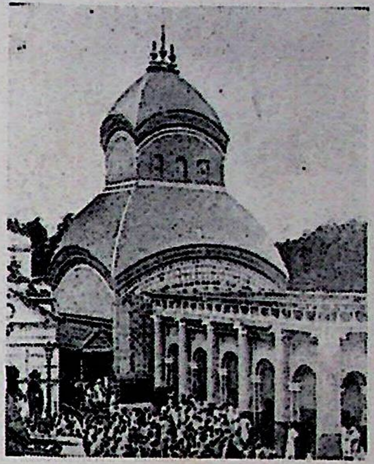

কালীমন্দির (কালীঘাট)

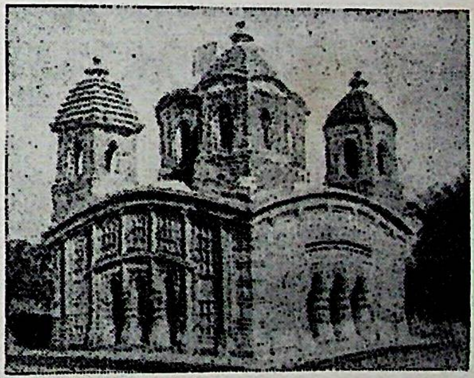

শ্যামরায়েরমন্দির (বিষ্ণুপুর)

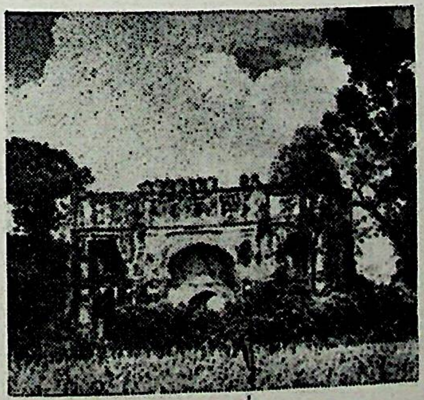

লুকোচুরি দরজা (গৌড়)

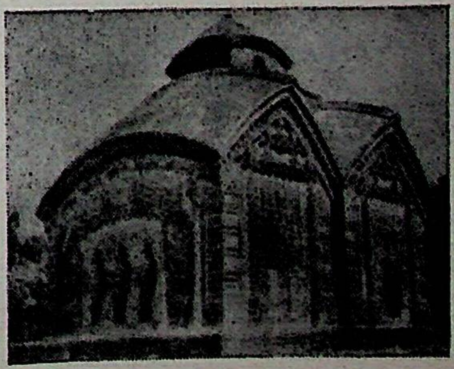

জোড়বাংলা (বিষ্ণুপুর)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

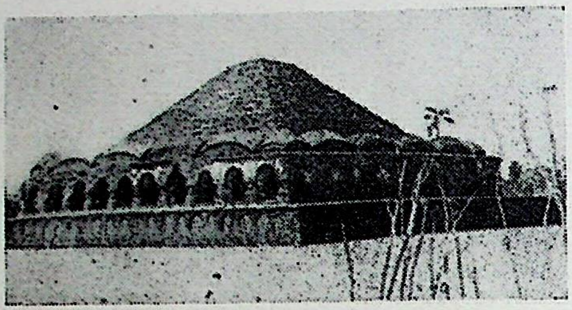

রাসমঞ্চ (বাঁকুড়া)

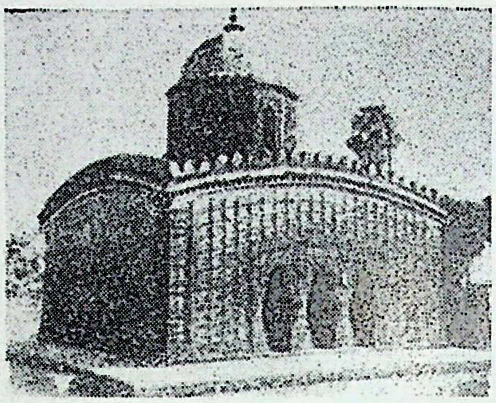

মদনমোহনমন্দির (বিষ্ণুপুর)

ইমামবাড়া (হুগলী)

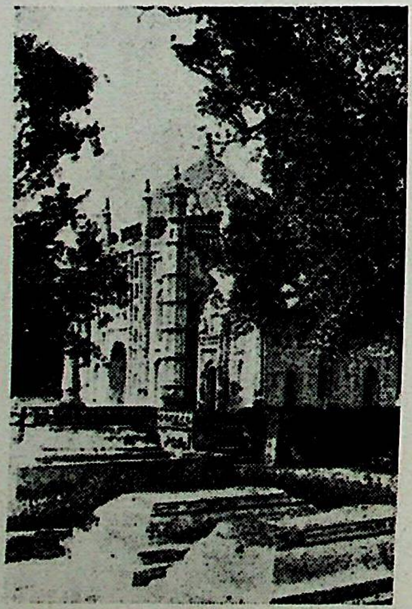

মুগবাড়া মসজিদ (পীরবাহারাম, বর্ধমান)

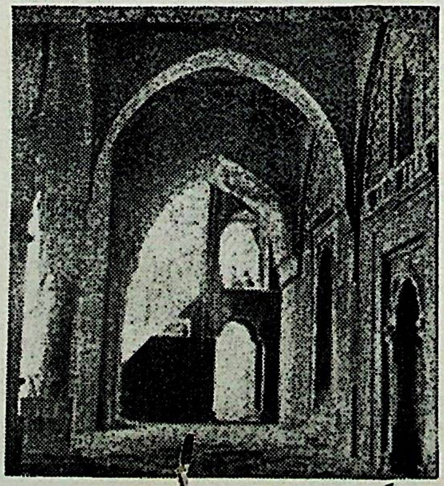

আদিনা মসজিদ (মালদহ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

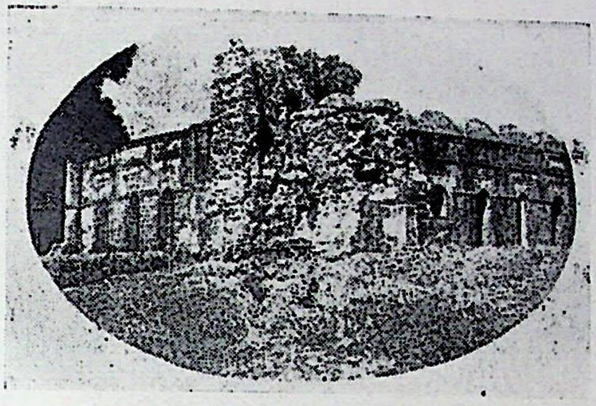

বড়সোনা মসজিদ (গৌড়)

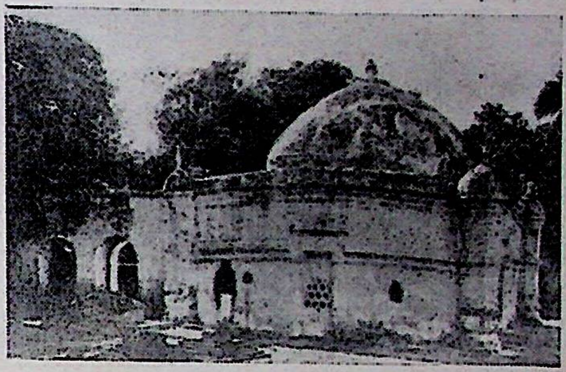

পীরবাহারাম মসজিদ (বর্ধমান)

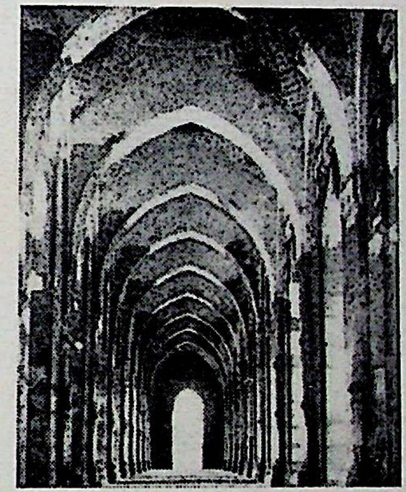

বড়সোনা মসজিদ, বারোদুয়ারী (গৌড়)

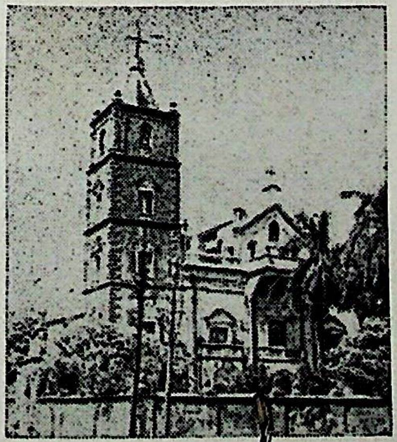

পর্তুগীজ গীর্জা (ব্যাণ্ডেল)

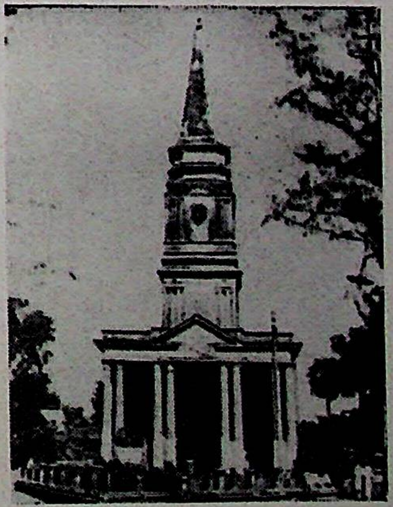

পুরাতন গীর্জা (চুঁচুড়া)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

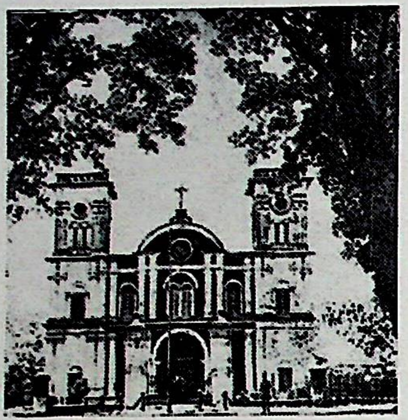

রোমান ক্যাথলিক গীর্জা (চন্দননগর)

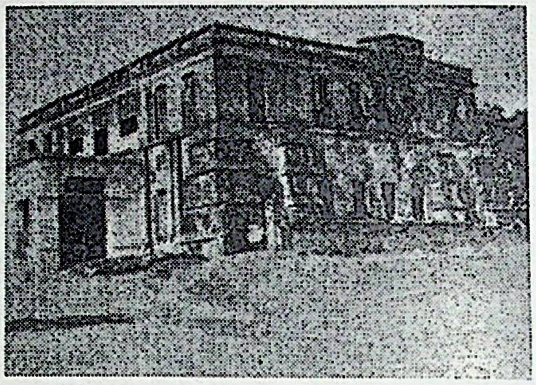

দমদমের ক্লাইভ হাউস

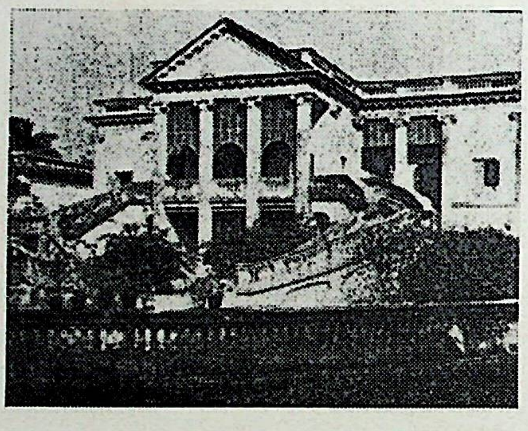

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (গোপালবাগ)

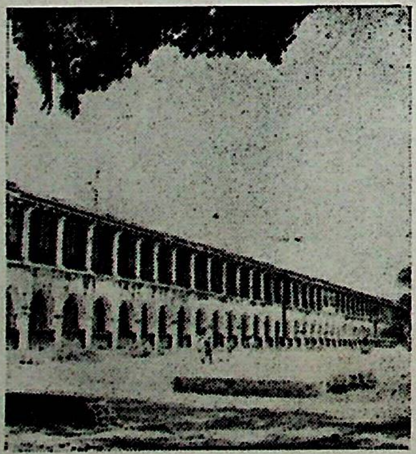

ওলন্দাজ সৈন্যদের বাসস্থান (চুঁচুড়া)

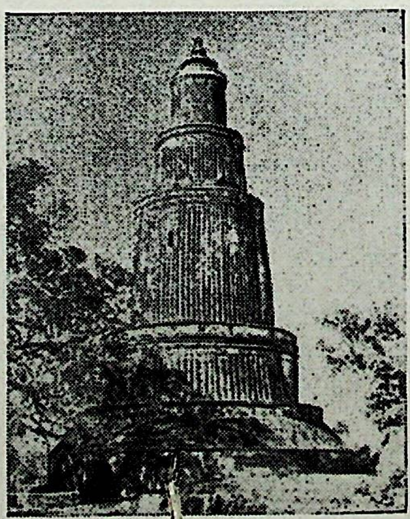

বিজয়স্তম্ভ (পাণ্ডুয়া)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

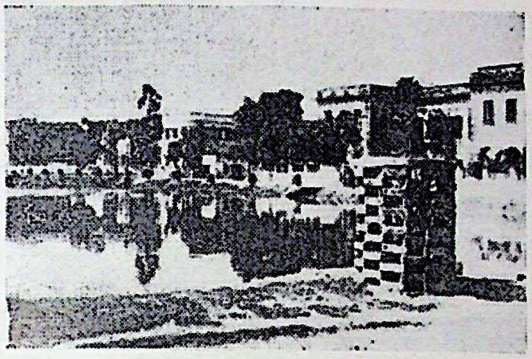

শ্যামরায় (বর্ধমান)

উদয়ন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসভবন (শান্তিনিকেতন)

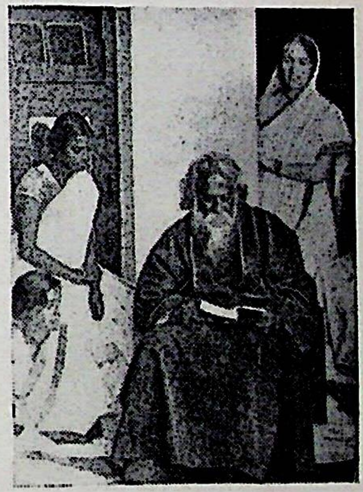

রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর কয়েকজন ছাত্রী

পৌষ উৎসব (শান্তিনিকেতন)

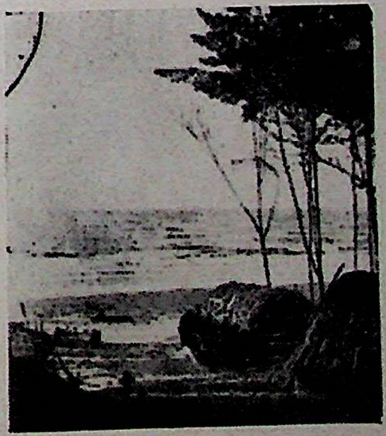

সমুদ্র সৈকত (দীঘা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

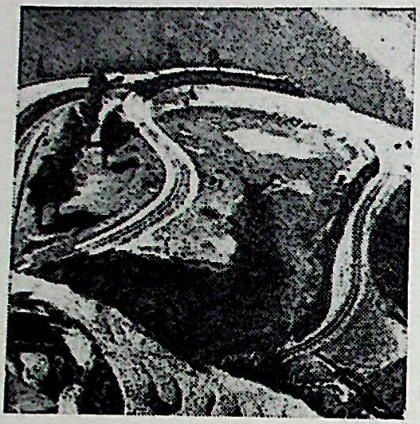

বাতাসিয়া লুপ (দার্জিলিং)

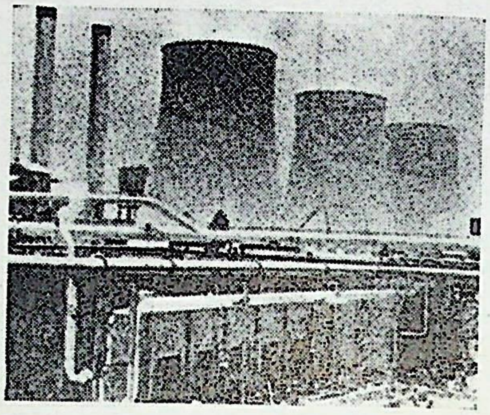

শিল্প কেন্দ্র (দুর্গাপুর)

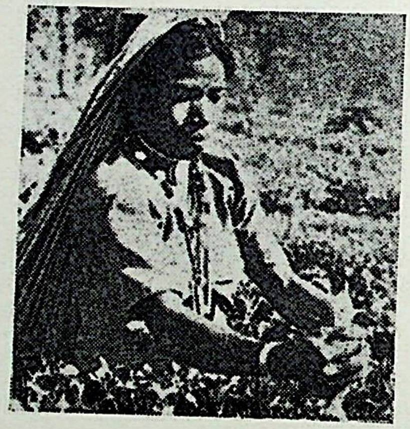

চা-বাগানের নারীকর্মী

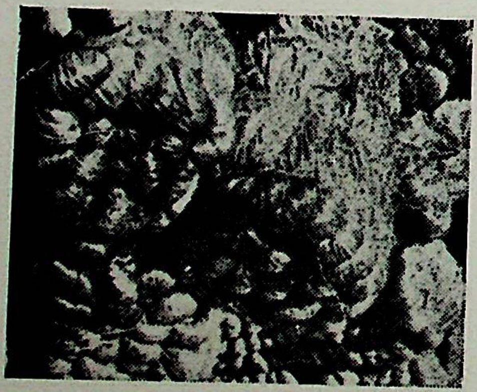

পশ্চিমবাংলার পাট

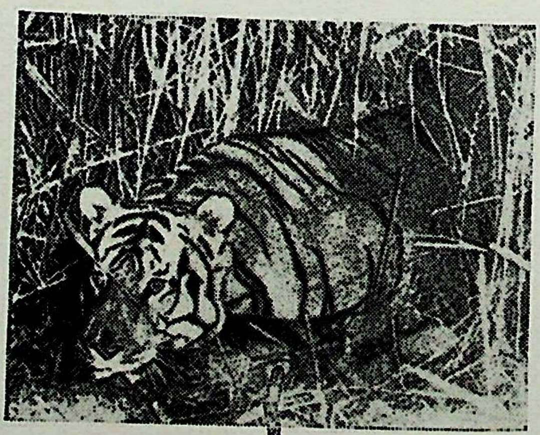

রয়েলবেঙ্গল টাইগার (সুন্দরবন)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

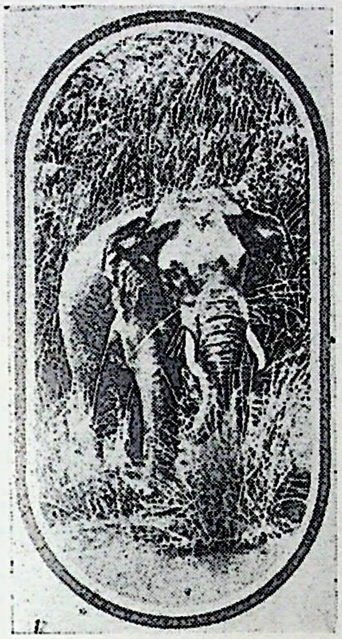

হাতী (জলদাপাড়া)

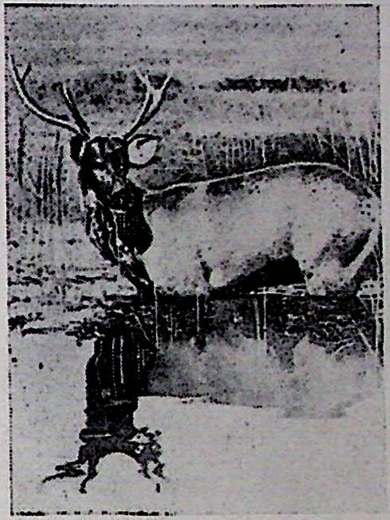

হরিণ (জলদাপাড়া)

গণ্ডার (জলদাপাড়া)

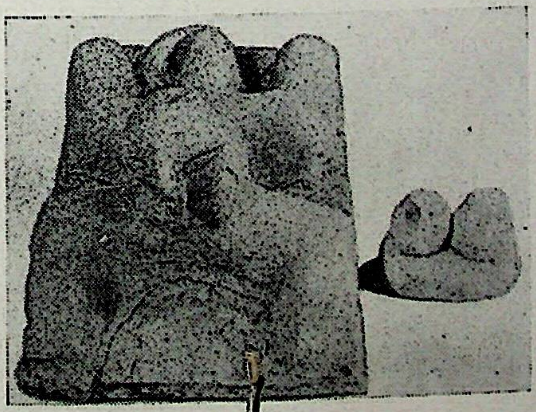

বেনাকি ২৪ পরগনার একটি লৌকিক দেবতা

প্রাগঐতিহাসিক শৈলীস্থাপক
মাতৃমূর্তি (হরিনারায়ণপুর)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূর্য (উত্তরবাংলায় প্রাপ্ত ভাস্কর্য)

প্রসাধনরতা নারীমূর্ত্তি
(যাদুঘর, কলিকাতা)

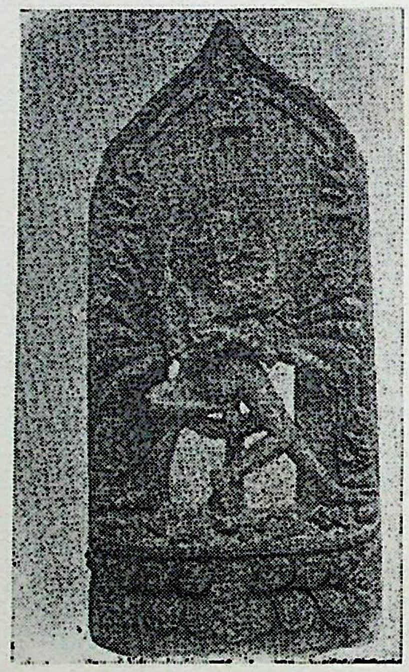

উত্তরবাংলায় প্রাপ্ত ভাস্কর্য
সশক্তি হেবজ্র

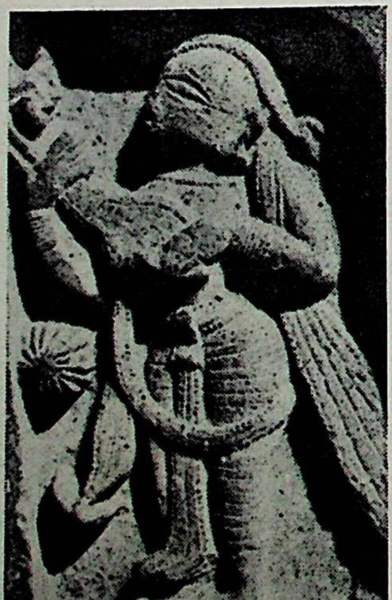

বংশীবাদক বিষ্ণুপুরে শ্যামরায়ের
মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ

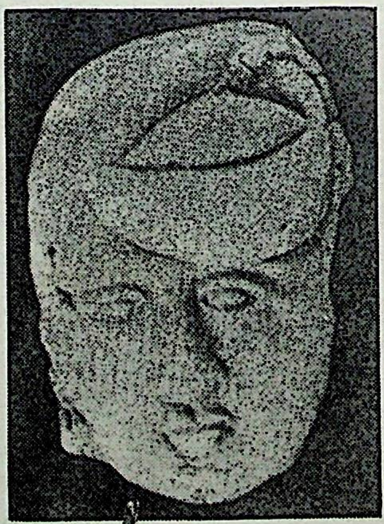

পোড়ামাটির দেবমূর্ত্তি
খৃষ্টপূর্ব ১।। শতাব্দী (চন্দ্রকেতুগড়)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

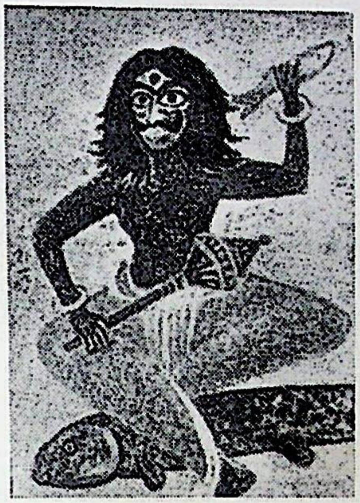

মাশান দেবতা (কোচবিহার)

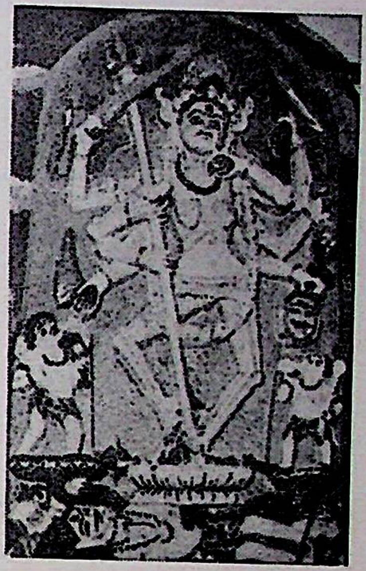

শ্রীশ্রীকঙ্কালেশ্বরী, কাঞ্চননগর
বর্ধমান

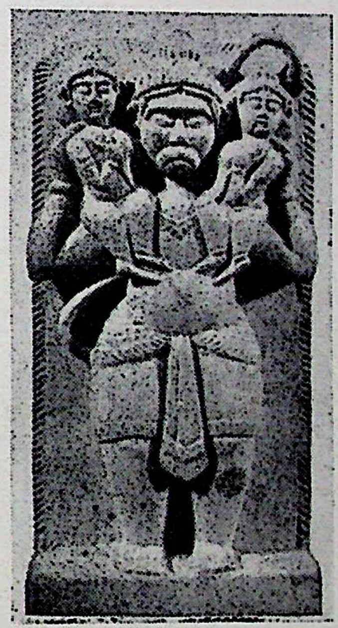

কাঠখোদাই শিল্প (নতুনগ্রাম)

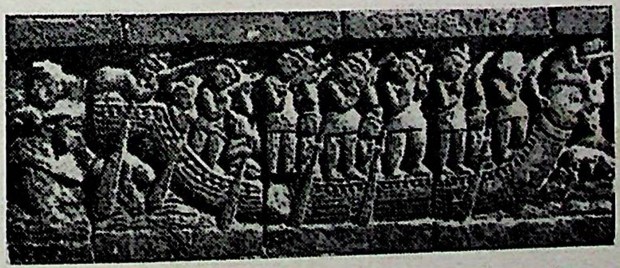

মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কাজ (বিষ্ণুপুর)

ছৌ-নাচের মুখোশ (পুরুলিয়া)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

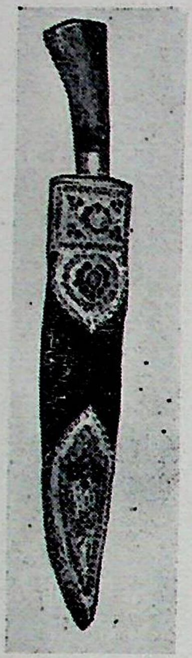

কুকরী (দার্জিলিং)

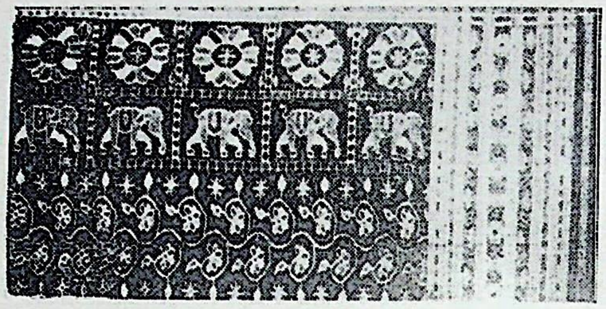

তাঁতের শাড়ীর নক্সা

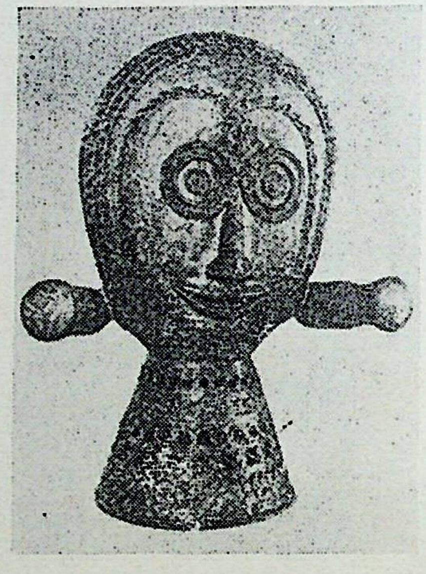

ঢোকরা শিল্প, দরিয়াপুর (বর্ধমান)

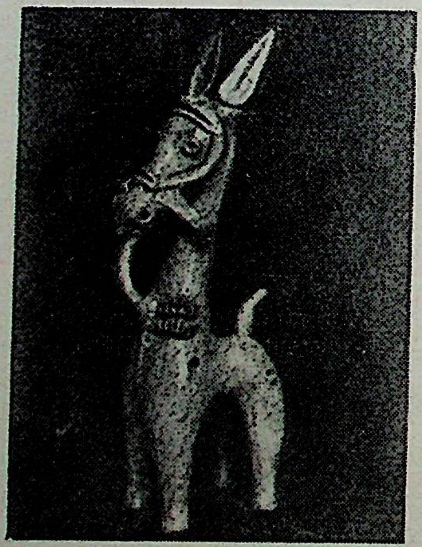

পোড়ামাটির ঘোড়া (বাঁকুড়া)

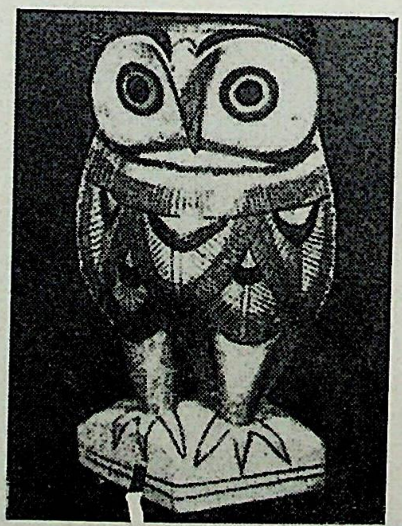

পেঁচা (নতুনগ্রাম, বর্ধমান)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টেরাকোটা অনুসরণে প্লাস্টারের কাজ
কালাচাঁদ মন্দির (মেদিনীপুর)

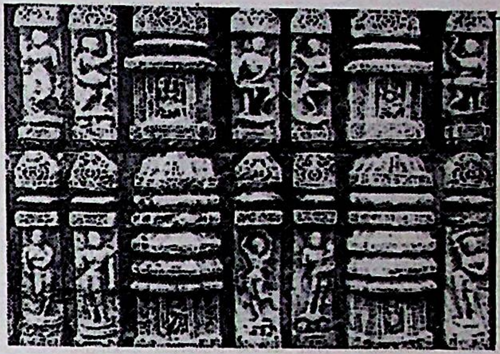

মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির কাজ

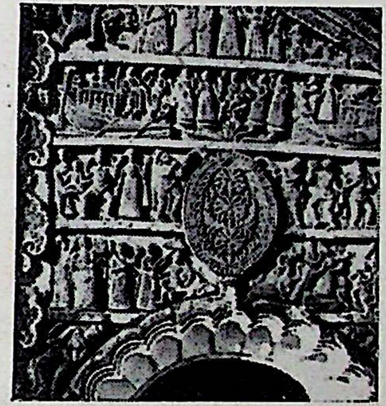

পোড়ামাটির মূর্ত্তির প্যানেল
আনুমানিক সতেরো শতকে নির্মিত

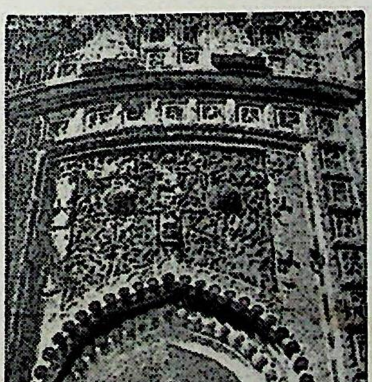

টেরাকোটা (আঁটপুর)

দলমাদল কামান (বিষ্ণুপুর)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

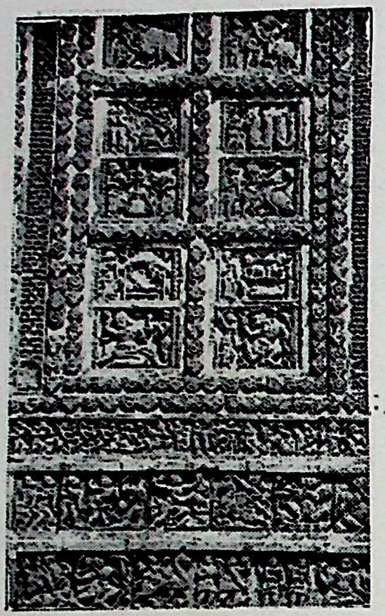

টেরাকোটার কাজ (বাঁকুড়া)

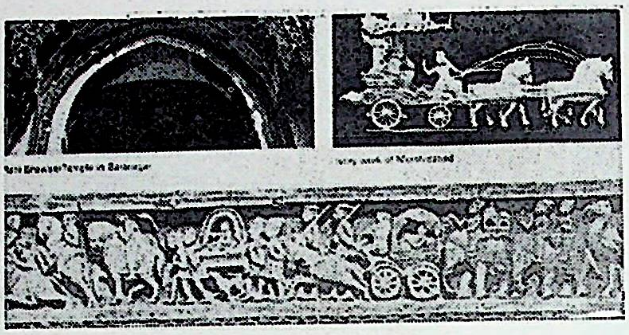

রাণী ভবানীর মন্দির ও হাতীর দাঁতের কাজ,
নীচে—টেরাকোটার মন্দির (বরানগর)

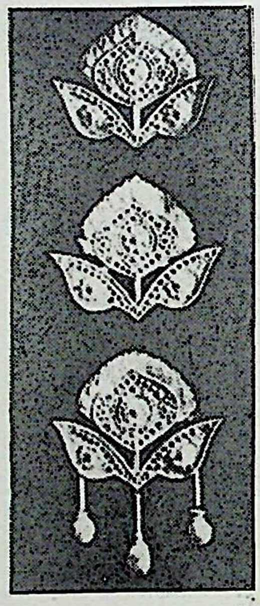

শোলার শিল্পকর্ম (মুর্শিদাবাদ)

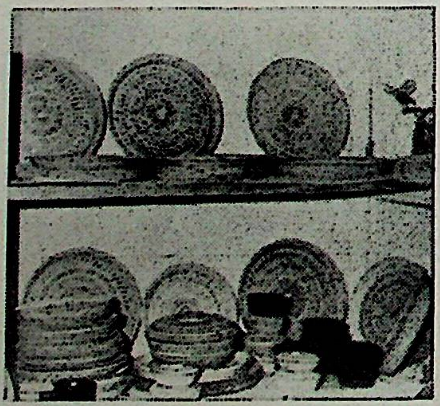

পাথরের গৃহদ্রব্য (ঝাড়গ্রাম)

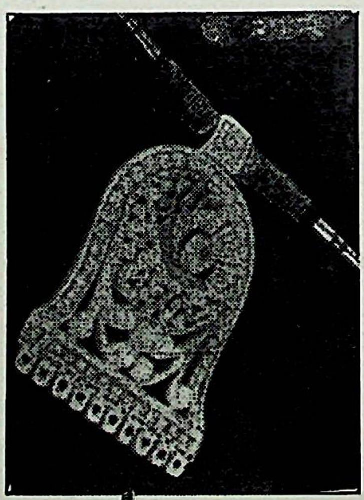

হাতীর দাঁতের কাজ (মুর্শিদাবাদ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No... .. ..
Shri Shri ... ...ayee Ashram
BENARAS

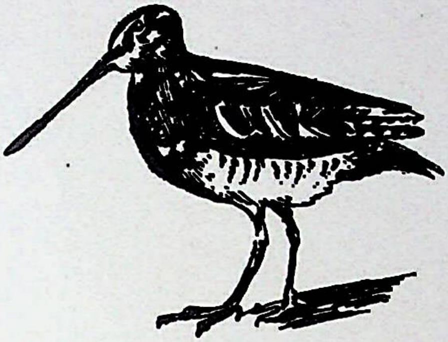

কাঁদাখোঁচা

বউকথাকও

হাড়গিলা

রাজ ধনেশ

শালিক

ফটকা

সারস

কানঠুঁটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাঠবিড়াল

বজ্রকীট

ডোরাকাটা হায়না

লালপাণ্ডা

ভাল্লুক

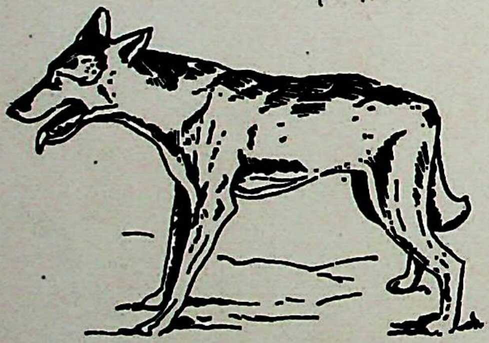

নেকড়ে

হরিয়াল

খঞ্জন

পানকৌড়ি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছৌ-নাচ (পুরুলিয়া)

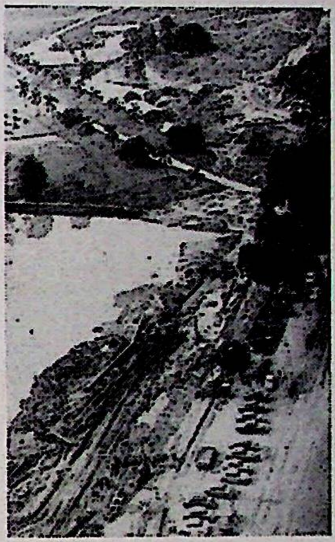

পাতাল রেলের কাজ চলছে (১৯৭৬)
(কলকাতা)

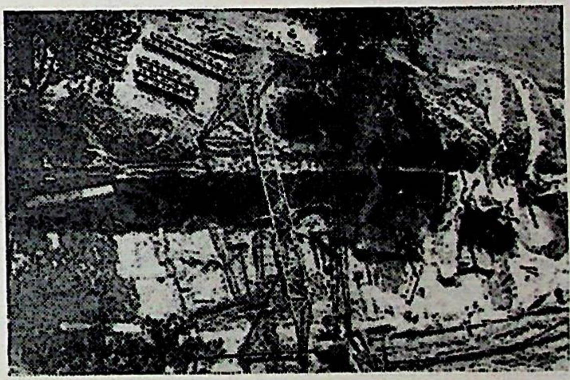

পাতাল রেলের কাজ চলছে (১৯৭৬) (কলকাতা)

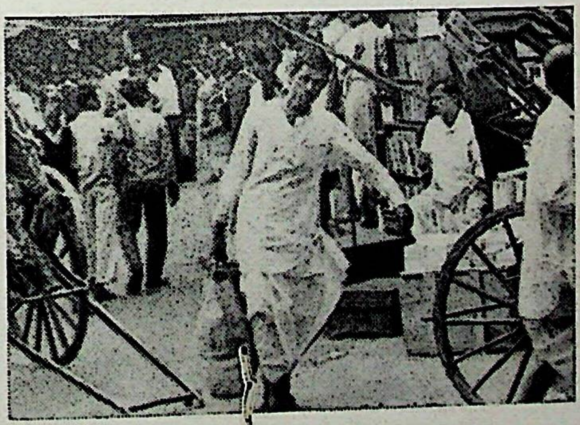

কলকাতার ফুটপাথ

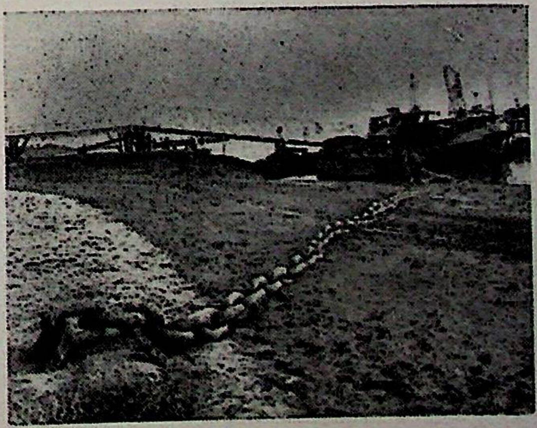

হলদিয়া বন্দর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চারজন ভারতীয় ছাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য যাঁরা সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ড গিয়াছিলেন।

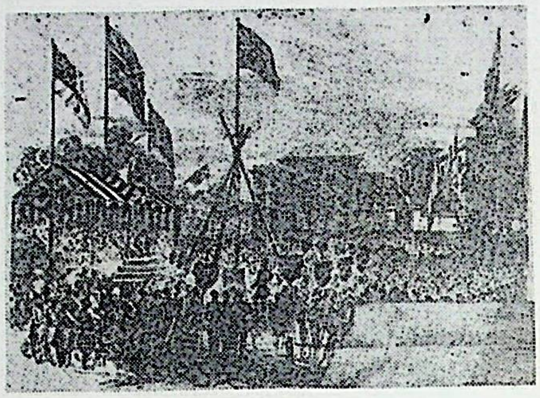

পুরাতন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। (১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৪৮)

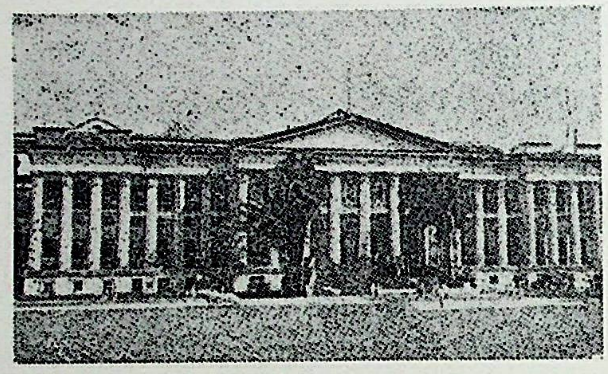

পুরাতন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (১৮৫২)

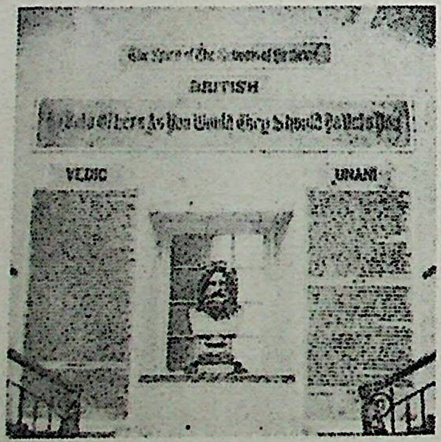

পুরাতন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্কুলস্ অফ্ মেডিসিন এর মূল উদ্দেশ্য প্রস্তরে খোদিত আছে।

১৯৩৫ সালে মেডিকেল কলেজের শত-বার্ষিকী উৎসবে নতুন এণ্ডারসন ব্লকের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করছেন তৎকালীন বাংলাদেশের গভর্ণর স্যার জন্ এণ্ডারসন, পি.সি.জি. সি.বি.জি.সি.আই.ই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

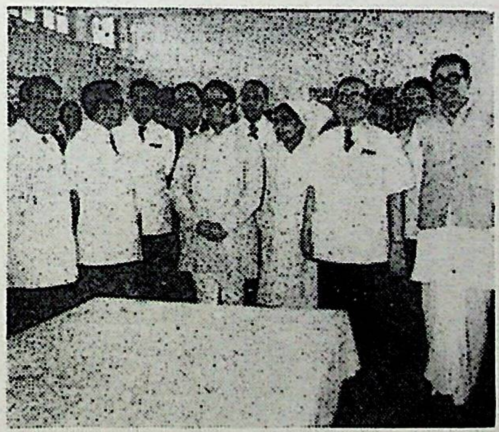

(উপরের ছবিগুলিতে)—এক মনোজ্ঞ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজা, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ, সেক্রেটারী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নতুন পশ্চিমবাংলার রূপায়ণে সরকারী
ও বেসরকারী উদ্যোগে যে সমস্ত
পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ
চলছে সক্রিয়ভাবে
আপনিও তার
অংশীদার
হোন্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হস্তশিল্প

পশ্চিমবাঙলার হস্তশিল্পের খ্যাতি দুনিয়া জোড়া। বাঙালীর শিল্প রুচি ও সৌন্দর্যবোধের বিস্ময়কর নিদর্শন তার হস্তশিল্প। সমসাময়িক লোকজীবনের সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে এইসব শিল্প কর্মে। মূর্তি, আলপনা, নকসা, পুতুল, খেলনা, হাতির দাঁতের কাজ, চিত্রিত চামড়ার জিনিস, পাটি, বেত ও বাঁশের কাজ, শঙ্খ শিল্প, পট শিল্প, ডোকরা শিল্প, কাঠ শিল্প, অলঙ্কার শিল্প,মুখোস এসব এখন বিদেশের বাজার দখল করেছে। অধিকাংশ শিল্পই গ্রামভিত্তিক।

হাতির দাঁতের কাজঃ কলকাতা ও মুর্শিদাবাদের শিল্পীদের দক্ষতা এই বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য। সূক্ষ্ম অলংকরণ ও অসীমধৈর্যে শিল্পীদের কুশলতা অতুলনীয়। পৌরাণিক কাহিনী ছাড়াও নানান ধরনের বিষয় অবলম্বনে শিল্প সৃষ্টি হয়ে থাকে। সিঁদুর কৌটো, পাওডার কেস, চিরুণী, চুলের কাঁটা, ব্রোচ, দেবদেবী, ময়ূরপঙ্খী নৌকা, হাতীর সারি ও নানা ধরণের জীবজন্তু তৈরী হচ্ছে।

মাটির খেলনা ও পুতুলঃ মাটির শিল্প সামগ্রী সৃষ্টি করে আসছে পশ্চিমবাঙলার শিল্পীরা সুপ্রাচীনকাল থেকে। মূর্তি ও প্রতিমা, মাটির পাত্র, ঘট, নকসা-সরা, বাসনপত্র, কলস, গেলাস, খুরি, টালি, পুতুল, মনসার ঘট, আইহাড়ি—অনেক কিছুই তৈরী করতে হয় শিল্পীদের। মাটির মূর্তি, খেলনা বা পুতুল তৈরির পীঠস্থান হল নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর। এখানকার শিল্পীদের দক্ষতা বংশগত। অসামান্য শিল্পদৃষ্টি অধিকারী হওয়ায় প্রতিটি জিনিসই জীবন্ত হয়ে ওঠে। দেবদেবী, রামায়ন মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র, সাধারণ মানুষ, পশুপাখি, ফলফুল সবই তৈরি করে এরা। বাঁকুড়ার ঘোড়াখ্যাত পাঁচমুড়া গ্রাম। শিল্পীরা কেবল ঘোড়া নয় নানা ধরণের পুতুলও তৈরি করে থাকেন। বর্ধমান জেলার গুসকুরার কাছে তেওতা গ্রাম ও আশেপাশের গ্রামের মৃৎশিল্পীরা, মনসার ঘট, মনসার মূর্তি, মাটির সরার পটচিত্র অঙ্কণে সুদক্ষ। কলকাতা এবং আশেপাশে তৈরি মাটির পুতুল বিভিন্ন জেলার বাজারে পাওয়া যায়। মালদহের হরিশচন্দ্রপুর ও নদীয়ার নবদ্বীপের পুতুলও ইদানিং সমাদৃত হচ্ছে। চব্বিশ পরগণার জয়নগর, মজিলপুর এবং বীরভূমের রাজনগরের মাটির পুতুল বিখ্যাত।

চামড়ার জিনিষঃ পুরোন শিল্প নয়। নানারঙের নানা ডিজাইনের কাজগুলি বেশ সুরুচিসম্পন্ন। অভিজাত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে বেশ চাহিদা আছে। চামড়ার জিনিসের মধ্যে আছে কুশন ও মোড়ার কভার, শপিং ব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ, মানি ব্যাগ, কি কেস, টাই কেস, কার্ড কেস, রকমারী বেল্ট, চশমার খাপ, পোর্টফোলিও প্রভৃতি। এক সময় বোলপুরের শ্রীনিকেতনে চামড়ার কাজ শেখান হত। কিন্তু এখন বহু স্থানেই শেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

পাটি, বাঁশ, ও বেতের কাজঃ পশ্চিমবাঙলার বিভিন্ন জেলায় বাঁশ ও বেতের সাহায্যে নানাবিধ জিনিষপত্র তৈরি হয়ে থাকে। আধুনিক প্রভাব পড়ে শিল্পটি ডিজাইন নক্সায় আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। বাঁশ বা বেতের তৈরি টেবল, চেয়ার, টেবল ল্যাম্প, ফুলদানী, সিগারেট কেস, পাউডার কৌটা, দোলনা মোড়া প্রভৃতি সৌখিন ব্যক্তিদের ব্যবহার করতে দেখা যায়। বাঁকুড়া জেলার কিছু আদিবাসী পরিবার এই শিল্পে সুদক্ষ।

মাদুর শিল্পঃ পশ্চিমবাঙলার অন্যতম কুটির শিল্প মাদুর শিল্পের খ্যাতি অনেককালের। এবং এই শিল্পের ওপর বহু পরিবার নির্ভরশীল। ভাল মাদুর মসলন্দ নামে পরিচিত ছিল। এগুলি সূক্ষ্ম ও সুন্দর। সৌখিন ব্যক্তিরাই ব্যবহার করতেন বিছানার ওপর। মুসলমান আমলে মাদুর শিল্পের সমৃদ্ধি ঘটে। পশ্চিমবাঙলায় মাদুর আছে ছয় রকমের—একহারা, দোহারা, মেলে, কেলে, হোগলা ও মসলন্দ। বর্তমানে মাদুর শিল্পের জন্য খ্যাতি মেদিনীপুর জেলার। তারপর উল্লেখ করা যায় হাওড়া, বর্ধমান, পশ্চিম দিনাজপুর ও চব্বিশ পরগণা জেলার নাম।

শঙ্খ ও শিং শিল্পঃ শঙ্খ থেকে শাঁখাই নয়, ফুলদানী, বোতাম, কানের দুল, কলমদানী, ছাইদানী, টেবিল ল্যাম্প প্রভৃতি তৈরি হয়ে থাকে। গরু মোষের শিং থেকে তৈরি হয় দোয়াত, কলম, বোতাম, জন্তুজানোয়ার, মাছ, পাখি, সারস, হনুমান, চিরুণী প্রভৃতি। এক্ষেত্রে মেদিনীপুর জেলার বৈষ্ণবচক, জোতঘনশ্যাম অঞ্চলের খ্যাতি আছে।

শোলা শিল্পঃ ডাকের সাজ ও শোলার অন্যান্য শিল্প সৃষ্টিতে পশ্চিমবাঙলার ভূমিকা আজও অগ্রগন্য। শিল্পকর্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে অনন্য শোলা। বর্ধমান জেলার কয়েকটি স্থানে শোলার কাজ হয়ে থাকে। তাছাড়া, হুগলি, হাওড়া, চব্বিশপরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, কলকাতায় বেশ কিছু শোলা শিল্পী আছেন। শোলার কদম, পাখী, জন্তুজানোয়ার, মাছ, পুতুল, মুখোস, নানাধরণের মূর্তি তৈরী হচ্ছে।

বিভিন্ন ধাতু শিল্প : পিতল, কাঁসা ঢালাই ও পেটাই-এর অন্যতম স্থান বর্ধমান শহর এবং এই জেলার বেগুনকোনা ও রায়না। তাছাড়া নদীয়া জেলার কয়েকটি স্থানের এই জাতীয় শিল্পকর্মে খ্যাতি আছে।

পটশিল্প : বাঙলার এই সুপ্রাচীন চিত্রকলার এখন সম্পূর্ণ পড়তি অবস্থা। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভকালে মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে ও কলকাতার কালীঘাটে পটুয়াদের খ্যাতি ছিল সুবিস্তৃত। দেশীয় লোক শিল্পীরা ক্ষিপ্রহাতে যে সূক্ষ্ম শিল্পরূপ তুলে ধরতেন তার অনন্য নিদর্শন কয়েকটি ম্যুজিঅমে সযত্নে রক্ষিত আছে। বিভিন্ন জেলার পটের মধ্যে অঙ্কনগত ও বিষয়গত পার্থক্য ছিল। রঙে, রেখায় ও অভিব্যক্তিতে স্বাতন্ত্র ছিল সুস্পষ্ট। লতাপাতা, দেবদেবী, সাধারণ মানুষ, নক্সা, পাখি, সবকিছুই ছিল শিল্পীদের বিষয়। মানভূম, মেদিনীপুর, হাওড়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, ফরিদপুর, বরিশাল ও সাঁওতাল পরগণায় পট আছে বিভিন্ন রকমের। পটের উদ্দেশ্যই ছিল ধর্মপ্রচার, জনশিক্ষা বিস্তার ও চিত্তবিনোদন।

কাঠ শিল্প : বর্ধমান জেলার নতুনগ্রামের কাঠের অপরূপ ভাস্কর্য উল্লেখযোগ্য। গামার, শিমুল প্রভৃতি গাছের কাঠের সাহায্যে পুতুল, দেবদেবী ও বিভিন্ন ধরণের জিনিস তৈরী হয়ে থাকে। এখানকার উৎকৃষ্ট শিল্পগুলি হলো পুতুলের ঢংয়ে তৈরি লক্ষ্মীর প্যাঁচা। মঙ্গল কোট, ভাতার কাটোয়ায় বেশ কিছু শিল্পী আছেন যারা কাঠের কাজে সুদক্ষ। শ্রীরামপুর, চন্দননগর, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানেও নানা ধরণের কাষ্ঠের পুতুল তৈরি হয়ে থাকে। কাঠের কৌটো, বাটি, চাকী, বেলুন, ঘট, ঘটি, ছড়ি, লাঠি, নক্সা কাটা ছাতার বাট প্রভৃতি পাওয়া যায়। কাঠ দিয়ে মুখোশও তৈরি হয়ে থাকে। কাঠের বাদ্য যন্ত্র, কাপড় ছাপার নকসা প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য। এসব ছাড়াও পশ্চিমবাঙলার বিভিন্ন জেলায় কাঠের পুতুল, ঘোড়া, চাকা লাগান গাড়ী, রথ প্রভৃতি তৈরি হয়ে থাকে।

কাপড়ের পুতুল : সাধারণত কলকাতায়ই কাপড়ের নানা ধরণের পুতুল তৈরি হয়ে থাকে। এই পুতুলের বাজার বেশ ভাল।

ডোকরা শিল্প : অত্যন্ত দরিদ্র এই শিল্পী সমাজ অননুকরনীয় প্রতিভার অধিকারী। লৌকিক শিল্পসৃষ্টিতে এদের দক্ষতা বহুকাল অনাদৃতই থেকে গেছে। বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম থানার দরিয়াপুরে এই শিল্পীদের একটি গোষ্ঠীর বাস। তাছাড়া বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুরেও বেশ কিছু ডোকরা শিল্পী দেখা যায়। শিল্পীদের মূর্তিগঠন ঢালাই পদ্ধতি বেশ আদিম। মোমের তৈরি মূর্তি ও পাত্র ছাঁচে পুড়িয়ে পিতলে ঢালাই করে। মোম গলে বেরিয়ে আসে। কিন্তু কাজগুলি বেশ রসগ্রাহী। কিছুকাল আগেও এই শিল্পের ও শিল্পীদের অবস্থা ছিল বেশ দুর্দশাগ্রস্ত। কিন্তু বর্তমানে সরকারী অনুকূল্যে এদের অবস্থা বেশ ফিরে গেছে। এখন শিল্পীরা আধুনিক জীবনকে ভিত্তি করে নানাবিধ শিল্প সৃষ্টি করছে।

পাথর খোদাই : কলকাতায় শাদা ও কালো পাথরের ভাস্কর্যকর্মের সুদক্ষ কয়েকজন শিল্পী আছেন। এই ধরণের কাজের সার্থক শল্পী এক সময় ছড়িয়ে ছিল বাঙলার বিভিন্ন স্থানে।

অলঙ্কার শিল্প : সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাঙলার অলঙ্কার শিল্পের খ্যাতি ছিল সুদূর বিস্তৃত। বাঙলার নারীও পুরুষরা পরতেন অলঙ্কার। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও দিনাজপুরের শিল্পীদের খ্যাতি ছিল উৎকৃষ্টমানের অলঙ্কার নির্মাণের জন্য। প্রচলিত গহনাগুলির মধ্যে আছে কঙ্কন, চুড়ি, মল, চরণচুড়, আংটি, বিছে, বালা, মানতাসা, চিক, নথ, রুলি, আর্মলেট, বাক, তাবিজ, হার, চুড়, অনন্ত, তাগা, কানপাশা, মাকড়ি, কুণ্ডল, টিকলী, টায়রা, চিরুণী, চুলের কাটা প্রভৃতি। নানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরণের নকসা থাকে গয়নায়। তিন ধরণের গয়নার মধ্যে আছে তারের গহনা, ঢালা ও পেটাই গহনা। বিবাহ অনুষ্ঠানে সোনার গহনা অন্যতম অঙ্গ। কলকাতা বর্তমানে স্বর্ণশিল্পের প্রধান কেন্দ্র। বাঙলার বিভিন্ন জেলার স্বর্ণ শিল্পীরা এখানে এসে কাজ করেন। এক সময় ঢাকার জালি কাজের আতরদানের খ্যাতি ছিল। রূপার ফিলিগ্রি বা তারের কাজ ছিল সুপরিচিত। রূপার নানাবিধ অলঙ্কার পাওয়া যায় কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে এবং চব্বিশ পরগণার মৌখালী ও ও হেরিয়া গ্রামে।

মুখোস ঃ লোকশিল্পের বিশিষ্ট নিদর্শন মুখোস। কাঠের ও মাটির তৈরি মুখোস দেখা যায়। নাচে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে পুরুলিয়া জেলার ছৌ নৃত্যে। ছেঁড়া কাগজ ও ছেঁড়া কাপড়ে কাদার প্রলেপ দিয়ে তৈরি মুখোস বিচিত্রে রঙে চিত্রিত করা হয়ে থাকে। মালদহে গম্ভীরা নৃত্যের মুখোস তৈরি হয় পোড়ামাটি, কাঠ প্রভৃতির সাহায্যে।

জেলাভিত্তিতে হস্তশিল্পের পরিচয় ঃ

কোচবিহার ঃ মাটির পুতুল, কাঁসার ও পিতলের কাজ, বাঁশ ও বেতের শিল্পকর্ম, শোলা, শীতল পাটি ও মাদুর, পোড়ামাটির কাজ; আদিবাসীদের দেওয়াল অলঙ্করণ ও নকশীবস্ত্র।

চব্বিশ পরগণা ঃ হালকা কাঠ থেকে তৈরি পুতুল নাচের পুতুল, রূপার তারের কাজ ও অলঙ্কার (মৌখালি), পুরোন শাড়ির পাড়ের নকশি কাঁথা (বসিরহাট), নারকেল ও শন দড়ির দোলনা, শিকে, ঝোলা, তালপাতার টুপি, ব্যাগ, শঙ্খশিল্প, চিকন, লেসের কাজ, কাটওয়াক, মাটির প্রতিমা, পুতুল, কুঁজো, রঙীন সরা ও চিত্রিত ঘট।

জলপাইগুলি ঃ বেত ও বাঁশের কাজ (হলদিবাড়ী), কাপড় ও মাদুরে নকশা কাজ, সোনা রূপার অলঙ্কার, মাটির পুতুল, মূর্তি, মুখোশ এবং আদিবাসীদের বয়ন, বাঁশ, হাড় থেকে তৈরি শিল্পকর্ম।

দার্জিলিং ঃ তাঁত শিল্প, চিত্রিত ব্যাগ, কাপড়, স্টোন, দড়ির সোলের জুতো, কাঠের ওপর তামার পাতের নক্সা।

নদীয়া ঃ মাটির পুতুল ও মূর্তি (কৃষ্ণনগর), তাঁত শিল্প, শোলার কাজ, পিতল কাঁসার বাসন ও দেবদেবীর মূর্তি (নবদ্বীপ, মাটিয়ারি, ধর্মদা), অলঙ্কার শিল্প (নবদ্বীপ), শঙ্খশিল্প (বালিয়াডাঙ্গা), পুঁথির মালা, নক্সী কাঁথা, কাঠের রথ, বাড়ীর থাম ও দরজার কারুকাজ, পোড়ামাটির কাজ।

পশ্চিম দিনাজপুর ঃ দেবদেবীর মাটির মূর্তি, শোলা ও শঙ্খের কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ, কুঁচ বীজের মালা, মাটির পুতুল এবং আদিবাসীদের দেওয়াল চিত্র ও আলপনা।

পুরুলিয়া ঃ ছৌনাচের মুখোস (চড়িদা বা চোড়দা) গালার কাজ, কেটে বা তসরের কাপড়, রূপার অলঙ্কার, নানা ধরণের দেশীয় অস্ত্রপাতি এবং আদিবাসীদের ধামসা, মাদল, কেন্দ্রী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ও দেয়াল অলঙ্করণ।

বর্ধমান ঃ ডোকরা শিল্প (দরিয়াপুর), পিতলের মূর্তি, সেরপাই, তাঁতশিল্প, মাদুর, বাঁশের মোড়া, ঝুড়ি, কাঠের আসবাবপত্র, কাঠের পুতুল, পাথরের কাজ ও কাঠ খোদাই (দাঁইহাট), মাটির হাঁড়ি, বাসন কোসন, মাটির মূর্তি, খেলনা, পোড়া মাটির পুতুল, শোলার পুতুল ও দেবী প্রতিমার সাজ।

বাঁকুড়া ঃ তাঁত শিল্প, মৃৎ শিল্প, কাংস শিল্প, দেওয়াল আলপনা, পটশিল্প, মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কাজ, পাথর ও কাঠের কাজ, পাঁচমুড়ার পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া—মনসাবারি—পুতুল ও খেলনা, বিষ্ণুপুরের বালুচর শাড়ী, গামছা, কাপড়, বিছানার, চাদর, জড়ানোপট, কাঠের পুতুল, ডোকরা শিল্প (রামপুর), পাথরের কাজ (শুশুনিয়া), দশাবতার তাস (বিষ্ণুপুর)।

বীরভূম ঃ জড়ানো পট, মাটির পুতুল (রাজনগর) কাঠের ওপর পিতলের পাতের নক্সা (লোকপুর), রেশম বস্ত্র (বক্রেশ্বর, তাঁতীপাড়া, করিধ্যা, ইলামবাজার), দেওয়াল আলপনা, পোড়ামাটির অলংকরণ, চণ্ডীমণ্ডপের থাম, কাঠের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজ এবং শান্তিনিকেতনের কাছে শ্রীনিকেতনের কাপড় ও চামড়ায় বাটিকের নকসা, চীনামাটির কাজ, এম্ব্রয়েডারী, তাঁতের কাপড়, বিছানার চাদর।

মালদহঃ রেশম শিল্প, পিতল, কাঁসা ও ভরণের থালা, গ্লাস, ঘটি, বাটি ও চামচ, গম্ভীরানৃত্যের মুখোশ, মাটির পুতুল (হরিশচন্দ্রপুর)।

মুর্শিদাবাদঃ রেশম শিল্প, কাঁসার বাসন (খাগড়া), হাতির দাঁতের কাজ (বহরমপুর ও জিয়াগঞ্জ) বালাপোষ (বহরমপুর), শঙ্খ শিল্প (মণীন্দ্রনগর), অভ্রের আস্তর দেওয়া মাটির পুতুল (কাটালিয়া)।

মেদিনীপুরঃ মাদুর শিল্প (এগরা, রামনগর, সবং, দশগ্রাম) ঝিনুকের পুতুল ও সৌখিন দ্রব্য (দীঘা), পিতল কাঁসার বাসন, পিতল কাঁসার মূর্তি (চন্দনপুর), পটশিল্প (তমলুক), মাটির পুতুল (ঘাটাল), শঙ্খের কাজ ; মোষের শিঙের মূর্তি পুতুল ও চিরুণী (পাঁশকুড়া, দাসপুর ও ঘাটাল), দেওয়াল চিত্র ও আলপনা (ঝাড়গ্রাম), মাটির পুতুল ও তৈজসপত্র, তাঁত বস্ত্র, পাথরের কাজ, গহনা বড়ি (ময়না)।

হাওড়াঃ পট শিল্প, মাটির পুতুল মূর্তি, প্রতিমা, শোলাশিল্প, শঙ্খশিল্প, পিতল কাঁসার বাসন, রঙীন সরা, চিত্রিত ঘট।

হুগলিঃ তাঁত বস্ত্র (গৌরহাটি, ধনিয়াখালি), শোলার কাজ, পিতলের বাসন (কুমারগঞ্জ, মহেশ, বেলুড়ি, হাট-বসন্তপুর, বালি দেওয়ানগঞ্জ), চিকণের কাজ, মাছ ধরবার সুতা ও বড়শি (ধনিয়াখালি ও পুঁড়শুড়া), মোষের শিঙের শিল্প কর্ম (সেনহাটি ও বদনগঞ্জ), দড়ি (চাতরা)।

কলকাতাঃ মৃৎশিল্প (কুমারটুলী), রূপার কাজ (ভবানীপুর), শঙ্খের কাজ (বাগবাজার—আমহার্স্ট স্ট্রীট) ; স্বর্ণ শিল্প ও কাষ্ঠ শিল্প (বহু বাজার)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোক-দেবতা

বাঙালী সংস্কৃতির উৎস তার লৌকিক দেবদেবীর মধ্যেই পাওয়া যাবে। বাইরের প্রভাব বাঁচিয়ে সংস্কৃতির এই প্রাণকেন্দ্রটি এখনও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে। অনুন্নত সমাজের মধ্যে এবং গ্রাম জীবনের লৌকিক আচারের ক্ষেত্রে এইসব দেবদেবীর অসামান্য প্রভাব লক্ষ্যণীয়। তাছাড়া ধর্মাচারে আছে আদিম যুগীয় আচার-আচরণের প্রভাব। অবশ্য সব লোকদেবতাই যে বহু প্রাচীন, তাও বলা যায় না।

বাঙলায় সব থেকে জনপ্রিয় লোকদেবতা **পাঁচুঠাকুরের** পূজা দেওয়া হয় রুগ্ন শিশুর আরোগ্য কামনায়। দেবতার বিগ্রহ বেশ বীভৎস—রঙ কালো—মাথায় জটা—কখনও কখনও মাথায় শিং থাকে। গোলাকার লাল রঙের দুটি বড় বড় চোখ। হলদে রঙের ছোট কাপড় পরা। গায়ে গয়না ও দেহে শাদা লাল রঙের দাগ থাকে। **বনবিবি**—বনের অধিষ্ঠাত্রী এই দেবীর পূজা হয় সুন্দর-বনের সর্বত্র। সুন্দরবনে যাত্রা শুভ হোক এই কামনায় দেবীর পূজা দেওয়া হয়ে থাকে। হিন্দু মুসলমান সকলেই পূজা দেয়। দেবীর মূর্তি হয় দু রকমের। দেবীর মূর্তি লাবণ্যময়ী। **আটেশ্বর** বাঙলার প্রাচীন লোকদেবতা। অরণ্যরক্ষক বা পশুর দেবতা হিসাবে সুন্দরবনে শিকার সন্ধানীরা পূজা দেয়। মেদিনীপুর জেলাতেও এই দেবতার পূজা হয়ে থাকে। **কালুরায়**—এই লোকদেবতা ব্যাঘ্র দেবতা হিসাবে পূজিত। মাথায় পাগড়ী, বাবরী চুল, তিলক কাটা, দুল কানে, বড় বড় চোখ, পৌরাণিক যুদ্ধ দেবতার মত ঘোড়ায় চড়ে থাকেন। সুন্দরবন, কাঁথি, ঘাটাল প্রভৃতি অঞ্চলে পূজিত। ওলাউঠা রোগের দেবী হিসাবে পূজিতা হন দেবী **ওলাইচণ্ডী**। দেবীর মূর্তি লক্ষ্মী সরস্বতীর মত। বাঙলার সর্বত্র দেবীর পূজা হয়। চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, হুগলী, নদীয়া, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় শিশু রক্ষক বা অভিভাবক দেবতা বা গৃহপালিত পশুদের রক্ষক হিসাবে পূজিত হন **বারাঠাকুর**। একজোড়া মুণ্ডমূর্তি **বারাঠাকুরের**। এই মুণ্ডমূর্তি ঘটের অনুরূপ। এই দেবতা পঞ্চানন্দ নামেও পরিচিত। দক্ষিণ বাঙলার অন্যতম লোকদেবতা **বড়খাঁ গাজীকে** হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মানুষই পূজা করেন। চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের অরণ্য এলাকায় এই দেবতার পূজা করে চাষী, জেলে ও বনজীবীরা। হুগলী হাওড়া, চব্বিশ পরগণা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় **বাসলী বা বিশালক্ষী** দেবীর পূজা হয়ে থাকে। বর্ধমান জেলায় **যোগাদ্যা** দেবীর প্রভাব সব থেকে বেশী। বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে দেবীপূজার রীতি হলেও অন্য সময়ে পূজাও হয়ে থাকে। মেদিনীপুর, হুগলি, বাঁকুড়া জেলায় **বড়াম্ বা বড়াম্ চণ্ডীর** পূজা প্রচলিত সাঁওতাল, ভূমিজ, হাড়ি, ডোম, লোধা, মহালী এবং বাউরীদের মধ্যে। ব্যাঘ্রের দেবতা। চব্বিশ পরগনার অরণ্য এলাকায় জ্বর রোগের নিরাময়কারী দেবতা হিসাবে **জ্বরাসুরের** পূজা হয়ে থাকে। হুগলী জেলার রাজবলহাটের **রাজবল্লভী** আঞ্চলিক লোকদেবতা। চব্বিশ পরগণা বা মেদিনীপুরের কোথাও কোথাও বৃক্ষের তলায় ঢেলা বা ইট ছুড়ে দিয়ে ভক্তি ভরে পূজা হয় **ঢেলাই চণ্ডীর**। চব্বিশ পরগণার সুন্দরবন এলাকায় লৌকিক দেবী **নারায়ণীর** প্রভাব দেখা যায়। পূজা হয় পৌষ সংক্রান্তি বা পয়লা মাঘ। চব্বিশ পরগণার আঞ্চলিক লোকদেবতা **হাড়িঝি বা হাড়িঝি চণ্ডী**। দেবীর মূর্তি নেই—কালো পাথরের মুণ্ড মূর্তি প্রতীক হিসাবে পূজা হয়। বাঙলার বিভিন্ন জেলায় সাতটি দেবী মূর্তি **সাতবোন** হিসাবে পূজা পান। এঁরা এক একটি রোগের দেবী। হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর পূজা পান **পীর গোরাচাঁদ**। ব্যাধি নিয়ন্ত্রক দেবতা **বসন্ত রায়**। হুগলি জেলার শিয়াখালার লৌকিক **দেবী উত্তর বাহিনী** মন্দির মধ্যে পূজিতা। শারদীয় শুক্লা একাদশীতে জাঁকজমকের সঙ্গে পূজা হয় এবং মেলা বসে। ভাদ্র মাসের পার্শ্ব একাদশীর পরের দিন শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে **ইঁদপূজা** হয় মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে ও বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ীতে। সীমান্ত বাঙলায়, পশ্চিম রাঢ়ে এবং অন্যত্রও লৌকিক **দেবী রংকিনীর** পূজা হয়ে থাকে। দেবীর মুণ্ড মূর্তি বা পোড়ামাটির হাতি ঘোড়া প্রতীক হিসাবে পূজিত হয়। বাঁকুড়ার পল্লী ও উত্তর পশ্চিম মেদিনীপুরে লক্ষ্মীর মত দেখতে **টুসু দেবীর** পূজা হয় নৃত্য ও গীত সহ। মেদিনীপুর, হুগলি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার অনুন্নত শ্রেণী ও আদিবাসীরা দেবতা **ভৈরবের** পূজা করে। সীমান্ত বাঙলার জনপ্রিয় দেবতা **করম রাজ**। নাচ গান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাঁকুড়া মেদিনীপুর হুগলি জেলায় বিশিষ্ট লোকদেবতা **সিনি দেবীর** পূজা হয়ে থাকে। দেবীর মূর্তি নেই; পোড়ামাটির হাতি বা ঘোড়ার পূজা হয়। মাঘ মাসের প্রথম দিনের পূজা হয় সমারোহের সঙ্গে নৃত্যগীতসহ। বাঘের দেবতা **দক্ষিণ রায়** সুন্দরবনাঞ্চল, হাওড়া, হুগলি ও অন্যান্য অঞ্চলে পূজিত হন। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় কুমারী মেয়েদের নৃত্যগীতসহ **দেবী ভাদুর** উৎসব হয় ভাদ্র মাস ধরে। চব্বিশ পরগণা, হুগলি, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় পশুরক্ষক **মানিকপীরের** থান আছে কোথাও কোথাও। **ক্ষেত্রপাল** দেবতার প্রভাব এখন হ্রাস পেয়েছে। চব্বিশ পরগণা, বধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় অপ্রধান লোকদেবতা **ঘণ্টাকর্ণ বা ঘাঁটুদেবতার** পূজা দেখা যায় অল্পস্বল্প। মৎসজীবীদের দেবতা হলেন **মাকাল ঠাকুর**।

জেলার ভিত্তিতে কয়েকজন দেবদেবীর পরিচয় দেওয়া হল।

বর্ধমান ॥

হিন্দু দেবদেবী ও মুসলমান পীর গাজীদের পারস্পরিক অবস্থান এই জেলার বৈশিষ্ট্য। শাক্ত সাধনার প্রভাবই এই জেলায় বেশী। তাছাড়া সারা জেলা জুড়ে চলে মনসা পূজা। মইল গ্রামের মনসা, 'রয়নী' নামে পরিচিতা। ধর্মঠাকুরও এই জেলায় প্রভাবশালী। ভাঁজো অন্যতম লোকদেবতা। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যার খ্যাতি সুদূর বিস্তৃত।

বাঁকুড়া ॥

ধর্মঠাকুরের পূজা ও গাজন জনপ্রিয়। শিব ও মনসার পূজা হয়ে থাকে। মুনিনগরের মড়ক নিবারক দেবী বাসুলি, ইদপুরের আটবাই চণ্ডী, বৈতল গ্রামের ঝগড়াই চণ্ডী, নারিচা গ্রামের সর্বমঙ্গলা, খাতড়ার ইঁদপূজা, টুসু ও ভাদুদেবী, বড়ম, কুড়া, সিনি, বীর ইসমাইল এই জেলার বিখ্যাত লোকদেবদেবী।

বীরভূম ॥

ধর্মঠাকুর, মনসা-শীতলা, শিবের প্রাধান্য বেশী। ভাদু, ভাঁজো, খরবোনা গ্রামের বুমকেশ্বরী দেবী, সুপুরের সুবিক্ষা, ভবানীপুরের কুদরো বুড়ি, কুণ্ডিরা গ্রামের কুমড়ো বুড়ী এবং উপজাতিদের লোক দেবতার পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

মালদহ ॥

শিবের প্রাধান্য বেশী এই জেলায়। জহরতলা গ্রামে মূর্তিহীন জহর মা বা জহরকালী লোক দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয় চণ্ডীকল্পণায়। পাতাল চণ্ডী, বুলবুল চণ্ডী, রণচণ্ডী, রাই হোরানী বা এয়োরানী, গোহিলচণ্ডী, বাঁশড়া গ্রামের বাঁকুড়ানী চামুণ্ডার পূজা হয়ে থাকে নানা সময়ে। মাঘ মাসের প্রথম রবিবার কৃষ্ণনগর গ্রামে হয় সূর্যপূজা। 'গ্রাম পূজা' করে গোয়ালা, নাপিত, স্বর্ণকার সম্প্রদায়। দেবতার কোন মূর্তি নেই। আদিবাসীদের দেবতা হল করম, সিরুয়া, বাঁধনা প্রভৃতি।

মেদিনীপুর ॥

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায় ভীম ঠাকুর বা ভীম এক বিচিত্র লোক দেবতা। মাঘ মাসের শুক্লা একাদশীতে মহাভারতের বীর ভীমের বিরাট মাটির মূর্তি তৈরি করে পূজা দেওয়া হয়ে থাকে। অনুন্নত শ্রেণীর মানুষ, যথা, বাগদী, খেত মজুর বা ভূমিহীন অন্তজ সমাজের মানুষই এই দেবতার পূজা করে আজও। তমলুকের কুলবেড়্যা গ্রামেও ভীম-ঠাকুরের পূজা হয়ে থাকে। কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় গোপীবল্লভপুর থানার কয়েকটি গ্রামে কুমারী মেয়েরা বালিকা লোক-দেবতার পূজা করে সুবর্ণরেখার তীরে। বালি দিয়ে ছোট আকারের তৈরি মূর্তিকে মুগ ডাল, বাতাসা, ফুল প্রভৃতি উপাচারে পূজা করা হয়। কর্ণগড়ে কালষণ্ডী ঠাকুরের থান থাকলেও কোন মূর্তি নেই। ভাদ্র মাসের ইন্দ্র দ্বাদশীতে ঝাড়গ্রাম ও জেলার অন্যত্র ইঁদ পূজা হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাড়ম্বরে। মাঘ মাসের তিন তারিখে এল্লাবনী গ্রামে একটি বট গাছের নীচে ফুলমণি দেবী বা ধনদেবীর পূজা হয় প্রতি বছর। দেবীর শিলামূর্তি আছে। মেলা বসে। রোগ প্রতিরোধের দেবতা বীরঝপট পূজা করে হাড়ী সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতি বছর পোষ সংক্রান্তিতে আনন্দপুর ও নতুন বাজার গ্রামে। দেবীপূজায় ছাগল, শূকর ও মোরগ বলি দেওয়া হয়। মদের প্রভাব বেশী। এখানকার অন্যান্য লোকদেবতা হল হাউড়ি মা, বড়াম ও ভাগুসিং। গড়বেতা থানার কয়েকটি লোকদেবী হলেন : হাতিঘোড়ারূপী রূপাসিণী, শিকড়াসিনী, হাতি ঘোড়ারূপী নাচনজামসিনী, ঝাড়বনিসিনী, মাচাইসিনী ও বালিবিলাসিনী। খড়গপুরে হিড়িম্বেশ্বরী, কালনাগিনী, হরিয়াবুড়ীর পূজা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। খড়গপুরের হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণী মানুষের প্রিয় অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ লোহানী পীর। কোলাঘাটে আছে সুপ্রাচীন সত্যপীরের থান। ফাল্গুন মাসে কাঁথি ও রামনগর থানায় জরাপাত্র, রক্তাবতী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা হয়ে থাকে। তমলুকের বর্গভীমা প্রাচীন দেবী। ময়না থানায় ধর্ম পূজার প্রভাব বেশী। মাঘ মাসে বিনপুর থানায় ভীমরাজসিনী ও বনদেবী ঘাগরাবাসিনীর পূজা হয়। মেদিনীপুর জেলার আর এক জনপ্রিয় দেবতা শীতলা। ঝাড়গ্রাম মহকুমা, ঘাটাল মহকুমা ও তমলুকে ধর্ম-ঠাকুরের প্রভাব রয়েছে যথেষ্ট। পৌষ মাসের প্রতি রবিবার উত্তর-হিংলী গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় বিরিঞ্চি ঠাকুরের পূজা। অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে আছে : রঙ্কিনী, মঙ্গলা ঠাকুরাণী, কলহারিনী, কালমুছি, মঙ্গেশ্বরী, বিন্ধ্যবাসিনী, বরোজচণ্ডী, হারিয়াবুড়ি, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি। এই জেলায় মাকালঠাকুর এবং বড়াম ঠাকুরের প্রভাব কম নয়। আদিবাসী ও সাঁওতালদের উপাস্য দেবদেবীর মধ্যে আছে : জাহীরবুড়ি, বংগাঠাকুর বা সারগার, টুসু, ঘণ্টাকর্ণ, করম, শালুই, কালো রায়, সহরায়, কালামদন, বাঁধনা, তেঁতুলাবুড়ী প্রভৃতি।

কোচবিহার ॥

এই জেলার লোকদেবতার মধ্যে মদনকাম, সন্ন্যাসীঠাকুর (শিব), বুড়াঠাকুর (মৃগয়া), বুড়াঠাকুরাণী, সুবচনী, মশান (মহামারী ও দুর্ঘটনা নিবারণ), ডাংধরা (ব্যাঘ্রের দেবতা), হুদুম দেও (অনাবৃষ্টি), জকা-জকিনী, ঢেলদেব, ভাণ্ডারনী বা ভাণ্ডালী (বনদুর্গা-চতুর্ভুজা, সিংহবাহনা), সোনা রায় (বাঘের দেবতা), কার্তিক ঠাকুর (কৃষির দেবতা), গাবুর, কুমির, বুড়ী পূজা বিখ্যাত। মাঘপালা গ্রামের শূকরবাহিত চতুর্ভুজ শিব বৈশিষ্ট্যময়। মদনকাম পূজা ও উৎসব হয় খালিসা গোসানীমারী, উনিশবিঘা ও সুখানীদীঘি গ্রামে। পাঁঠা, পায়রা, হাঁস, মুরগী মানত করা হয় দেবতার সন্তুষ্টির জন্য।

চব্বিশপরগণা ॥

ক্ষেত্র-দেবতা বারাঠাকুর খুবই জনপ্রিয় দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে। পৌষসংক্রান্তিতে বারাঠাকুরের পূজা ও মেলা হয়ে থাকে। হিন্দু দেবতা দক্ষিণ রায় ও মুসলমান দেবতা পীরগাজী বা বড়গাজী খাঁর প্রভাব রয়েছে যথেষ্ট। ধপ্‌ধপিতে আছে দক্ষিণ রায়ের মন্দির ও মূর্তি। পয়লা মাঘে দক্ষিণ রায়ের পূজা হয়। পীরগাজী অনেকজন-তার মধ্যে হাড়োয়া থানার পীর গোরাচাঁদ এবং ঘুঁটুরিয়া শরীফের পীর মোবারক গাজী বিখ্যাত। উভয় দেবতা হিন্দু মুসলমানের দ্বারা পূজিত এবং উভয়ের বাহন বাঘ অথবা ঘোড়া। বাঘের পিঠে বসা বনদেবী বা বনবিবি বা বিবিমার পূজা কোন নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হয় না। অরণ্য প্রবেশকালে বা ফিরে এসে দেবীপূজা করা হয়। ওলাবিবি, দেবী মনসা, চণ্ডীদেবীর পূজা হয়ে থাকে জেলার বিভিন্ন অংশে। পয়লা পৌষ বেনাকী দেবতাব পূজা করে ডায়মণ্ডহারবার ও ফলতার কৃষক সমাজ। কালুরায়, জরাসুরও জেলায় জনপ্রিয়। জরাসুরের গায়ের রঙ ঘননীল, তার মধ্যে কালোদাগ, তিনটি মাথা, নয়টি চোখ, ছয়টি হাত ও তিনটি পা; মাথায় মুকুট ও শরীরে ওড়না থাকে। এই দেবতাকে শীতলা মন্দিরে অবস্থিত থাকতে দেখা যায়। জেলেদের মাকাল ঠাকুর, শিশুদেবতা পাঁচুঠাকুর, পশুদেবতা আঁটেশ্বর, মানুষের মঙ্গলের দেবতা বারাঠাকুর বা পঞ্চানন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাঁড়িঝি, সতবোন বা সাতবিবি, বসন্তরায়, মাণিকপীর, চর্মরোগের দেবতা ঘন্টাকর্ণ বা ঘেঁটু এই জেলার অন্যান্য লোকদেবতা।

জলপাইগুড়ি ॥

বৈশাখ মাস ধরে চলে তিস্তাবুড়ীর পূজা। একটি ঘট হল দেবতার প্রতীক। বুড়ির পাট ঘিরে চলে নাচ গান। মেয়েরা নাচ গানে অংশ নেয়। পুরুষরা কাঁশি, ঢোলক বা দোতরা বাজায়। রায়কত ও ঢোলক গ্রামের মনসা পূজা বিখ্যাত। বৈশাখ মাসের প্রতি রবিবার ধরম পূজা এবং বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ভেদেই খেলা খুবই জনপ্রিয়। অজন্মা, অনাবৃষ্টি মড়ক প্রতিরোধের দেবী হাটঘুরণীর পূজা হয় সুখানী গ্রামে। রাজবংশীদের ধাম পূজা হয় গান সহযোগে। মূর্তিহীন গারাম থানের পূজা হয় কোন গাছের নীচে। তাছাড়া হয় বাঁশ পূজা, ভণ্ডালী বা ভাণ্ডারনীর পূজা, হুদুম দেও পূজার প্রচলন রয়েছে।

দার্জিলিং ॥

মকর সংক্রান্তিতে তিস্তামাই-এর পূজায় হাঁস, পায়রা, মুরগী, ছাগল প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়ে থাকে। শিরুয়া-বিসুয়া লোকদেবতা।

নদীয়া ॥

নাঙালা গ্রামের কাটাপীর লৌকিক অবতার। প্রতি বছর দেবতার উৎসব হয় অম্বুবাচী তিথিতে। জন্তুজানোয়ারের দেবতা। থানাপাড়ার জঙ্গলীপীর, মাজদিয়ার গোরাশহীদ পীর, হবিবপুরের অ্যালা পীর, কাঠভাঙা গ্রামের মানিক পীর, কামারগাড়িয়ার পীর সাহেব, শ্রীনগরের গাজী সাহেব, কুমার গ্রামের মানিক পীর ও সত্যপীর বিখ্যাত। শিব এই জেলার অন্যতম লোকদেবতা। মথুরগাছি গ্রামের খেদাই ঠাকুর, উলা-বীরনগর গ্রামের উলাইচণ্ডী, বেকোয়াইল গ্রামের পঞ্চানন্দ ঠাকুর পূজিত হন সাড়ম্বরে। এই জেলায় মনসার প্রভাবও যথেষ্ট।

পশ্চিম দিনাজপুর ॥

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি শনিবার বর কামনা ও বর গ্রহণের জন্য হিলি থানার চামুণ্ডা দেবীর পূজা হয়ে থাকে। বসন্ত ঠাকরুন পূজিত হন পতিরাম গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তিতে একটি রক্তচন্দন গাছের নীচে। দেবীর কোন মূর্তি নেই, একখণ্ড পাথরের ওপর খোদিত থাকে নাক-চোখ-কান। এই গ্রামের আর একটি লোকদেবতা বিঘ্নেশ্বরী। দেবীপুর ও বেলবাড়ী গ্রামে আছে লোকদেবী বুড়ীমা। জ্যৈষ্ঠ মাসের যে কোন সোমবার থেকে পরের সোমবার পর্যন্ত পূজা হয়। পূজায় পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়া হয়ে থাকে। অতসী ফুলের মত রঙ, হ্রস্ব দেহ, রুক্ষকেশ ও হাতে লাঠি থাকে দেবীর। চারটি হাত বিশিষ্ট—হাতীর পিঠে চড়া মহারাজ ঠাকুরের পূজা হয় টংগইল বিলপাড়া গ্রামে। এই গ্রামে ধরম ঠাকুরের পূজা অনুষ্ঠিত হয় মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের রবিবারে। সের গ্রামের কুকুড়ামনি, পুরগ্রামের বারুলিয়া, করঞ্জি গ্রামের ছাটীকা দেবী (তাঁতিদের পূজা), দৌলতপুর গ্রামের গ্রাম বাবা, রহৎপুর গ্রামের বাহিরা ও মানসুর ছাড়াও এই জেলায় মশান পূজা বা বুড়ী কালী অথবা বুড়ীমা লোকদেবীর প্রচলন রয়েছে। মনসা পূজাও এই জেলায় ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

পুরুলিয়া ॥

টুসুব্রত বর্তমানে পুরুলিয়া জেলায় লোক দেবীতে পরিণত এবং কৃষি-লক্ষ্মীর প্রতীক। অঘ্রাণ সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত দেবীর পূজা হয়। ভাদুও লোকদেবী; মূর্তি পূজা হয়ে থাকে। টুসু ও ভাদু বর্তমানে সংগীত প্রধান। জেলার ভূমিজ-মাহাতো-ভুঞা-বাগাল-সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডাদের দেবতা করমের পূজা বিখ্যাত। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে এই জেলার ব্যাপকভাবে মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

মুর্শিদাবাদ ॥

শিব উৎসব, গাজন ও চড়ক অনুষ্ঠান হয় সারা জেলা জুড়ে। নওপুকুরিয়া গ্রামের মা ডুমনী বিখ্যাত লোকদেবী। বৈশাখ মাসের প্রতি শনি মঙ্গলবার হয় দেবীর বাৎসরিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসব। পাথরের একটি নুড়িকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হয় দোগাছি গ্রামে।

হাওড়া ॥

শিবঠাকুর ও ধর্মঠাকুরের প্রভাব এই জেলায় অসামান্য। মনসা, শীতলা ও চণ্ডীর পূজা হয়। বারাঠাকুর, পঞ্চানন্দ, রসপুরের বিন্ধ্যবাসিনী, সিকোন গ্রামের বনমালী জেলার অন্যতম লোক দেবতা। জেলায় কয়েকটি পীর-গাজীর আস্তানা ও মাজার আছে। এর মধ্যে বানিবন গ্রামের হজরত জঙ্গল-বিলাসপীর, বামুনপাড়া গ্রামের কতোয়ালী সাহেব, কোলড়াগ্রামের বড়কান গাজী, গয়েশপুরের গয়েশ-উদ্দীন উল্লেখযোগ্য। রায় বাঘিনী দেবী, বসন্ত রায় ও দক্ষিণ রায়ের পূজা হয় জেলার কোথাও কোথাও। ফাল্গুন সংক্রান্তিতে খোঁস পাঁচড়া ও ফোঁড়ার দেবতা ঘেঁটুর পূজা হয়। তাছাড়া আছে ওলাবিবি, এঁতেল বা ইতু।

হুগলি ॥

শিব, মনসা ও ধর্মরাজের প্রভাব বেশী। ধর্মরাজ বিভিন্ন নামে পরিচিত। ধনিয়াখালি থানার বুড়ো দামান, পতি-দুর্গামাতা, বসয়াবাসিনী, বেলুন গ্রামের হাঁপাকালী, সাগড়িয়া গ্রামের ওলেশ্বরী দেবী, খানাকুল থানার ভীমঠাকুর, জাগুলিয়া গ্রামের জাগেশ্বরী, চন্দননগরের বোড়াইচণ্ডী, একই গ্রামের বিশালাক্ষী, দ্বারহাট্ট গ্রামের দ্বারিকাচণ্ডী, শিয়াখালা গ্রামের উত্তরবাহিনী, আঁটপুরের ইতু পূজা বিখ্যাত। জেলার অন্যতম পীরগাজীদের মাজার ও আস্তানা হল পাণ্ডুয়া থানার শাদ্‌ সুফির মসজিদ, ভোঁপুর গ্রামের আলিমন পীর, তেলকোপা গ্রামের পীর সাহ্‌ বান্দ, কোতরঙের মানিকপীর, মাঝেরহাটের শাহ্‌ সুফী সুলতান পীর, চৌবেড়া গ্রামের পীর আজগুবী সাহেব, বালিগ্রামের মকদম পীর ও আজম খাঁ পীর, নতিবপুরের বড়খান পীর বিখ্যাত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবদেবী—পাল পার্বণ মেলা

বাঙলায় বারো মাসে তের পার্বণ। বিভিন্ন জেলায় দেবতা, উৎসব পালপার্বনে রয়েছে বৈচিত্র্য। পূজা উপলক্ষে উৎসব, আর উৎসব উপলক্ষে মেলা। গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে, মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে অগুন্তি মানুষের মিছিল এগিয়ে চলে পুণ্যার্জণে। বাঙালীর মিলনক্ষেত্র হল এইসব মেলা। মেলা-মেশা, ভাব ও আনন্দ বিনিময় কেন্দ্র হিসাবে এগুলি খুবই জনপ্রিয়। আনন্দ-বিনিময়ের প্রাণকেন্দ্র এই মেলাগুলির অর্থনৈতিক তাৎপর্যও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেবল সৌখিন দ্রব্যাদিই নয়, গ্রামজীবনের গৃহস্থালির নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, কৃষি দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি, জামাকাপড় প্রভৃতি কেনাবেচা চলে। ময়রা, তেলেভাজা, চা পান বিড়ি, মুড়ি মুড়কি, চিড়ে বাতাসা, খাবারের দোকান, কাঁচের চুড়ি, পুঁতির মালা, নোয়া, শাখা, ইমিটেশন গয়না, কাঁচপাথর, লোহা তামা পিতল অ্যালুমুনিয়াম ও কলাইএর বাসনপত্র, বীজ, চারাগাছ, কাঠের জিনিসপত্র, বেত ও বাঁশের ধামা কুলো চ্যাঙারী, পোলো, বিভিন্ন রকমের হস্তশিল্প, মাটির তৈজসপত্র, খেলনা, পুতুল, বই ও ছবির দোকান, টোটকা, হাকিমী ওষুধপত্র' টেবিল, চেয়ার, আলমারী, লাঙল, গরুর গাড়ীর চাকা, জুতো, মাছ ধরার জাল, জালের কাঠি, বাঁশ ও বেতের লাঠি—কি না পাওয়া যায় মেলায়। কেবল স্থানীয় ব্যবসায়ীরাই নয়, বহু দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে এসেও ব্যবসায়ীরা বসে দোকান সাজিয়ে। এইসঙ্গে এসে জোটে পুতুল নাচ, কীর্তন, কৃষ্ণযাত্রা, সার্কাস, যাত্রাদল, থিয়েটার, তরজা, ভাসান গান, বোলান গান, সিনেমা, নাগরদোলা প্রভৃতি আনন্দের উপকরণ। তারপর তো থাকে গ্রাম্য কবি গায়ক ও শিল্পীদের আসর। মোটকথা বাঙলা সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপটিই যেন ধরা পড়ে এইসব মেলায়।

বাঙলার উৎসবে আছে বৈচিত্র্য। বিভিন্ন ঋতু ক্রমে পূজানুষ্ঠান বাঙালীর ধর্মীয় ভাবনার ব্যাপকতাকে উপস্থিত করে। বিভিন্ন দেবতার নামে পূজানুষ্ঠান হলেও এগুলি হল সকল শ্রেণীর মানুষের উৎসব। শরৎ ও বসন্তকালের সুখকর ঋতু আনন্দ প্রকাশের শ্রেষ্ঠ সময়। শারদোৎসব দুর্গাপূজা এবং শ্রীপঞ্চমী ও দোল বিশিষ্টতায় চিহ্নিত। হেমন্তের উৎসব দীপান্বিতা। আষাঢ়ের প্রথমে অম্বুবাচী বিধবাদের উৎসব হলেও এটি আসলে শস্যোৎসব। এই সময়ে ধরণী ঋতুমতী হয় অর্থাৎ বর্ষার আগমনে শস্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নতুন ফসল ঘরে তোলার পর পৌষের নবান্ন উৎসব আজও গ্রাম বাঙলায় আনন্দ প্রকাশের অন্যতম সুযোগ। বৈশাখে কাসন্দি তৈয়ারীর প্রয়াসও নতুন সর্ষকে বরণ করার উৎসব। এসব ছাড়াও বহু উৎসব ছিল বাঙালী জীবনে, যাদের অধিকাংশ লোপ পেয়েছে, অথবা গ্রাম বাঙলার কোথাও কোথাও কোনক্রমে অস্তিত্ব রক্ষা করছে।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদে এল বান।
শিবঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান॥
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান।
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান॥

—আমাদের ঠাকুরদেবতা অধিকাংশই এমনই রূপ পেয়েছে ঘরে ঘরে। বিভিন্ন দেব-দেবী তাদের স্ব-মহিমায় এখনও বিরাজ করছেন, অথবা পরিণত হয়েছেন পরমাত্মীয়ে।

চৈত্র-বৈশাখে ব্রহ্মা পূজার অনুষ্ঠান আজকাল বিশেষ দেখা যায় না। মনসা, কালী ও শীতলা পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে বাঙলার সর্বত্র। অক্ষয় তৃতীয়া ও অনন্ত চতুর্দশীতে বিষ্ণু পূজা, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা অষ্টমীর রাতে কৃষ্ণের জন্মোৎসব জন্মাষ্টমী, দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা ও রাসযাত্রা, রাধাষ্টমী বৈষ্ণবদের প্রিয় অনুষ্ঠান। বাঙালীর ঘরে ঘরে এখনও লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রভাব বেশী। লক্ষ্মীপূজা সারা বছর ধরে প্রতি বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের বৃহস্পতিবার এবং আশ্বিন পূর্ণিমায় ও দেওয়ালীর দিন লক্ষ্মী পূজা ও উৎসব হয় সব থেকে বেশী। আশ্বিনের পূজা কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা এবং দেওয়ালীর দিন অলক্ষ্মী পূজা নামে পরিচিত। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা ছাত্রসমাজের উৎসব। ফাল্গুনী কৃষ্ণাচতুর্দশীতে দিনরাত নিরম্বু উপবাস থেকে সারারাত জেগে শিবপূজার বিধান আছে। শিবকে কেন্দ্র করে লৌকিক উৎসবের শেষ নেই। বিশেষভাবে চৈত্রমাস জুড়ে চলে উৎসবের প্রস্তুতি এবং সংক্রান্তির দিন মহাসমারোহে শিব পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শাক্ত প্রধান দেশ হওয়ায় বাঙলায় দুর্গা ও কালীর প্রভাব অসামান্য। বসন্ত শরৎ দুই ঋতুতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজা অনুষ্ঠিত হলেও, শরৎকালে পূজানুষ্ঠানই সর্বাধিক। বনদুর্গা ও জয় দুর্গা পূজা হয়ে থাকে কোথাও কোথাও। দীপান্বিতায় কালী পূজা ক্রমশঃ বাড়ছে। তাছাড়া আছে রটন্তী কালী পূজা। কৃষ্ণনগর ও চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা খুব প্রাচীন নয়। অন্নপূর্ণাপূজা হয়ে থাকে চৈত্রের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে। বাঙলার আর এক জনপ্রিয় শাক্ত দেবতা মঙ্গলচণ্ডীর পূজানুষ্ঠানের প্রকৃষ্ট সময় বসন্তকাল, মঙ্গলবার এবং অষ্টমী ,ও নবমী তিথি। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে সূর্যব্রত উপলক্ষে মেয়েরা সূর্যের ছড়া গান করে থাকে। শনিঠাকুরের পূজানুষ্ঠান কলকাতায় ক্রমবর্ধমান। ইন্দ্র পূজা প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। কলকারখানা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে বিশ্বকর্মা পূজা। এই উপলক্ষে পশ্চিম বাঙলায় ঘুড়ি ওড়ান এবং পূর্ব বাঙলার বাচখেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গন্ধবণিক সম্প্রদায় বৈশাখী পূর্ণিমায় গন্ধেশ্বরী পূজা করে। বাস্তুদেব, ধর্মঠাকুর, দক্ষিণ রায়ের প্রভাব বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও বর্তমান।

কলকাতা ॥

এক বিচিত্র জনপদ কলকাতা। পূজা ও উৎসবানুষ্ঠানের বৈচিত্র্য ও সমারোহও বিস্ময়কর। বিভিন্ন ধর্মের অসংখ্য মানুষের শহর হওয়ায়, প্রত্যেকের নিজেদের দেবদেবীর উপাসনা ও উৎসবে যোগ দিয়ে থাকে। যে কারণে কলকাতার প্রতিটি মাসই উৎসবের মাস, উদ্দীপনায় ভরা দিনরাত। হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান সম্প্রদায়ের উৎসবই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে বেশী।

বর্তমানে কলকাতার দুর্গা ও কালীপূজার প্রাধান্য সব থেকে বেশী। অধিকাংশ পূজাই সার্বজনীন। এ সময় উৎসবমুখর সমগ্র নগরী পরিণত হয়ে থাকে মেলা কেন্দ্রে। তারপরই সরস্বতী পূজার উল্লেখ করা যায়। বিশ্বকর্মা পূজাও ক্রমশ বেড়ে চলেছে। তাছাড়া রাস্তাঘাটে যত্রতত্র শনিঠাকুরের আবির্ভাবও লক্ষণীয়।

কলকাতায় চড়কপূজা বা শিবের পূজা ছিল এক সময় ব্যাপক। চৈত্র মাসের প্রথম থেকেই সংক্রান্তি পর্যন্ত ভক্ত্যার দল ঢাক-ঢোল বাজিয়ে ধ্বনিসহ ঘুরত দরজায় দরজায়। শিব দুর্গা সেজে বেরোত অনেকে। মেলা বসত কলকাতা জুড়ে। চড়ক গাছ পুঁতে চলত বাণফোঁড়া ও বিভিন্ন রকমের ঝাঁপ। অবশ্য আইন করে এই শারীরিক পীড়ন বন্ধ করা হয় ১৮৬৩ খৃঃ। হুতোম পেঁচার নক্সায় কালীপ্রসন্ন লিখেছেন: "কলিকাতা শহরের চারিদিকেই ঢাকের বাজনা শোনা যাচ্ছে, চড়কীর পিঠ মড়্ মড়্ কচ্ছে, কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুত হচ্চে, সর্বাঙ্গে গয়না, পায়ে নূপুর, মাথায় জরির টুপি, কোমরে চন্দ্রহার, সিপাই-পেড়ে ঢাকাই শাড়ি মালকোচা করে পরা, তারকেশ্বরে ছোবানো গামছা হাতে, বিল্বপত্র বাঁধা সুতা গলায় যত ছুতোর, গয়লা, গন্ধবেনে ও কাঁসারীর আনন্দের সীমা নাই…।' সেকালের কলকাতায় গাজন হত প্রায় সব পাড়াতেই। সঙ বেরোত পথে পথে। জেলেপাড়ার সঙে চড়ক বা গাজন সম্পর্কে উল্লেখ আছে:

> "আমরা সবাই শিবের চেলা [আমরা] ভূত গাজনের সং
> বছর ভ'রে তা-ধেই তা-ধেই নাচছি জবর জং,
> [মোদের] এক চোখেতে মায়ার কান্না,
> এক চোখেতে হাসি।
> [আমরা] চোখে মুখে দিলেই তা হয়
> চুণ-কলি আর রঙ।…।"

এক সময় কলকাতায় রথ টানা হত, বড় বড় মেলা বসত। এখন রথ নেই, মেলা আছে শিয়ালদহ-বৌবাজার এলাকায় ও ছাতুবাবুর বাজারের কাছে। ছাতুবাবুর বাজারের কাছে বেশ বড় আকারের চড়কের মেলা হয়। স্নানযাত্রার সমারোহও কম ছিল না। জন্মাষ্টমী, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা বিভিন্ন পাল পার্বণের অন্ত ছিল না। এখনও আছে, তবে হুজুগ বেশী।

হাওড়া ॥

চৈত্রসংক্রান্তির চড়ক গাজন, ধর্মঠাকুর, মনসা, শীতলা, চণ্ডী, পঞ্চানন ঠাকুরের পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন সময়ে। বিভিন্ন লোকদেবতার প্রাধান্য আছে। পঞ্চানন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুর, চণ্ডী ও বিশালাক্ষী দেবীর পূজা হয়ে থাকে প্রায় প্রতিটি গ্রামে।

শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ও উৎসব ঃ রামরাজাতলায় এই উৎসবটির বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখ করার মত। রাবণ বধের পর রামচন্দ্র অযোধ্যায় রাজসভায় যে অনুষ্ঠান করতেন তারই অনুরূপ আয়োজন হয়ে থাকে এখানে। প্রায় দুশ বছরের পুরোন পূজা ও উৎসবের প্রবর্তন করেন সাঁত্রাগাছির জমিদার অযোধ্যারাম চৌধুরী। তাঁদের ইষ্টদেবতা ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। রামনবমী থেকে আরম্ভ হয় পূজা ও উৎসব। শেষ হয় শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবারে। উৎসব চলে প্রায় চার মাস।

রামনবমীর দিন হাজার হাজার লোক আসে। কিন্তু বিজয়ার দিন লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটে। মেলায় প্রতিদিন কমপক্ষে পাঁচ হাজার লোক মিলিত হয়। মেলায় পাওয়া যায় কৃষ্ণনগরের পুতুল, ছুরি কাঁচি, পিতলের বাসন, গৃহস্থালীর আসবাবপত্র প্রভৃতি।

হাজার হাত কালীপূজা ঃ শিবপুরে ওলাবিবিতলায় হাজার হাত কালীমন্দিরের পরিবেশ বেশ সুন্দর। মন্দিরের সামনেই মহাবীর মন্দির। দেবীর প্রতিষ্ঠা হয় ১৯০১ খৃঃ। পাকা মন্দির নির্মিত হয় ১৯১৬ খৃঃ। পনের ফুট উঁচু দেবীমূর্তি সিমেন্ট প্লাস্টারে তৈরি ; গায়ের রঙ নীলচে সবুজ ; দণ্ডায়মান দেবীর এক পা পদ্মের ওপর এবং অপর পা সিংহের ওপর। এক হাতে ত্রিশূল, অন্য হাতে খড়্গ, সাপে শোভিত হাতের তালু রক্তবর্ণ। হাজার হাত আঁকা দেওয়ালের গায়ে। দেবীর প্রতিষ্ঠা দিবস বৈশাখী পূর্ণিমায়, শ্রাবণ মাসের শেষ শুক্রবারে দুর্গাপূজা ও কালীপূজায় অসংখ্য পুণ্যার্থী মানুষের ভীড় হয়। পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন স্থানের মানুষেরাও আসে। হিন্দু মুসলমান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের আগমন অন্যতম বিশেষত্ব। এখানে কোন মেলা হয় না।

শ্রীশ্রীশীতলা মাতার স্নানযাত্রা ঃ সালকিয়ায় মাঘী পূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীশীতলা মাতার স্নান যাত্রা উপলক্ষে শোভাযাত্রা, উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয় সাড়ম্বরে। বহু শীতলামূর্তি থাকে শোভাযাত্রায়। হাজার হাজার জনস্রোতের জন্য হাওড়া স্টেশন থেকে বামনগাছি ; সালকিয়ার বাবুডাঙা ও ঘুষুড়ি পর্যন্ত যানবাহন বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ আসে উৎসবে। শীতলামন্দিরে দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, রথযাত্রা, বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা ও উৎসব, বাউলগান, শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

শীতলাদেবীর বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয় হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে।

মুর্গিহাটার মোড়ে উপেনমিত্র লেনের 'ছোটশীতলা মা' এবং হরগঞ্জ বাজারের কাছে আছে 'বড় শীতলা মা'। প্রথমজনকে নিয়ে শোভাযাত্রা হয় না ; দ্বিতীয়জনকে নিয়ে শোভাযাত্রা হয় সমারোহের সঙ্গে। সালকিয়া স্কুলরোড, হাওড়া রোড, নন্দলাল মিত্র লেন, উপেন মিত্র লেন, গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ও অরবিন্দ রোড হয়ে শোভাযাত্রা আসে বাঁধাঘাটে, সেখানে স্নানশেষে দেবীমূর্তিগুলি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় মন্দিরে। এ সময়ে রাস্তায় ঘটে অবর্ণনীয় ভীড়।

আমতা থানার পুরাশ-কানপুর গ্রামদুটিতে ঘেঁটুর প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়। বাঁশের উপর কাপড় দিয়ে ঘিরে করা হয় ঘেঁটু ঠাকুরের আস্তানা। সেটি কাঁধে নিয়ে ঘোরে ভক্তরা। তারা বাড়ী বাড়ী ঘুরে গান ও নৃত্য করে। একটি ঘেঁটুর গান ঃ

ঘেঁটু যায় গেরস্তের বাড়ী।
আশ-পাশ মুলোর হাঁড়ী।
আয় রে ঘেঁটু নড়ে।
ষষ্ঠীর কাঁধে চড়ে॥
ঘেঁটু এলো বুঝে-সুঝে।
ভবানীপুরের* হাট বুঝে॥
ভবানীপুরের কালাপানি।
বাপকে ছেড়ে ব্যাটাকে টানি
ও বুড়ি তোর ভাঙলো দাঁত।
কেমন করে খাবি ভাত॥

* গড়ভবানীপুর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও বুড়ি তোর কটা ব্যাটা।
বুড়ির হলো সাত ব্যাটা॥
সাত ব্যাটার নাম সাতুড়ে।
বড়ো ব্যাটা মালুয়ে॥
ওহে মালুয়ে ভাই।
ফুল তুলিতে যাই॥
ফুলের নামে কি কি পাই।
ফুলের নামে আদা পাই॥
আদা ধরে মারলুম টান।
মায়েরা দাওগো ঘেঁটুর দান্॥
ঘেঁটু যায় খোষ পালায়॥

ঘেঁটু ঠাকুরের আর একটি গান :

জোড়ে এল ঘেঁটু রাজা শ্বশুরবাড়ী
দেখে আহ্লাদে উন্মত্ত হ'ল ঘেঁটুর শাশুড়ী।
কলির জামাই ঘেঁটু রাজা, তাকে জল খেতে দেয়
কড়াই ভাজা
নতুন গুড়ে তিলে খাজা, মালপো ফুরুলি।
ভাঁড়ার ঘরের গিন্নি যিনি—পান সেজেছে মনমোহিনী,
ছোট এলাচ আর ডাল চিনি দিয়ে পানেতে।
জোড়ে এল ঘেঁটু রাজা শ্বশুর বাড়ীতে॥
মাছ ধরেছে চুণো পুঁটি, ঝোল রেধেছে পরিপাটি।
মুগের ডালে লাউ দিয়েছে ঘেঁটুর শাশুড়ী
জোড়ে এল ঘেঁটু রাজা শ্বশুর বাড়ী॥

শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সারা জেলা জুড়ে। প্রকৃত উৎসব সুরু হয় ২রা চৈত্র থেকে। চৈত্র মাসের শেষ তিনদিনই চলে প্রকৃত উৎসব। গাজনে শোভাযাত্রা ও সমবেত নৃত্যগীত উল্লেখযোগ্য।

ফাল্গুন চৈত্র মাসে আমতা, বাগনান ও শ্যামপুর থানার কয়েকটি স্থানে বন্ধু বা সই পাতানোর সয়লা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

হাওড়া জেলায় এঁতেল ঠাকুরের উৎসবও খুব জনপ্রিয়। পয়লা অগ্রহায়ণ থেকে উৎসবের শুরু। প্রতি রবিবার পুজা হয় এবং শেষ হয় অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে। অন্যান্য স্থানে এই দেবতা ইতু নামে পরিচিত।

জৈষ্ঠ মাসের দশহরা থেকে ভাদ্র সংক্রান্তি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় অরন্ধন উৎসব। দীপালী উৎসব, পৌষ উৎসব উদযাপিত হয় জেলার সর্বত্র।

হাওড়া জেলার প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ধর্ম-ঠাকুরের থান। ধর্ম ঠাকুরের কোন বিগ্রহ নেই, আছে এক খণ্ড পাথর। ধর্ম ঠাকুর বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন বাঁকুড়া রায়, কালু রায়, বিনোদ রায়, স্বরূপ নারায়ণ রায়, যাত্রা সিদ্ধি রায় প্রভৃতি। ধর্ম ঠাকুরের একটি মন্ত্র :

ঝুরি ঝুরি মালতী, মেঘরাশি ফুল।
ষোলশো পাপড়ী হয়ে সমতুল॥
বাইতে হোল তুলসী মূল,
মল্লিকা মালতী গাঁদা ফুল
এই ফুলে তুষ্ট হলেন ধর্ম নিরঞ্জন।
ফুল তোল ফুল তোল,
পড়ে গেল মহাস্বার (মহাহুঙ্কার?)।
আইলাম ফুল
তোপ পূজুরী বরাবর।
তাম্রের সাজি, তাম্রের আঁকশি
ফুল তুলতে যায় রামাই পণ্ডিত
আর কোন্ কোন্ ফুল
মালতী গাঁদা বজায় দুল।
এই পুষ্পে পদম ভাগে ধর্ম নিরঞ্জন।
মাধব মাধব বাটী
ঘটি পবন, বাটি পবন,
এই জলে চান করেন ধর্ম নিরঞ্জন॥
কোন্ জল।
গয়ার জল, সাগরের জল
কতিলার খিল
এই জলে চান করেন ধর্ম নিরঞ্জন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধোবল ঘাট, ধোবল পাট,
ধোবল সিংহাসন,
ধোবলে বসিলেন বাবা ধর্ম নিরঞ্জন ॥
ঘাট শুদ্ধ, পাট শুদ্ধ, শুদ্ধ আপন কায়া।
তিন কোন পৃথিবীর শুদ্ধ ধর্ম মায়া ॥

ধর্ম ঠাকুরকে কেন্দ্র করে এক সময় গাজন ঝাঁপ ও চড়ক হত বৈশাখী পূর্ণিমায়। পরবর্তী সময়ে এই গাজন পরিণত হয়েছে শিবের গাজনে।

শীতলা পূজায় শীতলার গান খুবই জনপ্রিয়। কবির গান, তর্জা গান, মাণিক পীরের গান শোনা যায়। পঞ্চানন্দের গানও ছিল এক সময় সমাদৃত।

চব্বিশ পরগণা ॥

শিব, কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, গন্ধেশ্বরী, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, বিশ্বকর্মা, শনি, ব্রহ্মা, ক্ষেত্রপাল, রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, ধর্মরাজ, ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা, চণ্ডী, ওলাবিবি, পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ, অসংখ্য পীর, ফকির ও দরবেশ এবং আরো কয়েকটি দেবদেবীর পূর্জার্চনা ছড়িয়ে আছে জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামে।

চড়ক পূজা ও গাজন, দোলযাত্রা, মাঘী পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, নীল পূজা, পীরের স্মরণোৎসব, রথযাত্রা, বারুণী স্নান, ইদ উৎসব, মহরম, গোষ্ঠ যাত্রা, গঙ্গাপূজা প্রভৃতি উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন অংশে উদ্দীপনার অন্ত থাকে না।

বারুইপুরে রাসযাত্রার মেলা ঃ রাধাকৃষ্ণের রাস উপলক্ষে কার্তিক পূর্ণিমার প্রায় এক মাস ধরে মেলা বসে। একশত বছরের এই পুরোণ মেলায় বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার যাত্রীর আগমন ঘটে। অন্যান্য মেলার মতই এখানে পাওয়া যায় নানা ধরণের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি। পুতুল নাচ, কবি গান ও যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে;

জয়নগর মজিলপুরে মেলা ঃ ১লা বৈশাখ রাধাবল্লভ-জীউ মন্দিরে গোষ্ঠ যাত্রা উপলক্ষে মেলা বসে। তাছাড়া ফাল্গুন মাসে পঞ্চম দোল উপলক্ষেও মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মজিলপুর ধন্বন্তরী কালীর বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে বৈশাখ মাসে। সে সময় একটি বড় মেলা বসে পনের দিন ধরে।

তারাপুকুরের মেলা ঃ আগরপাড়া রেল স্টেশনের পূর্ব-দক্ষিণে তারা শাহ পীরের আস্তানায় ১ মাঘ থেকে পনের দিনব্যাপী মেলা অনুষ্ঠিত। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বহু যাত্রীর আগমনে এবং বিচিত্র পসরায় সমগ্র অঞ্চলটি কয়েকদিন জমজমাট থাকে।

বড়িশার চণ্ডী মেলা ঃ বড়িশার চণ্ডী মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক পূজা উৎসব অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা অষ্টমী ও নবমী তিথিতে। পূজার যেমন আড়ম্বর থাকে সেই সঙ্গে থাকে প্রদর্শনী ও মেলা। পূজা তিন দিনের কিন্তু প্রদর্শনী ও মেলা থাকে এক সপ্তাহের বেশী। বড়িশার এই চণ্ডী পূজা ও মেলা প্রায় একশ পঁচাশি বছরের পুরোন। দেবীর মাটির মূর্তি তৈরি হয় প্রতি বছর পূজার আগে। চতুর্ভুজা, রক্তবর্ণ, রক্তবসনা ও ত্রিনয়নী দেবী চণ্ডী বসে থাকেন পাঁচটি নরমুণ্ডের আসনে। তাঁর গলায় পুষ্পমালা, চার হাতে জপমালা, বই, বর আর অভয়মুদ্রা। পূজা হয় ঐদিন। সে সময় চণ্ডীপাঠ, হোম, যজ্ঞ, পশুবলি প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। দেবী প্রতিমা বিসর্জন হয় সপ্তাহ-খানেক পরে। পূজামণ্ডপ ঘিরে বসে মেলা; কুটির শিল্পের ব্যাপক সমাবেশে মেলা জমে ওঠে। এর মধ্যে থাকে খেলনা, পুতুল, খাবার, মনিহারী দ্রব্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, কৃষি ও কারিগরি যন্ত্রপাতি, বাসন কোসন, কাঠের জিনিস প্রভৃতি। অশ্বচক্র, সার্কাস, পুতুলনাচ, কৃষ্ণযাত্রা, কবিগান, রামায়ণ গান, বোলান গান, তরজা, সিনেমা, থিয়েটার যাত্রা চিত্তবিনোদনের উপকরণের অভাব থাকে না। স্থানীয় গায়ক, শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের জীবিকার্জনের সুযোগ ঘটে মেলায়। এই সঙ্গে থাকে ম্যাজিক, মেয়েদের হস্তশিল্প প্রদর্শনী, নাগরদোলা আরও অনেক কিছু। হাজার হাজার জনতার ভীড়ে চঞ্চল হয়ে থাকে সমস্ত অঞ্চল। প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক আসে প্রতিদিন।

ভাটপাড়ার রাসের মেলা ঃ কার্তিক পূর্ণিমায় রাসের মেলাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রায় একশত বছর ধরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই বিঘা জমির ওপর একমাস ধরে মেলা চলে এবং দৈনিক প্রায় দশ হাজার নরনারীর আগমন ঘটে। মাদুর, পাথরের জিনিস, তামা পিতলের বাসনপত্র, কাপড় চোপড়, ধামা, কুলো, মাটির পুতুল খেলনা, হাঁড়ি কলসী প্রভৃতিতে ভরে থাকে মেলা।

ভাটপাড়ায় ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমায় রাধাকৃষ্ণের পঞ্চম দোল উপলক্ষে এবং রথযাত্রার সময়ে দুটি মেলাও অনুষ্ঠিত হয়।

খড়দহের রাসের মেলা ঃ রাস উৎসব খুবই সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এক মাস ব্যাপী মেলায় বিপুল সংখ্যক যাত্রী সমাগম ঘটে। বহু দোকান ও স্থানীয় শিল্পীদের দ্রব্যাদি এবং বিনোদন আকৃষ্ট করে জনগণকে।

পীর গোরাচাঁদের মেলা ঃ আমডাঙা থানার কামদেবপুরে পীরের নজরগাহে ১৫ ফাল্গুন থেকে সাত দিন ধরে মেলা বসে। এই মেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য জাতিধর্ম নির্বিশেষে বিপুল জনসমাগম। হাড়োয়ায় পীরের দরগাহে ১১ ফাল্গুন থেকে চলে মেলার প্রস্তুতি। অন্যতম বৈশিষ্ট্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান।

বাবন পীরের মেলা ঃ শাঁকর শহর গ্রামে পৌষ সংক্রান্তিতে পীরের সমাধি স্থানে দশ বার দিনব্যাপী মেলায় কৃষি দ্রব্য, দা, কোদাল, বাসন কোসন, কাপড়, গামছা, মাটির হাঁড়িকুড়ি, ধামা, কুলো প্রভৃতি বিক্রি হয়ে থাকে প্রচুর পরিমাণে।

গঙ্গাসাগর মেলা ঃ গঙ্গানদী ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে সাগর দ্বীপে পৌষ সংক্রান্তিতে কপিল মুনির মন্দিরে পূজা ও মেলা এবং স্নান প্রচলিত সুপ্রাচীন কাল থেকে। সারা ভারতের অগণিত তীর্থযাত্রীর সমাবেশ ঘটে সে সময়। ট্রেন, বাস, নৌকাযোগে সারা ভারতের কয়েক লক্ষ পুণ্যার্থী আসে প্রতি বছর। যাত্রীদের জন্য তৈরী হয় অস্থায়ী হোগলার ঘর। তিনদিনব্যাপী মেলায় আসে চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর, হুগলি, বর্ধমান, হাওড়া, নদীয়া প্রভৃতি জেলা ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিক্রেতারা। লৌহ ও পিতলের বাসনকোসন, কাঠের মাটির ও প্লাষ্টিকের খেলনা ও পুতুল, শাঁখা, কাচের চুঁড়ি, শঙ্খ, মাদুর, ধর্মীয় গ্রন্থ, মনিহারী দোকান, রুদ্রাক্ষ ও তুলসীর মালা, হাকিমী ও কবিরাজী ওষুধ, মাটির হাড়ি কলসীর দোকান, জামা-কাপড়, মুদির দোকান, ম্যাজিক, নাগর দোলা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে আসে জুয়া, পকেটমার, চোর আরও অনেক কিছু। বর্তমানে সরকারী ব্যবস্থাপনায় গঙ্গাসাগর মেলার যোগদান-কারীরা অনেক সুবিধা পেয়ে থাকেন।

ঘুটিয়ারী শরীফ ঃ প্রখ্যাত পীর গাজী মোবারক আলীর আবির্ভাব উৎসব পালন করা হয় এক সপ্তাহব্যাপী। এই উৎসব ছাড়া ১৭ শ্রাবণ পালিত হয় পীর সাহেবের তীরোভাব তিনি। বিভিন্ন জেলার মানুষ উৎসবে যোগ দেয়। সে সময়ে দুটি মেলাও বসে।

চব্বিশ পরগণার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মেলা হল ঃ

দলুইপুরে রাসযাত্রার মেলা, মামুদপুরে ধর্মরাজের মেলা সাতদিন, পদ্মপুরে গঙ্গাপূজার মেলা সাতদিন, সহরার চড়কের মেলা তিনদিন, ধনিরামচকে বিবিমার মেলা, ভরত গড়ে শীতলা পূজার মেলা ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমার পর থেকে সাত দিন, রায় বাঘিনীর চড়কের মেলা, ক্যানিং-এ ফাল্গুন চৈত্র মাসে সাত দিন থেকে বার দিন ব্যাপী ব্রহ্মাপূজার মেলা, হয়, রায়বাঘিনীর তিনদিন ব্যাপী চড়কের মেলা, পৌষ সংক্রান্তিতে, মরিচায় পীর ইসমাইল শার আবির্ভাব উপলক্ষে ২০ ফাল্গুন থেকে সপ্তাহব্যাপী মেলা, ধপধপির দক্ষিণ রায়ের মেলা মাঘ মাসে, রাজপুরে ধর্মরাজের মেলা ; শিবচতুর্দশীর মেলা, দোল যাত্রার মেলা, শিবগাজনের মেলা, ভাড় রামকৃষ্ণপুরে ১লা বৈশাখ থেকে চার পাঁচদিন গোষ্ঠ উৎসবের মেলা, চৈত্র পূর্ণিমা থেকে চার পাঁচদিন বলদেবের রাস উৎসবের মেলা, দেউলিয়ার রথের মেলা ও চড়কের মেলা, দেগঙ্গার রথের মেলা ও জগদ্ধাত্রী পূজার মেলা, দাসপুরে বুড়ীমার মেলা, কদম্ব গাছির মানিক পীরের মেলা, ভগ্যমন্তপুরে চড়কের মেলা, মগুওায় পৌষ মাসে সপ্তাহব্যাপী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চণ্ডীপুজার মেলা, আমডাঙায় পৌষমাষে করুণাময়ী কালীপুজা উপলক্ষে মেলা, শিলপাড়ার দেড়শত বছরের পুরোন সপ্তাহ কালব্যাপী চৈত্র সংক্রান্তির মেলা, সুমতীনগরে পাঁচদিনের দুর্গা পুজার মেলা, মৃত্যুঞ্জয় নগরে ফাল্গুন মাসে চারদিনের শিবরাত্রির মেলা, লালপুরের দুর্গাপুজার মেলা, কালীপুজার মেলা, রাস যাত্রার মেলা ও শিব পুজার মেলা ; অমরাবতীর মকর স্নানের মেলা ; মাধবনগরের ১ বৈশাখ থেকে সপ্তাহকাল ব্যাপী গোষ্ঠ যাত্রার মেলা, মণিপুরে পৌষ সংক্রান্তি থেকে গঙ্গাপুজার মেলা, কামদেব পুরে বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া থেকে তিন চারদিনব্যাপী চন্দনী উৎসবের মেলা, দেরিয়ায় আষাঢ় মাসে আটদিনব্যাপী রথযাত্রার মেলা, মশাটের দুশত বছরের পুরোন মহরমের মেলা, হরিণডাঙায় বৈশাখ মাসে চার পাঁচদিনব্যাপী রক্ষাকালীর মেলা, কুলটিকরীর বারুনী-স্নানের মেলা, পারুলিয়ায় চৈত্রমাসে আট দশদিন পঞ্চানন্দের মেলা, কোদালিয়া ও ফতেপুরের গোষ্ঠ যাত্রার মেলা ১ বৈশাখ থেকে ছয় সাত দিন, দোস্তপুরের গঙ্গাযাত্রার মেলা, ঝুখিয়ার মহরমের মেলা এবং এসব ছাড়াও আরও অনেক মেলা আছে।

চব্বিশ পরগণার তরজা গান, ওলাবিবির গান, মানিক পীরের গান, বন বিবির পাঁচালী গান ও যাত্রা এবং পুতুল নাচ বিখ্যাত। মানিকপীরের একটি গানে আছে :

"বেগম বেগম চলে মানিক ছাড়িল জিগির।
কানু ঘোষের মা বলে, এলো সত্যপীর॥
কানু ঘোষের মা আর নন্দ ঘোষের ঝি।
বলে—সকালে এসেছে ফকির ভিক্ষা দেব কী ?"
চাল কড়ির ফকির নই মা, চাল কড়ি নিব।
একটুখানি দুগ্ধ পেলে দোয়া করে যাবো॥
যার যেমন ভাগ্য মাগো, তেমনি করবে দান।
গোয়ালেতে বাড়বে গরু, বংশে বাড়বে মান॥

মেদিনীপুর॥

শীতলার আধিপত্য মেদিনীপুর জেলায় সব থেকে বেশী। পুজার জাঁকজমকও কলকাতার দুর্গা বা কালীপুজা থেকে কোন অংশে কম নয়। ঘাটাল মহকুমায় ভীমঠাকুরের পুজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয় মাঘ মাসের শুক্লা একাদশী বা ভীম একাদশী তিথিতে। এল্লাবনী গ্রামে মাঘ মাসের তিন তারিখে ফুলমণিদেবীর পুজা ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে আনন্দপুর গ্রামে বীরঝাপট পুজা হয় সাড়ম্বরে। তাছাড়া আছে অসংখ্য লোকদেবতার পুজা ও উৎসব। আদিবাসীদের আরাধ্য দেবদেবীর সংখ্যাও কম নয়। যেমন, কালো রায়, ঘণ্টাকর্ণ, করম, টুসু, জাহীরবুড়ি, বংগাঠাকুর প্রভৃতি। টুসু, বাদাঁগান, পটুয়ার গান, ধান রোয়ার গান শোনা যায় বিভিন্ন পালা পার্বণে।

চড়ক গাজন নীলপুজার মেলা, দুর্গাপুজার মেলা, শিব পুজার মেলা, রথ যাত্রার মেলা, ইন্দ্রপুজার মেলা, কালীপুজার মেলা, সরস্বতী পুজার মেলা, রামনবমীর মেলা, শিকড়াসিনী পুজার মেলা, রূপাসিনী পুজার মেলা, জগদ্ধাত্রীপুজার মেলা, ভীম একাদশীর মেলা (বিষ্ণুপুর), এরকম আরও কত যে মেলা আছে তার শেষ নেই। তাছাড়া আছে পীরদের মাজার বা আস্তানার উৎসব ও মেলা।

হিজলীতে পীর মসলন্দী বাবার সমাধি পার্শ্বে এপ্রিল-মে মাসের মাঝামাঝি যে উরুস (ধর্মীয় অনুষ্ঠান) হয় তাতে অংশ নেয় হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান নরনারী। জাতিভেদ ভুলে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়।

এই জেলায় মেলার সংখ্যা অসংখ্য। কয়েকটি হল : নয়া গ্রামের দুর্গাপুজার মেলা, দেউলবাড়ের শিবরাত্রির মেলা বারুণীস্নানের মেলা, গোপীবল্লভপুরে দণ্ডমহোৎসব উপলক্ষে বারদিন ব্যাপী মেলা, কানপুরে মকরস্নান উপলক্ষে পাঁচদিন ব্যাপী মেলা, বিনপুরে পৌষপার্বণের মেলা, বাগপোতায় বৈশাখ মাসে রক্ষাকালীর মেলা এবং চৈত্র মাসে গাজনের মেলা, ফতেপুরে সপ্তাহকালব্যাপী দোলযাত্রার মেলা, ফুল বাড়ীতে ফাল্গুন মাসে পাঁচ দিনব্যাপী শীতলা পুজার মেলা, খোলনাশ্বরীর পনের দিনব্যাপী গাজনের মেলা, প্রভৃতি।

পুরুলিয়া॥

জেলাটির চরিত্র পশ্চিম বাঙলার অন্যান্য জেলার থেকে বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র। এমন কিছু দেবদেবী ও উৎসব এখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রচলিত, যার সংগে অন্যান্য জেলার অমিলই বেশী। কুলীন দেবদেবীর সংগে আছে অসংখ্য লোকদেবতা।

একটি ছোট অথচ বৈশিষ্ট্যময় ছাতা পরব অনুষ্ঠিত হয় চাকোলতোড় গ্রামে। একটি পুকুরের ধারে বাঁশ বা পাতলা কাঠ দিয়ে ছাতা বানিয়ে ভাদ্র সংক্রান্তিতে সাড়ম্বরে পালিত হয় উৎসব। ধামসা, ঢোল, সানাই নিয়ে চলে শোভাযাত্রা। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা ও শিবদুর্গার পট পূজাও হয়ে থাকে।

জেলার সর্বত্র অভ্রাণ মাসের সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত চলে লোকদেবী টুসুর পূজা। আসলে এটি ছিল ব্রত। বর্তমানে কৃষি-লক্ষ্মীরূপে পরিচিতা। পুরুলিয়ার উত্তর পূর্ব সীমান্তের লোকদেবী হলেন ভাদু। পূজা হয় ভাদ্র মাস ব্যাপী। দুটি পূজাই গান নির্ভর। আর এই গান আধুনিক জীবনভিত্তিক আবার পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর। ভাদু ও টুসুতে পার্থক্য খুবই সামান্য। একটি টুসুগানে বিবাহিতা মেয়ের পিতৃগৃহের প্রতি আকর্ষণের চিত্রণ ঘটেছে এইভাবে :

এত বড় পৌষ পরবে রাখলি, মা পরের ঘরে,
ওমা পরের মা কি বেদন বোঝে
অন্তরে পুড়ায়ে মারে।
আমার মন কেমন করে, মাগো আমার মন কেমন করে,
যেমন তাতা কড়ায় খই ফোটে॥
মাথা ঘষে রইলাম বসে, আর আমার কে আছে
মা রইল দূরান দেশে প্রাণ জুড়াবো কার কাছে?
মায়ে দিল মাথা বেঁধে, দে গো মাসী ফুল গুঁজে
বিদায় দেয় মা সংসারের কাজে,
আমি আসবো না তোর ঘরে।
আমার মন কেমন করে।
মা গো, যেন শোল মাছে উফল মারে।
এত বড় পৌষ পরবে.........॥

একটি ভাদুগান :

বাড়ীর নাময় কুয়া খুড়লাম ঘটী ভরে জল খাব,
এমনি কুয়া বাদী হলো, শালুক ফুল ফুটে গেল।
নালায় নালায় জল যায় মা ইচ্ছা তাতে ডুবে মরি,
ঝাঁপির কাপড় বার করে দে, পুবের দেশের পথ ধরি।
এ পারেতে বাছুর বাঁধা ওপারেতে ধবলী গাই।
হামলে হামলে প্রাণ কাঁদে মা, কি করে পাসরি যাই।

ঝুমুরও পুরুলিয়া জেলার একটি সুপরিচিত লোক সঙ্গীত। ঝুমুর আসলে একটি সুরের নাম। সাধারণ মানব মানবীর প্রেম, রাধাকৃষ্ণ রাম-সীতা প্রভৃতির বিষয় নিয়ে রচিত হয় ঝুমুর। আর এটি পরিচিত বিভিন্ন নামে। একটি ঝুমুর গান :

শিমুল ফুলে নাই হে মধু গন্ধ মিলে না,
এমনি পরভু করেছি, নীলে ভ্রমর বসে না।
চল সখী চল সঙ্গে যাব—
নিরবধি প্রেম করিব,
গামছায় বেঁধে এনে দিব চিনি আর চিড়া,
ও তুই ভাবিস নাগো, ধনি, আমার কিরা॥

পুরুলিয়া জেলার ছৌ নৃত্যের খ্যাতি আজ জগৎজোড়া। তাছাড়া এই জেলার মাঝি নাচ, কাঠি নাচ, নাটুয়া নাচ, নাচনী নাচ, জাওয়া নাচ, করম নাচ প্রভৃতির যথেষ্ট খ্যাতি আছে। জাওয়া নাচের একটি গান :

একদিনকার হলুদ বাটা
তিন দিনকার বাসি গো,
মা-বাপকে জল দিবি বড় সুখে আছি গো,
মায়ে শুনলেন, বাপে শুনলেন শুনলেন সাধের ভাই,
মায়ে কাঁদে হাটে-বাটে, বাপে কাঁদে ঘরে,
খেলার সঙ্গিনী কাঁদে ধূলায় লুটায়ে গো।
মা বড় সুজাতের বিটি কানতে লাগিল॥

হুগলি॥

জেলাটিকে বলা যায় শিব ঠাকুরের দেশ। তারকেশ্বরের বাবা তারক নাথের প্রসিদ্ধি সুবিদিত। শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার ভক্তদের আগমনে স্থানটির রূপ যায় বদলে। তাছাড়া চৈত্র মাসে গাজন উপলক্ষে গোটা পশ্চিম বাঙলার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাপক জনসমাবেশ ঘটে এখানে। তাছাড়া জেলায় সূর্য পূজা ও ধর্মপূজাও হয়ে থাকে ব্যাপকভাবে। শিবচতুর্দশীতে মহানাদে জটেশ্বরনাথের পূজা উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক-গাজন অনুষ্ঠিত হয় রঘুনাথপুর, জোতচণ্ডী-বেঙ্গাই, চণ্ডীপুর, বজুয়া এবং আরও কয়েকটি গ্রামে গাজনোৎব হয় সমারোহের সঙ্গে। ষণ্ডেশ্বরজীউ-এর গাজন হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে ভাগীরথীতীরে। জেলার বহু গ্রামে মনসা পূজা ও ঝাঁপান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মুণ্ডখোলা গ্রামে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ থেকে তিন দিন ধর্মঠাকুরের পূজা ও উৎসবে বহু মানুষের সমাগম হয়। আশ্বিন ও পৌষ সংক্রান্তিতে পলাশী গ্রামে পতি দুর্গামাতার পূজা ও উৎসবে মেলা বসে। গুপ্তিপাড়ার রথযাত্রা, মাঘী পূর্ণিমায় সাগড়িয়া গ্রামে ওলেশ্বরী দেবীর পুজা, বৈশাখী পূর্ণিমায় জাগুলিয়া গ্রামে জাগেশ্বরী পূজা, চুঁচুড়ার কার্তিক পূজা বিখ্যাত। এই জেলায় কয়েকটি পীরগাজীর আস্তানা আছে।

মাহেশের রথ ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণী যেমন গিয়েছিল মাহেশের মেলায়, তেমনি একালের রাধারাণীরাও যায়। হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের কাছে মাহেশের রথযাত্রা সুপ্রাচীন এবং আজও বেশ সাড়ম্বরে পালন করা হয়ে থাকে। জগন্নাথদেবের বর্তমান সত্তর ফুট উঁচু মন্দিরটি বড় বাজারের নিমাই চরণ মল্লিক পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের অনুকরণে তৈরি করে দিয়েছিলেন। আগেকার মন্দিরটি ভেঙ্গে যাওয়ার পর বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়। রথযাত্রা উপলক্ষে যে মেলা বসে সেটিও চলে আসছে বহুকাল যাবৎ। শোনা যায় মেলাতে নরনারী পর্যন্ত বিক্রি হত। সমাচার দর্পন পত্রিকায় উল্লেখ আছে (১২২৬ বঙ্গাব্দ ৬ আষাঢ়): "এইবার স্নানযাত্রার সময়ে দুইজন জুয়া খেলাতে আপন যথাসর্বস্ব হারিয়া পরে অন্য উপায় না দেখিয়া আপন যুবতী স্ত্রী বিক্রয় করিতে উদ্যত হইল এবং তাহার মধ্যে একজনের নিকটে দশ টাকাতে আপন স্ত্রী বিক্রয় করিল। অন্য ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রীতা হইতে সম্মত হইল না, তৎপ্রযুক্ত এ ব্যক্তি খেলায় দেনার কারণ কএদ হইল।" এ হল একরকম দৃশ্য। আবার কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাহেশের স্নানযাত্রার ছবি এঁকেছেন :

আগে পাছে পাকাপাকি   আঁকা আঁকি তাকাতাকি
ঝাঁকা ঝাঁকি স্নান নাহি পায়।
এসে বাড়ী যত রাড়ী   কাঁকে ক'রে কেলে হাঁড়ি
হাতে পাখা কাঁটাল মাথায়॥
ভদ্র যত মন শাদা   পরস্পর করি চাঁদা
রুচির তরণী লয়ে ভাড়া।
যাহাতে আসক্তি যার   সেই শক্তি সঙ্গে তার
গরবেতে গোঁপে দেয় চাড়া॥

মাহেশে বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন চন্দনযাত্রা, জ্যৈষ্ঠে পূর্ণিমায় 'স্নানযাত্রা', আষাঢ় দ্বিতীয়ায় 'রথযাত্রা' শ্রাবণ পূর্ণিমায় 'ঝুলনযাত্রা', ভাদ্রে জন্মাষ্টমী তিথিতে 'জন্মযাত্রা', কার্তিকে 'রাসযাত্রা', ফাল্গুনে 'দোলযাত্রা, উপলক্ষে ব্যাপক জনসমাগম ঘটে। এর মধ্যে 'রথযাত্রার' আড়ম্বর সব থেকে বেশি। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় স্নানযাত্রার পরদিন থেকে পরবর্তী অমাবস্যা তিথিতে জগন্নাথদেবের 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' করার পূর্বে তিন মূর্তিতে রঙ করা হয়। মূর্তি পাঁচশত বছরের পুরোণ। বহু পুরোণ নিম কাঠের মূর্তিগুলোর ওপর আদ্দি ও মখমল সেঁটে তার ওপর রঙ ধরান হয়। অমাবস্যার দিন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় বিগ্রহে, উৎসবের নাম 'নবযৌবন' উৎসব। তার দুদিন বাদেই রথযাত্রা। দ্বিতীয়ার দিন জগন্নাথদেব যাত্রা শুরু করেন গুপ্তিবাটি, ফেরেন দশমীর দিন। ঐ দিনই হল পুর্ণযাত্রা।

মাহেশের কাঠের ঘুণ ধরা রথটি পুড়ে যায় ১২৬০ সালে। নতুন কাঠের রথ তৈরি করে দেন বাগবাজারের দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু। কুড়ি হাজার টাকা খরচ করে ১২৯২ সালে নতুন রথ তৈরি করে দেন এই পরিবারের ছেলেরা। যাত্রার আগে প্রতি বছর রথে রঙ করা ও সাজান হয়। তিন মূর্তি বের করে আনা হয় মন্দির থেকে। দ্বাদশ গোপাল উৎসব, নামকীর্তন পাঠ, পুজা প্রভৃতি মিলে মাহেশের চেহারা যায় বদলে। ট্রেনে, বাসে, নৌকায় করে আসে দূর দূরান্তের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষ। পাঁচ সপ্তাহ ধরে মেলা বসে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দুধারে। নদীয়ার আড়ংঘাটা থেকে মেলা উঠে আসে মাহেশে, মাহেশ থেকে উঠে যায় নবাবগঞ্জে ঝুলন পূর্ণিমা উপলক্ষে।

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা ঃ চন্দননগরের তুলনায় কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী পূজা বেশী হলেও জাঁকজমক ও আড়ম্বরে চন্দননগর অদ্বিতীয়। দুর্গা প্রতিমার আকার কুড়ি থেকে ত্রিশ হাত দীর্ঘ, চতুর্ভুজা, সিংহবাহিনী এবং সিংহের পদতলে হাতি। প্রাচীন রীতির মূর্তি চোখ আকর্ণ বিস্তৃত, চার হাতে শঙ্খ, চক্র, বাণ ও ধনুক। ডাকের সাজের গহণা ও চালচিত্র অতুলনীয়। জগদ্ধাত্রী পূজার অন্যতম আকর্ষণ বিসর্জন শোভাযাত্রা, অপূর্ব আলোক সজ্জা ও প্রদর্শনী। লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীর ভিড়ে চন্দননগরের চেহারার আমূল পরিবর্তন ঘটে। মেলা ও প্রদর্শনীর সমারোহও বিস্ময়কর।

গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিতরাই সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজার প্রবর্তন করেন আঠার শতকে। সময়টা ছিল সম্ভবতঃ ১৭৫৯-৬০ খৃঃ। গুপ্তিপাড়ার বিন্ধ্যবাসিনী তলায় এখনও বারোয়ারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। চন্দননগরের সব থেকে পুরোন লিচুতলার পূজাটি; বাগবাজারের পূজাটিও বিখ্যাত।

ফুরফুরা শরীফ ঃ জঙ্গীপাড়া থানার অন্তর্গত ঐতিহ্যময় গ্রাম ফুরফুরা বাঙলার মুসলমানদের অন্যতম তীর্থস্থান। স্থানটির খ্যাতির অন্যতম নায়ক ইসলাম ধর্ম প্রচারক পীর ও কর্মবীর মউলানা মুহম্মদ আবুবকর সিদ্দীকী আল-কুরাশী এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের একুশ, বাইশ ও তেইশে অনুষ্ঠিত হয় ইসাম-সওয়ার উৎসব। ধর্মগ্রন্থ পাঠ, আলোচনা ও বক্তৃতা দেন মউলবী, মউলানা ও সুফীসন্তরা।

বর্ধমান॥

মনসার ঝাঁপান অনুষ্ঠান জেলার বেশ কয়েকটি স্থানেই দেখা যায়। জেলাটির পূর্বদিকে মাইল তিনেক দূরে ছোট খণ্ড গ্রামের ঝাঁপান এবং আওাল থানার মইল গ্রামের মনসা পূজা বিখ্যাত। উৎসব ও মেলা চলে কয়েকদিন ধরে। চৈত্র মাস ধরে চলে শিবের গাজন ও বোলান অনুষ্ঠান। কুড়মনের ঈশানেশ্বরের গাজন, কেতুগ্রামের বোলান-গাজনের বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান উপভোগ্য। রাণীগঞ্জ থানার নারায়ণ বাড়ী গ্রামের ধর্মরাজের পূজা ও উৎসবে বহু মানুষের আগমন ঘটে। লোকদেবতা ভাঁজোর পূজা উপলক্ষে ভাঁজোগান ও নৃত্য পরিবেশিত হয়ে থাকে। আলকাপ গান, রামযাত্রা, ভাসান যাত্রা, চণ্ডীযাত্রার অনুষ্ঠান হয় কখনও কখনও।

কেশব ভারতীর মেলা ঃ আউরিয়া গ্রামে প্রতি বছর মাঘ মাসে ভৈমী একাদশীর দিন থেকে সাতদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয় কেশব ভারতীর মেলা। সর্বসাধারণের মিলন ক্ষেত্র এই মেলায় প্রথম দিন চিড়া মহোৎসব, দ্বিতীয় দিন মহোৎসব এবং তৃতীয় দিন বসে যাত্রাগানের আসর। খেলনা, পুতুল, মৃৎশিল্প, হস্তশিল্প, তাঁতশিল্প এবং মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী বিক্রি হয়। কেশব ভারতীর স্মৃতি উৎসব চলে সাতদিন, কিন্তু মেলা থাকে প্রায় এক মাস। সে সময়ে কলকাতা থেকে আসে যাত্রাপার্টি এবং বিভিন্ন বৈষ্ণব প্রধান অঞ্চল থেকে আসে কীর্তনীয়ারা।

এই জেলার কয়েকটি বিখ্যাত মেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: নবাব হাটের শিবরাত্রির মেলা, সদর ঘাটের পৌষসংক্রান্তির মেলা, কুড়মুনের চড়কের গাজন, বোহারের পীরগদাই সাহেবের মেলা, কেজার ও ছোট খণ্ডের মনসার ঝাঁপান, জৌগ্রামের শিবরাত্রির মেলা, দামুন্যার কল্পতরু মেলা, জামালপুরের বুড়োরাজের গাজন ও শিবরাত্রির মেলা, রাইগ্রামের পীর গোরাচাঁদের মেলা, ইছু ভাগরা গ্রামের গাজনের মেলা, কাটোয়ার কার্তিক মেলা, উধারণপুরের পৌষসংক্রান্তির মেলা, দক্ষিণ ডিহির রটন্তি মেলা, নৈহাটির গাজন মেলা, খারিজা-ক্ষীরগ্রামের ক্ষীরগ্রাম মেলা, ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা মেলা, বানালির রামরাজা মেলা ও কেন্দুলি মেলা, নারায়ণ বাড়ীর ধর্মরাজ মেলা, রোনাই-এর পীর সাহেবের মেলা, উখরার রথযাত্রার মেলা ও ঝুলন মেলা, কাজোরা গ্রামের গাজন মেলা, বরাকরের শিবরাত্রির মেলা, কল্যাণেশ্বরীর সরস্বতী মেলা, পন্টন ডাঙ্গার পৌষসংক্রান্তির মেলা, দামোহানির গোশালা মেলা ছাড়াও আরও বহু মেলা আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাঁকুড়া ॥

চৈত্র মাসের পূর্ণিমা থেকে শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার মধ্যে জেলার সর্বত্র ধর্মপূজা ও গাজন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। শিব ও মনসা পূজার প্রচলন রয়েছে যথেষ্ট। বাঁকুড়া রায়, চাঁদরায়, ক্ষুদিরায় ও শীতল রায়ের পূজা উৎসবে স্থানীয় জনগণ ছাড়াও বাহিরের বহু মানুষই যোগ দেয়। আটবাই-চণ্ডী গ্রামের আটবাই চণ্ডী, সোনামুখীর কালীপূজা, বৈতাল গ্রামের ঝগড়াই চণ্ডী, নারিচা গ্রামের সর্বমঙ্গলা, বিষ্ণুপুরের অষ্টাদশভুজা বিশালাক্ষী দেবীর পূজা জনগণের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ভাদ্র মাসের দ্বাদশীতে অনুষ্ঠিত হয় ইঁদপূজা। পুরুলিয়া থেকে কিছু ভিন্নরূপে ভাদ্র মাসে ভাদু ও পৌষ মাসে টুসুর অনুষ্ঠান হয়। বাঁকুড়া জেলায় পীরদের আধিপত্য আছে যথেষ্ট।

বাঁকুড়ার ঝুমুর, ঢুয়া গান, হাপু গান, মনসার গান, টুসু গান, পটের গান, ধর্মঠাকুরের গান আরও কয়েক ধরনের গান স্থানীয় জনগণের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির নিদর্শন।

জেলার মেলাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

মগরা গ্রামে অদ্বৈতানন্দের আবির্ভাবে দুদিন ব্যাপী মেলা, মানকানালীর তিনদিন ব্যাপী রাস যাত্রার মেলা, রামডিহি গ্রামে পৌষ সংক্রান্তি থেকে চারদিন ব্যাপী পৌষ পার্বনের মেলা, কেঞ্জাকুড়ার দুশত বছরের পুরোন দুর্গাপূজার মেলা, লক্ষীশোলের দুদিন ব্যাপী দোল যাত্রার মেলা, জগদল্লা গ্রামের মাঘীপূর্ণিমা থেকে চারদিন ব্যাপী রাসযাত্রার মেলা, এক্তেশ্বরের শিবরাত্রি ও গাজনের মেলা, পুরন্দরপুরের তিনশত বছরের পুরোন চারদিন ব্যাপী রাসযাত্রার মেলা, গোপীনাথপুরের দুই শত বছরের পুরোন সাত দিন ব্যাপী দোলযাত্রর মেলা, নড়রার একশত বছরের পুরোন রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার মেলা, গোবিন্দধামে জ্যৈষ্ঠমাসে গোবিন্দ প্রসাদের সাতদিন ব্যাপী মেলা, কল্যানীতে আড়াইশত বছরের পুরোন কার্তিকমাসে তিনদিন ব্যাপী কালীপুজার মেলা, রতনপুরে একশত বছরের পুরোন চারদিন ব্যাপী সরস্বতী পূজার মেলা, বীরসিংহপুরের মাঘমাসে নিরগিন শাহ পীরের উরস্ উপলক্ষে দুই দিন ব্যাপী মেলা, হরিহরপুরে ছয়দিন ব্যাপী গাজনের মেলা, নিকুঞ্জপুরে দুর্গাপূজার মেলা, রাসযাত্রার মেলা ও গাজনের মেলা, চন্দ্র কোনার মহোৎসবের মেলা, অমরপুরে তিনশত বছরের পুরোন জৈষ্ঠমাসে চার পাঁচদিন ব্যাপী মনসাপূজার মেলা, বহুলাড়ার দোলের ও গাজনের মেলা, পুরুষোত্তমপুরে মাঘমাসে সাতদিন ব্যাপী সরস্বতী পূজার মেলা, নাগপুরের জৈষ্ঠ্যমাসে দুইদিন ব্যাপী মনসাপূজার মেলা, গোড়াশোলে তিনশত বছরের পুরোন কার্তিকমাসে ছয়দিন ব্যাপী রাসযাত্রার মেলা, জামথোলে মাঘমাসে তিনদিন ব্যাপী বাসুলী পূজার মেলা, লোহাগড়ে ছয়দিনব্যাপী মহোৎসবের মেলা, হরিহরপুরে তিনশত বছরের পুরোন বাঁকুড়া রায়ের মেলা, চারিগ্রামে চারিদিন ব্যাপী শিব পূজার মেলা, চকসাপুরে মাঘ মাসে পাঁচদিনব্যাপী পীরের মেলা, বীরসিংহপুরে চারশত বছরের পুরোন সাতদিন ব্যাপী গাজনের মেলা, জামকুড়ির বারদিন ব্যাপী দুর্গাপূজার মেলা, সুখসায়রে আশ্বিনমাসে আট দিনব্যাপী যোগাদ্যাপূজার মেলা, বেন্দার আড়াইশ বছরের পুরোন পৌষ সংক্রান্তি থেকে সাতদিন ব্যাপী মকর স্নানের মেলা, পাঁচালের গাজনের মেলা, নারায়ণ সুন্দরীতে জ্যৈষ্ঠমাসে দুইদিন ব্যাপী মনসা মেলা, দেরিয়াপুরে পাঁচশত বছরের পুরোন বৈশাখ মাসে দশ বারোদিন ব্যাপী গাজনের মেলা, নাহিরাবাঁধ মোহনপুরে মাঘ মাসে দশদিন ব্যাপী বৌদ্ধ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে মেলা, জামতড়ায় কার্তিকমাসে পাঁচদিনব্যাপী দেড়শত বছরের রাস যাত্রার মেলা, সিমলার শিব মেলা ও কালীপূজার মেলা, লালপুর বড়ে শ্রাবণমাসে চারদিন ব্যাপী মনসাপূজার মেলা, নিত্যানন্দপুরে বৈশাখ মাসে তিনদিন ব্যাপী মহোৎসবের মেলা, সুবিরআড়ায় শ্রাবণ মাসে তিনদিনব্যাপী ঝুলনযাত্রার মেলা, লটিয়াবনিতে পৌষমাসে সাতদিন ব্যাপী ভৈরবপূজার মেলা ও চৈত্রমাসে চারদিন ব্যাপী বাসন্তীপূজার মেলা, বিশিণ্ডায় ফাল্গুনমাসে পাঁচদিন ব্যাপী বাচনচণ্ডীর মেলা, কেশিয়াড়ার আটদিন ব্যাপী গাজনের মেলা, নপাড়ায় আষাঢ় মাসে চারদিন ব্যাপী ভৈরবঠাকুরে মেলা, কৃষ্ণনগরে চৈত্রমাসে তিনদিন বারুনীর স্নানের মেলা, তাজপুরে বৈশাখ মাসে দশ-এগারদিন ব্যাপী শীতলাপূজার মেলা, বেহারীতে ফাল্গুন মাসে চারদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....
Shri Shr ... ... Ashram
BANARAS

ব্যাপী শিবরাত্রির মেলা, পরেশনাথে ফাল্গুন মাসে নয়দিনব্যাপী শিবরাত্রির মেলা, শুখলায় মাঘমাসে বামনিসী মেলা ও শ্রাবণ মাসে মনসা মেলা, রসপালে চড়কের মেলা ও দুর্গাপূজার মেলা, ধনোড়ায় শ্রাবণমাসে সাতদিন ব্যাপী মনসা মেলা, বাইশপাতড়ার রামনবমীর মেলা, ডুবরাজপুরে ছয়দিন ব্যাপী গাজনের মেলা, কামার ডিহার মনসাপূজার ও লক্ষ্মী পূজার মেলা, পাঁচমুড়ার শিবের গাজনের মেলা, ছাড়াও এই জেলার প্রতিটি গ্রামে কোন না কোন মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

কোচবিহার ॥

এই জেলায় যে কোন পূজানুষ্ঠান মানেই যেন মেলা। দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী, শিব, মনসা, রাস দোল ও লোক দেবতাদের পূজা, উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে বাণেশ্বর গ্রামের শিবরাত্রির উৎসব, ধনিয়াবাড়ীর শিবরাত্রির উৎসব, সিদ্ধেশ্বরী গ্রামের সিদ্ধেশ্বরী দেবীর পূজা ও উৎসব বিখ্যাত। বিভিন্নলৌকিক দেব দেবীর পূজার্চনার সময়ও ছোটবড় মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

জেলার রাসের মেলা সব থেকে বড় এবং বিপুল জনসমাগম ঘটে। কার্তিক পূর্ণিমায় এই পক্ষাকালব্যাপী রাস যাত্রায় বিভিন্ন জেলা ও অন্য রাজ্যের মানুষও যোগ দেয়। এটি অনুষ্ঠিত হয় রাজবাড়ীতে। রাজবাড়ীর দুর্গাপূজার মেলাটিও বিখ্যাত। বানেশ্বরের শিবচতুর্দশীর মেলা, পানিশালার অশোকাষ্টমী মেলা, রামপুরের দোলযাত্রার মেলা, নগর ভাঙানীর সখীর মেলা কেবল কেনাকাটায় নয়, বিনোদনের উপকরণেও মুখর হয়ে থাকে।

কোচবিহার জেলার ভাওয়াইয়া গানের খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত। নারী হৃদয়ের প্রেমের অভিব্যক্তিতে লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই গানের ভূমিকা অসামান্য। গানটি পরিবেশিত হয় সাধারণত দোতারা বাজিয়ে। একটি ভাওয়াইয়া গান :

"কুকিলার কুহু কুহুরে—
[আরে মোর] মইওয়ের ক্যাকম্—
কোন দেশে থাকিয়া, ও মোর বন্ধু, দেখালু স্বপন।
বালাই দেঁও তোর পিরীতের মাথাত রে॥
ধন কাঙালী সাউধের ছাইলা রে—
[আরে মোর] ধনক্ নাইগো মন,
ঘরে থুইয়া কাঞ্চা সোনা [ও মোর বন্ধু] বেদৈশে গমন।
বালাই দেঁও পিরীতের মাথাত রে॥
গছ মধ্যে শিমিলার গছ রে,
[আরে মোর] স্বরগে ম্যালেরে ডাল,
নারী হয়্যা এ জীবন [ও মোর বন্ধু] রাখিস্ কতকাল।
বালাই দেঁও তোর পিরীতের মাথাত রে॥

মহিষ রক্ষক পুরুষকে উদ্দেশ্য করে যেসব প্রেমমূলক ভাওয়াইয়া গান রচিত তাকে বলা হয় মইষাল বন্ধুর গান। সেরকম একটি গান :

"তিস্তানদীর পারে পারে
ও মোর বাই গে :
না জানি মৈষাল বন্ধু মোর,
ভইষ চরেবার আসে॥
আজি খড়ি কাটিয়া দে রে মৈষাল,
বোঝা বান্ধিবার দে।
হাত ধঁরো, মিনতি করোঁ রে মৈষাল,
মাথাত তুলিয়া দে॥"...ইত্যাদি

এইভাবেই রচিত মাহুত বন্ধুর গান। ভাওয়াইয়ার একটি নিয়মানের গান হল চট্কা।

কোচবিহার জেলার কয়েকটি অঞ্চলে চৈত্র মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে অনুষ্ঠিত হয় বাঁশ উৎসব বা মদনকাম পূজা। এই সময় শোনা যায় রাজবংশী ভাষায় রচিত জাগের গান। তাছাড়াও কোচবিহারে বিভিন্ন পূজা উপলক্ষে রামায়ণ গান, সোনা রায়ের গান, মনসার গান, কার্তিক ঠাকুরের গান, হুদুম দেওয়র গান প্রচলিত।

জলপাইগুড়ি ॥

জল্পেশ্বর শিবমন্দিরে শিবরাত্রি উপলক্ষে এক মাস ধরে মেলা চলে। তিস্তাবুড়ির পূজা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সমারোহ বেশী। নাচ গান সহযোগে স্থানীয় মানুষদের উদ্দীপনা উদ্দাম হয়ে ওঠে। মনসা পূজার সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাসান যাত্রা বা গানের আসরও দেখা যায় কোথাও কোথাও। ধাম গান প্রচলিত থাকলেও এ গান এখনও পর্যন্ত সংগৃহীত হয় নি। গৃহস্থবাড়ীর লক্ষীপূজার সময় আশ্বিন মাসে লক্ষীর ডাক বা শ্লোক শোনা যায়। যেমন :

"সোরা সোরা নিন্দুর বিন্দুর পোকামাকড় দূর বলা,
মহালক্ষীর খেল খেলা।
যার আছে হাতে গোড়ে, তার মোর গাড়ে—
সগারে ধাম আউল ঝ্যাউল
মোর ধান মোইল খার চাউল।
সোরা সোরা নিন্দুর বিন্দুর··· ॥"

মহাদেবকে উদ্দেশ্য করে রচিত গামীরা গান বিখ্যাত। প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তির সময় বাড়ী বাড়ী ঘুরে গাওয়া হয় এই গান। তাছাড়া এই জেলায় চটকা, কুষাণে গান, মইযাল বন্ধুর গান, মাহুত বন্ধুর গান, ভাওয়াইয়া, চোরচুরনীর গান সোনা যায় বিভিন্ন পাল পার্বণে।

বীরভুম ॥

এই জেলার শতকরা পঁচানব্বই ভাগই গ্রাম হওয়ায় পাল পার্বনের প্রাধান্যই বেশী। ষষ্ঠী পূজা (জ্যৈষ্ঠ), রথের মেলা, বিপদতারিনীব্রত (শ্রাবণ), ভূতপূজা (হরিজনদের পূজা) দুর্গা পূজা, কালী পূজা, কুমারী মেয়েদের সাঁঝ পূজা, নবান্ন উৎসব (অগ্রহায়ণ), ব্রহ্মদৈত্য পূজা (মাঘ), দোলউৎসব (ফাল্গুন) উপলক্ষে আনন্দ উদ্দীপনার সীমা থাকে না। ধর্মরাজের পূজাই বেশী।

সাঁঝ পূজার বৈশিষ্ট্য হল পয়লা কার্তিক কুমারী মেয়েরা গোবরের তিনটি চাকতি তৈরি করে বসায় তুলসী তলায়, কাজল পাড়ে মনসা পাতায়। আর সেই কাজল দিয়ে তিনটি দাগ কাটে চাকতিতে। তখন ছড়া বলে তারা গানের সুরে :

"সাঁঝ সলতি পবনবতী
ত্বাথ মালতি সরস্বতী।
অনুকোটী দেবগণ,
সন্ধ্যে লাওগো নারায়ণ।
নারায়ণের ভাইরে, ফুল তুলতে যায় রে।
ফুলের মালা গলায় দিয়ে তুলসীর বোন যায় রে।
এক পাতা তুলসী লাগলো কি কারণে
কোটী কোটী দণ্ডবৎ বাবা শিবের চরণে।"

এইভাবে পূজা চলে এক মাস ধরে। তারপর সংক্রান্তির দিন ঐ গোবরের চাকতির ওপর জলন্ত প্রদীপ রেখে মাথার ওপর করে নিয়ে যাওয়া হয় পুকুরে। জলে ডুবে কুমারীরা ভাসিয়ে দেয় চাকতিগুলো।

পৌষমাস লক্ষীমাস। জেলার সব শ্রেণীর মানুষ নিয়ম মেনে পালন করে মাসটি। সন্ধ্যার পর ঘরে ঝাঁট দেওয়া নিষেধ; সন্ধ্যায় পর দোকানে ধান চাল বিক্রি বন্ধ। বুধবার ও বৃহস্পতিবার ধান চাল বাইরে যাবে না বা বিক্রি হবে না; গৃহকর্তা একমাস চুল দাড়ি নখ কাটে না এবং নতুন জামাকাপড় পরে না। পৌষসংক্রান্তির দিন পিঠে পুলি খাওয়া এবং লক্ষীপূজা হয়। মেয়েরা লক্ষীঠাকুরুণের উদ্দেশ্যে ছড়া কেটে নিবেদন করে :

"এস পৌষ যেওনা,
জনম জনম ছেড়না।
যদিবা ছাড়িবে তুমি
চরণে ধরিব আমি ॥
পৌষ পৌষ সোনার পৌষ,
বড় ঘরের মেঝেয় বোস্।
পৌষ মাস লক্ষী মাস
না যেয়ো ছাড়িয়ে,
ছেলে পিলে ভাত খাবে
উদর পুরিয়ে।"

বীরভূমের লোকদেবতা ভাঁজোর পূজানুষ্ঠান ও নাচ এবং পৌষ সংক্রান্তিতে বুমকেশ্বরী দেবীর পূজা ও মেলায় ব্যাপক ভাবে অংশ নেয় জেলার মানুষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাউল, হাপুগান, বিষদেবের গান শোনা যায় জেলার সর্বত্র।

আলিনগরে মাঘ মাসে চারদিনব্যাপী পীরের মেলা, দার কোটায় কার্তিক মাসে তিনদিন ব্যাপী গোষ্ঠাষ্টমীর মেলা, মৌলপুরে রামযাত্রার মেলা, মনসা পূজার মেলা, দুর্গাপূজার মেলা, কালীপূজার মেলা, অন্নপূর্ণা পূজার মেলা ও চৈত্র মাসে সাতদিনব্যাপী মৌলেশ্বর শিবের মেলা, বেলিয়ায় বৈশাখী পূর্ণিমায় তিন দিন এবং আষাঢ় মাসে সাতদিন ধর্মরাজের প্রায় শত বর্ষের পুরোন মেলা, হেতমপুরে সরস্বতী পূজার চারপাঁচ দিনব্যাপী মেলা, লোবার কালীপূজার মেলা, সেলার পুরে চৈত্র মাসে সাতদিনব্যাপী রামনবমীর মেলা, কল্যাণপুরে তিনশত বছরের পুরোন ধর্মরাজের মেলা, পূর্বনারায়ণপুরে ধর্মরাজের মেলা, সালনে সরস্বতীপূজার মেলা, লালসহায় ফাল্গুন মাসে ছয়দিন ব্যাপী সারস্বত উৎসবের মেলা, শ্রীনিকতনের মাঘ মাসের তিনদিন ব্যাপী মেলা, মুলুকে কার্তিকমাসে সপ্তাহব্যাপী গোষ্ঠাষ্টমীর মেলা, বাহাদুরপুরে ও রুদ্রনগরে চৈত্রমাসে সাত আট দিনব্যাপী বাসন্তীপূজার মেলা, কনকপুরে আষাঢ় মাসে অপরাজিতা দেবীর মেলা, ইনামবাজারে জ্যৈষ্ঠমাসে মহোৎসবের মেলা, কসবার ব্রহ্মদত্যির মেলা, শ্রীচন্দপুরে চারদিন ব্যাপী দোলযাত্রার মেলা, দেউলীর শতবর্ষের পুরোন পৌষসংক্রান্তিতে শিবপূজার মেলা, শিয়ানে মাঘমাসে তিন দিনের ঋষ্যশৃঙ্গ মেলা, এবং কালীতলার চৈত্র সংক্রান্তির মেলা, মল্লারপুরের গাজনের মেলা, জোষারের বারাপীর মেলা। প্রভৃতি বিখ্যাত।

শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা : সাতই পৌষ শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা নানান বৈচিত্র্যে পূর্ণ। সারি সারি দোকান, সুবেশাতরুণী, উচ্ছল তরুণ, প্রাণোচ্ছল সাঁওতাল যুবক যুবতী, বাউলের আখড়া সব মিলিয়ে শান্তিনিকেতনে দেখা দেয় অসীম উদ্দীপনা। সাতই পৌষ ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের দিন। এই দিনটিতে মহর্ষির সাধন কেন্দ্রে মন্দির স্থাপিত হয় ১৮৯০ খৃঃ। ১৯০১ খৃঃ সাতই পৌষ রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেন ব্রহ্মচর্য আশ্রম বিদ্যালয়। ছাতিমতলায় উপাস না অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজও দিনটির শুভ সূচনা ঘটে। আটই পৌষ বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা দিবস ও পাঠ ভবন এবং শিক্ষা সত্রের নিদর্শনপত্র দান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। নয়ই পৌষ উৎসবের শেষ দিনে পরলোক গত আশ্রম বন্ধুদের স্মৃতি বাসর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

দার্জিলিং ॥

নেপালী, ভুটানী, সিকিমী, তিব্বতী, লেপচা প্রভৃতি জাতির সংমিশ্রনে দার্জিলিং জেলার সংস্কৃতি এক বিচিত্র রূপ নিয়েছে। এরা ছাড়াও আছে প্রচুর সংখ্যক বাঙালী এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপজাতি সংস্কৃতি। স্ব স্ব ধর্ম বিধান অনুসারে এদের বাৎসরিক উৎসব ও পাল পার্বণ উদযাপিত হয়ে থাকে।

বৌদ্ধদের বৈশাখী পূর্ণিমা ও অন্যান্য বৌদ্ধ উৎসবের সময় জেলায় সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে দেখা দেয় ব্যাপক উদ্দীপনা। প্রতিবছর মকর সংক্রান্তিকে ত্রিবেণীমাই নামক স্থানে 'তিস্তামাই'-এর পূজা উপলক্ষে হাজার হাজার মানুষের ভিড় হয়। তিস্তামাই-এর উদ্দেশ্যে হাঁস, মুরগী, ছাগল, পায়রা প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়ে থাকে। হিন্দুদের রামনবমীর মতই নেপালীদের দশৈ বা দেশাই পূজা ও উৎসব আশ্বিন মাসের প্রতিপদ থেকে দশমী পর্যন্ত। গণেশপূজা, কাকপূজা, কুকুর পূজা, লক্ষ্মীপূজা, বলী পূজা প্রভৃতি থাকে উৎসবের অঙ্গ। তাছাড়া ভোজনও চলে বেশ আকর্ষনীয় ভাবে। তাদের আর একটি উৎসব হল পয়লা শ্রাবণের সাউনে বা সায়ে সংক্রান্তি। কার্তিকমাসে নেপালীদের আর একটি উৎসবের নাম 'তিওর'। অগ্রহায়ণ মাসে লেপচাদের উৎসব হল 'নামবন'। নামবন শব্দের অর্থ নতুন উৎসব অর্থাৎ খেত থেকে নতুন ফসল তোলার পরই হয় এই উৎসব অনুষ্ঠান। ভুটিয়াদের নববর্ষ উৎসবের নাম 'লোসার'।

দার্জিলিং জেলার অন্যতম বৃহৎ উৎসব হল 'দশেরা'। আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের প্রথমদিন থেকে আরম্ভ করেন দশদি অর্থাৎ পূর্ণিমার দিন পর্যন্ত চলে উৎসব। প্রধানত নেপালী ভুটিয়া ও শেরপাদের উৎসব হলেও হিন্দু-অহিন্দু সকল শ্রেণীর মানুষই যোগ দেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন তিথিতে নয়, দার্জিলিং জেলার একটি লৌকিক উৎসব হল 'গ্রাম সেবা'। বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি পূজা, বলি, পূজার পর ঢাক ঢোল বাজিয়ে শোভাযাত্রা, প্রসাদ বিতরণ অন্যতম অঙ্গ।

দার্জিলিং-এর পার্বত্য অধিবাসীদের প্রিয় অনুষ্ঠান ধন-নাচ। বীজবপন থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত চলে নাচ ও গান। নেপালী ও লেপচাদের মধ্যে দেখা যায় এই নাচ। শেরপাদের বীররসাত্মক বিয়াছম নৃত্য উপভোগ্য। বিভিন্ন শ্রেণীর পার্বত্য অধিবাসীদের উল্লেখযোগ্য নৃত্য হল লামাছম (শেরপা), খঞ্জনী, মাদল ও ডাম্ফু নৃত্য (নেপালী), ইয়াছম, চমরীছম, মেপাছম (তিব্বতী-ভুটানী) প্রভৃতি। পার্বত্য অধিবাসীরা নৃত্যকালে বিচিত্র বর্ণের পোশাক পরিচ্ছদ এবং মুখোশ ব্যবহার করে থাকে। বিভিন্ন পরব উপলক্ষে নৃত্য-গীত ও ছড়ার প্রচলন রয়েছে।

নদীয়া ॥

জেলার সব থেকে বড় পূজা দুর্গা বা শারদোৎসব। ১৬৪৮ খৃঃ কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে সর্বপ্রথম দুর্গাপূজা হয়। তারপর ছড়িয়ে পড়ে সারা বাঙলায়। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে এখনও পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কালী পূজার প্রচলনও এই জেলায় যথেষ্ট। পৌষ মাসে কালী পূজা হয় মাঝের গ্রামে। কৃষ্ণনগরে সিদ্ধেশ্বরী, আনন্দময়ী, নবদ্বীপে ভবতারিনী, রূপদহে রূপাদী কালী, আগমেশ্বরীতলায় আগমবাগীস ছাড়াও জেলায় আরো কয়েকটি কালীর স্থান ও মন্দির আছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা পূজার প্রচলন করেন। তা এখনও বর্তমান। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ী ছাড়াও বেশ কয়েকটি সার্বজনী জগদ্ধাত্রী পূজা হয়ে থাকে।

বহু পীরের দরগা ও মাজার আছে এই জেলায়। তাছাড়া আছে আউল বাউলের আখড়া। বছরের বিভিন্ন সময়ে এখানে পূজা বা উৎসব উপলক্ষে বহু মানুষের সমাগম ঘটে। প্রতি বছর অম্বুবাচী তিথিতে দুদিন ব্যাপী উৎসব হয় নাকাশী-পাড়া থানার নাঙ্গালা গ্রামের সাহেবধনী সম্প্রদায়ের পীরের। জঙ্গীলী পীরের উৎসব উপলক্ষে বিরাট মেলা হয় পৌষ সংক্রান্তিতে। এটি অনুষ্ঠিত হয় করিমপুর থানার থানাপাড়া গ্রামে। বৈশাখ মাসের শেষ রবিবারে শান্তিপুর থানার মালঞ্চ গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় গাজী মিঞার বিবাহ অনুষ্ঠান উৎসব। ২৫ বৈশাখ রাজাপুর গ্রামে ফতেমার উৎসব হয় তিনদিন ধরে। ষষ্ঠী সাহেবের পীর (মাজদিয়া), মীর মহম্মদ ফকির (হবিবপুর), মানিকপীর (কাঠভাঙা) পীর সাহেব (রাণাঘাট), গাজী সাহেব (শ্রীনগর), মানিকপীর (কুমার গ্রাম)-এর উৎসব ও মেলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এসে মিলিত হয়ে থাকে।

গাজন উৎসব ঃ চৈত্র সংক্রান্তির পাঁচদিন আগে থেকেই সুরু হয় উৎসব। নবদ্বীপের বহু মন্দিরের শিবকে নিয়ে নৃত্য ও মিছিল দর্শনীয়। রূপদহগ্রামের গাজন ও শিবপূজা এবং চড়ক বিখ্যাত। এখানে বড় মেলা হয়।

ঘোষপাড়ার মেলা ঃ কল্যানীর কাছে ঘোষপাড়ায় কর্তাভজা সম্প্রদায়ের বার্ষিক মিলন উৎসব উপলক্ষে দোল পূর্ণিমার সময় তিনদিন মেলা বসে। আর এই মেলায় আসে বিপুল জনতা।

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের একটি গান ঃ

"এ ভবের মানুষ কোথা হইতে এলো
এর নাহিক রোষ, সদাই তোষ,
মুখে বলে সত্য বল ॥
এর সঙ্গে বাইশজন সবার একমন
জয় কর্তা বলি,
বাহু তুলি করলে প্রেমে ঢলঢল ॥
এ যে হারা দেওয়ায় মরা বাঁচায়,
এর হুকুমে গঙ্গা শুকালো ॥"

নাকাশীপাড়া থানার ব্রহ্মাণীতলা গ্রামে ব্রহ্মাণীমায়ের পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয় শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন। কার্তিক মাসে ভাইফোঁটার দিন হরিণঘাটা থানার বিরহীগ্রামে অনুষ্ঠিত হয় চারশত বছরের পুরোন ভাইফোঁটার মেলা। খেদাই ঠাকুরের পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয় শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মথুর গাছি গ্রামে। উলা-বীরনগরের উলাই চণ্ডীর বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখী পূর্ণিমায়। দশহরা তিথিতে পঞ্চানন্দ ঠাকুরের পূজা হয় বেকোয়াইল গ্রামে। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ...
Shri Sh... ...ayee Ashram
BENARAS

জেলার বহুস্থানে মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মনসা পূজার ঝাঁপান গান বিখ্যাত। একটি ঝাঁপান গান :

মা, মনসা, মন আশা পিপাসা পুরাও জননী।
আমি অতি মূঢ় মতি ভজন সাধন নাহি জানি॥
তন্ত্রফুলে গেঁথে মালা, এনেছি মনসা বালা,
দিয়ে মন্ত্র বরণডালা, পূজিব চরণ দুখানি॥..."

নদীয়া জেলায় চড়ক বা গাজন উৎসবের প্রচলিত গান বোলান। বোলান ও ঝাপানের সুর সাদৃশ্য লক্ষ্যনীয়। বোলান গান বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলাতেও প্রচলিত। নদীয়ার মুসলমান সমাজের আলকাপ গানও বিখ্যাত। বোলান ও আলকপের সঙ্গে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নৃত্য করাও রীতি।

মেলা ও উৎসবের অন্যতম অনুষঙ্গ কবিগান ও পাঁচালী।

কার্তিক সংক্রান্তিতে ইতু পুজার ঘট স্থাপন করে এক-মাসব্যাপী পূজার পর অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে ঘট বিসর্জন দেওয়া হয়। পূজা হয় কার্তিক মাসের প্রতি রবিবার। মেয়েদের পূজা।

কাঁচাঘট বা হরিষষ্ঠীপূজা হয় অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা প্রতিপদে। প্রথম দিন ঘরে এবং দ্বিতীয় দিন পূজা হয় ঘাটে। এটিও মেয়েদের পূজা।

তাছাড়া আছে শীতলা পুজা, কোজাগরী লক্ষ্মী পুজা, চাপড়াষষ্ঠী পজা প্রভৃতি।

বারদোলের মেলা : নদীয়া রাজবাড়ীতে দুশত বছরেরও আগে এই প্রাচীন উৎসব ও মেলার প্রবর্তন, যা আজও প্রচলিত। রাজবাড়ীর সমস্ত বিগ্রহকে নিয়ে আসা হয় রাজবাড়ীর বিস্তৃত ময়দানের পুজামণ্ডপে। দোল পূর্ণিমার পর শুক্লাদশমী থেকে তিন দিন চলে উৎসব ও মেলা। মেলায় যোগ দেয় অসংখ্য মানুষ।

রাসযাত্রা : নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের রাস উৎসব ও মেলা বৈচিত্র্যময়। প্রধানত বৈষ্ণবদের উৎসব হলেও, এই সময় কুড়ি ত্রিশ ফুট উঁচু কালী, রণচণ্ডী, ভদ্রকালী, বড়শ্যামা, কৃষ্ণকালী প্রভৃতি মূর্তি তৈরি হয় নবদ্বীপে। উৎসবের সঙ্গে চলে মেলা। শান্তিপুরের ভাঙা রাস চলে চারদিন ধরে। হাতীশালা গ্রামেও রাসের মেলা হয়ে থাকে।

অন্যান্য মেলা : খেদাইঠাকুরের পুজা ও মেলা হয় চাকদহ থানার মথুরাগাছি গ্রামে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে। মেলাটি প্রায় দু শত বছরের পুরোণ। স্নানযাত্রা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলাগুলির মধ্যে বিখ্যাত হল নাকাশীপাড়া থানার গোটপাড়া গ্রামের গোপীনাথ দেবের স্নানযাত্রা। যশড়ার জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার মেলা হয় বেশ বড়। ঘোষপাড়ায় রথযাত্রার সময়ও মেলা হয়ে থাকে। ফাল্গুন পূর্ণিমায় দোল উৎসবে নদীয়ায় যেন মেলার মিছিল চলে। দুর্গা, বাসন্তী, কালী, দশহরা, বারুণী, রামনবমী, অম্বুবাচী, পৌষ-সংক্রান্তি, মাঘীপূর্ণিমায় নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে উৎসব ও মেলা হয়। দেপাড়া গ্রামে নৃসিংহদেবের উৎসব মেলা (বৈশাখ-শুক্লাচতুর্দশী), ওলা বীরনগরে উলাই চণ্ডীর মেলা ও উৎসব (বৈশাখী পূর্ণিমা), আড়ংঘাটা গ্রামের যুগল কিশোর দেবের উৎসব ও মেলা (জ্যৈষ্ঠ মাসের পয়লা থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত), তেহট্ট থানার নাটনার মোড়ে ছিন্নমস্তার মেলা (অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ষষ্ঠী তিথির সাতদিন পর থেকে আরম্ভ হয়ে পঁচিশ দিন চলে), ধর্মদা গ্রামের গঙ্গাপুজার মেলা, কাঁদোয়া ও কেতুলবেড়ের গাজনের মেলা (চৈত্র-সংক্রান্তি), হাঁসখালির গাজনের মেলা (চৈত্র সংক্রান্তি), ময়ূর হাটের পীরের মেলা, সাধনপাড়া গ্রামের রাধাকৃষ্ণের দোল ও মেলা, হরিণঘাটার রথের মেলা, মহাদেবপুরের রথের মেলা, হরিপুকুরিয়ার দোলের মেলা, কুসুমবলিয়ার খোদার মেলা, বালিয়াডাঙ্গার কালীপুজা ও মেলা, চেঁচানিয়ার রথের মেলা, চামনার বাসন্তী পুজার মেলা, জামসেদপুরের দোলের মেলা, গুয়াবাড়ী ও তারকগঞ্জের রাসের মেলা, জুড়ানপুরে মাঘীপূর্ণিমার দিন পুজা ও মেলা, মাটীয়ারির রামনবমীর মেলা (সাতদিন), ব্রহ্মণীতলার ব্রহ্মণীপুজার মেলা, ঘোড়াইক্ষেত্রে মহরমের মেলা, বড়বকুলগাছির মাঘী পূর্ণিমার মেলা, গাঁটরার নিত্যানন্দ প্রভুর মেলা, মহেশপুরের রাস মেলা, লক্ষ্মীপুরে ধোবার পীরের মেলা, (অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি বৃহস্পতিবার), পিপড়াগাছির রথযাত্রার মেলা, ফুলিয়ার দশমীর মেলা, বাগদেবীর মেলা, চাকদহ বাজারে রাসযাত্রার মেলা, গোড়পাড়ায় শিবরাত্রির মেলা, পলাশী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাড়ায় কার্তিক পূজা ও মেলা ছাড়াও এই জেলায় আরও বহু মেলা আছে।

মালদহ ॥

জেলার সর্বসমাদৃত দেবতা শিবের পূজা ও উৎসব গম্ভীরা নামে পরিচিত। চৈত্রসংক্রান্তির শিবের গাজন উৎসবে নৃত্য ও গীত পরিবেশনে জেলার সাংস্কৃতিক জীবনের এক বিস্ময়কর ছবি ফুটে ওঠে। গম্ভীরা অনুষ্ঠানে আছে যথেষ্ট বৈচিত্র্য। একটি গম্ভীরা গানের নিদর্শন :

প্যাটেতে ভাত নাই, ও শিব গোলাতে নাই ধান,
কি দিয়া বাঁচাব, ও শিব, ছেলাপিল্যার জান।
ও বুড়া শিব, দয়া করো ॥
পরনে নেতা নাই, ও শিব, বরজে নাই পান।
কি দিয়া রাখিব, ও শিব, ম্যাইয়া লোকের মান।
ও বোকা, শিব, দয়া করো ॥

কৃষ্ণনগর গ্রামে মাঘ মাসের প্রথম রবিবার সূর্যপূজা উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কালীপূজার উল্কা উৎসবটিও উল্লেখ করার মত। মাঘীপূর্ণিমায় কংসব্রত পূজা হয় ধাওয়াইল গ্রামে। তাছাড়া আছে আরও কয়েক দেবতার পূজা উৎসব। আদিবাসীদের বাঁধনা, করম, সিরুয়া পূজা এবং মুসলমানদের বিভিন্ন পীর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

মুর্শিদাবাদ ॥

জেলার সর্বত্র শিবের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এটি বোলান গাজন নামে পরিচিত। চৈত্রসংক্রান্তির এগার দিন আগে থেকে শুরু হয় উৎসব। বোলান গান অনেকটা বাউল গানের অনুরূপ একটি বোলান গান :

দেহ দেহ হরের ধ্বনি দেহ জয় জয় কার।
মন দিয়া শুন হে নর ধর্ম বিচার ॥
পঞ্চদেবতা শিবের বন্দ্য হরিতে ভকতি।
গঙ্গার চরণ বন্দ্য আর লক্ষ্মী-সরস্বতী ॥
এসো মাগো সরস্বতী মোর কণ্ঠে বসো।
মেলে যেন গাঁথের ফুল পাঁচিল জুড়ে এসো ॥
মেলে যেন গাঁথের ফুল কুঁদের কুদলী।
পাট মহাদেব শাঁখ চালাবেবন পাছে খান গুঁড়ি ॥
কি শাঁখ চালাব ভাইরে ওড়াই কাপড় নাই।
আপনি গিয়ে তাঁত বুনে, হনুমান বুনে নলী ॥

মনসা, চণ্ডীদেবীর পূজা, নওপুকুরিয়া গ্রামের মা ডুমনীর পূজা উল্লেখযোগ্য। একটি জনপ্রিয় লোক উৎসব হল বেড়ান ভাসানো। প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানরা এটি পালন করে। মুসলমান সমাজের মেয়েরা লতার পূজা বা মা মনসার পূজা করে বর্ষার প্রারম্ভে। আলকাপ, হাপুগান, সঙের গান শোনা যায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। একটি আলকাপ গান :

ছি ছি, কিশোরী, ঘৃণাতে মরি।
করেছি কি ঝকমারী পিরীতি করে ॥
আগে মজালে প্রেম শিখালে।
ভাসালে অবশেষে অকূল পাথারে ॥
কে জানে এমন কঠিন তোমার মন।
মনের দুঃখ মনে রাখি, মরি গুমরে ॥
নাহি ধরম না জান প্রেম
শরমে থাকি কেবল মরমে মরে ॥

পশ্চিম দিনাজপুর ॥

জেলায় বিভিন্ন শ্রেণীর আদিবাসীর অভাব নেই। তাদের পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয় নানা ভাবে। বসন্ত ঠাকরুণ, বিষ্কেশ্বরী দেবী, বুড়ী মা, কুকুড়ামণি, মহারাজ ঠাকুর, ছাটাকা দেবী, গ্রাম বাবা প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে ছোটখাট মেলার অনুষ্ঠান হয় নানান স্থানে।

জেলার রাজবংশী, পলিয়া ও দেশীয়াদের প্রিয় গান খন। আসলে এটি হল সংলাপ ও গীত ভিত্তিক প্রেমগাথা। বলা যেতে পারে লোকনাট্য। একতারা, মন্দিরা, খোল, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, বিণা, বাঁশী, মোহনা, হারমোনিয়াম প্রভৃতি সহযোগে পরিবেশিত এই সংগীতানুষ্ঠান বেশ উপভোগ্য। মুর্শিদাবাদ জেলার আলকাপের সঙ্গে খন গানের সাদৃশ্য আছে। মহীপালের গীত শোনা যায় জেলার কোথাও কোথাও। গম্ভীরা পূজা ও উৎসবে গম্ভীরা গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। জেলার কৃষকদের উদাস ও করুণ ভাবনার বিস্ময়কর বন্ধুঅলার গানের নিদর্শন :

"প্রাণ সখি রে,
ঐ খানে বাবলা বনের ফাঁকে ফাঁকে
বাঁশী বাজায় কে।
বংশী বাজায় কে রে, সখি,
মাথার বেণী বদল করে তারে এনে দে ॥...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতির রাজসিক সমারোহ নিয়ে অপেক্ষা করছে দার্জিলিং। উঁচুনীচু পাহাড়, তুষারাবৃত পর্বত, কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্যাবলী, সূর্যোদয় সূর্যাস্তের বর্ণময় সমারোহ, উড়ন্ত মেঘ, ছোট রেলগাড়ী—রাস্তার ধারে ধারে অজস্র নাম-জানা ফুল, ফার্ণ, অর্কিড ও লতাগুল্মের গাছ। ওক, বাদাম, চেরী ম্যাপল গাছ। আইভিলতা অজস্র। পার্বত্য এলাকায় অজস্র ফুলের সমাবেশ—ম্যাগনোলিয়া, ডালিয়া, ক্রিসেন্থিমান; দার্জিলিং এবং তরাই অঞ্চলে রয়েছে দীর্ঘ বনভূমি—বাঁদর, বনবিড়াল, বাঘ, বন্যকুকুর, হরিণ, ভালুক, শেয়াল, চিতা, বাইসন, হাতী প্রভৃতি। দার্জিলিং পার্বত্য এলাকায় আছে ছয়শত রকমের পাখির আবাস। বঙ্গোপসাগরের সমতল থেকে সাত হাজার ফুট উঁচুতে এই শহর। বার্চহিলে পিকনিক করা যায়, দেখতে পাওয়া যাবে জুলজিক্যাল পার্ক। হিন্দু-বৌদ্ধদের মন্দির-মঠ, হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, ন্যাচারেল হিস্ট্রি ম্যুজিঅম, টাইগারহিল, পচাশি বছরের পুরোন বোটানিক গার্ডেন। ম্যাল থেকে উত্তরমুখী তিনকিলোমিটার দূরে আছে ভারতের প্রথম প্যাসেঞ্জার রেলওয়ে—আট কিলোমিটার লম্বা। এটি দার্জিলিং-এর সঙ্গে যুক্ত করেছে সিংলা বাজারকে। সিংলায় পিকনিক্ করা যায়। লেবং রেসকোর্স দেখতে যায় অনেকেই। কাছাকাছি রয়েছে ঘুম, কার্শিয়াং, কালিম্পং, সন্দাকফু-র সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য। আছে গোর্খা, নেপালী, তিব্বতী, ভুটানীদের আতিথ্য, শিল্প সামগ্রী ও লোক সংস্কৃতি। ধ্যানমগ্ন উদাসীন প্রকৃতি অপেক্ষারত অফুরন্ত সম্পদ নিয়ে।

দার্জিলিং কলকাতা থেকে খুব বেশী দূরে নয়—মাত্র চারশত বার মাইল অর্থাৎ ছয়শত তেষট্টি কিলোমিটার দূরে। ফারাক্কা ব্রিজের ফলে ট্রেনে, বাসে বা গাড়িতে যাওয়ার সুবিধা হয়েছে। বিমানে কলকাতা থেকে বাগডোগরা পঞ্চাশ মিনিটের পথ। ট্রেনে শিয়ালদহ ও হাওড়া থেকে যাওয়া যায়। নিউ জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি জংসন স্টেশনে নামতে হবে। শিয়ালদহ থেকে দার্জিলিং মেলে পৌঁছাতে সময় লাগে ষোল ঘণ্টা। হাওড়া থেকে কামরূপ এক্সপ্রেসে ষোল ঘণ্টা এবং নিউ জলপাইগুড়ি প্যাসেঞ্জারে সময় লাগে বাইশ ঘণ্টা। তাছাড়া আছে স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের কলকাতা-শিলিগুড়ি বাস সার্ভিস। সময় লাগে কুড়ি একুশ ঘণ্টা। কাছেই দার্জিলিং। বাগডোগরার আট কিলোমিটার দূরে শিলিগুড়ির কাছাকাছি নিউজলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে টয় ট্রেন। ১৮৭৮ খৃঃ চালু হয় এই ট্রেন।

দার্জিলিং বেড়াতে সব থেকে ভাল সময় এপ্রিল থেকে জুনের মাঝামাঝি। আর সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের শেষ, ডিসেম্বরেও যাওয়া যেতে পারে। উইণ্ডমেয়ার হোটেল, সেন্ট্রাল হোটেল, ওবেরয় মাউন্ট এভারেস্ট হোটেল ছাড়াও অসংখ্য ছোট বড় হোটেল আছে এখানে।

জলপাইগুড়ি চা বাগিচার আকর্ষণও কম নয়। মূল শহরের কয়েক মাইল দূরে মকর সংক্রান্তিতে জল্পেশ্বর মেলায় ঘুরে আসা যেতে পারে।

কিন্তু এ হল পয়সা খরচের বেড়ান। কম পয়সায় যাওয়া যেতে পারে পশ্চিমবাঙলার দ্বিতীয় সী-বীচ বকখালি। এক সময় শীতে এখানে আসত প্রচুর বক—ঝাঁকে ঝাঁকে। এখন আসে না। আরও চার পাঁচ মাইল দূরে হেঁটে গেলে দেখা যাবে প্রচুর বক। ফ্রেজারগঞ্জ থেকে বকখালির দূরত্ব মাত্র তিন কিলোমিটার। ডায়মণ্ডহারবার, কাকদ্বীপ, নামখানা হয়ে ছোট বড় নদী পেরিয়ে আসতে হয় ফ্রেজারগঞ্জে। ওখান থেকে হাঁটা পথে মাইল দেড়েক দূরে বকখালি। কলকাতা থেকে একশত বত্রিশ কিলোমিটার, ডায়মণ্ড হারবার থেকে চুরাশি কিলোমিটার, ফ্রেজারগঞ্জ থেকে মাত্র দুই কিলো মিটার দূরে বকখালি। কাছাকাছি দ্বীপে বেড়ান যায়। সী বীচে রমণীয় ঝাউবীথি মন টানে। পিকনিক করার ব্যবস্থা আছে। মিষ্টি রোদ মন মাতিয়ে দেয়। বীচ খুব বড় হলেও, জল গভীর নীল নয়। শীতের সময় বীচের ওপর পড়ে থাকে রকমারি ঝিনুক, শামুক। চারদিকে ছড়িয়ে থাকে চমৎকার লাল কাঁকড়া।

সুন্দরবনে দেখার অনেক কিছুই আছে। ট্যুরিস্ট ব্যুরো তৎপর হলে এখানে ভ্রমণবিলাসীদের আকৃষ্ট করার অনেক ব্যবস্থাই করা যেতে পারে। যেমন হচ্ছে কলস দ্বীপের সজনেখালিতে। অসংখ্য মরশুমী পাখীর সমাবেশ ঘটে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে। জম্বুদ্বীপেও বেড়াতে যাওয়া চলে। ফ্রেজারগঞ্জে বা ডায়মণ্ডহারবারে পিকনিক করতে যেতে পারেন। খরচ কিছুই এমন নয়—কষ্ট হল নদী নালা পেরিয়ে যাওয়া। ডায়মণ্ডহারবারে থাকবার আধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, কুমীর বনের সাপ মিলিয়ে প্রকৃতির যে রূপ সুন্দরবনের নামের মধ্যে লুকিয়ে আছে তাকে দেখতে হলে আলিপুরের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসারের অনুমতি নিয়ে দল বেঁধে প্রাইভেট লঞ্চে বেরিয়ে পড়তে পারেন কয়েক দিনের জন্য।

খড়্গপুর রেলস্টেশন থেকে একশত তেইশ কিলোমিটার এবং কাঁথি রেলস্টেশন থেকে একানব্বই কিলোমিটার দূরে দীঘা। ঝাউবন, সী বীচ, উঁচুনীচু বালিয়াড়ি, ছায়ামাখা রোদ, সাজান বাগান, বাঙলো, টেলিফোন, সব মিলিয়ে আরামের জায়গা দীঘা। সামনে নীল জল। সমুদ্র প্রশান্ত—দামাল নয়। ঝিনুক ছড়িয়ে আছে চারদিকে। সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়াবার এক মোহনীয় আকর্ষণ আছে। কেবলমাত্র ট্রেনে নয়, একশত পঁচাত্তর মাইল পথ পেরিয়ে বাসে যাওয়া যায় এসপ্লানেড থেকে। সময় লাগে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা। দীঘা এক সময় ছিল বীরকুল পরগনার অন্তর্গত। আঠার শতকের শেষে ওয়ারেন হেস্টিংস তার স্ত্রীকে লেখেন: "বীরকুল ওয়াজ দি স্যানাটরিয়াম—দি ব্রাইটন অফ দি ইস্ট অ্যাণ্ড দি নিউজ—পেপার্স অ্যাণ্ড কাউন্সিল সেনসন কনস্ট্যাণ্টলি ছাট সো অ্যাণ্ড সো ইজ গন টু বীরকুল ফর হিজ হেলথ।"—স্থানটি আজ সত্যিই ভ্রমণবিলাসীদের কাজে চরম আকর্ষণীয়।

মকর সংক্রান্তিতে কেঁদুলীর মেলায় বাউল সমাবেশ দেখতে ছোটেন অনেকেই। বাঙলার সারা প্রান্ত থেকে আসা এই সব উদাসী প্রেমিক আকাশ বাতাসকে ভরে তোলেন মন মাতান কণ্ঠে। কেঁদুলী রাধাগোবিন্দ মন্দিরের টেরাকোটার অসামান্য কাজ পর্যটকদের মুগ্ধ করে।

কোচবিহার, শান্তিপুর, নবদ্বীপের রাস মেলা, বক্রেশ্বরের শিবরাত্রির মেলা দেখতে যান বহু মানুষ। সরকার এইসব জায়গায় বেড়াবার সুবিধা করে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে চলেছে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা।

পুরুলিয়ার 'ছৌ' নৃত্যের আকর্ষণে ছোটে সেখানে বহু মানুষ। শীতের সময় টুসু গান, ভাদু গানে ভরে ওঠে পুরুলিয়ার আকাশ বাতাস।

উৎসবের অন্ত নেই শান্তিনিকেতনে। পৌষ মেলা বা মাঘোৎসবে ভীড় হয় অন্তহীন। দুর্গাপুর, বর্ধমান, দীঘা থেকে বাসে আসা যায় শান্তিনিকেতন। ট্রেনের কোন অভাব নেই। বোলপুর স্টেশনে সব শ্রেণীর মানুষের উপযোগী হোটেল আছে। শান্তিনিকেতনে দেখার মত কি আছে সে কথা বাঙালীর কাছে নতুন করে তুলে ধরার দুর্ভাগ্য যেন কোন বাঙালীর না ঘটে। ডিসেম্বরের বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে পৌষ-উৎসব; আর একুশে মার্চ বসন্তোৎসব; মাঘোৎসব পঁচিশ জানুআরি; বৃক্ষোরোপন উৎসব সাতই আগস্ট; আর আছে বর্ষার সময় বর্ষামঙ্গল।

বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, গৌড়-পাণ্ডুয়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলি, চব্বিশ পরগণা এসব জায়গায় দেখার জিনিসের অভাব নেই।

কলকাতা থেকে দুইশত এক কিলোমিটার দূরে বিষ্ণুপুরের অসংখ্য মন্দির ও তার অতুলনীয় ভাস্কর্য সব দেশী মানুষকে মুগ্ধ করে। কলকাতা থেকে বাস যায় তিনটি রুটে। কলকাতা থেকে খড়্গপুর হয়ে একটি, দুর্গাপুর হয়ে একটি এবং আরামবাগ হয়ে একটি বাস যায় বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুরের মন্দির, রাসমঞ্চ, দল-মাদল কামান, লালবাঁধ, টেরাকোটার কাজ দেখতে গিয়ে তসর বা সিল্কের শাড়ি ও পোড়ামাটির খেলনা কিনতে পারেন।

মালদহ শহর থেকে ঘুরে আসা যায় স্থাপত্যের দেশ গৌড়-পাণ্ডুয়ায়। কলকাতা থেকে ট্রেনে বা বাসে যাওয়া যায়। এখানকার বিখ্যাত ইংরেজ বাজার জায়গাটি ১৬৮০ খৃঃ কোম্পানি কিনেছিল স্থানীয় জমিদারের কাছ থেকে। ১৭৭১ খৃঃ নির্মিত দুর্গটি এখন পরিণত হয়েছে কালেকটরেটে। বৃন্দাবনী আম গাছ ও ম্যুজিঅমটি আকৃষ্ট করে ভ্রমণকারীদের। মালদহ শহরের ষোল কিলোমিটার দূরে গৌড়ে আ; ভাস্কর্যের অতুলনীয় নিদর্শন। বড় সোনার মসজিদ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফিরোজ মিনার, কদম রসুল, চিক্কা মসজিদ, কোতোয়ালি দরওয়াজা, রামকেলি আরও অনেক কিছু আছে দেখবার মত। মালদহ শহরের আঠার কিলোমিটার দূরে পাণ্ডুয়ায় আছে বড় দরগা, ছোট দরগা, আদিনা মসজিদ। মালদহের পিতল কাঁসার বাসন, সিল্ক ও বয়ন শিল্প নিদর্শন সংগ্রহ করা যেতে পারে। গম্ভীরা প্রাচীন ও জনপ্রিয় উৎসব।

কলকাতা থেকে দুইশত উনিশ কিলোমিটার দূরে মুর্শিদাবাদ যাওয়া যায় ট্রেনে বা বাসে। পথে বহরমপুরে আছে ট্যুরিস্ট লজ। পলাশীর প্রান্তর, মণিবেগমের মসজিদ, মতিঝিল মসজিদ, কাত্‌রা মসজিদ, হাতির দাঁতের শিল্প, রাণীভবানীর মন্দির, দুইশত এগার মন ওজনের জোহান-কোষা কামান, সুজা খাঁ ও করমরাজ খাঁর সমাধি, মীরজাফরের বাড়ী, খোসবাগ, হীরাঝিল ও মতিঝিল নবাবদের বহু কীর্তির নিদর্শন ছড়িয়ে আছে।

হুগলীর ব্যাণ্ডের চার্চটিও দর্শনীয়। এটি তৈরি করেছিল পর্তুগীজরা। ইমাম বাড়া, মহসীনের বাড়ী ও প্রকাণ্ড সূর্যঘড়ি, চুঁচড়োর গীর্জা, পর্তুগীজ সৈন্যদের ব্যারাক, চন্দননগরের চার্চ, বাঁশবেড়ের বাসুদেব মন্দির, হংসেশ্বরী মন্দির, পাণ্ডুয়ার বিজয় স্তম্ভ, তারকেশ্বর মন্দির অনেক কিছুই আছে দেখার মত। শ্রীরামপুরে গিয়ে দুই সাহেব কেরী ও মার্শম্যানের কথা মনে পড়বেই প্রতিটি বাঙালীর।

কলকাতা থেকে বত্রিশ মাইল দূরে দেউলটি। রূপনারায়ণ নদের অভাবনীয় সৌন্দর্য প্রতিটি মানুষকেই মুগ্ধ করবে। নদীর বাঁধ ধরে ঘুরতে ভাল লাগবে। কিছু দূরে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের বাড়ী। রূপনারায়ণের চর, গ্রামের এক মুগ্ধ পরিবেশ কিছুক্ষণের জন্য মনকে আনমনা করে দেয়। দেউলটির পরের স্টেশন কোলাঘাটে আছে সরকারী বাংলো।

বেড়াতে যাওয়ার পক্ষে গড়বেতা, ঝাড়গ্রাম, তমলুক বা খড়্গপুর মন্দ নয়। বিশেষ করে ঝাড়গ্রামের প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয়।

কৃষ্ণনগর থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে মাটির পুতুল।

বীরভূমের তারাপীঠ আর বক্রেশ্বরে যেতে পারেন অনেকেই। এমন কিছু খরচার ব্যাপার নয়। তাছাড়া থাকবার অসুবিধা নেই। সিউড়ী থেকে তারাপীঠ মাত্র তের মাইল। তারাপীঠের মন্দিরটি তৈরি করিয়েছিলেন রাণী ভবানী। সতীর চোখের তারা পড়েছিল এখানে এরূপই জনশ্রুতি। তারাপীঠ সাধক বামাক্ষ্যাপার সাধন ক্ষেত্র। মাইল কয়েক জুড়ে আছে এক বিরাট শ্মশান।

সিউড়ীর বারো মাইল দূরে বক্রেশ্বর। এখানকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর। উষ্ণ প্রস্রবণ আছে।

শিল্পনগরী দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন ঘুরে আসতে কোন অসুবিধা নেই। বরং আজকের শিল্পযুগের সঙ্গে পরিচয় ঘটে যাবে।

আর যারা কলকাতায় আসবেন, তারা দেখবেন, ম্যুজিঅম, চিড়িয়াখানা, আর্ট কলেজ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ম, অ্যাসেম্বলি হাউস, রাইটার্স বিল্ডিং, ইডেন গার্ডেন, আকাশবাণী ভবন, রাজভবন, আউট্রাম ঘাট, কালীঘাটের কালীমন্দির, বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকুরিয়া লেক, দক্ষিণেশ্বরের ও বেলুড়ের মন্দির, শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশন, হাওড়া ব্রীজ, গঙ্গার ধারের কলকারখানা —আরো কত কী! সম্ভবত বাইরের মানুষকে আকৃষ্ট করে কলকাতার জনস্রোতই বেশী। এই ব্যস্ততার মহা-নগরীতে যানবাহনের জন্য অসুবিধায় পড়লেও, কলকাতা কিন্তু বিরূপ নয় কারো প্রতি।

পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা

	পর্যটক আবাসের সংখ্যা	পর্যটক আবাসে শয্যা সংখ্যা
১৯৬৬-৬৭	৪	২০২
১৯৬৭-৬৮	৬	২৫২
১৯৬৮-৬৯	৮	৩০০
১৯৭১-৭২	৯	৩১১
১৯৭২-৭৩	১০	৩২৯
১৯৭৩-৭৪	১২	৩৬৩
১৯৭৪-৭৫	১৪	৪৩০
১৯৭৫-৭৬	১৫	৪৭১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্বভারতের সুন্দররাজ্য পশ্চিমবাঙলা। পাহাড়, পর্বত, নদনদী, প্রকৃতি সৌন্দর্যের মনোরম রাজ্য। সমুদ্র তীরের শহর, পর্বতনগরী, অভয়ারণ্য, রাজধানী কলকাতা, সুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনময় গ্রামবাঙলা—সব মিলিয়ে এই বাঙলার প্রতিটি জনপদ, গ্রামগঞ্জ দর্শনীয়। লোক সংস্কৃতি, লোক শিল্পের নিদর্শনও কম নেই। পর্যটনের সুবিধার জন্য ১৯৫৮ খৃঃ থেকে পশ্চিমবাঙলা সরকার বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছেন। তথ্যকেন্দ্রের দুটি আঞ্চলিক দপ্তর আছে কলকাতায় ও দার্জিলিঙ-এ। তাছাড়া দমদম বিমানবন্দর বাগডোগরা বিমানবন্দর, শিলিগুড়ি, নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন ও হাওড়া স্টেশনে গড়ে উঠেছে তথ্য কেন্দ্র। পর্যটকদের সুখ সুবিধার জন্য বাসস্থান ও আহার্যেরও ব্যবস্থা হয়েছে। খরচ যথাসম্ভব কম। বক্রেশ্বর উষ্ণ প্রস্রবণের কাছে গড়ে উঠছে পর্যটক আবাস। ঘুরে দেখবার জন্য সরকারী গাড়ীও ভাড়া পাওয়া যায়। ১৯৭৫ খৃঃ নভেম্বর মাসে দার্জিলিঙে ছেচল্লিশ শয্যাবিশিষ্ট একটি ইয়ুথ হস্টেল স্থাপিত হয়েছে। জলদাপাড়ায় একটি পর্যটক আবাস স্থাপন করা হচ্ছে। নয়নাভিরাম সৌন্দর্য কেন্দ্র মিরিকের জলাভূমিকে হ্রদে পরিণত ও জল সরবরাহ প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে।

বিভিন্ন জেলায় ট্যুরিস্ট লজ : ১৫

দার্জিলিং (৩), দীঘা, বিষ্ণুপুর, দুর্গাপুর, ডায়মণ্ডহারবার, শান্তিনিকেতন, বকখালি, বহরমপুর, মালদহ, কালিমপঙ (২), টাইগারহিল, শিলিগুড়ি।

মোট ঘর : ২০৯

মোট শয্যাসংখ্যা : ৪৭১

ট্যুরিস্ট কার ও কোচ : ২৪। ভাড়া পাওয়া যায়।

বিভিন্ন ট্যুরিস্ট লজের জন্য যোগাযোগের কেন্দ্র : ট্যুরিস্ট ব্যুরো, পশ্চিমবাঙলা সরকার, ৩/২ বিনয়, বাদল, দিনেশ বাগ, (ডালহৌসি স্কোয়ার পূর্ব), কলকাতা—৭০০০০১ (ফোন : ২৩—৮২৭১ ; গ্রাম : ট্রাভেল টিপস)।

এ ছাড়াও দার্জিলিং ও কালিমপং ভ্রমণের জন্য রিজিওনাল ট্যুরিস্ট ব্যুরো, অজিত ম্যানসন, নেহরু রোড, দার্জিলিং (ফোন : ৫০, গ্রাম : দারতুর) এবং টসকতাবাস ও ট্যুরিস্ট কটেজের জন্য প্রশাসক, দীঘা ডেভলপমেণ্ট স্কীম, দীঘা, মেদিনীপুর (ফোন, ২০, ২৮, ৫৪) এই ঠিকানায় যোগাযোগ করা যায়।

কলকাতায় ট্যুরিস্টব্যুরোতে যোগাযোগের নিয়ম :

দার্জিলিং ও কালিম্পং লজ	১৫ দিন আগে
বহরমপুর লজ	৭ দিন আগে
বিষ্ণুপুর লজ	৭ দিন আগে
মালদহ লজ	৫ দিন আগে
শান্তিনিকেতন লজ	৪ দিন আগে
দীঘা লজ	৩ দিন আগে
দুর্গাপুর লজ	১ দিন আগে
ডায়মণ্ডহারবার ট্যুরিস্ট সেণ্টার	১ দিন আগে
বকখালি ট্যুরিস্ট লজ	২ দিন আগে

বুকিং এর সময় ২৫% অগ্রিম দিতে হয়। প্রখ্যাত সংস্থা ও স্বীকৃত ট্র্যাভেল এজেণ্টদের ক্ষেত্রে অ্যাডভান্সের দরকার হয় না।

সকাল বেলায় বেরিয়ে রাতের মধ্যে ঘোরা সম্ভব কলকাতার কাছাকাছি দর্শনীয় স্থানগুলিতে রেলপথে যাতায়াতের নির্দেশিকা :

শিয়ালদহ সাউথ সেকশন :

গড়িয়া, বারুইপুর, ডায়মণ্ডহারবার।

বারুইপুর লক্ষীকান্তপুর লাইন :

ধপধপি, বহড়ু, জয়নগর, মজিলপুর, মথুরাপুর।

সোনারপুর হয়ে ক্যানিং লাইন :

ঘুটিয়ারী শরিফ, ক্যানিং।

বালিগঞ্জ বজবজ লাইন :

মুন্সী, বজবজ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিয়ালদহ—কৃষ্ণনগর লাইন ঃ

আগরপাড়া, সোদপুর, খড়দহ, বারাকপুর, ইছাপুর, শ্যামনগর, নৈহাটী, কাঁচড়াপাড়া, কল্যাণী, মদনপুর, পালপাড়া, চাকদহ, বীরনগর, কৃষ্ণনগর।

রাণাঘাট—মাজদিয়া লাইন ঃ

আড়ংঘাটা, মালদিয়া।

রাণাঘাট—শান্তিপুর লাইন ঃ

ফুলিয়া, শান্তিপুর।

শিয়ালদহ—বনগাঁ লাইন ঃ

দমদম জংশন, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, বারাসত, অশোকনগর, বনগাঁ।

বারাসাত—হাসনাবাদ ঃ

হাড়োয়া রোড, মালতিপুর, বসিরহাট, হাসনাবাদ।

দমদম-ডানকুনি ঃ

দক্ষিণেশ্বর।

হাওড়া—বর্ধমান মেন লাইন ঃ

লিলুয়া, বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়া, কোননগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, মানকুণ্ড, চন্দননগর, চুঁচুড়া, ব্যাণ্ডেল, হুগলী ঘাট, আদিসপ্তগ্রাম, মগরা, পাণ্ডুয়া, বৈঁচি, বর্ধমান।

শেওড়াফুলি—তারকেশ্বর লাইন ঃ

সিঙ্গুর, হরিপাল, লোকনাথ, তারকেশ্বর।

ব্যাণ্ডেল—বারহাওরা লাইন ঃ

বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী, ডুমরদহ, জিরাট, বলাগড়, সোমড়া, গুপ্তিপাড়া, অম্বিকা কালনা, বাঘনাপাড়া, সমুদ্রগড়, নবদ্বীপ।

হাওড়া—খড়গপুর লাইন ঃ

রামরাজাতলা, সাঁতরাগাছি, ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, বাগনান, দেউলটী, পাঁশকুড়া, খড়গপুর।

কলকাতা থেকে প্রাইভেট কারে বিভিন্নস্থানে যাওয়ার পথ ও দূরত্ব

কিলোমিটার	মাইল	স্থান	
০	০	কলকাতা	হাওড়ার পথ ধরে—বোটানিক গার্ডেন বরাবর
১৪	৮½	আন্দুল	২ কি মি. এখান থেকে রোড জংসন—ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে এগিয়ে
৫৯	৩৭	কোলাঘাট	রূপনারায়ণের ওপর ব্রিজ—রেস্ট হাউস—সোজা এগিয়ে
১২১	৭৫½	খড়্গপুর	রোড জংসন—বেলদার দিকে এগিয়ে
১৪৫	৯০½	বেলদা	জলযোগের ব্যবস্থা আছে—রোড জংসন—বামদিকে দীঘার পথ
১৮১	১১৩	এগরা	সোজা এগিয়ে যেতে হবে
২১১	১৩২	কনটাই	গাড়ীতে পেট্রোল নিতে হবে—দীঘায় তেল নেই
২৪২	১৫১½	দীঘা	ট্যুরিস্ট লজ—বাংলো—কটেজ
০	০	কলকাতা	দমদম বিমান বন্দরের দিকে সুপারহাইওয়ে ধরে এগিয়ে—
১১	৭	দমদম	সোজা এগিয়ে—
২৪	১৫	বারাসত	রোড জংসন—সোজা এগিয়ে—
৭৮	৪৯	রানাঘাট	লেভেল ক্রসিং—সোজা এগিয়ে—
১১৫	৭২	কৃষ্ণনগর	রেস্ট হাউস—খাওয়ার ব্যবস্থা—২ কি. মি. এগিয়ে বামদিকে ঘুরে সোজা এগিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিলোমিটার	মাইল	স্থান	
১৭১	১০৭	পলাশী	ডানদিকে—রাস্তা ধরে এগিয়ে—পলাশীর যুদ্ধ ক্ষেত্র
২০৮	১৩০	মুর্শিদাবাদ	রেস্ট হাউস—খাওয়ার ব্যবস্থা—
		বহরমপুর	মোরগ্রামের দিকে এগিয়ে
২৪৮	১৫৫	মোরগ্রাম	রোড জংসন—সোজা এগিয়ে
৩০২	১৮৯	ধুলিয়ানগঞ্জ	সাবধান—ফেরিতে গাড়ী পার করিয়ে নিতে হবে বেনিয়াগ্রাম ঘাটে—২৬ কি.মি.—গাড়ী নামবে খেজুরিয়া ঘাটে—২ কি.মি. সাবধানে এগিয়ে
৩৩০	২০৬		রোড জংশন—ডানদিকে গৌড় ১৪ কি. মি.
৩৫২	২২০	মালদহ (গৌড়)	ট্যুরিস্ট বাঙলো—সোজা এগিয়ে
৪২৭	২৬৭	রায়গঞ্জ	রেস্ট হাউস
৫০৩	৩১৮	কিষণগঞ্জ	রোড জংসন—সোজা এগিয়ে
৬০০	৩৭৫	বাগডোগরা	রোড জংসন—সোজা এগিয়ে যেতে হবে শিলিগুড়ির দিকে
৬১০	৩৮১	শিলিগুড়ি	হোটেল ও অন্যান্য থাকার ব্যবস্থা দার্জিলিং-এর পথ ধরে এগিয়ে
৬৫৮	৪১১	কার্শিয়াং	রেস্ট হাউস—সাবধানে এগোতে হবে দার্জিলিং-এর দিকে—প্রহরাহীন লেভেল ক্রসিং—
৬৯০	৪৩১	দার্জিলিং	সব রকমের সুবিধা—কলিমপং যেতে হলে ঘুমের পথ ধরে এগোতে হবে ৮ কি. মি. ঘুম থেকে তিস্তাবাজারের পথ ২৮ কি. মি.
৭২৬	৪৫৪	তিস্তাবাজার	রোড জংসন—ডান দিকে তিস্তার ওপরের বীজ পেরিয়ে সোজা এগিয়ে—বাম দিকের পথে গ্যাংটক ৬৪ কি. মি.
৭৪৪	৭৬৫	কালিমপং	—হোটেল রেস্ট হাউস

০	০	শিলিগুড়ি	সিবক মোড়ের দিকে দক্ষিণ-পূর্বে এগিয়ে
৪৩	২৭	জলপাইগুড়ি	রেস্ট হাউস
৫৪	৩৪	মিনাগুড়ি	রোড জংসন সোজা এগিয়ে
১০২	৬৪	বীরপাড়া	সোজা এগিয়ে
১৮৬	১১৬	কোচবিহার	সার্কিট হাউস
২৫৮	১৬১	গৌরীপুর	অরণ্য এলাকা

০ কলকাতা বিটি রোড দিয়ে ৭ মাইল এগিয়ে বিবেকানন্দ সেতু পেরিয়ে ডানদিকে দক্ষিণেশ্বর মন্দির রেখে সোজা এগিয়ে গ্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে পড়তে হবে।

৭	বালী	নদীর ওপর সেতু
২২	চন্দননগর	খাবার ব্যবস্থা
২৮	ব্যাণ্ডেল	ব্যাণ্ডেল চার্চ ও হুগলী ইমামবাড়া
৩০	বাঁশবেড়ে	জিটি রোডের ৩০ মাইল পোস্ট দেখে বাঁশবেড়ের হংসেশ্বরীর মন্দির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫৬	মেমারী	রোড জংশন লেভেল ক্রসিং
৭৩	বর্ধমান	রেলের খাবার ব্যবস্থা, থাকার ব্যবস্থা
১০৩	পানাগড়	ইনসপেকশন বাঙলো—মাইল পোস্ট ১০৪ থেকে শান্তিনিকেতন ২৯ মা. সিউড়ি ৪৪. মা. মাসাঞ্জোর ৬৮ মা.*
১১৪	জিটি রোড	বামদিকে ঘুরে দুর্গাপুর ব্যারেজ—দুর্গাপুর ট্যুরিস্টলজ
১১৭	দুর্গাপুর	স্টীল প্লান্ট
১৩৮	আসানসোল	রেলওয়ে রেস্টরুম ও খাওয়ার ব্যবস্থা
১৪০	জিটি রোড	বামদিকের পথ গেছে বার্ণপুর
১৪৬	কুলটি	হোটেল ও রেস্টুরেন্ট
১৪৮	বরাকর	বাঙলা-বিহার সীমান্ত
১৩৩	শান্তিনিকেতন	ছুটি গেস্ট হাউস
১৩৯	কোপাইনদী	বাঁধ—সাবধানে এগিয়ে
১৫৮	সিউড়ি	বক্রেশ্বর উষ্ণ প্রস্রবন
১৬১	তিলপাড়া	
	ব্যারেজ	ব্রিজটোল ১ টাকা
১৬৪	রোড জংসন	বামদিকের পথ মাসাঞ্জোর
১৮২	মাসাঞ্জোর	ময়ূরাক্ষী ভবন। গেস্ট হাউস

থাকার ব্যবস্থা ও খরচ

কালিমপং ট্যুরিস্টলজ ॥

কালিমপং, দার্জিলিং, পশ্চিম বাঙলা। টেলিফোন ৩৮৪।

শিলিগুড়ি রেলস্টেশন থেকে ৮১ কি. মি.; বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে ৯১ কি. মি.; বাজার ও প্রমোদস্থান থেকে ২ কি. মি.। সারা বছর খোলা থাকে।

ঘর: ২ এক ঘর

৩ ডবল

ভাড়া: একটা বড় ডবল ঘর—গদি আঁটা লম্বা শয্যাসহ। টাকা ৭৫.০০ (যদি একই দলের তিনজন বয়স্ক ব্যক্তি থাকেন); টাকা ৬০.০০ (যদি একই দলের দুজন বয়স্ক ব্যক্তি থাকেন); টাকা ৫০.০০ (যদি একজন বয়স্ক ব্যক্তি থাকেন)।

সাধারণ ডবল ঘর:

টাকা ২৪.০০ প্রতি শয্যা।

টাকা ৪৫.০০ প্রতি ঘর।

এক ঘর:

টাকা ২৫.০০ প্রতিশয্যা। বেমরশুমে ভাড়া হ্রাস করা হয়। সার্ভিস চার্জ ৫%।

ভারতীয় ও য়ুরোপীয় আমিষ ও নিরামিষ আহার। অর্ডার অনুযায়ী খাবার সরবরাহ ও দাম নেওয়া হয়ে থাকে। গরম ঠাণ্ডা জল; শোয়ার ঘরে কলিং বেল; সব সময় কাজের লোক থাকে; রিসেপশানে টেলিফোন; বার; ট্যুরিস্ট ট্যাক্সি; হিমালয়ের চূড়া দর্শন।

সাঙ্‌গ্রিলা ॥

কালিমপঙ, দার্জিলিং, পশ্চিম বাঙলা।

টেলিফোন ২৩০।

শিলিগুড়ি ষ্টেশন থেকে ৭৮ কি. মি.; বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে ৮৮ কি. মি.; বাজার ও প্রমোদ অঞ্চল থেকে ১ কি. মি.। সারা বছর খোলা থাকে।

ঘর: ২ ডবল

২ চার শয্যাযুক্ত

২ ছয় শয্যাযুক্ত

ভাড়া:

ডবল ঘরের জন্য

টাকা ১০.০০ প্রতি শয্যা

টাকা ২০.০০ প্রতি ঘর

ভাড়া: ডবলরুম ১২ টাকা প্রতি ঘর; অতিরিক্ত কট ৪ টাকা প্রতিটি; ডরমিটরি ৫ টাকা প্রতি শয্যা; বেমরশুমে ভাড়া হ্রাস করা হয়। সার্ভিস চার্জ ৫%।

*১১৯ ইলমবাজার ইনসপেকসন বাঙলো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতীয় আমিষ ও নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা রয়েছে।

বেডটি টাকা ০.৫০ থেকে ২.০০; ব্রেকফাষ্ট—টাকা ১.২৫; লাঞ্চ টাকা ৩.০০; বিকালের চা টাকা ০.৭৫; ডিনার ৩.০০; সার্ভিস চার্জ ৫%।

গরম জল; রিসেপশনে টেলিফোন; বাগান; টুরিষ্ট ট্যাক্সি; হিমালয় চূড়ার সৌন্দর্য দর্শন।

টাইগার হিল ট্যুরিস্ট লজ ॥

সেনচল, ঘুম, দার্জিলিং, পশ্চিম বাঙলা।

বাগডোগরা বিমান বন্দর থেকে ৮৫ কি.মি. ঘুম রেলষ্টেশন থেকে ৪ কি. মি.; বাজার এলাকা থেকে ৪ কি. মি.। সারা বছর খোলা থাকে।

ঘর: ৩ ডবল

২ ছয় শয্যাবিশিষ্ট বড় ঘর।

ভাড়া: ডবল ঘর

টাকা ১২—প্রতি শয্যা।

টাকা ২৪—প্রতি ঘর।

অতিরিক্ত কট টাকা ৬.০০

ডরমিটরি ৭ টাকা প্রতি শয্যা—৬টি নীচে

৫ টাক প্রতি শয্যা—৬টি বাঙ্ক।

ক্লাব বাড়ী ভাড়া ঘণ্টায় ২০ টাকা; সারাদিনের জন্য ৫০ টাকা।

সার্ভিস চার্জ ৫%।

খাবার: ভারতীয় ও য়ুরোপীয় আমিষ ও নিরামিষ।

সকালের চা টাকা ০.৩৭ থেকে ১.৭৫

সকালের খাবার টাকা ৩.২৫

লাঞ্চ	টাকা ৫.৫০
ডিনার	টাকা ৬.৫০
বিকালের চা	টাকা ২.০০
ইকনমি মিল (ভারতীয়)	টাকা ৩.৫০

গরম ও ঠাণ্ডা জল; বার, ফায়ার প্লেস, গলফ, হিমালয়ের চূড়া দর্শন।

দার্জিলিং; ট্যুরিস্ট লজ ॥

ভানু সরনী (মল রোড), দার্জিলিং; পশ্চিমবাঙলা।

৬৫৬,৬৫৭,৬৫৮ টেলিফোন।

রেলস্টেশন থেকে ১.৫ কি. মি.। বাগডোগরা বিমান বন্দর থেকে ৯০ কি. মি.; কাছেই বাজার ও প্রমোদ স্থান। সারা বছর খোলা থাকে।

১৫টি ডবল ঘর আছে।

বড় ডবল ঘরের (৩) প্রতিটি শয্যার ভাড়া ৩০ টাকা। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ৫৫ টাকা।

সাধারণ ডবল ঘারর (১২) প্রতিটি শয্যার ভাড়া ২৫ টাকা; প্রতিটি ঘরের ভাড়া ৪৫ টাকা।

বেমরশুমে চার্জের হ্রাস করা হয়ে থাকে। ভারতীয় ও য়ুরোপীয় নিরামিষ ও আমিষ তাহার পরিবেশন করা হয়।

সকালের চা	টাকা ১.৭৫
হাল্কা সকালের খাবার	টাকা ৪.৫০
পুরো সকালের খাবার	টাকা ৬.৫০
লাঞ্চ	টাকা ৮.০০
বিকালের চা	টাকা ২.৭৫
ডিনার	টাকা ৮.৫০

আবাসিকদের খাবার বাধ্যতামূলক এবং চার্জ হল:

(ক) শিশু বার বছরের নীচে	টাকা ১৬.০০
(খ) অন্যদের	টাকা ২৬.০০

সার্ভিস চার্জ—৫%

গরম ও ঠাণ্ডা জল এবং টেলিফোন আছে প্রতিটি শয্যাযুক্ত ঘরে; কলিং বেল আছে প্রতিটি ঘরে; সবসময় কাজের জন্য লোক উপস্থিত থাকে; বার; বাগান; ট্যুরিস্ট ট্যাক্সি; হিমালয় চূড়া দর্শন; সংলগ্ন জিমখানা ক্লাবে ইণ্ডোর খেলাধূলার সুযোগ, স্কেটিং ও টেনিস।

শৈলাবাস ॥

ডঃ জাকির হোসেন রোড; জলাপাহাড়; দার্জিলিং; পশ্চিম বাঙলা।

৬৮৪ টেলিফোন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রেলস্টেশন থেকে ৩ কি. মি. ; বাগডোগরা বিমান বন্দর থেকে ৯১·৫ কি. মি. ; বাজার ও প্রমোদ স্থান থেকে ১·৫ কি. মি. দূরে। সারাবছর খোলা থাকে।

ঘর : ৯ ডবল

১ ছয়-শয্যাযুক্ত

১ দশ শয্যাযুক্ত

১২ নীচের শয্যা

টাকা ৮·০০ প্রতি শয্যা

৮ বাঙ্ক

টাকা ৬·০০ প্রতি শয্যা

সার্ভিস চার্জ ৫%

লজে সকালের জল খাবার ও বিকালের চা পাওয়া যায়। দুপুর ও রাতের খাবারের ব্যবস্থা করিতে হয় বাইরে। লজে সরবরাহ করা চা ও জল খাবারের জন্য খরচ পড়ে খুবই কম। সব সময় ঠাণ্ডাজল, রিসেপশনে টেলিফোন ; বাগান ; হিমালয় চূড়া দর্শন করা যায়।

মালদা ট্যুরিস্ট লজ ॥

মালদা, পশ্চিম বাঙলা।

টেলিফোন ২১৩।

রেলস্টেশন থেকে ২ কি. মি. ; বাজারের কাছাকাছি। সারাবছর যাওয়া যায়।

ঘর : এয়ার কণ্ডিশনড্

২ ডবল

এয়ার কণ্ডিশন নয়

১০ ডবল

ভাড়া : এয়ার কণ্ডিশনড্

টাকা ১৫·০০ প্রতি শয্যা

এয়ার কণ্ডিশন নয়

৬ ডবল—টাকা ১২·০০ প্রতি শয্যা

৪ ডবল—টাকা ৩·৫০ প্রতি শয্যা

যারা ছয় ঘণ্টার কম সময় থাকবেন, তাদের ভাড়া কিছু কম নেওয়ার ব্যবস্থা আছে (সুলভ ভাড়ার ডবল ঘর বাদে)।

সার্ভিস চার্জ ৫% (সুলভ ভাড়ার ডবল ঘর বাদে)

খাবার : ভারতীয় ও য়ুরোপীয়—আমিষ ও নিরামিষ খাবারের ব্যবস্থা আছে।

বেড টি	টাকা ০·৭৫
সকালের জল খাবার	টাকা ৩·০০
লাঞ্চ	টাকা ৩·০০ থেকে ৭·০০
বিকালের চা	টাকা ১·৭৫
ডিনার	টাকা ৩·৫০ থেকে ৭·৫০

ছুটি গেস্ট রুম—এয়ার কণ্ডিশন করা।

বহরমপুর ট্যুরিস্ট লজ ॥

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবাঙলা।

টেলিফোন ৪৩৯।

রেলস্টেশন থেকে ২ কি. মি. দূরে : বাজার এলাকার কাছেই। সারা বছর যাওয়া যায়।

ঘর : এয়ার কণ্ডিশনড্

২ ডবল

এয়ার কণ্ডিশন নয়

৭ ডবল

২ চার শয্যার

ভাড়া : এয়ার কণ্ডিশনড্

টাকা ১৫.০০ প্রতিশয্যা

এয়ার কণ্ডিশন নয়

৭ ডবল—টাকা ১২·০০ প্রতি শয্যা

২ চার শয্যার টাকা ৪·০০ প্রতি শয্যা

ছয় ঘণ্টার কম কম সময় থাকলে সুবিধাজনক হারে ভাড়া পাওয়া যায়।

সার্ভিস চার্জ ৫%

খাবার : ভারতীয় ও য়ুরোপীয়-আমিষ ও নিরামিষ।

বেড টি	টাকা ০·৫০
সকালের জলখাবার	টাকা ৩·০০
লাঞ্চ	টাকা ৩·০০ থেকে ৬·৫০
বিকালের চা	টাকা ১·৫০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডিনার টাকা ৩·২৫ থেকে ৭·০০

সার্ভিস চার্জ ৫%

এয়ার কণ্ডিশন করা দুটি গেস্ট রুম আছে। ঠাণ্ডাজল সরবরাহের অবিশ্রাম ব্যবস্থা ; বেড রুমে কলিং ; বেল ; বার ; টুরিস্ট ট্যাক্সি, গ্যারেজ ও বাগান।

শান্তিনিকেতন ট্যুরিস্ট লজ ॥

বোলপুর, বীরভূম, পশ্চিমবাঙলা।

টেলিফোন ৩৯৮, ৩৯৯

রেলস্টেশন থেকে দুই কি. মি. এবং বাজার এলাকা সংলগ্ন। সারাবছর যাতায়াত করা যায়।

ঘর : এয়ার কণ্ডিশনড্

১২ এক ঘর

৫ ডবল

এয়ার কণ্ডিশন নয়

৮ এক ঘর

১০ ডবল

২ চার শয্যার

১ দশ শয্যার

১ একুশ শয্যার

ঘর ভাড়া :

এয়ার কণ্ডিশন

এক ঘর টাকা ১৭·০০

ডবল টাকা ১৫·০০ প্রতি শয্যা

এয়ার কণ্ডিশন নয়

এক ঘর টাকা ৯·০০

ডবল টাকা ৮·০০ প্রতিশয্যা

দশ শয্যার (সজ্জিত) টাকা ৫ প্রতি শয্যা

চার শয্যার টাকা ৩·০০ প্রতি শয্যা

একুশ শয্যার—

বিছানাসহ ডর্মিটরি টাকা ৬·০০ প্রতি শয্যা

৫% সার্ভিস চার্জ (ডর্মিটরি বাদে)

খাবার : ভারতীয়/য়ুরোপীয়—আমিষ ও নিরামিষ

খাবার খরচ :

বেডটি টাকা ০·৫০

ব্রেকফাস্ট টাকা ১·২৫ এবং ৩·০০

লাঞ্চ টাকা ২·০০ থেকে ৬·৫০

বিকালের চা টাকা ০·৭৫ এর ১·৫০

ডিনার টাকা ৩·০০ থেকে ৬·৫০

সার্ভিস চার্জ ৫%

এয়ার কণ্ডিশনড্ ; ১৭ গেস্টরুম, লাউঞ্জ এবং ডাইনিং হল।

অন্যান্য সুবিধা : এয়ার কণ্ডিশনড ঘরে গরম ও ঠাণ্ডা জল সরবরাহ ; অন্যান্য ঘরে সারা বছর ঠাণ্ডা জল সরবরাহ এবং শীতের সময় গরম জল ; শোয়ার ঘরে কলিং বেল ; সর্বক্ষণের জন্য কাজের লোক ; রিসেপশন, গ্যারেজ ও ট্যুরিস্ট ট্যাক্সির জন্য টেলিফোন।

দুর্গাপুর ট্যুরিস্ট লজ ॥

দুর্গাপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবাঙলা টেলিফোন ৫৪৭৬

রেল স্টেশন থেকে ২·৫ কি. মি ; বাজার এলাকার কাছেই। সারাবছর যাতায়াত করা যায়।

ঘর : ১২ ডবল

ঘর ভাড়া :

দোতলায় ৬ (ঘর)

টাকা ২৮·০০ প্রতি শয্যা

টাকা ৩০·০০ প্রতি ঘর

একতলায় (৬ ঘর)

টাকা ১৫·০০ প্রতিশয্যা

টাকা ২৫·০০ প্রতি ঘর

সার্ভিস চার্জ ৫%

খাবার : ভারতীয়/য়ুরোপীয়—আমিষ ও নিরামিষ

খাওয়ার খরচ :

বেডটি টাকা ০·৭৫

ব্রেকফাস্ট টাকা ৩·২৫

লাঞ্চ টাকা ৬·৫০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকালের চা টাকা ১·৭৫

ডিনার টাকা ৬·৫০

সার্ভিস চার্জ ৫%

এয়ার কণ্ডিশনড : গেস্ট রুম, লাউঞ্জ এবং ডাইনিং হল।

অন্যান্য সুবিধা : প্রতিটি শোয়ার ঘরে গরম ও ঠাণ্ডা জল সরবরাহ ; শোয়ার ঘরে কলিং বেল ; সব সময় কাজের লোক, বাগান, গ্যারেজ ও টুরিস্ট ট্যাক্সির জন্য টেলিফোন।

বিষ্ণুপুর ট্যুরিস্ট লজ ॥

বিষ্ণুপুর, বাকুঁড়া, পশ্চিম বাঙলা।

রেলস্টেশন থেকে ২ কিঃ মিঃ এবং বাজার এলাকার কাছাকাছি অবস্থিত। সারা বছর যাতায়াত করা যায়।

ঘর : এয়ার কণ্ডিশনড

২ ডবল

এয়ার কণ্ডিশন নয়

৭ ডবল

১ আট শয্যার ডরমিটরি

ঘর ভাড়া : এয়ার কণ্ডিশনড

টাকা ১৫·০০ প্রতি শয্যা

এয়ার কণ্ডিশন নয়

৭ ডবল টাকা ১২·০০ প্রতি শয্যা

ডরমিটরি টাকা ৪·০০ প্রতি শয্যা

ছয় ঘণ্টা বেশি না থাকলে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়।

৫% সার্ভিস চার্জ

খাবার : ভারতীয়/য়ুরোপীয়—আমিষ ও নিরামিষ

খাওয়ার খরচ :

বেড টি টাকা ০·৭৫

ব্রেক ফাস্ট টাকা ৩·০০

লাঞ্চ টাকা ২·৫০ থেকে ৬·৫০

বিকালের চা টাকা ২·৫০

ডিনার টাকা ২·৫০ থেকে ৬·৫০

সার্ভিস চার্জ ৫%

এয়ার কণ্ডিশনড : দুটি গেস্টরুম।

অন্যান্য সুবিধা : ঠাণ্ডা জল সব সময় ; বেডরুমে কলিং বেল ; গ্যারেজ, বাগান ও বার আছে।

ডায়মণ্ডহারবার ট্যুরিস্ট সেণ্টার ॥

সাগরিকা

ডায়মণ্ডহারবার, ২৪, পরগণা, পশ্চিম বাঙলা।

টেলিফোন ৪৬, ৬২

রেলস্টেশন থেকে ২ কিঃ মিঃ ; বাজার এলাকার কাছে। সারা বছর যাতায়াত করা যায়।

ঘর : ৬ ডবল ;

১ ডবল শয্যার স্যুইট ;

৬ বেসমেণ্ট রুম

ঘর ভাড়া :

ডবলরুম—শনিবার, রবিবার এবং ছুটির দিন : ২৫ টাকা প্রতি শয্যা। ৪৫ টাকা প্রতি ঘর। ৫ টাকা প্রতি স্যুইট।

অন্যান্য দিন : ২০ টাকা প্রতি শয্যা ; ৩৫ টাকা প্রতি ঘর, ৪৫ টাকা প্রতি স্যুইট।

স্যুইট বা ঘরে একজন পূর্ণ বয়স্ক অতিরিক্ত ব্যক্তির জন্য ১০ টাকা।

২ বেসমেণ্ট রুম—প্রতিটি ৩ টাকা। ১·৮০ টাকা প্রতি ঘর।

৪ বেসমেণ্ট রুম—প্রতিটি ১০ টাকা ; প্রতি শয্যা ৫ টাকা।

মাথাপিছু প্রবেশ মূল্য ৫০ পয়সা।

সার্ভিস চার্জ ৫%।

খাবার : ভারতীয়/য়ুরোপীয়—আমিষ ও নিরামিষ।

খাওয়ার খরচ :

বেড টি	টাকা ০·৭৫
ব্রেকফাস্ট	টাকা ৩·৫০
লাঞ্চ	টাকা ৪·৫০
বিকালের চা	টাকা ১·৫০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডিনার টাকা ৫·৫০

সার্ভিস চার্জ ৫%।

এয়ার কণ্ডিশন : ডাইনিং হল ও বার।

অন্যান্য সুবিধা : প্রতিটি শোয়ার ঘরে গরম ও ঠাণ্ডা জল সরবরাহ ; শোয়ার ঘরে কলিং বেল ; সবসময়ই কাজের লোক ; বার ; রিসেপশনে টেলিফোন ; নৌকাভ্রমণের সুবিধা।

বকখালি টুরিস্ট লজ ॥

ফ্রেজারগঞ্জ, ২৪ পরগণা, পশ্চিমবাঙলা।

কলকাতা থেকে ১৩২ কি. মি. ; ডায়মণ্ডহারবার থেকে ৮৪ কি. মি. ; ফ্রেজারগঞ্জ থেকে ২ কি. মি.। সারা বছর যাতায়াত করা যায়।

ঘর : ৩ ছয়শয্যার ডরমিটরি।

ঘর ভাড়া : ৮ টাকা প্রতি শয্যা।

সার্ভিস চার্জ : ৫%।

খাবার : ব্রেকফাস্ট, বিকালের চা ও অন্যান্য খাবার বাইরে।

সুবিধা : ঠাণ্ডা জল ; সমুদ্রস্নানের ব্যবস্থা ; ঝাউবীথি ; পাশের দ্বীপগুলিতে নৌকাভ্রমণ।

দীঘা টুরিস্ট লজ ॥

দীঘা, মেদিনীপুর, পশ্চিমবাঙলা।

টেলিফোন : ৫৫, ৫৬।

খড়গপুর স্টেশন থেকে ১২৩ কি. মি. ; কণ্টাই রোড ষ্টেশন থেকে ৯১ কি. মি. ; বাজার এলাকার কাছাকাছি। সারা বছর যাতায়াত করা যায়।

ঘর : ১২ ডবল।

ঘর ভাড়া : ১৫ টাকা প্রতি শয্যা।
৩০ টাকা প্রতি ঘর।

সার্ভিস চার্জ : ৫%।

খাবার : ভারতীয়/য়ুরোপীয়—আমিষ ও নিরামিষ।

খাওয়ার খরচ : বেড টি—টাকা ১.০০
ব্রেকফাস্ট—টাকা ২.৭৫ এবং ৩.২৫
লাঞ্চ—টাকা ৫.০০ থেকে ৭.০০
বিকালের চা—টাকা ১.২৫ থেকে ২.০০
ডিনার—টাকা ৫.৫০ থেকে ৭.৫০

সার্ভিস চার্জ ৫%।

সুবিধা : শোয়ার ঘরে গরম ও ঠাণ্ডা জল সরবরাহ ; শোয়ার ঘরে কলিং বেল ; সবসময় কাজের লোক ; বার ; রিসেপশনে টেলিফোন ; বাগান, সমুদ্রস্নান।

সৈকতাবাস ॥

দীঘা, মেদিনীপুর, পশ্চিমবাঙলা।

টেলিফোন : ৫৪।

খড়গপুর স্টেশন থেকে ১২৩ কি. মি. ; কণ্টাই রোড স্টেশন থেকে ৯২ কি. মি. এবং বাজার এলাকার কাছাকাছি। সারা বছর যাতায়াত করা যায়।

ঘর : ২৩ ডবল শয্যার (প্রতিটি এক ঘর)
৬ চার শয্যার স্যুইট। প্রতিটি স্যুইটে আছে দুটি দুই শয্যার ঘর ও সংলগ্ন রান্নাঘর।

ঘরভাড়া : একতলা—টাকা ১৩.০০ প্রতি ঘর।
টাকা ২৬.০০ প্রতি স্যুইট।
দোতলা—টাকা ১৫.০০ প্রতি ঘর।
টাকা ৩০.০০ প্রতি স্যুইট।

সার্ভিস চার্জ : ৫%।

খাবার : ভারতীয়/য়ুরোপীয় আমিষ ও নিরামিষ।

খাওয়ার খরচ : বেড টি—টাকা ০.৫০
ব্রেকফাস্ট—টাকা ২.৫০
লাঞ্চ—টাকা ৫.০০
বিকালের চা—টাকা ১.৫০
ডিনার—টাকা ৫.৫০

সুবিধা : রিসেপশনে টেলিফোন ; বাগান, সমুদ্রস্নান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ট্যুরিস্ট কটেজ ॥

দীঘা, মেদিনীপুর, পশ্চিমবাঙলা।

টেলিফোন : ২৭, ২৮ (কটেজের স্বতন্ত্র টেলিফোন না থাকলেও, রিসেপশন ও বুকিং কাউন্টারে টেলিফোন ব্যবহার করা যায়)।

খড়গপুর স্টেশন থেকে ১২৩ কি. মি. ; কন্টাই রোড স্টেশন থেকে ৯১ কি. মি. এবং বাজার এলাকার কাছাকাছি অবস্থিত। সারা বছর যাতায়াত করা যায়।

ঘর : ৪ দু ঘরের কটেজ।
৩ এক ঘরের কটেজ।

ঘর ভাড়া : প্রতিটি দু ঘরের কটেজ—টাকা ৬.৫০
প্রতিটি এক ঘরের কটেজ—টাকা ৫ ২৫
বিদ্যুত ও অন্যান্য খরচ স্বতন্ত্র।

খাবার : বাইরে খেতে হয় অথবা সঙ্গের রান্নায়রে ব্যবস্থা করা যায়।

সুবিধা : একঘরের কটেজ ছয় জন পর্যন্ত লোক থাকতে পারে এবং ডবল ঘরে দশ জন পর্যন্ত লোক থাকতে পারে ; রিসেপশনে টেলিফোল ; বাগান, সমুদ্রস্নান।

দীঘা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কয়েকটি রেস্ট হাউস এবং সরকার চালিত চীফ ক্যান্টিন আছে। রেস্ট হাউজে রান্নাঘর ও রান্নার সরঞ্জাম রয়েছে।

রেস্টহাউসের ভাড়া টাকা ৫.৫০। চিফ ক্যান্টিনে আছে ডর্মিটরি। প্রতি শয্যা টাকা ১ ৫০।

বুকিং : প্রশাসক, দীঘা ডেভেলপমেণ্ট স্কিম, দীঘা, মেদিনীপুর (ফোন : ২০, ২৮)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জেলা পরিচিতি

চব্বিশ পরগণা ॥

পশ্চিমবাঙলার বৃহত্তম ও জনবহুল জেলার আয়তন ১৩,৭৯৬ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৮৪,৪৯,৪৮২ জন। পুরুষ ৪৫ লক্ষ৬৫ হাজার ৭৭৭ ; স্ত্রীলোক ৪০ লক্ষ ১৫ হাজার ৯৬৬। ৩৪.১৮ শতাংশ লোকের বাস শহরে। ২৯ লক্ষ ৩২ হাজার ৯৩৮ জন শহরে বাস করে এবং ৫৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮০৫ জন বাস করে গ্রামে। এক হাজার পুরুষে ৮৮০ জন নারী। জনবসতির ঘনত্ব প্রতি ব. কি. ৬২৩ জন। উত্তরে নদীয়া, পূর্বে বাঙলা দেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে হুগলী নদী ও কলকাতা। জেলার ছটি মহকুমা—আলিপুর (সদর), বারাকপুর, বারাসত, বসিরহাট, বনগাঁ ও ডায়মণ্ড-হারবার। জেলার বেশীর ভাগ অঞ্চল সমতলভূমি। বিস্তৃত অঞ্চলে কৃষিকাজ হলেও, নানাধরণের শিল্পের বিকাশ ঘটেছে।

১৭৫৭ খৃঃ ২০ ডিসেম্বর মিরজাফর কোম্পানিকে চব্বিশটি পরগণা যৌতুক দেন। কারণ তিনি নবাবী পদের জন্য কোম্পানির সহায়তা করেছিলেন। সেই চব্বিশটি পরগণা ছিল : আমিরপুর, আকবরপুর, আজিমাবাদ, বালিয়া, বারিদহাটি, বাসনধাত্তর, কলকাতা, দক্ষিণসাগর, গড়, হাতিয়াগড়, এক্তিয়ারপুর, (ইখতিয়ারপুর), খাড়িজুড়ি, খাসপুর, ময়দানমল (মেদিনীমল), মাগুরা, মানপুর (মানজুড়ি), ময়দা, মুড়াগাছা, পাইকান, পেচাকুলি, সাতাল, সাহানগর, সাহাপুর ও উত্তর পরগণা। এই চব্বিশটি পরগণায় জমিদারী কাজ চালান হত কলকাতা থেকে। পরবর্তীকালে কলকাতা চব্বিশ পরগণা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং পরিণত হয় কোম্পানির প্রধান কর্মক্ষেত্র।

ধীরে ধীরে চব্বিশ পরগণার রূপান্তর ঘটেছে। গড়ে উঠেছে জনপদ। বিস্তৃত হয়েছে কৃষিক্ষেত্র। গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত এই জেলার দক্ষিণে সুন্দরবন এবং উত্তরে উন্নত কৃষিক্ষেত্র। অসংখ্য নদনদী ও খালবিল ভরা—জনজীবনে যার গুরুত্ব অপরিসীম।

চব্বিশ পরগণার মোট জনসংখ্যার ৩৭.৯৮ শতাংশ শিক্ষিত অর্থাৎ ৩২,৫৯,৬৪১ জন ; পুরুষ ২,১৯,৯৮৬ (৪৮.১৬%) এবং স্ত্রীলোক ১,০,৬০৫৫ (২৬.৪১%)। বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত মোট জনসংখ্যা ২২,৩৬,৬৭৩ (২৬.০৬% ; পুরুষ ২১,১৪,২৫২ (৪৬.৩১%) এবং নারী ১,২২,৪২১ (৩.০৫%)। কৃষক ৫,৪০,০৩৩ (২৪.১৪%) ; পুরুষ ৫,৩০,৮১৫ (২৫.১০%), নারী ৯,২১৮ (৭.৫৩%)। কৃষিমজুর : ৫,৯৯,১৮২ (২৬.৭৯%), পুরুষ ৫,৮১,৭৮২ (২৭.৫২%), নারী ১৭,৪০১ (১৪.২১%)। অন্যান্য কাজের : ১০,৯৭,৪৫৭ (৪৯.০৭%) ; পুরুষ ১০,০১,৬৫৫ (৪৭.৩৮%) ও নারী ৯৫,৮০২ (৭৮.২৬%)।

পশ্চিম বাঙলার মোট আয়তনের ১৫.৬৮ শতাংশ নিয়ে চব্বিশ পরগণা এবং পশ্চিম বাঙলার জনবসতি অর্থাৎ ১৯.৩১ শতাংশ চব্বিশ পরগণায়।

নদীয়া ॥

প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত এই জেলার আয়তন ৩,৯২৬ বর্গ কি. মি.। লোকসংখ্যা ২২,৩০,২৭০ জন। পুরুষ ১১,৪৪,৯৭৭ এবং নারী ১০,৮৫,২৯৩। অর্থাৎ পশ্চিম বাঙলার মোট জনসংখ্যার ৫.০২% শতাংশের বাস এই জেলায়। জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি. মি.-এ ৫৬৮ জন। উত্তরে মুর্শিদাবাদ, পূর্বে বাঙলা দেশ, দক্ষিণে চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমে বর্ধমান ও হুগলি জেলা। ছুটি মহকুমা হল কৃষ্ণনগর সদর এবং রানাঘাট। প্রতি এক হাজার পুরুষে নারী ৯৫০ জন। গ্রামাঞ্চলে বাস করে ১৮,১২,২১১ জন এবং শহর অঞ্চলে ৪,১৮,০৫৯ জন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বাস : হিন্দু ১৬,৯৩,০০৬ ; মুসলমান ৫,২০,৫৭১ ; খৃষ্টান ১৬,৩৩৭, শিখ ৭৭ ; বৌদ্ধ ৫৫ ; জৈন ১৬৮ ; অন্যান্য ৫৬। শিক্ষিতের হার : গ্রামাঞ্চলে ৪,৫৪,৪৩১ এবং শহরাঞ্চলে ২,৪৩,৯১০। জেলার কর্মীসংখ্যা : গ্রামাঞ্চলে ৪,৫২,৬৫৬ (পুরুষ ৪,৩৮,৭৪০ ও নারী ১৩,৯১৬) এবং শহরাঞ্চলে ৯৯,৮৯২ (পুরুষ ৯২,৪১৭ ও নারী ৭,৪৭৫)। উপজীবিকা : কৃষক ২,০৮,৫৩৫ ; খেত-মজুর ১,৫২,২৮৫ ; পশুপালন, বন ও মৎসচাষে নিযুক্ত ১৬,০৫৫ ; খনিশিল্পে নিযুক্ত ১২২, বিভিন্ন কুটিরশিল্পে নিযুক্ত ২৯,৮৬৪ ; সংস্কার ও মেরামতী কর্মে নিযুক্ত ৩৪,১৪৯ ; যোগাযোগ পরিবহন ও সংরক্ষণ শিল্পে নিযুক্ত ১৪,৭২৭ ; ব্যবসাবাণিজ্যে নিযুক্ত ৪০,১৪৫ ; গৃহ ও রাস্তাঘাট নির্মাণে নিযুক্ত ৫,২২৯ এবং অন্যান্য কর্মে নিযুক্ত ৫১,৪৩৭।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেদিনীপুর ॥

আয়তন ১৩,৭২৪ বর্গ কি.মি.। লোকসংখ্যা ৫৫,০৯,২৪৭ এবং লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি. মি.-এ ৪০১। জেলার উত্তরে হুগলি ও বাঁকুড়া জেলা, পূর্বে রূপনারায়ণ নদ, হাওড়া ও হুগলি জেলা, পশ্চিমে বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্য, দক্ষিণে উড়িষ্যা ও বঙ্গোপসাগর। জেলার ছয়টি মহকুমা হল: সদর উত্তর, সদর দক্ষিণ, ঘাটাল, তমলুক, কাঁথি ও ঝাড়গ্রাম। ব্লকের সংখ্যা বাহান্নটি।

ধানই জেলার প্রধান ফসল। প্রচুর কাজুবাদাম জন্মায়। বনাঞ্চলে আছে শাল মহুয়া গাছ। খরগপুরে আছে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি। হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে গড়ে উঠেছে হলদিয়া বন্দর।

বাঁকুড়া ॥

আয়তন ৬,৮৮১ বর্গ কি. মি.। লোকসংখ্যা ২০.৩৫,২৭৩ জন এবং লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি. মি.-এ ২৯৫ জন। জেলার উত্তরে দামোদর নদ ও বর্ধমান জেলা, পূর্বে বর্ধমান ও হুগলি জেলা, পশ্চিমে পুরুলিয়া জেলা এবং দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলা। দুটি মহকুমা হল বাঁকুড়া সদর ও বিষ্ণুপুর। রেশমশিল্পের এবং মাটির অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের প্রধান কেন্দ্র।

বীরভুম ॥

বর্ধমান বিভাগের অন্তর্গত এই জেলার আয়তন ৪,৫৫০ বর্গ কি. মি.। লোকসংখ্যা ১৭,৭৫,৯০৯ এবং জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি. মি.-এ ৩৯০ জন। জেলার উত্তরে বিহার রাজ্য ও মুর্শিদাবাদ জেলা, পূর্বে মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলা, দক্ষিণে অজয় নদ ও বর্ধমান জেলা, পশ্চিমে বিহার রাজ্য। দুটি মহকুমা হল সিউড়ি এবং রামপুরহাট।

জেলার মাটি সাধারণতঃ লাল, পশ্চিম দিকের জমি পাথুরে ও উঁচু নীচু। ছোট ছোট পাহাড় আছে। সাঁওতাল মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীর বাস রয়েছে। জেলার ৭৬.৫ ভাগ জমিতে চাষাবাদ হয়। জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ খেতমজুর।

পুরুলিয়া ॥

আয়তন ৬,২৫৯ বর্গ কি. মি.। লোকসংখ্যা ১৬,০২,৮৭৫ জন। তফশিল সম্প্রদায়ভুক্ত ২,৪০,৩৫১ জন এবং আদিবাসী ৩,১৩,৭৯৩ জন। শহরে বাস করে মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৮.২৬ জন। শিক্ষিতের হার শতকরা ২১.৫০ জন। সতেরটি থানা, কুড়িটি ব্লক, ২,৪৯৫টি গ্রাম এবং তিনটি মিউনিসিপ্যাল শহর সহ সাতটি শহর আছে এই জেলায়। জেলার উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিমে বিহার রাজ্য, পূর্বে বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলা। মাহাতো সম্প্রদায়ের লোক-সংখ্যাই বেশী। তাছাড়া আছে ভূমিজ, মুণ্ডা কুইরী, আদিবাসী (সাঁওতালই বেশী), খেরিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক।

হুগলি ॥

বর্ধমান বিভাগের অন্তর্গত এই জেলার আয়তন ৩,১৪৫ বর্গ কি. মি.। লোক সংখ্যা ২৮,৭৩,৭৭৭। জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি. মি.-এ ৯১৩। জেলার পূর্বদিকে হুগলি নদী, পশ্চিমে বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলা, উত্তরে বর্ধমান এবং দক্ষিণে হাওড়া জেলা। এই জেলার চারিটি মহকুমা হল—হুগলি সদর, চন্দননগর, শ্রীরামপুর ও আরামবাগ। জেলায় ১৭টি ব্লক, ২০টি থানা, ১,৯৯৯টি গ্রাম এবং ১৮১টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। এক সময় হুগলি ছিল বর্ধমান জেলার অন্তর্গত। ১৭৯৫ খৃঃ স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে গঠিত হয় শাসন-কার্যের সুবিধার জন্য। ভাগীরথীর পলিমাটিতে সৃষ্টি জেলাটি সমতল ভূমি। জেলাটির সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য সুপ্রাচীন।

বর্ধমান ॥

আয়তন ৭,০২৮ বর্গ কি. মি.। লোকসংখ্যা ৩৯,১৬,১৭৪ জন এবং লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি. মি.-এ ৫৫৭ জন। জেলার উত্তরে বীরভুম ও মুর্শিদাবাদ জেলা, পূর্বে ভাগীরথী নদী ও নদীয়া জেলা, দক্ষিণে হুগলী ও বাঁকুড়া জেলা এবং পশ্চিমে বিহার রাজ্য। জেলার মহকুমা চারটি: বর্ধমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদর, আসানসোল, কাটোয়া ও কালনা। রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্গত এই এই জেলা ধান চাষের জন্য বিখ্যাত। রাণীগঞ্জে পাওয়া যায় কয়লা, দুর্গাপুরে গড়ে উঠেছে শিল্প সমাবেশ।

মুর্শিদাবাদ ॥

প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্তর্গত এই জেলার আয়তন ৫৩৪১ বর্গ কিঃ মিঃ। লোকসংখ্যা ২৯,৪০,২০৪ এবং লোক বসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ এ ৫৫০ জন। গ্রামের মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। প্রধান ফসল পাট হলেও, ধান উৎপাদনে জেলা স্বয়ং সম্পূর্ণ।

জেলার মহকুমা চারটি : সদর বা বহরমপুর, লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দী।

জেলার উত্তরপ্রান্তে ভাগীরথীর ওপর ফরাক্কা বাঁধ অবস্থিত। মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস সুপ্রাচীন। পলাশী যুদ্ধ কালে মুর্শিদাবাদ ছিল স্বাধীন বাঙলার রাজধানী এবং ব্রিটিশ আমলে কলকাতায় রাজধানী স্থানান্তরের আগে মুর্শিদাবাদ ছিল সুবে বাঙলার রাজধানী।

মালদহ ॥

জলপাইগুড়ি বিভাগের অন্তর্গত এই জেলার আয়তন ৩৭১৩ বর্গ কিঃ মিঃ। লোক সংখ্যা ১৬,১২,৬৫৭ জন এবং লোক বসতির ঘনত্ব প্রতিবর্গ কিঃ মিঃ এ ৪৩৪ জন। এই জেলার উত্তরে পশ্চিম দিনাজপুর ও বিহারের পূর্ণিয়া জেলা, দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ জেলা, পূর্বে বাঙলাদেশ এবং পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ জেলা ও বিহার রাজ্যের সাঁওতাল পরগণা ও পূর্ণিয়া জেলা। জেলায় মহকুমা একটি।

পশ্চিম দিনাজপুর ॥

জলপাইগুড়ি বিভাগের অন্তর্গত এই জেলার আয়তন ৫২০৬ বর্গ কিঃ মিঃ। লোক সংখ্যা ১৮,৫৯,৮৮৭। লোক বসতির ঘনত্ব প্রতিবর্গ কিঃ মিঃ-এ ৩৫৭ জন। মহকুমা তিনটি : বালুরঘাট (সদর), রায়গঞ্জ ও ইসলামপুর। জেলার উত্তরে দার্জিলিং জেলা ও বাঙলাদেশ, পূর্বে বাঙলাদেশ, দক্ষিণে বাঙলাদেশ ও মালদহ জেলা, পশ্চিমে মালদহ জেলা ও বিহার রাজ্য। বহু আদিবাসীর বাস এই জেলায়। আবাদী জমির পরিমাণ ১২,৫২,১৪৬.১৬ একর। কৃষিনির্ভর এই জেলায় বড় কোন কারখানা নেই।

দার্জিলিং ॥

জলপাইগুড়ি বিভাগের অন্তর্গত এই জেলার আয়তন ৩০৭৫ বর্গ কিঃ মিঃ। লোকসংখ্যা ৭,৮১,৭৭৭ এবং লোক বসতির ঘনত্ব প্রতিবর্গ কিঃ মিঃ-এ ২৫৪ জন। জেলার উত্তরে সিকিমরাজ্য, পূর্বে ভূটান ও জলপাইগুড়ি জেলা, দক্ষিণে বাঙলাদেশ, পশ্চিম দিনাজপুর ও বিহার এবং পশ্চিমে নেপাল। চারটি মহকুমা : দার্জিলিং, কার্সিয়াং, কালিম্পং ও শিলিগুড়ি। জেলার অধিকাংশ অধিবাসীই নেপালী, তাছাড়া আছে লেপচা, ভুটিয়া ও তিব্বতী। জেলার অন্যতম সরকারী ভাষা নেপালী

দার্জিলিং-এর চা জগৎ বিখ্যাত। মংপুতে সিংকোনার চাষ হয়।

জলপাইগুড়ি ॥

আয়তন ৬২৪৫ বর্গ কিঃ মিঃ। লোকসংখ্যা ১৭,৫০,১৫৮ জন। লোকবসতির ঘনত্ব প্রতিবর্গ কিঃ মিঃ-এ ২৮০ জন। মোট জনসংখ্যার ১,৬৮,০৮০ জন শহরবাসী; ৫,৯৫,৪২৪ জন তফশিল সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ৪,১৮,৫৯৫ জন আদিবাসী। দুটি মহকুমা : সদর ও আলিপুরদুয়ার; মোট থানা তেরটি এবং ব্লক তেরটি। উত্তরে দার্জিলিং ও ভুটান, পূর্বে আসামের গোয়ালপাড়া, দক্ষিণে কোচবিহার এবং পশ্চিমে বাঙলাদেশ।

জেলাটি সবুজ অরণ্য ও চা বাগিচায় ঘেরা। চা বাগিচায় সর্বপ্রথম কাজ সুরু হয় ১৮৭৪ খৃঃ। জেলার চা বাগিচার সংখ্যা একশত একান্ন। উত্তর বাঙলার ধান ও চা উৎপাদনের বৃহত্তম জেলা জলপাইগুড়ি।

কোচবিহার ॥

জলপাইগুড়ি বিভাগের অন্তর্গত এই জেলার আয়তন ৩৩৮৬ বর্গ কিঃ মিঃ। পশ্চিমবাঙলার মোট আয়তনের ৪.৩৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শতাংশ। লোকসংখ্যা ১৪,১৪,১৮৩। শহরের লোকসংখ্যা ৯৬৭৩২, গ্রামের লোকসংখ্যা ১৩১৫৪১৬ জন। শিক্ষিতের হার গড়ে ২১.৯৯ জন। পুরুষ ৩২.৩৮ এবং নারী ১৫.০৩ জন। জনবসতির ঘনত্ব প্রতিবর্গ কিঃ মিঃ-এ ৪১৮। জেলার উত্তরে জলপাইগুড়ি জেলা, পূর্বে আসামের গোয়ালপাড়া, দক্ষিণে ও পশ্চিমে জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশ ও বাঙলাদেশের রংপুর জেলা। জেলার পাঁচটি মহকুমা হল: কোচবিহার সদর, তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙা ও মেখলীগঞ্জ। মূল্যবান গাছপালা ও নানাজাতের বন্যপ্রাণী আছে। তিস্তা, ধরলা, জলঢাকা, তোরসা, কালজানি, রায়ডাক বা সংকোশ, গদাধর প্রধান নদ-নদী। ধান, পাট ও তামাকের চাষ হয়। জেলার একাণি ভাগ লোকই কৃষিজীবী। মোট জন সংখ্যার ৯৬.১৩ জন বাঙলাভাষী। আদিবাসীরা সাধারণত দ্বিভাষী।

স্বাক্ষরতার হিসাব:

		জনসংখ্যার শতাংশ	পুরুষ	স্ত্রী
পশ্চিমবাঙলা	গ্রাম	২১.৬৪%	৩২.৮৬%	৯.৭৩%
	শহর	৫২.৮৯%	৫৯.৫৯%	৪৩.৩৩%
কোচবিহার	গ্রাম	১৮.২৯%	২৮.৮৫%	৬.৫৫%
	শহর	৫৬.৯৭%	৬৩.৬১%	৪৮.৪২%

জেলার ধর্মবিশ্বাসীদের পরিসংখ্যান: হিন্দু ৭৬.০৫%; ইসলাম ধর্মাবলম্বী ২৩.৭৭; জৈন ০.০৭%, শিখ ০.০২% এবং বৌদ্ধ ০.০১%। বেশ কিছু খৃস্টানও আছে।

হাওড়া॥

প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত এই জেলাটির আয়তন খুবই কম, মাত্র ১৪৭৪ বর্গ কিঃ মিঃ। জেলার লোকসংখ্যা ২৪,১৭,২৮৬ জন এবং লোক বসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ-এ ১৬৪০। মোট জনসংখ্যার ১৩,১৮,২৭০ পুরুষ এবং মহিলা ১১,০১,৮২৫। শহরবাসী ১০,১৪,০৩২ এবং গ্রামের মানুষ ১৪,০৬,০৬৩। শিক্ষিত মানুষের হার ৩৯.৬৭%; মোট সংখ্যা ৯,৬০,১৫২; পুরুষ ৬,৫১,৪৯৬ (৪৯.৪২%) এবং নারী ৩,০৮,৬৫৫ (২৮.০১%)। দুটি মহকুমা হল: হাওড়া সদর ও উলুবেড়িয়া। এই জেলার উত্তরে হুগলি জেলা, পূর্বে হুগলি নদী, কলকাতা ও চব্বিশ-পরগণা, দক্ষিণে ও পশ্চিমে রূপনারায়ণ নদী এবং মেদিনীপুর জেলা।

[আয়তন ও লোকসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য ১৯৭১ খৃঃ সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট

কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ইংরেজ রাজত্বের আগে ভারতবর্ষে তথা কলকাতায় দু'রকমের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। চরক ও শুশ্রুত বর্ণিত আয়ুর্বেদ (১৫০০—৭০০ বি. সি.) চিকিৎসা ব্যবস্থা ভারতবাসীর কাছে ছিল সমাদৃত।

আয়ুর্বেদ সংস্কৃত ও ইউনানি উর্দ্দুর মাধ্যমে শেখান হত। মেজর জেনারেল এ, হুটন ডাইরেক্টর জেনারেল অফ মেডিকেল সার্ভিস স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি যে পাচ শত বৎসর পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমান চিকিৎসকের নৈপুণ্য য়ুরোপের চেয়ে অনেক বেশী উন্নতমানের ছিল।

আয়ুর্বেদিক ও ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতির মান দিন দিন অত্যন্ত নিম্নমুখী হয়ে পড়ছিল। তার কারণ এই পদ্ধতির উন্নত মানে স্থিতিশীলতা রক্ষা করার প্রয়াস ও সাধনার একান্ত অভাব।

দেশীয় চিকিৎসার অধীনে কলকাতায় ইংরেজ তাদের চিকিৎসা করান নিরাপদ মনে না করায় ও বিরাট ঝুঁকির সম্ভাবনায়, কলকাতায় য়ুরোপীয় চিকিৎসা পদ্ধতি প্রবর্তনে বদ্ধপরিকর হয়। তখন অল্প সংখ্যক ভারতীয় ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইংরেজ চিকিৎসকের অধীনে শিক্ষা লাভের সুযোগ গ্রহণ করেন, এবং তারা সমাজে কম্পাউণ্ডার নামে পরিচিত হন। এরাই পরবর্তী জীবনে একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চিকিৎসক রূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় প্রথম য়ুরোপীয়দের জন্যে একটি দোতলা বাড়ীতে হাসপাতাল খোলা হয়। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ফোর্ট উইলিঅমের উপদেষ্টা পরিষদ হাসপাতাল স্থাপনের জন্য কবরখানার কাছে একটি স্থান নির্বাচণ করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই জমি কেনার জন্য দুই হাজার টাকা দান করে, বাকী টাকা জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়।

পরে ঐ কবরখানা সেন্ট জনস্ গীর্জায় রূপান্তরিত হয়। এবং এই হাসপাতাল ছিল কবরখানাব উত্তর দিকে। আজও কবরখানার স্মৃতিফলকের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অন্যতম জব চার্ণকের স্মৃতিস্তম্ভ। কবরের কাছাকাছি জায়গায় হাসপাতাল খোলার পরিকল্পনার কারণ ছিল তৎকালীন রোগজনীত মৃত্যুহারের আধিক্য।

নবাব সিরাজদৌলার ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতা আক্রমণের জন্য সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া হেতু সৈন্যদের জন্য একটি সতন্ত্র হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে। তারই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিতে ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে খিদিরপুরে একটি সাময়িক সামরিক হাসপাতাল খোলা হয়। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি জেলের কাছে বাগানবাড়ী কিনে সরকার সাধারণ হাসপাতাল খোলে কেবলমাত্র য়ুরোপীয়দের চিকিৎসার জন্য। সেটাই বর্তমানে এস. এস. কে. এম. (পি-জি) হাসপাতাল নামে পরিচিত। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে সৈন্যদের ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য রোগ প্রতিষেধক ইনজেকশন ও টীকা প্রদানের জন্য দমদমে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ধর্মতলায় খোলামেলা জায়গায় তিনচারটি বাড়ী নিয়ে আর একটি হাসপাতালের জন্ম ঘটে।

চৌরঙ্গীর নিকটবর্তী পার্কস্ট্রীটে ১৮১৪ খৃষ্টাবে ১২ই জুন কাউন্টেস অফ লাউডন অ্যাণ্ড ময়রা ক্যালকাটা লাইংইন হস্পিটাল স্থাপন করেন এবং এখানে ভর্তির জন্য ফোর্ট উইলিয়মে মেসার্স চীজ্ অ্যাণ্ড লাক্সমুর-এর নিকট আবেদন করতে হত।

প্রথম চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয় ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২০ জন ছাত্র নিয়ে। তখন ছাত্রদের মাসিক আট টাকা বৃত্তি দেওয়া হত, এবং শিক্ষান্তে চাকুরিতে যোগদান করলে বেতন ১৫ টাকা এবং ফিল্ড সার্ভিসের জন্য অতিরিক্ত দশ টাকা ভাতা দেওয়া হত।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে ২২ মে তারিখে বৃটিশ সরকার উন্নত মানের পাশ্চাত্য চিকিৎসার জন্য মেডিকেল বোর্ড গঠন করেন।

মেডিকেল স্কুল প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে অক্টোবরে। সার্জেন জেমস্ জেমিসন প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন আট শত টাকা বেতনের বিনিময়ে। এই মেডিকেল স্কুলে একজন মুন্সি ৬০ টাকা, রাইটার ৩০ টাকা ও পিয়ন ৫ টাকা বেতন পেতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া অনূদিত হয় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে।

উক্ত মেডিকেল স্কুলের শিক্ষার জন্য সংস্কৃত ক্লাশগুলি কলকাতা সংস্কৃত কলেজে এবং উর্দু কলকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষা দেওয়া হত। সংস্কৃত কলেজে ও কলকাতা মাদ্রাসায় তিন বছরের পাঠ্যক্রম চালু হয় এবং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ছাত্র সংখ্যা ২০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ হয়।

য়ুরোপীয় চিকিৎসার প্রাথমিক পর্বের একটি প্রামাণ্য দলিল।

ছাত্রদের বেতন :

প্রথম বর্ষে মাসিক— ৭ টাকা
দ্বিতীয় বর্ষে মাসিক— ৯ টাকা
তৃতীয় বর্ষে মাসিক— ১২ টাকা

পরীক্ষা পাশের পর, চাকুরীতে প্রবেশের পর :

প্রথম বর্ষে—	৩০ টাকা মাসিক
সাত বছর পর—	৪০ টাকা মাসিক
১৪ বছর পর—	৫০ টাকা মাসিক
২০ বছর পর—	পেনসনের সুযোগ ছিল দেশীয় অফিসারের মত।

উইলিআম বেন্টিঙ্কের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ যে তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানকে বিদ্যালয় থেকে কলেজে রূপান্তরিত করেন। এবং বর্তমান কলকাতা মেডিকেল কলেজ অধুনা হিন্দু কলেজের নিকট একটি পোড়া বাড়ীতে শুরু হয় ১৮৩৫ খৃঃ।

প্রথম অধ্যক্ষ রূপে মেডিকেল কলেজে ১২০০ শত টাকা মাসিক বেতনের সহকারী সার্জেন বার্মলে যোগ দেন। এবং তার সহকারী রূপে মাসিক ৬০০ শত টাকা বেতনে ডাক্তার এইচ. কে. গুডইভ যোগদান করেন।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করে ভারতের ইতিহাসে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রমথ পথিকৃত রূপে আত্ম প্রকাশ করেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ১৮ এপ্রিল ২০ শয্যা সমন্বিত হাসপাতাল ও বহির্বিভাগ এবং ঔষধ সরবরাহের বিভাগও খোলা হয়।

প্রথম মেডিকেল কলেজের পরীক্ষা গৃহীত হয় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ১০ অক্টোবর। প্রথম পরীক্ষায় সফলকাম ছাত্রদের নাম : উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত, রামকৃষ্ণ দে এবং নবীনচন্দ্র মিত্র। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরই মাসিক একশত টাকা বেতনে সহ সহকারী সার্জেনরূপে তারা নিযুক্ত হন।

গবেষণাগার, ম্যুজিঅম, গ্রন্থাগার এবং হাসপাতালের ব্যবস্থা সমন্বিত কলেজের প্রথম বাড়ী নির্মিত হয় ১৮৩৯ খৃঃ। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে একশতটি শয্যা সমন্বিত প্রথম মহিলা বিভাগ খোলা হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক বাজেটের অনুলিপি তুলে ধরা হল, সে সময়ের অবস্থা বোধগম্য হবার জন্য। নতুন হাসপাতালের জন্যই এই বাজেট :

২ ফিজিসিয়ান—কোন খরচ নথিভুক্ত নেই
২ সার্জেন—কোন খরচ নথিভুক্ত নেই
১ স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ—কোন খরচ নথিভুক্ত নেই

১ হাউস সার্জেন—	৩০০ টাকা
১ হাউস ফিজিসিয়ান—	১০০ টাকা
১ য়ুরোপীয় এ্যাপথোকারী—	১৫০ টাকা
১ য়ুরোপীয় ষ্টুয়ার্ট—	১৫০ টাকা
১ হাউস সার্জন (লাইং ইনওয়ার্ড)—	১০০ টাকা
হাসপাতাল এসট্যাবলিশমেণ্ট, নার্সেস, সার্ভেণ্টস্ ইত্যাদি	—৫৯৪ টাকা
পথ্য ১০০ য়ুরোপীয় রোগীর জন্য—	৭০০ টাকা
পথ্য ২৫০ ভারতীয় রোগীর জন্য—	৫০০ টাকা
বিদ্যুৎ—	৪০ টাকা
বিবিধ—	৫০ টাকা
হাসপাতাল ডিসপেনসারী—	৭০ টাকা
বহির্বিভাগে ডিসপেনসারী—	৭০ টাকা

যারা মেডিকেল কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হতেন, তাদের সহ-সহকারী সার্জেনরূপে নিয়োগ করা হত এবং কেউ কেউ প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করতেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ থেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিকিৎসা পদ্ধতির মান উন্নীত করা হয়। এবং তিন বছরের বদলে পাঁচ বছরের শিক্ষাক্রম চালু হয়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়েল কলেজ অফ সার্জেন, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, এবং ইংলণ্ডের এ্যাপথোকার সংস্থা এই শিক্ষাকে বাঙলা মেডিকেল কলেজ শিক্ষাক্রমরূপে অনুমোদন দেয়।

বৃটিশ শাসিত ভারতে এই প্রতিষ্ঠানই প্রথম য়ুরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষাগত ও পেশাগত শিক্ষাক্রম চালু করার সুযোগ পায়। এই সময় বাবু মতিলাল শীল বড় হাসপাতাল করার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে একখণ্ড জমি দান করেন। অধ্যাপক গুডইভ-ই প্রথম চারজন ভারতীয় ছাত্রকে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইংলণ্ডে পাঠান। তারা হচ্ছেন—বি. এন. বোস. গোপালচন্দ্র শীল, দ্বারকনাথ বোস, সূর্যকুমার চক্রবর্তী। তাদের এই বিদেশ যাত্রা ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান জগতে ক্রান্তিক্ষণ রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। তারা বিদেশ যাত্রা করেন ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ১৮ মার্চ।

দ্বারকানাথ ঠাকুর দুজন ছাত্রের, অধ্যাপক গুডইভ একজনের ও মুর্শিদাবাদের নবাব একজনের এই উচ্চ শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করেন। এদের মধ্যে ভোলানাথ বসু ও সূর্য চক্রবর্তী প্রথম এম. ডি. ডিগ্রি পান। চক্রবর্তী পরবর্তী জীবনে আই. এম. সার্ভিস-এ যোগ দেন এবং মৃত্যু সময় পর্যন্ত তিনি মেটেরিয়া মেডিক্যার অধ্যাপক ছিলেন। দ্বারকানাথ বসু লণ্ডনের এম্ বি এবং এফ. আর. সি. এস. ডিগ্রি পেয়েছিলেন।

বড় হাসপাতাল সৃষ্টি হয় ১৮৫২ খৃঃ এবং এই হাসপাতলের এখন পর্যন্ত এইটিই সর্ব পুরাতন বিল্ডিং।

এই হাসপাতাল বাড়ীটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন গভর্ণর জেনারেল ডালহৌসী ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ৩০ সেপ্টেম্বর।

ইডেন হাসপাতাল সৃষ্টি হয় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে। এজরা হাসপাতাল খোলা হয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে চক্ষু বিভাগের উদ্বোধন হয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সর্বসাকুল্যে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৪৫০ শয্যা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে অধ্যক্ষ জি. বম্পফোর্ড এবং সার্জেন রিচার্ড হ্যাভলক চার্লস আধুনিক শল্যবিভাগ পরিকল্পনা করেন। এবং তারই ফলশ্রুতি আমরা প্রিন্স্ অব ওয়েলস্ শল্য চিকিৎসা বিভাগের আধুনিকরূপে পক্ষ। এই বিভাগ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ৮৮ শয্যা নিয়ে খোলা হয়। (অতি সম্প্রতি এই প্রিন্স অব ওয়েলস্ হাসপাতালের নাম পরিবর্তন করে মহামতি ডেভিড হেয়ারের নামে করা হয়েছে—"ডেভিড হেয়ার ব্লক")

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজের শতবার্ষিকী পূর্তি উপলক্ষে নিউ স্যর জন অ্যাণ্ডারসন ব্লকের উদ্বোধন হয়। এবং এখানে এমারজেন্সি রুগীদের চিকিৎসা হ'য়ে থাকে।

এই ভাবে আজকের মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল অনেক নতুন অভিনব পথ পরিক্রমার পর তার ঐতিহ্যের ধারা বহন করে চলেছে। বর্তমানে মেডিকেল কলেজে **মোট শয্যা সংখ্যা পনের শতেরও বেশী।**

স্বাধীনত্তোর ভারতে চিকিৎসা ব্যবস্থার আশাতীত উন্নতি হয়েছে এবং কলকাতার বা পশ্চিমবাঙলার চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাবনীয় রূপান্তর ঘটেছে। ১৯৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৭৬ খৃঃ এই চারটি বছর কলকাতার চিকিৎসা জগতে যুগান্তরকারী সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার মানকে অনেক উন্নত স্তরে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা চলেছে। হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ও শিক্ষা পদ্ধতির আধুনিকীকরণ হয়েছে। আয়ুর্বেদ শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্নাতোকোত্তর পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। হোমিওপ্যাথি ডিগ্রিকোর্স চালু হয়েছে। আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথি গবেষণার বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে সরকারী আনুকুল্যে।

বর্তমান মন্ত্রীসভার অন্যতম স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতকুমার পাঁজার অবদানকে পশ্চিমবাঙলাবাসী তথা কলিকাতাবাসী চিরকাল স্মরণে রাখবে। মেডিকেল কলেজের ১৯৭৩—১৯৭৬ এই চারটি বছর একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়রূপে ইতিহাসের পাতায় স্বীকৃতি পাবেই। অধ্যক্ষ ডাঃ বিজয় চক্রবর্তীর দৃঢ়তা পূর্ণ প্রশাসনে কলেজ ও হাসপাতালে শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগে সুযোগসুবিধা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্প্রসারিত ও প্রবর্তিত হয়েছে। ক্যানসার রোগের সর্বাধুনিক সম্ভাব্য সকল প্রকার চিকিৎসার সুযোগ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌছুতে চলেছে। আই ব্যাঙ্ক, রেটিনা রিসার্চ প্রভৃতি ব্যাপারে চক্ষু বিভাগে ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পৃথিবীর, এশিয়ার তথা ভারতের ও পশ্চিম বাঙলার অন্যতম বৃহৎ ও কর্মচঞ্চল হাসপাতাল। মেডিকেল কলেজের ভাবমূর্তি দিন দিন সুদৃঢ় হচ্ছে। এর জন্য ছাত্র, চিকিৎসক, নার্স, কর্মচারিদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস প্রশংসার যোগ্য। বর্তমান অধ্যক্ষ ডাঃ বিজয় চক্রবর্তীর নিরলস পরিশ্রমে কর্মচারীদের ও সকল স্তরের ছাত্র ও চিকিৎসা নার্সনের মধ্যে কর্মোদ্যোগের মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান মেডিকেল কলেজের যে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে তার মধ্যে তিনজনের অবদান ইতিহাস অস্বীকার করবে না। তারা হচ্ছেন :—ডাঃ মদন চৌধুরী (আর. এস.—জেনারেল সার্জারী), ডাঃ সনৎ মণ্ডল (আ. পি.), ডাঃ গীতা চৌধুরী (আর. এস.—ইডেন)। ৮

হাসপাতাল প্রশাসনে নতুন রূপের প্রকাশ সর্বত্র অনুভূত হচ্ছে। প্লাষ্টিক সার্জারী, থোরাসিক ইউনিট, নিউরোলজী—ডায়েবেটিক বায়ে-কেমেষ্ট্রি, ডিপার্টমেন্টের মান অনেক উন্নত হয়েছে।

গ্রীন ওয়ার্ড ভেঙে আটতলা নতুন বাড়ী প্রস্তুতির পথে, অর্থাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অসমাপ্ত রয়েছে। এই কাজটি সমাপ্ত হলে কলকাতাবাসী তথা পশ্চিম বাঙলার সাধারণ মানুষের বিশেষ উপকার হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পরিবার পরিকল্পনা জাতির সামনে কঠোর চ্যালেঞ্জ এনেছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক এম. টি. পি. ট্রেনিং সেন্টার (পূর্বাঞ্চল) এখানে খোলা হয়েছে, বর্তমান অধ্যক্ষের প্রেরণায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এই জাতির কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ন বিশেষ প্রসংশনীয়ভাবে সম্পাদিত হতে চলেছে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চিকিৎসকেরা এই হাসপাতালে সঙ্গে যুক্ত।

সভ্যতার সঙ্কটের সঙ্গে মানসিক রোগ প্রবণতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে সমাজে। মানসিক ব্যাধিকে সম্পূর্ণ মানবিক ও আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক ভাবে সুযোগ্য ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের নেতৃত্বে মোকাবিলা করার ব্যবস্থা এই হাসপাতালে আছে।

বহির্বিভাগে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশী রোগী সম্ভবতঃ এই হাসপাতালে চিকিৎসিত হতে আসেন। দৈনিক বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যা পাঁচ হাজারের মত।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মহান নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ২০ দফা কর্মসূচী বাস্তব রূপায়ণ এই হাসপাতালে প্রতিফলিত হয়। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লক্ষ লক্ষ আর্ত রোগী চিকিৎসিত হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে এসে থাকে এবং অধিকাংশই আরোগ্যলাভ করে—এটা অত্যন্ত গর্বের ও আশার। ছাত্ররা এখানে কর্তব্যসচেতন এবং রুগীস্বার্থ সংরক্ষণে তৎপর। কর্মচারীদের মধ্যে কর্মে সচেতনতাবোধ, শৃঙ্খলাপরায়নতা, সর্বোপরি হাসপাতালের মর্যাদা রক্ষার জন্য মানসিকতা আশাপ্রদ।

এই বিরাট কর্মযজ্ঞের কোথাও কোথাও নিশ্চয় ভুল ত্রুটি থাকা সম্ভব। তা সত্ত্বেও বলবো—মেডিকেল কলেজ—মেডিকেল কলেজই। এর তুলনা বিরল। ভারতের তথা পশ্চিম বাঙলার গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হয়ে থাক এই মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। আমাদের গর্ববোধ করতে যেন দ্বিধা না আসে।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচি

১। অত্যাবশ্যক পণ্যের মূল্যমান হ্রাস করার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা। অত্যাবশ্যক পণ্যের উৎপাদন, সংগ্রহ ও বণ্টন সুনির্দিষ্টভাবে বজায় রাখা। সরকারী ব্যয় কঠোরভাবে সঙ্কোচ করা।

২। কৃষিজমির সর্বোচ্চ সীমা কার্যকর করা এবং উদ্বৃত্ত জমি দ্রুত বণ্টন ও ভূমিসংক্রান্ত রেকর্ড সংকলিত করা। আদিবাসী জনগণ যাতে তাঁদের ভূমি থেকে বঞ্চিত না হন তা সুনিশ্চিত করা সম্পর্কে বিশেষ যত্ন নেওয়া হবে।

৩। গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীন ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের জন্য বাস্তুজমির ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা।

৪। বেগার শ্রমিক প্রথা যেখানে বিদ্যমান সেখানে তা বেআইনী ঘোষণা করা।

৫। গ্রামীণ ঋণ বিলোপের পরিকল্পনা। ভূমিহীন শ্রমিক, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক যাঁদের জমির পরিমাণ দুই হেক্টেয়ারের কম এবং গ্রামীণ কারিগরদের ঋণ পরিশোধ স্থগিত রাখা সম্পর্কে আইন প্রণয়ন।

৬। ন্যূনতম কৃষি মজুরী আইনের পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনমতো ন্যূনতম মজুরীর যথাযোগ্য বৃদ্ধি।

৭। আরো ৫০ লক্ষ হেক্টেয়ার জমি সেচের আওতায় আনা হবে। ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারের জাতীয় কর্মসূচি এবং বিশেষ করে খরাপ্রবণ এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য আরো সমীক্ষা।

৮। প্রবর্ধক বিদ্যুৎ কর্মসূচি। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে সুপার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন।

৯। হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা। তন্তুবায়দের অধিকতর নিরাপত্তা বিধানের জন্য হস্তচালিত তাঁতশিল্পের সংরক্ষণ নীতির আধুনিকীকরণ।

১০। জনতা বস্ত্রের সরবরাহ ও মানের উন্নতিবিধান।

১১। শহর ও শহরপ্রবণ জমির সামাজিকীকরণ। খালি জমি এবং নতুন বাসগৃহের ভিত পর্যন্ত গাঁথুনির মালিকানা ও দখলের সর্বোচ্চ সীমা।

১২। বিরাট নির্মানকার্যের মূল্যায়ন এবং কর ফাঁকি রোধের জন্য বিশেষ স্কোয়াড গঠন। অর্থনৈতিক অপরাধের সরাসরি বিচার এবং নিবর্তনমূলক শাস্তি প্রদান।

১৩। চোরাচালানকারীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন।

১৪। বিনিয়োগ পদ্ধতি উদার করা। আমদানি লাইসেন্স অপব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা।

১৫। শিল্প পরিচালনায়, বিশেষ ক'রে নিম্নস্তরে, শ্রমিকদের অংশগ্রহণ এবং উৎপাদন কর্মসূচি প্রবর্তনের নতুন পরিকল্প।

১৬। সড়ক পরিবহণে জাতীয় পারমিট পরিকল্প।

১৭। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য আয়করের ছাড়—ছাড়ের সীমা ৮,০০০ টাকা।

১৮। হোস্টেলের ছাত্রদের কণ্ট্রোল দরে অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ।

১৯। ছাত্রদের কণ্ট্রোল দরে বই, কাগজ ও কালি সরবরাহ, পুস্তক ব্যাঙ্ক স্থাপন।

২০। কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য নতুন শিক্ষানবিশী পরিকল্প। শিক্ষানবিশ গ্রহণের সময় তপসিলী জাতি ও আদিবাসী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং শারীরিক অন্তরায়গ্রস্ত ব্যক্তিরা যাতে ন্যায়বিচার পান তা সুনিশ্চিত করা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীঅরবিন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী৺কালীপূজা

নব যুবক সঙ্ঘ

৬৯, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

১৩৮২ সালের কার্য-নির্বাহক সমিতি

প্রধান পৃষ্ঠপোষকমণ্ডলী—

সর্বশ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ (খাদ্যমন্ত্রী)
বারিদবরণ দাস (সভাপতি প. যু. কং)
প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সী (এম. পি.)
প্রদীপ ভট্টাচার্য্য (রাষ্ট্রমন্ত্রী)
লক্ষীকান্ত বোস (উপদেষ্টা প. যু. কং)
সুব্রত মুখার্জী (রাষ্ট্রমন্ত্রী)
পঙ্কজ ব্যানার্জী (স. সা. ভা. যু. কং)
সুনীতি চট্টরাজ (এম. এল. এ.)

পৃষ্ঠপোষকগণ—

সর্বশ্রী রমেন্দ্রমোহন দত্ত (বিচারপতি)
সমরেন্দ্র চন্দ্র দেব („)
জয়নাল আবেদিন (ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প মন্ত্রী)
অজিত পাঁজা (স্বাস্থ্য মন্ত্রী)
আনন্দমোহন বিশ্বাস (রাষ্ট্রমন্ত্রী)
কামনা ভট্টাচার্য্য (সভাপতি, ম. ক. জে. যু. ক.)
সৌগত রায় (সা. স. প. ব. প্র. ক. ক.)
সুদীপ বন্দোপাধ্যায়
কুমুদ ভট্টাচার্য্য (সভাপতি, প. ব. ছা. প.)
ধীরেন্দ্রনাথ বোস (কোষাধ্যক্ষ প. ব. প্র. ক ক.)
সোমেন মিত্র (এম্. এল. এ.)
ভোলা সেন (পুর্তমন্ত্রী, চেয়ারম্যান সি. এম. ডি. এ.)
ডাঃ বিজয় চক্রবর্তী, প্রিন্সিপাল (মে. ক.)
ডাঃ নরেশ মুখার্জী, সেক্রেটারী „ „
ডাঃ মদন চৌধুরী, আর. এস. „ „
ডাঃ মণ্ডল, আর. পি. „ „
ডাঃ গীতা চৌধুরী আর. এস. „ „
ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল
সর্বশ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
কার্ত্তিক বসু
অধ্যাপক যদুপ্রসাদ বসু
পরমানন্দ সিংহ রায়
সুবোধচন্দ্র মজুমদার
অধীরচন্দ্র রায়
অজয় শ্রীমানী
করুণাময় কুণ্ডু
নেপাল হালদার

সর্বশ্রী বিভূতি চক্রবর্ত্তী (ডি.সি.ডি.ডি.)
সুখরঞ্জন ব্যানার্জী (ডি.সি. নর্থ)
অজিত চ্যাটার্জী (এ. সি. নর্থ)
সুশীল রায়চৌধুরী (ও. সি.)
ভবানন্দ মুখোপাধ্যায়
গোপালচন্দ্র দাস
কেষ্টচন্দ্র ব্যানার্জী
নিরোদরঞ্জন গুহ
জ্যোতিপ্রকাশ সেন
মতিলাল দাস
দুলাল রায় (সা. স. ম. ক. জে. যু. ক,)
জাহাঙ্গীর সাত্তার (সা. স. ম. ক. জে. যু. ক.)
দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী
অমর দাস
ভি. এস্. ব্যানার্জী
রবীন্দ্রনাথ বোস
অনিলকুমার দাস (চেয়ারম্যান, সি. আই. টি.)
ভজনচন্দ্র নাগ
আর. এন. মুখার্জী (চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার, সি. এম. পি. ও.)
যুধিষ্ঠির দত্ত
জে. ডি. জৈন
সুধাংশু দাসগুপ্ত (সম্পাদক সি. আই. টি.)
দেবীপ্রসাদ রায়
ধনপতি দত্ত
অজিত ঘোষ
সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃষ্ঠপোষকগণ—

সর্বশ্রী নির্মলচন্দ্র দত্ত
শৈলেন বোস
অশোক ঘোষ
গোপালচন্দ্র দত্ত
রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
কল্যান দত্ত (এ. সি.)
হরেকৃষ্ণ দাঁ
বৈদ্যনাথ দত্ত
সন্তোষ নাগ
সমীর বসু
কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত
রঘুনাথ দে
অমল রায়
জ্যোতির্ম্ময় সেনগুপ্ত
শরদিন্দু রায়
বিমলেশ ঘোষ
হিমাদ্রি দত্ত (সা. স. ম. ক. জে. যু. ক.)
দীপক পাল („)
নিজামুদ্দিন তেওয়ারী (স. „)
প্রভাত চক্রবর্তী („)
মহঃ কুদ্দুস (কোষাধ্যক্ষ্য ম. ক. জে. যু. ক.)
সমীর দাঁ
কালীকুমার নাগ
ধীরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত
পঞ্চানন মুখার্জী
রমাপ্রসাদ দাশগুপ্ত
গিরীশচন্দ্র দে
প্রতাপ দে
বিনয় ব্যানার্জী
নির্মল দাস

সর্বশ্রী রবীন্দ্রনাথ বসু
চণ্ডীচরণ আঢ্য
রামদাস দত্ত
কান্তি ঘোষ
কিষাণকুমার ভালাটিয়া
ডাঃ এস্. আর. মিত্র
গোপালচন্দ্র নাগ
গোলক মিত্র
অরবিন্দ সিংহ রায়
নারায়ণ বিলাস ঘোষ
রবি চক্রবর্তী
অধীরকুমার রায়
নবলাল দে
দেবপ্রসন্ন মুখার্জী
লালমোহন দত্ত
সুনীলরঞ্জন নিয়োগী
বি. এন. বোস
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সব্যসাচী ব্যানার্জী (ও. সি.)
বি. এল. রাথি
অমূল্যরতন চক্রবর্তী
মণীন্দ্রভূষণ দত্ত
কালী মুখার্জী
রবীন্দ্রনারায়ণ আগরওয়াল
অরুণ গুহ
ডাঃ অরুণকুমার শীল
ঝাড়েশ্বর প্রসাদ পাল
পশুপতি ঘোষ
নির্মল নাহার
শক্তিব্রত কর মহাপাত্র
প্রফুল্ল ভৌমিক
লক্ষ্মীকান্ত গাঙ্গুলী

সভাপতি—

শ্রীতিনকড়ি বারিক

সহ-সভাপতিগণ—

সর্বশ্রী অমরেন্দ্রনাথ দত্ত
দুর্গাশঙ্কর বোস
ডাঃ সুকান্তি হাজরা
কানাইলাল ঘোষ
ডাঃ হারাধন সরকার
ডাঃ হারাধন গাঙ্গুলী

শ্রীদীপেন কুমার
শ্রীদেবব্রত চক্রবর্তী
বৈদ্যনাথ দত্ত
শৈলেন্দ্রনাথ বসু
প্রশান্তকুমার ঘোষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রধান উপদেষ্টা—	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মহান্তী	
সংগঠন সম্পাদক—	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দত্ত	
সংগঠক মণ্ডলী—	শ্রীস্বাধীন ভট্টাচার্য „ দীপক দাস „ মাণিক জয়সওয়াল	শ্রী যতীন্দ্রনাথ ঘোষ „ লক্ষণ সিং
যুগ্ম সম্পাদক—	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় তপাদার	শ্রীসুকৃতি দত্ত
সহঃ-সম্পাদকগণ—	শ্রীশিব সাহা	শ্রীবয়েনেন্দু ভট্টাচার্য্য
কোষাধ্যক্ষ—	শ্রীবিশ্বনাথ বসাক	
কার্য্যালয় সম্পাদকদ্বয়—	শ্রীশৈলপতি চ্যাটার্জী „ সেবাব্রত সরকার	শ্রীকেদার দত্ত
হিসাব-পরীক্ষক—	শ্রীরথীন দাস (সি. এ.)	
প্রচার বিভাগ—	শ্রীপ্রদীপ নাগ	শ্রীশিবনাথ সেনগুপ্ত
শিল্প নির্দেশক—	শ্রীপরিমল চৌধুরী	
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—	মহঃ সামসুজ্জোহা (এম. এল. এ.)	
সহঃ সভাপতি—	শ্রীসুপ্রভাত মুখার্জী „ গোপাল মিত্র	শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য „ অনিল দাস
সম্পাদকমণ্ডলী—	শ্রীশঙ্কর ঘোষ „ অশোক বসু „ জগদীশ্বর দাস	শ্রীনীলমনি মুখোপাধ্যায় „ নিরঞ্জন মিত্র
ব্যবস্থাপনায়—	শ্রীপীযুষ দত্তগুপ্ত „ সিদ্ধার্থ দত্ত „ শিশির দত্ত	শ্রীরবীন পাল „ দীপক দাস
শিল্প উপদেষ্টা—	শ্রীকানাই মালাকার	
পূজাব্যবস্থাপনায়—	শ্রীসুশীল দত্ত	শ্রীদীপক দে
প্রতিমার মঞ্চসজ্জায়—	শ্রীপঞ্চানন বাগ	শ্রীসুধীর দত্ত
প্রতিমা-মঞ্চের আলোকসজ্জায়—	গীতা ইলেকট্রিক	শ্রীবিজয় চট্টোপাধ্যায় (বিজু)
ভাষ্যকারদ্বয়—	শ্রীসুভাষ দাস	শ্রীধীরেন দাস
প্রতিমা-মঞ্চের বিশেষ কথিকার ভাষ্যকার	শ্রীনীলাদ্রিশেখর বসু	
বিসর্জন—	শ্রীঅনু ব্যানার্জী	
স্বেচ্ছাসেবক অধিনায়ক—	শ্রীজগন্ময় সেনগুপ্ত	
„ সহ-অধিনায়ক—	শ্রীদিলীপ কুমার দাস	

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্যকরী সমিতির সদস্যগণ—

সর্বশ্রী কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
জয়দেব পাইন
বরুণচন্দ্র মজুমদার
দুলাল সিংহ রায়
শশাঙ্ক চ্যাটার্জী
নিখিল দাস
সমরেশ কর
রঞ্জিৎ সরকার
রবি রায়
গৌরচাঁদ ধর
শঙ্কর ঘোষ
জ্যোতিবিকাশ চক্রবর্তী
সুব্রত দত্ত
রবীন্দ্রনাথ দাস
অনিল বসু রায়চৌধুরী
তপন দে
নিমাই মিত্র
রমেন দত্ত
দীপক গুহ
নবেন্দু রায়
আশীষ দত্ত বিশ্বাস
পি. ভট্টাচার্য্য
দিলীপ চক্রবর্তী
সজল সিংহ রায়
অজিত ঘোষ

সর্বশ্রী মধু দাস
কার্ত্তিক দত্ত
বিভূতি সরকার
কেষ্ট লাহা
সমীর মুখার্জী
রতন নন্দী
শৈলেশ চ্যাটার্জী
বুড়ো লাহা
আশানাথ নাথ
পিনাকী গাঙ্গুলী
অখিল দাস
রবীন ধর
ভজু দাস
অমল চক্রবর্তী
পরেশ মোদক
নীলকমল ব্যানার্জী
রামচন্দ্র দাস
তপন চক্রবর্তী
উজ্জ্বল চ্যাটার্জী
রঞ্জিত ধর
মাকাল কুণ্ডু
বিজয় দাস
চন্দন সেনগুপ্ত
দিলীপ দাস
বাবুলরঞ্জন বিশ্বাস

সভ্যবৃন্দ—

সর্বশ্রী দেবব্রত দত্ত
কার্ত্তিক দাস
সত্যব্রত দত্ত
মণিময় মণ্ডল
প্রবীর চ্যাটার্জী
শিবু লাহা
সন্দীপ গুপ্ত
ভোলা নাথ
কাজল নাগ
তপন রায়চৌধুরী
সজল নাগ
রণজিৎ দাঁ
অসিত সাহা
রাম ঘোষ
উৎপল গুপ্ত

প্রতুলরঞ্জন বিশ্বাস
কপিলদেও শুক্লা
অজিত দাস
শিবপ্রসাদ
দিলীপ দত্ত
অরুণ মুখার্জী
বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত
রমেশ সরকার
অরূপরতন চক্রবর্তী
কনক সরকার
বরুণ বসু
বিকাশ চক্রবর্তী
গণেশচন্দ্র মোদক
মণীন্দ্র দে
গৌরাঙ্গমোহন ঘোষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সভ্যবৃন্দ—

সর্বশ্রী প্রবীর নাগ
বিশ্বনাথ ঘোষ
দিলীপ পাল
ভাটিয়া
অরুণ রুমটি
অমলেন্দু দত্তগুপ্ত
অর্জুন মল্লিক
হারাধন কাবাশী
উদয়কুমার গুপ্ত
টাবুল রায়
সমর ঘোষ
অশোক রায়চৌধুরী
অরুণ সেনগুপ্ত
নিমাই দাস
সোমনাথ মিত্র
প্রসাদ সরকায়
মাণিক দত্ত
দিলীপ সরকার
শ্যামল ব্যানার্জী
অশোক দাস
উমাকান্ত কর সিংহ
ভানু মাইতি
তপনকুমার ব্যানার্জী
লালমোহন সেন
অজিত ঘোষ
উমাশঙ্কর লাহা
পি. পি. সাহা
শম্ভু দে
শ্যাম খেমকা
জয়দেব দে
দেবকুমার রায়
অলোককুমার চন্দ্র
অজিত সেন
অমিয় নিমাই দত্ত
বিশ্বনাথ দত্ত
মৃণাল ধর
উমা খেমকা
বিকাশ মিত্র
শৈলেন ব্যানার্জী
জীবন চক্রবর্তী

সর্বশ্রী শিবনাথ ব্যানার্জী
অধীপ চ্যাটার্জী
বারীন মণ্ডল
অর্জুন মালী
দীপক ভৌমিক
রাজেন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত
দেবাঙ্কচরণ লাহা
তীলকী সাউ
সঞ্জীব গুপ্ত
পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য
সুনীলকুমার দাস
গৌর মুখার্জী
পঞ্চানন ব্যানার্জী
বিকাশ বসাক
প্রণবেশ রায়
বলরাম গাঙ্গুলী
লোকনাথ দত্ত
বৈদ্যনাথ দত্ত
হরিদাস ঘোষ
রবি
চিত্তরঞ্জন দাস
মুন্না খেমকা
প্রশান্ত দাস
চঞ্চল রায়চৌধুরী
চন্দন চক্রবর্তী
মিহির রায়চৌধুরী
অজিত দত্ত
বাবুল দাস
দেব্রত দে বিশ্বাস
অশোক গাঙ্গুলী
শ্রীমন্ত দাঁ
দেবব্রত রায়
সলিল কর
প্রদীপ ঘোষ দস্তিদার
বদ্রি পোদ্দার
নিতাই সুর
প্রবন্ধ রায়
আত্মারাম শর্ম্মা
প্রণব বোস
অনুপ খাঁন
অভিজিত মিত্র
পুলক খাস্তগীর
অসিত সাহা
বিশ্বপতি করগুপ্ত
সুজন ঘোষ
প্রীতোষ বসু
ধনঞ্জয় ধর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সভ্যবৃন্দ

সর্বশ্রী রূপেন ভঞ্জ
মৃণাল ধর
আশীষ রায়
সমীর দে
প্রণব বোস
হেমন্ত সাহা
ননীগোপাল চক্রবর্তী
কার্ত্তিক দাস
দুলাল দাস
সন্তু
কৈলাস রায়
মিঃ মিত্র
শম্ভুনাথ দাস
বাসুদেব
অরবিন্দ ঘোষ
সুজিতকুমার নাগ
সুকুমার দাস
রবিন ঘোষ
গৌর দত্ত
জে. কে, মিত্র
পানু গোস্বামী
নিরঞ্জন সরকার
অশোক মল্লিক
রবিপ্রসাদ সিং
তারক দাস
সমর মল্লিক
বিদ্যুৎ নাগ

সর্বশ্রী মৃণালকান্তি দাস
কান্তি মজুমদার
শৈলেশ্বর সমাদ্দার
রথীন্দ্রনাথ সিন্‌হা
উচিৎ দাস
দ্বিজপদ
কালীপ্রসাদ ঘোষ
অরুণ রায়
স্বপন মজুমদার
কানাই মুখোপাধ্যায়
শ্রীবাস ভৌমিক
জীবেশ ভট্টাচার্য
অশোক নাগ
স্বপন মজুমদার
তপন দাসগুপ্ত
সুজিত ব্যানার্জী
স্বপনকুমার ঘোষ
অনির্ব্বাণ মৈত্র
ভগবতী খেমকা
বিভাস সিং রায়
শরদিন্দু ভট্টাচার্য
কল্যাণ মজুমদার
দেবু সেন
ধূর্জ্জটি সেন
নিমাই ব্যানার্জী
ধনঞ্জয় ধর
রথীন দাস

কর্মীবৃন্দ

সর্বশ্রী অমিত
লাল্টু
টোপর
হারু (ছোট)
চন্দন
মিঠু
গৌতম
তপন
অর্দ্ধেন্দু
গোপাল
মৃণাল
অমিতাভ
নন্তু
দীপক
বাপী
প্রদীপ (ছোট)
মনা
গৌতম দাস
বুড়ো
অর্দ্ধেন্দুশেখর দত্ত
গোপ্‌লা

সর্বশ্রী গৌতম দত্ত
চন্দন
বিকাশ দাস
অশোক
অসীম দাস
প্রদীপ
বিভাস দাস
মানিক
প্রশান্ত শর্মা
বাবু
হেমন্ত সাহা
দেবু
কমল চক্রবর্তী
বাপী
সঞ্জয় ভট্টাচার্য
সহদেব
শান্তনু বোস
জয়দেব
গৌতম রায়
রাজা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ সম্পাদকীয় ॥

বিগত বছরগুলির
মত এবারও আমরা
শ্রীশ্রী৺কালীপূজার
আয়োজন করেছি। আপনাদের
আন্তরিক সহানুভূতি ও সহ-
যোগিতা আমাদের পাথেয়। মাতৃ-
আরাধনার পুণ্যলগ্নে আমরা প্রার্থনা
করি, অস্থির ও জর্জরিত জীবন হয়ে উঠুক
মঙ্গলময়। সমাজজীবনে ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যে
সব দুষ্টগ্রহ আমাদের বারবার এক দুঃসহ যন্ত্রণার
মধ্য দিয়ে আঘাত হেনেছে, মায়ের আশীর্বাদে আমরা
তা প্রতিরোধে সক্ষম হয়েছি। দেশের ও দশের জন্য, আপন-
পর প্রতিটি মানুষের হিতার্থে আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য
আরও বলিষ্ঠ হয়ে উঠুক মায়ের কাছে আমাদের এই প্রার্থনা।
অন্যায় ও অসাম্যকে অগ্রাহ্য করে জীবনকে সুন্দর ও রমণীয়
করবার জন্য আমাদের উদ্যম যেন প্রাণবন্ত থাকে। আশা করি,
আপনারা অতীতের মত এবারও এগিয়ে আসবেন আমাদের সঙ্গে। মাতৃ-
আরাধনার যে ঐতিহ্য আমরা গড়ে তুলেছি তার ভিত্তি অক্ষয় কামনায়
আপনারাই আমাদের শক্তি। বর্তমান বছরের স্মারক গ্রন্থটির বিষয়বস্তু
হল পশ্চিমবাঙলা। আমরা বাঙালী। বাঙলা আমাদের মাতৃভূমি। অথচ
এই দেশটির সঙ্গেই আমরা সব থেকে বেশি অপরিচিত। সেই
অনাত্মীয়ের বন্ধন দূর করতেই আমাদের এই প্রয়াস। হয়ত
সময়াভাবে তার সম্পূর্ণতা সম্ভব হয়নি; কিন্তু আমাদের
সামর্থ্য অনুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। বিগত
বছরের মত এবারও সম্ভবত স্মারক গ্রন্থটি আপনাদের
ভাল লাগবে। উৎসবের সাফল্যের জন্য পল্লীবাসী,
পৃষ্ঠপোষক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা
পুলিশ, কলকাতা কর্পোরেশন, ফায়ার
ব্রিগেড, কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতি,
আমাদের কর্মী, বিজ্ঞাপন দাতা
সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ
জানাই। আর প্রার্থনা
করছি মায়ের কাছে
আমাদের যুবশক্তিকে
যেন সুদৃঢ় করেন।

মৃত্যুঞ্জয় তপাদার
সুকৃতি দত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Acknowledgement

Calcutta University Institute.
St. John Ambulance Division.
Uday Sangha Abulance Division.
Kashi Biswanath Seva Samiti.
Calcutt Corporation.
Fire Brigade.
Calcutta Police.
Orient Decorators.
Bengal Phototype Co.
Neo-Print.
Anu Press
Bandhani.
Cover Mart.
Dey Electric Co.
Venus Electric Co.
Tarak Electric Co.
Superlite Neon Sign Co.
Geet Electric.
Singha Electric Co.
Electric Automation.
Ananda Bazar Patrika.
Jugantar Patrika.
Amrita.
The Statesman.
Assam Bengal Carriers.
Economic Transport Organisation.
Cinema Halls.
Sagar Film Exchange.
Movie Mans.
All Advertisers, Doners, Our Pallivasi.
Balaka.
Kishore Sangha (M. S. C.).
Sri Kalipada Pal.
Sri Panchanan Bag,
All Musicians For Immersion-Procession.
All those who help us to make-the festival a grand success.

SOUVENIR
Jacket Design & Lay out—
Parimal Choudhury.
Cover Photographed by—
Arun Mukharjee.
Implemented by—
Sri Biswanath Basak.
Sri Bijoy Krishna Chakraborty
Sri Shishir Kumar Mallick
Photographed by (Inside of this Souvenir)—
Pahari Roy Chowdhury,
Dilip Pal,
and
Arun Mukherjee.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

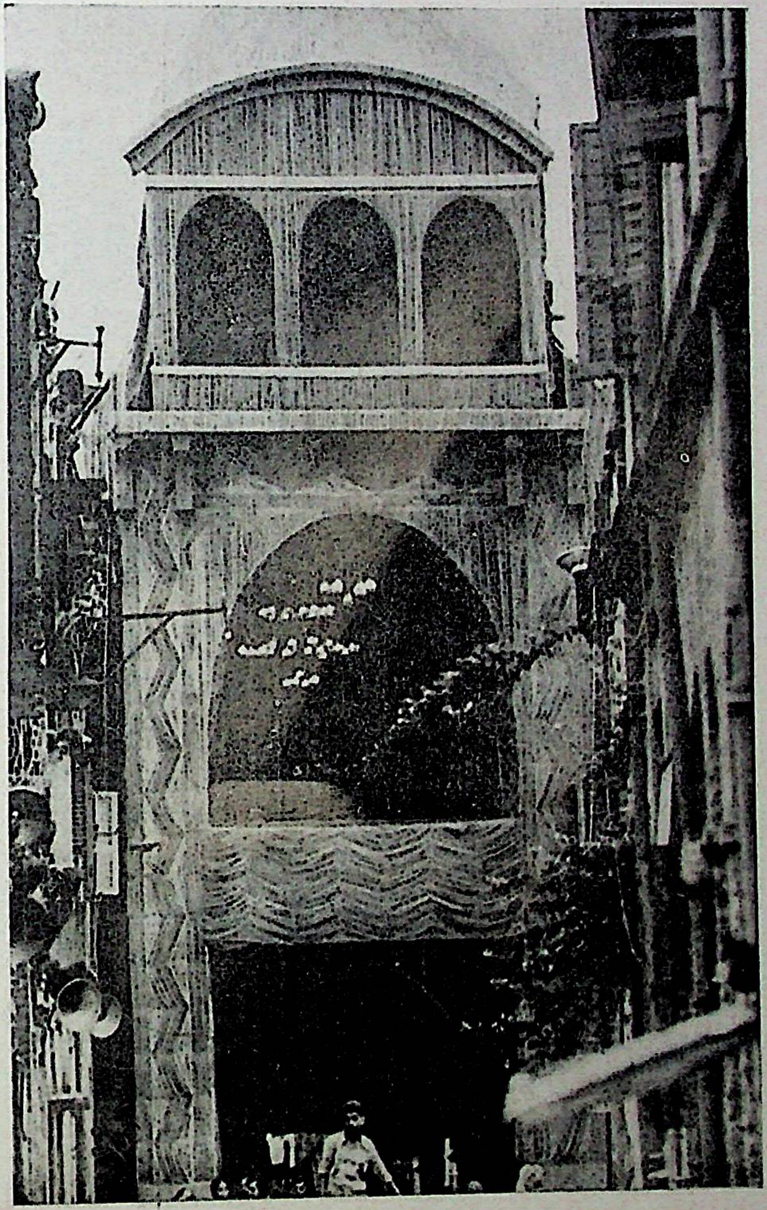

১৯৭৫ সালের মাতৃমন্দিরের প্রবেশদ্বার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্বোধন অনুষ্ঠান ঃ

উপরে ঃ—শ্রীশঙ্কর ঘোষকে স্মারকপদক পরাচ্ছেন শ্রীদুর্গাশঙ্কর বোস।

মধ্যে ও নীচে ঃ—অনুষ্ঠানের দুটি দৃশ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্বোধন অনুষ্ঠান

উপরে ডাইনে—মণ্ডপের দ্বারোদ্ঘাটন করছেন শ্রীমতী শঙ্কর ঘোষ।

নীচে—মাতৃমন্দিরের প্রদীপ জ্বালাচ্ছেন শ্রীসৌগত রায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

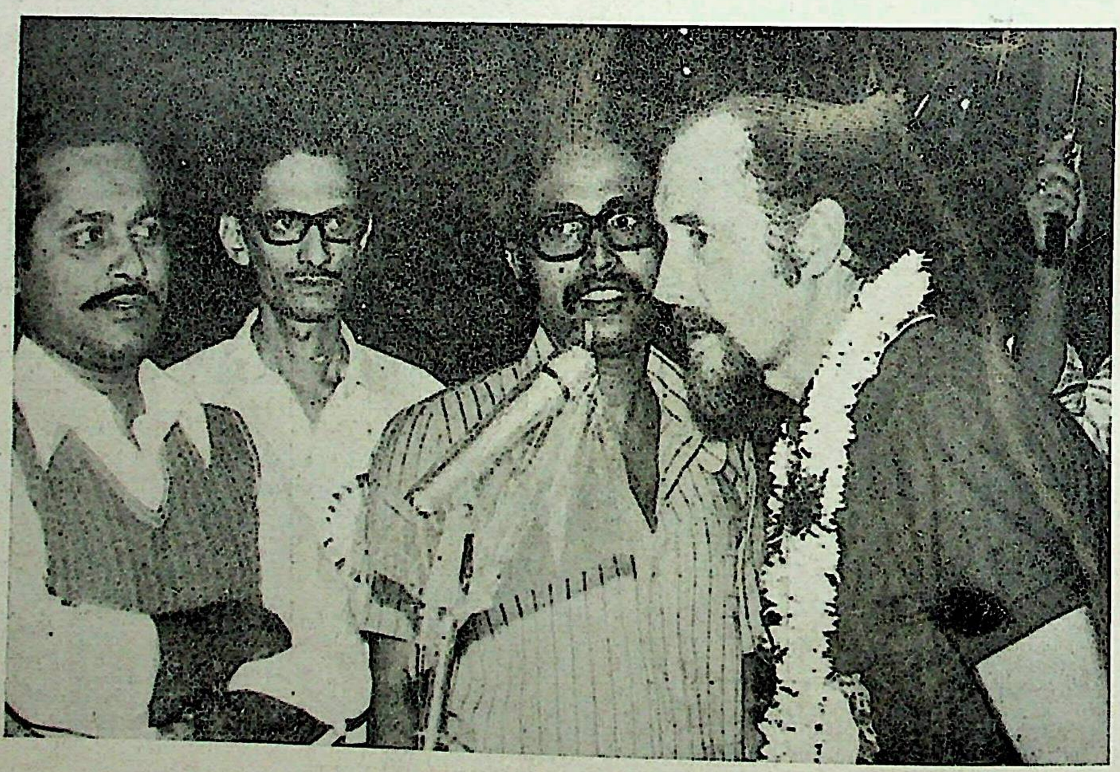

ভাবণ দিচ্ছেন :

উপরে বামে—শ্রীসুব্রত মুখার্জী। উপরে ডাইনে—শ্রীবি. আর. গুপ্ত।

নীচে—জনৈক কমনওয়েলথ সদস্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃমূর্তি দর্শন করছেন
অন্যান্যদের সঙ্গে
উপরে—শ্রীবীরেণ মহান্তি ও
সস্ত্রীক শ্রীসুব্রত মুখার্জী।
মধ্যে—সস্ত্রীক শ্রীশঙ্কর ঘোষ।
নীচে—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

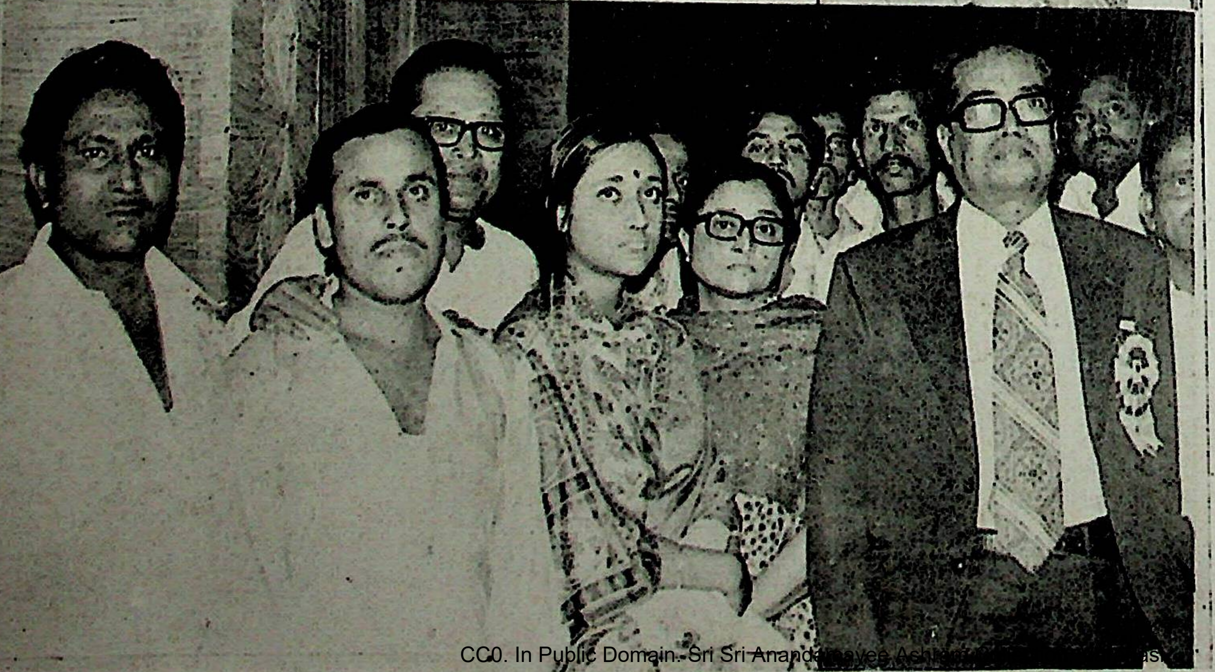

উপরে—সঙ্ঘের সদস্যদের সঙ্গে
কমনওয়েলথ-এর সদস্যরা।

মধ্যে—মঞ্চে অন্যান্যদের সঙ্গে
শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী।

নীচে—মাতৃমূর্তি দর্শন করছেন
শ্রীবি. আর. গুপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram...

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

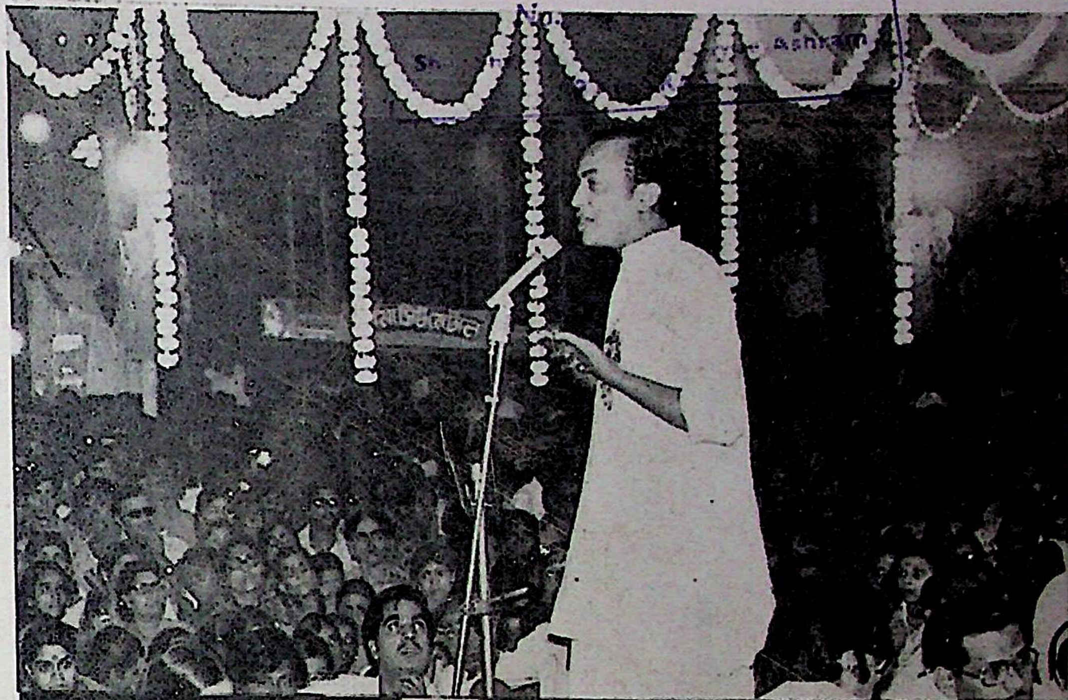

উপরে—ভাষণরত শ্রীগোপাল মিত্র।

মধ্যে—মাতৃমন্দিরে অন্যান্যদের সঙ্গে শ্রীরথীন ঘোষ ও শ্রীকানাইলাল ঘোষ।

নীচে—শ্রীকমল চৌধুরীকে মাল্যদান করছেন সঙ্ঘের শ্রীতিনকড়ি বারিক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

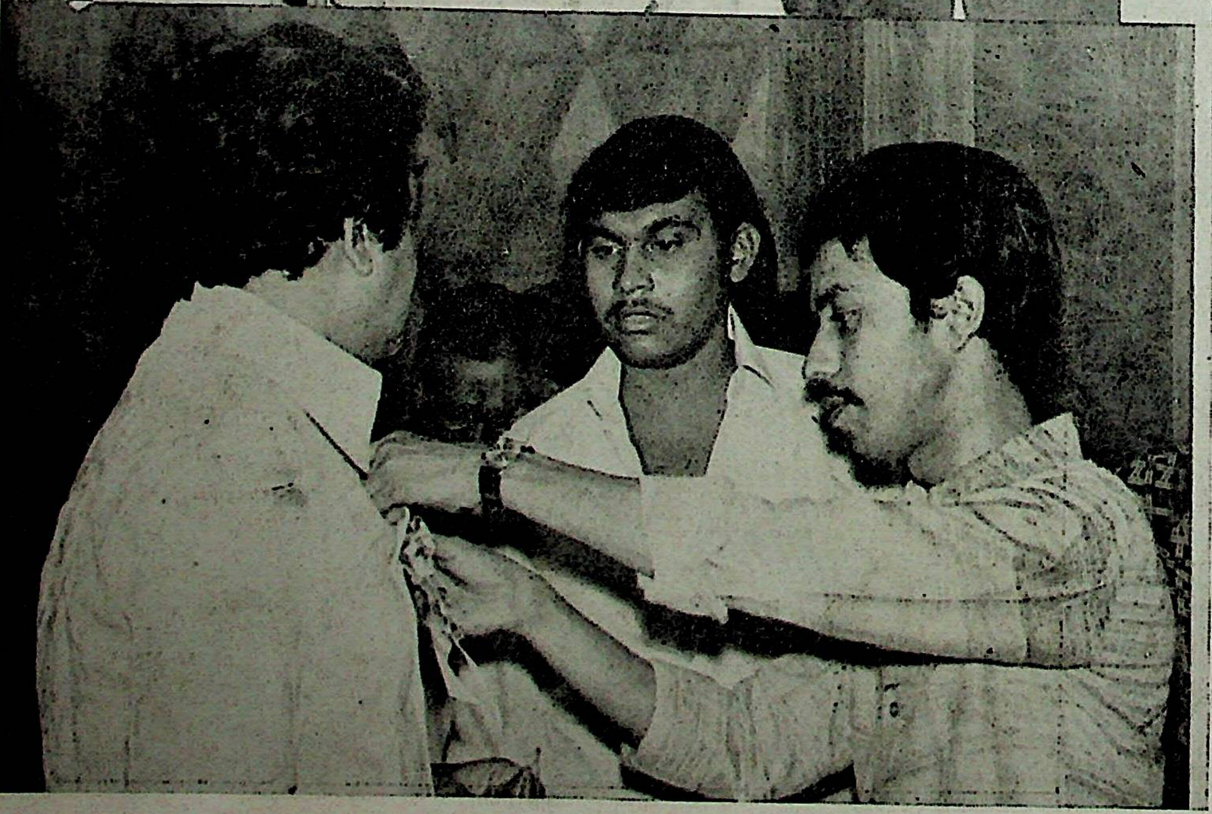

উপরে ও মধ্যে—মাতৃমূর্তি দর্শন করতে যাচ্ছেন উত্তমকুমার।

নীচে—উত্তমকুমারকে স্মারকপদক পরিয়ে দিচ্ছেন সঙ্ঘের শ্রীপরিমল চৌধুরী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

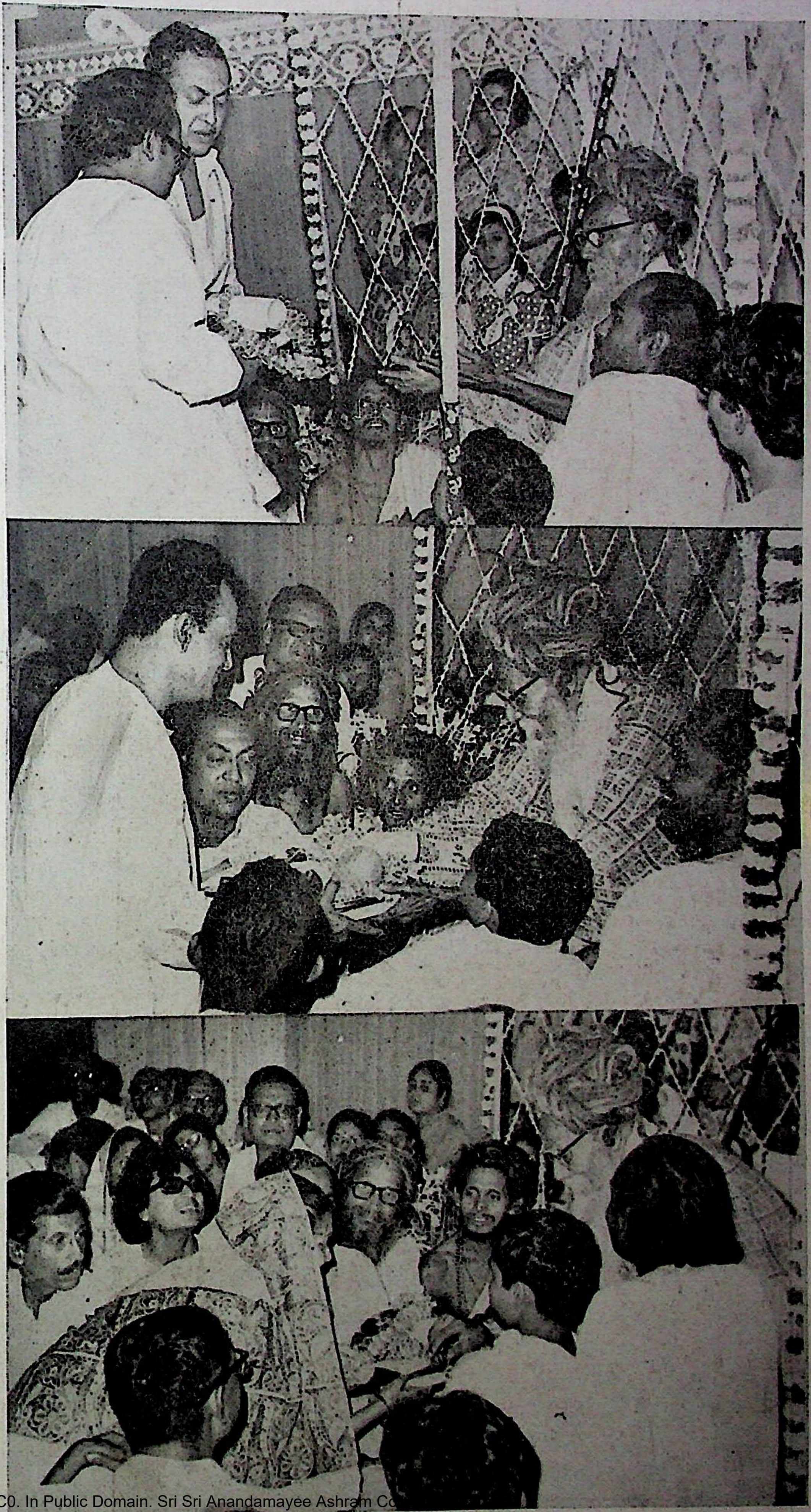

আমাদের মঞ্চে :
উপর থেকে—
তরুণ মজুমদার, কালী ব্যানার্জী ও
চন্দ্রাবতী দেবী সম্বর্ধনা গ্রহণ
করছেন শ্রীশ্রীসীতারাম ওঙ্কারনাথ
ঠাকুরের কাছ থেকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Co

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করছেন (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দত্তের কাঁধে) শ্রীশ্রীসীতারাম ওঙ্কারনাথ ঠাকুর।

মধ্যে ও নীচে অন্যান্যদের সঙ্গে শ্রীশ্রীসীতারাম ওঙ্কারনাথ ঠাকুর মাতৃমূর্তি দর্শন করছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

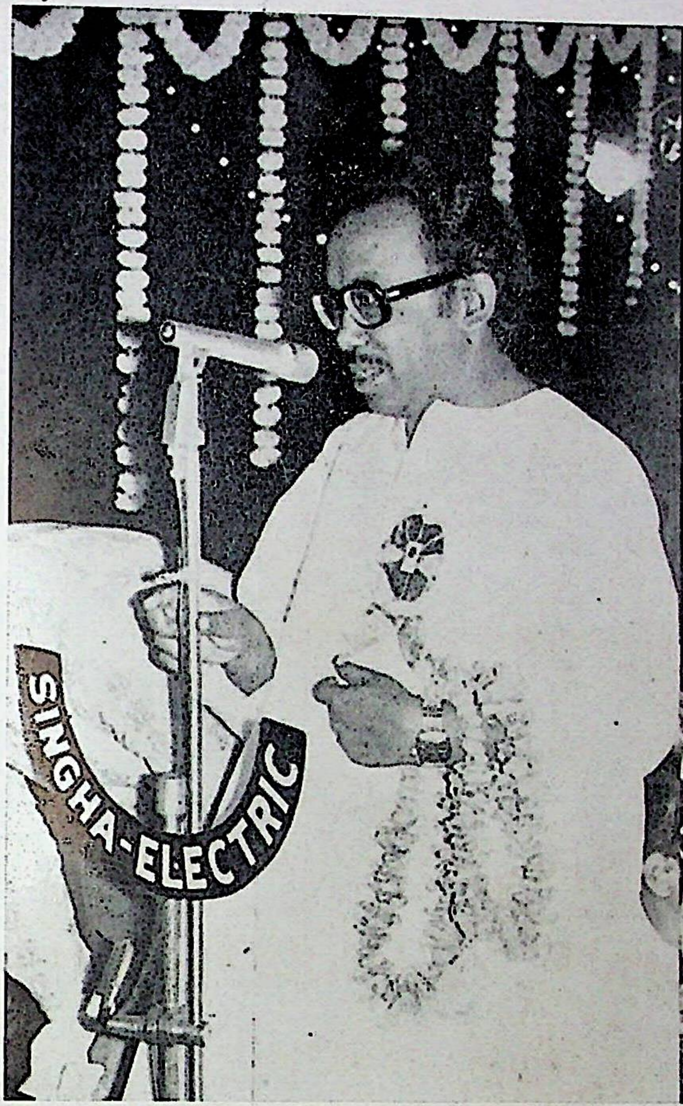

আমাদের মঞ্চে ভাষণ দিচ্ছেন—
তরুণ মজুমদার, অনিল চ্যাটার্জী ও শ্রীমতী চন্দ্রাবতী দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

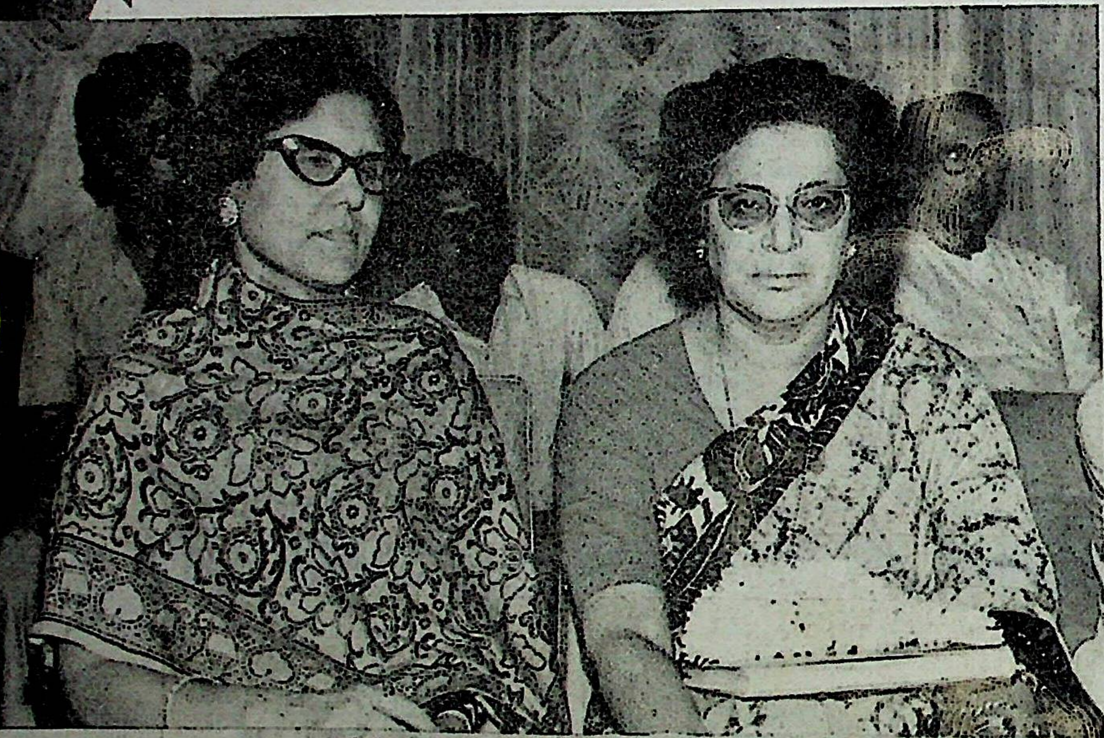

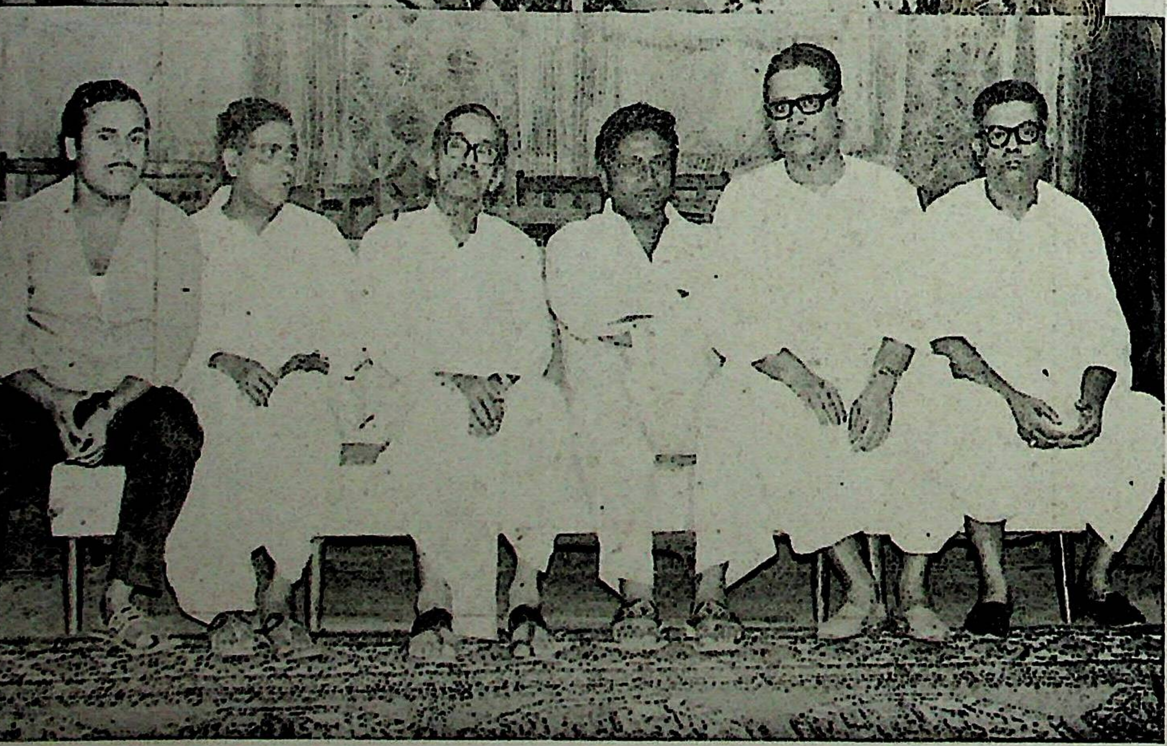

আমাদের মঞ্চে :
উপরে সঙ্ঘের সদস্যদের সঙ্গে শ্রদ্ধেয়
শ্রীযুক্ত অশোক সেন।

মধ্যে—শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত ও
সন্ধ্যা সেন।

নীচে—সঙ্ঘের সদস্যদের সঙ্গে
শ্রীযুক্ত বিজয় সিং নাহার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

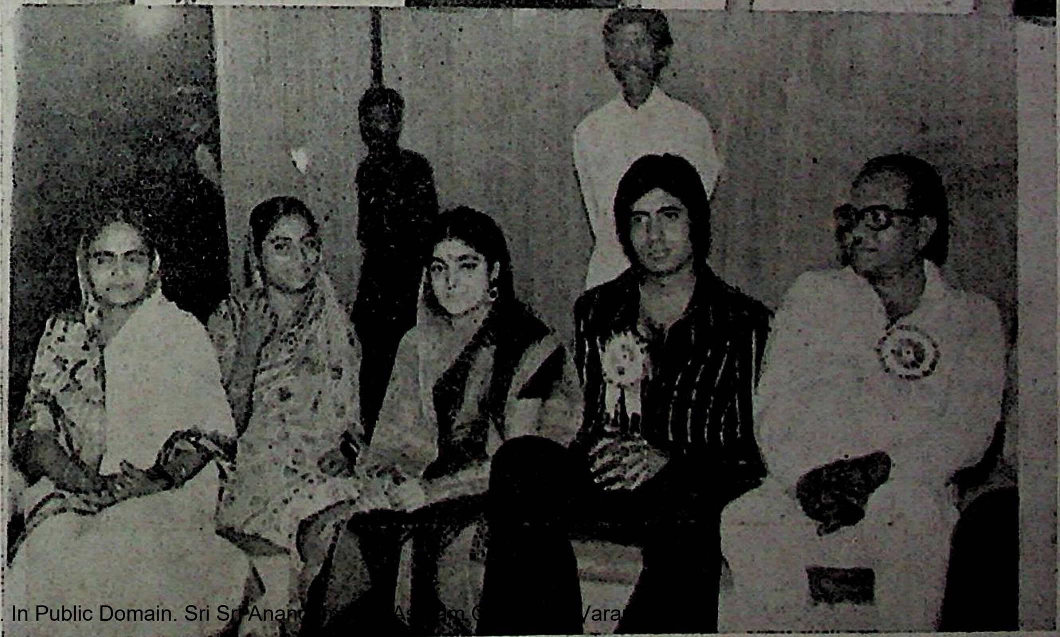

উপরে—চিত্রশিল্পী রাকেশ পাণ্ডেকে মাল্যদান করছেন সুকৃতি দত্ত।

মধ্যে—মাতৃমূর্তি দর্শন করছেন, বিশ্বনাথ বসাক, শিবনাথ সেনগুপ্ত, দুলাল গুহ, শ্রী টিটো ও অন্যান্যদের সঙ্গে অমিতাভ বচ্চন।

নীচে—

আমাদের মঞ্চে—শ্রীমতী আরতি বসু, শিখা সেন, মৌসুমী বসু, দুলাল গুহর সঙ্গে অমিতাভ বচ্চন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anand... Varan...

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

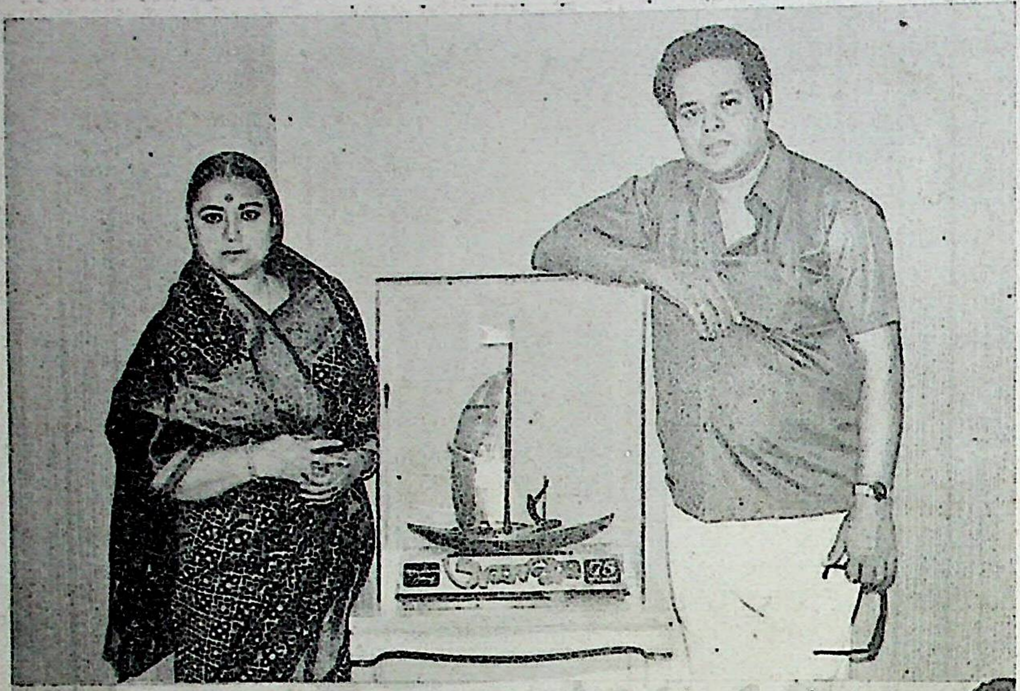

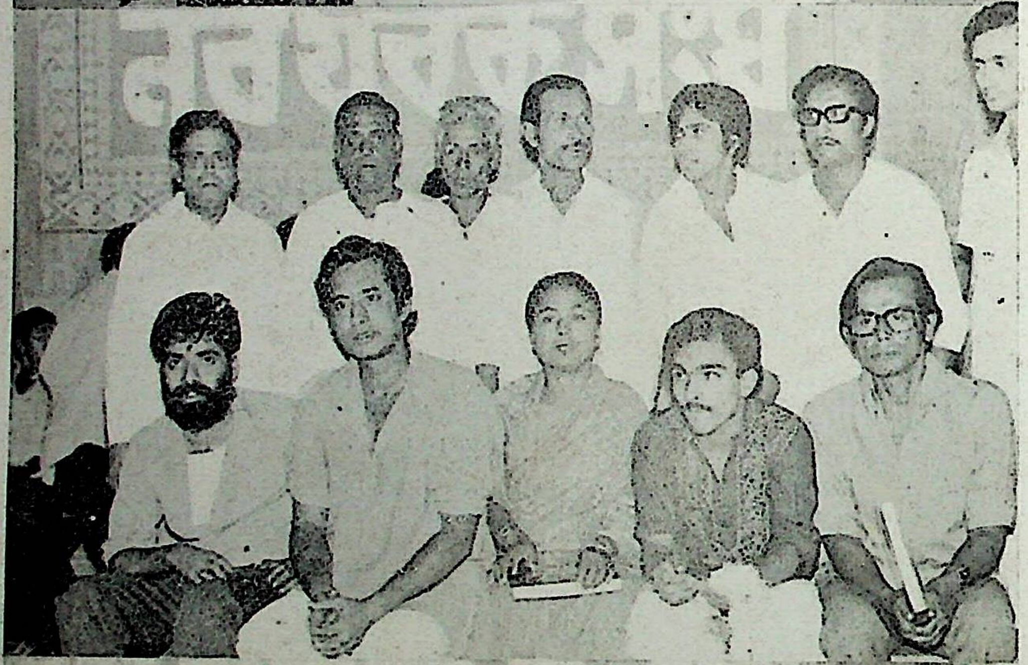

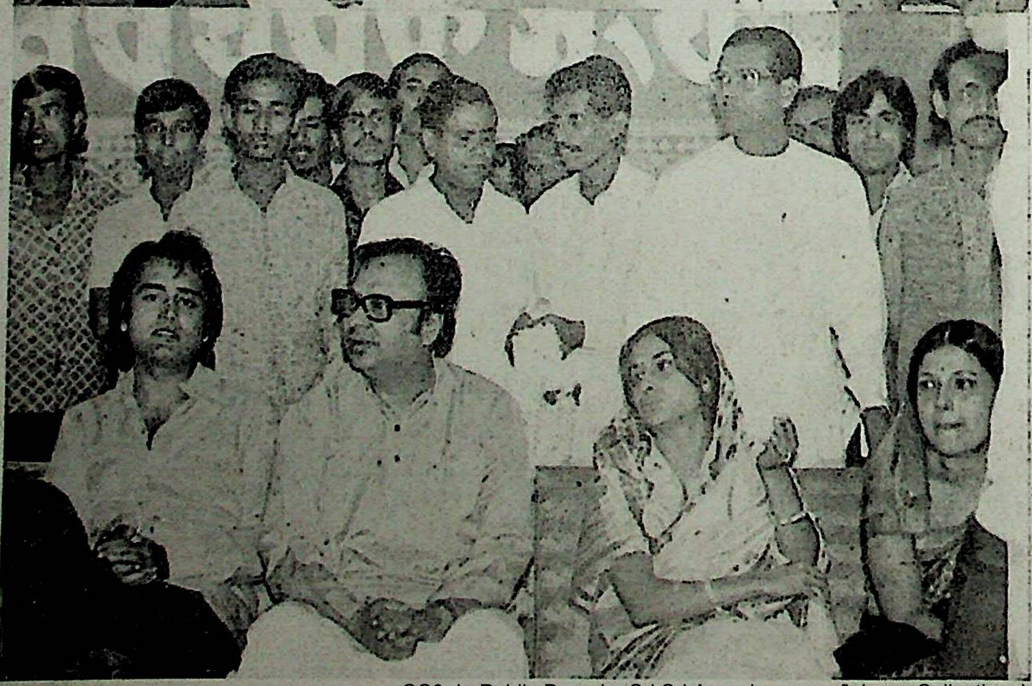

উপরে—শ্রীগৌরী দেবী ও তরুণকুমার

মধ্যে—সঙ্ঘের সদস্যদের সঙ্গে চিত্রশিল্পী সস্ত্রীক আনোয়ার হোসেন (বাংলাদেশ)।

নীচে—আমাদের মঞ্চে অন্যান্যদের সঙ্গে দীপঙ্কর দে, অনিল চ্যাটার্জী, মাধবী মুখার্জী ও শ্রীমতী চ্যাটার্জী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃমূর্তি দর্শন করছেন

উপরে—সঙ্ঘের সদস্যদের সঙ্গে উত্তমকুমার।

মধ্যে—মাধবী মুখার্জী, শ্রী ও শ্রীমতী অনিল চ্যাটার্জী ও দীপঙ্কর দে।

নীচে—অন্যান্যদের সঙ্গে মলিনা দেবী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

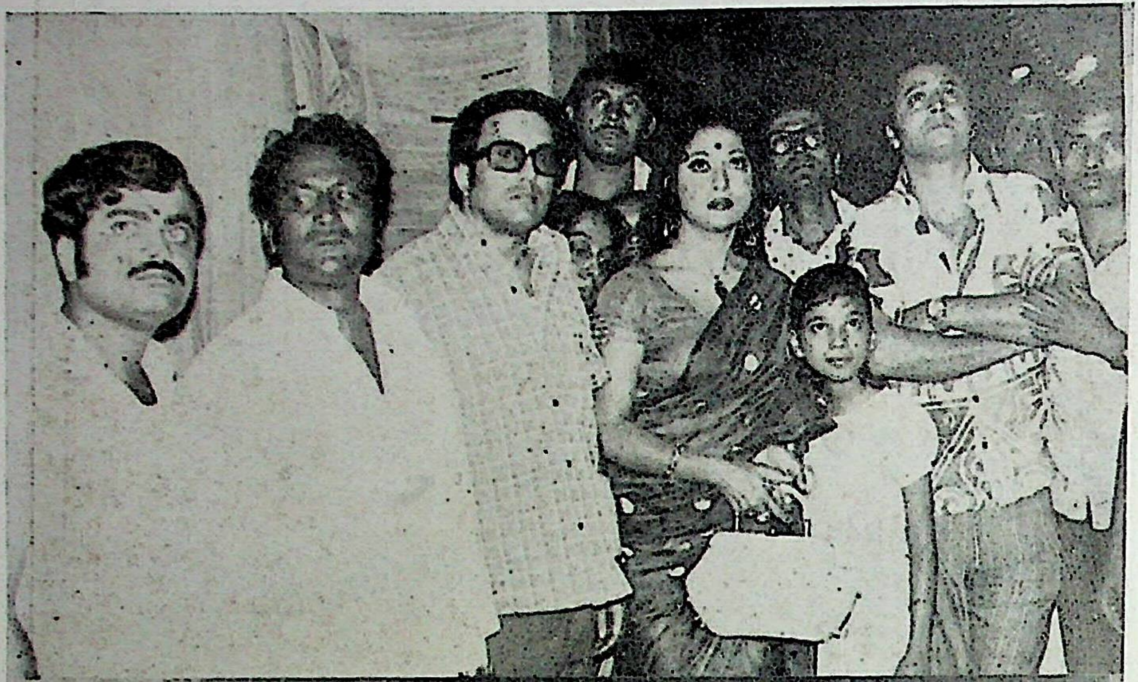

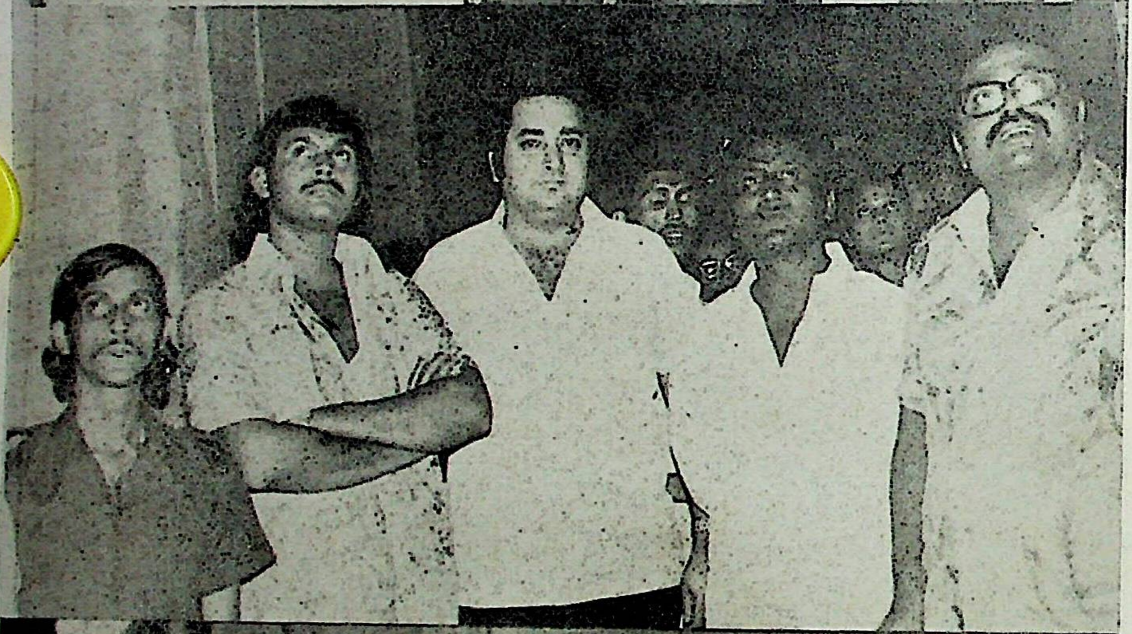

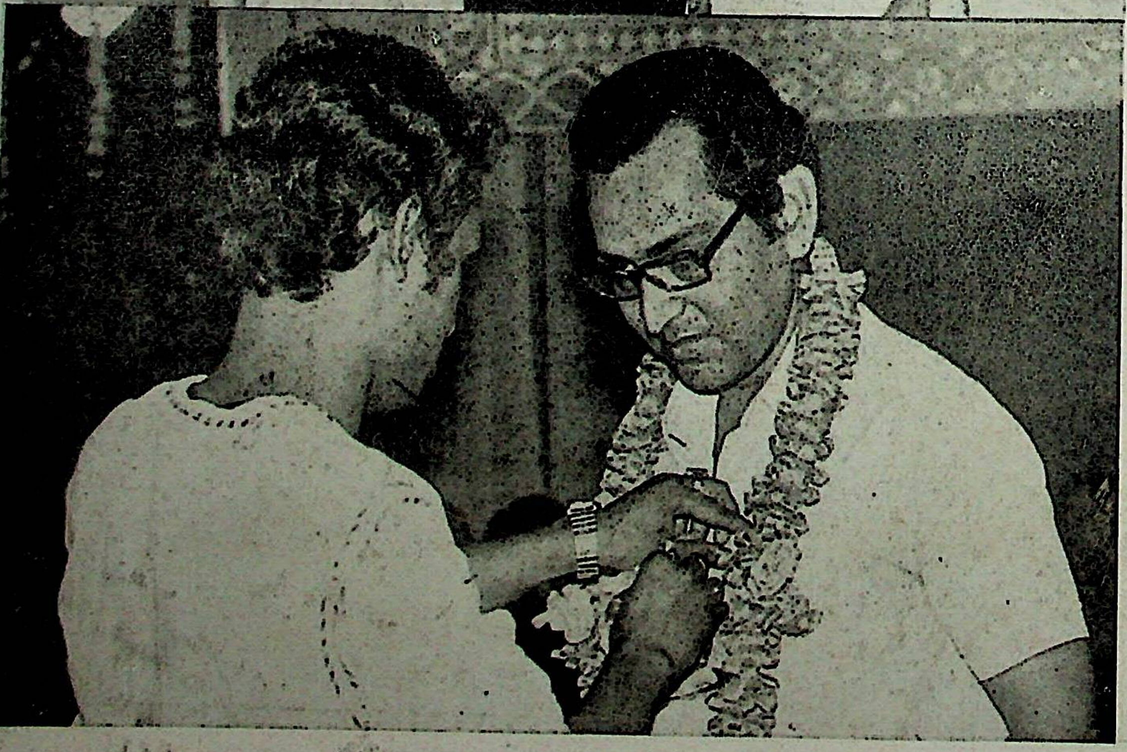

উপরে—মাতৃমূর্তি দর্শন করছেন সঙ্ঘের সদস্যদের সঙ্গে রণজিৎ মল্লিক, মালা সিন্হা ও মিঃ রাণা।

মধ্যে—সঙ্ঘের সদস্যদের সঙ্গে মাতৃমূর্তি দর্শন করছেন বিশিষ্ট অতিথিরা!

নীচে—শ্রীশক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মারক-পদক পরিয়ে দিচ্ছেন সঙ্ঘের শ্রীবিশ্বনাথ বসাক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

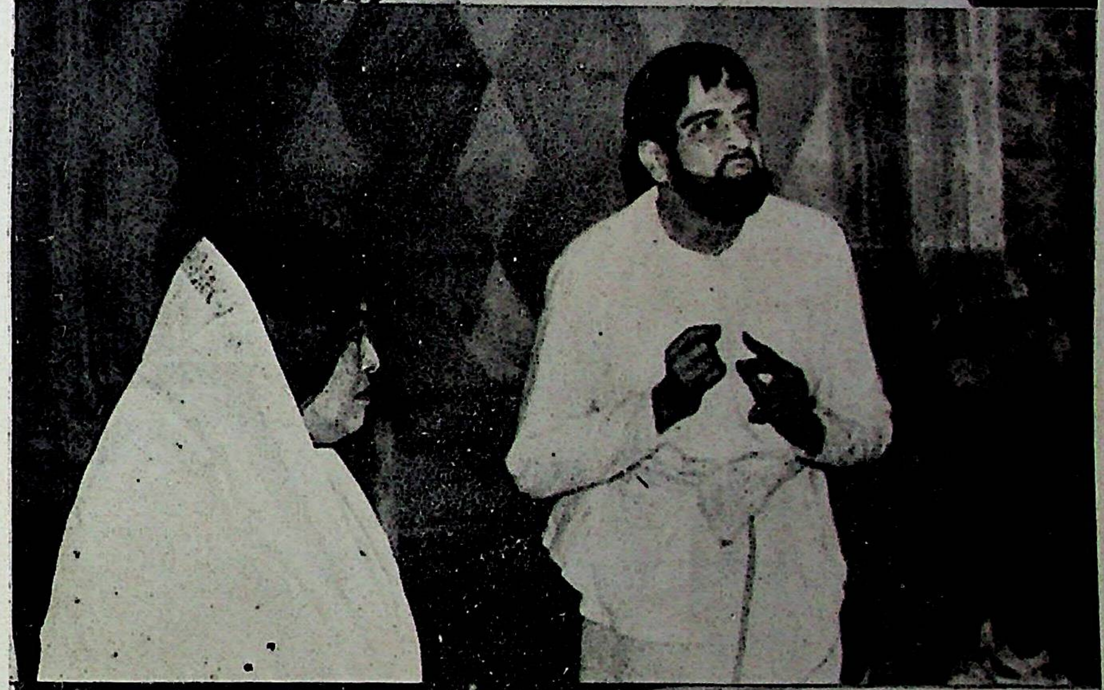

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ

উপরে—শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

মধ্যে—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যাত্রাভিনয়ের একাংশে গুরুদাস ও মলিনা দেবী।

নীচে—ঝামাপুকুর নাট্যসমাজ অভিনীত বিদ্যাপতি যাত্রাভিনয়ের একাংশে অন্যান্যদের সঙ্গে সুশীল দত্ত ও বৈদ্যনাথ দত্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

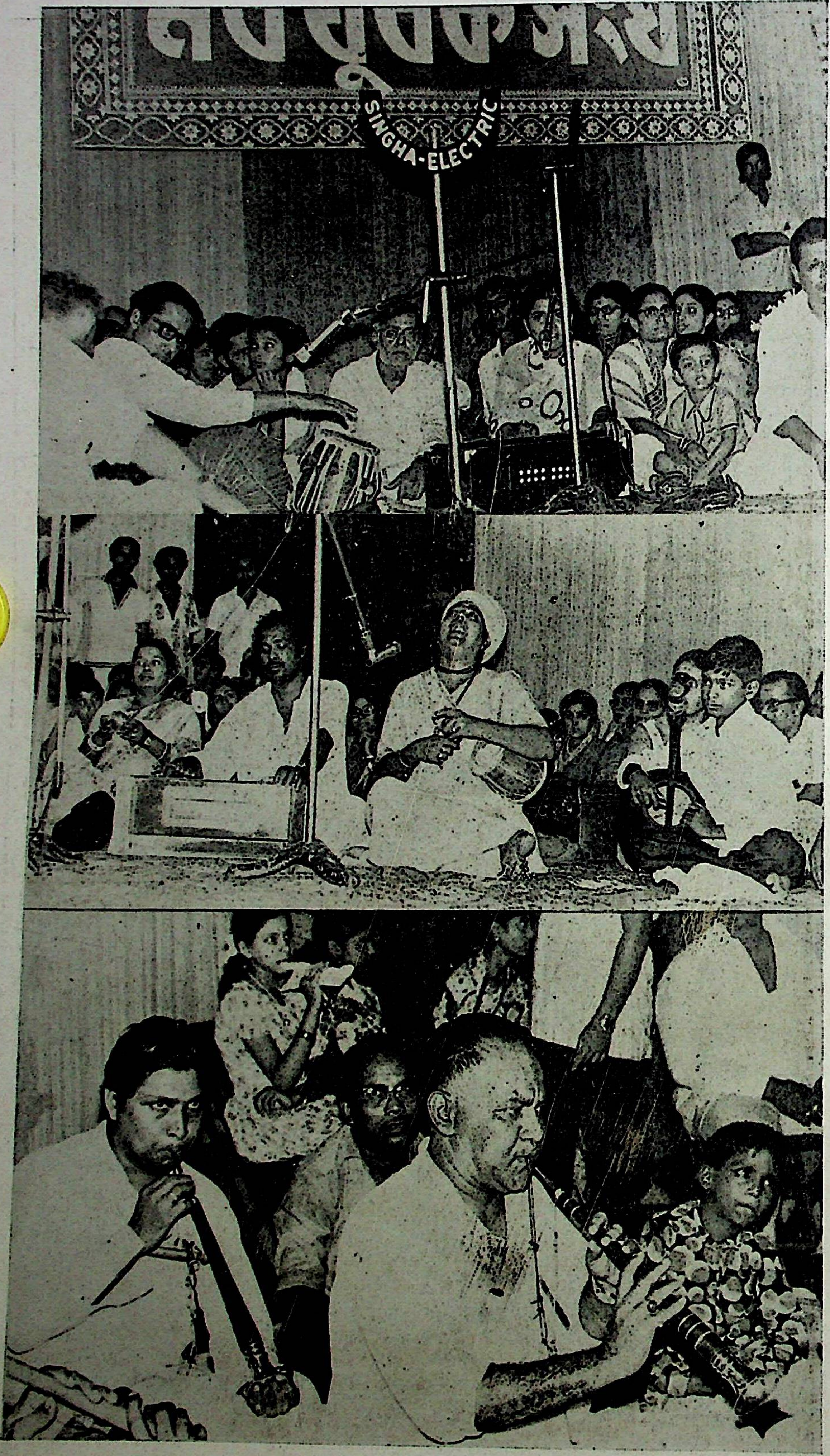

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ

উপরে—রাধারমণ কীর্তন সমাজ।

মধ্যে—শ্রীপূর্ণদাস বাউল।

নীচে—সাজ্জাদ হোসেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

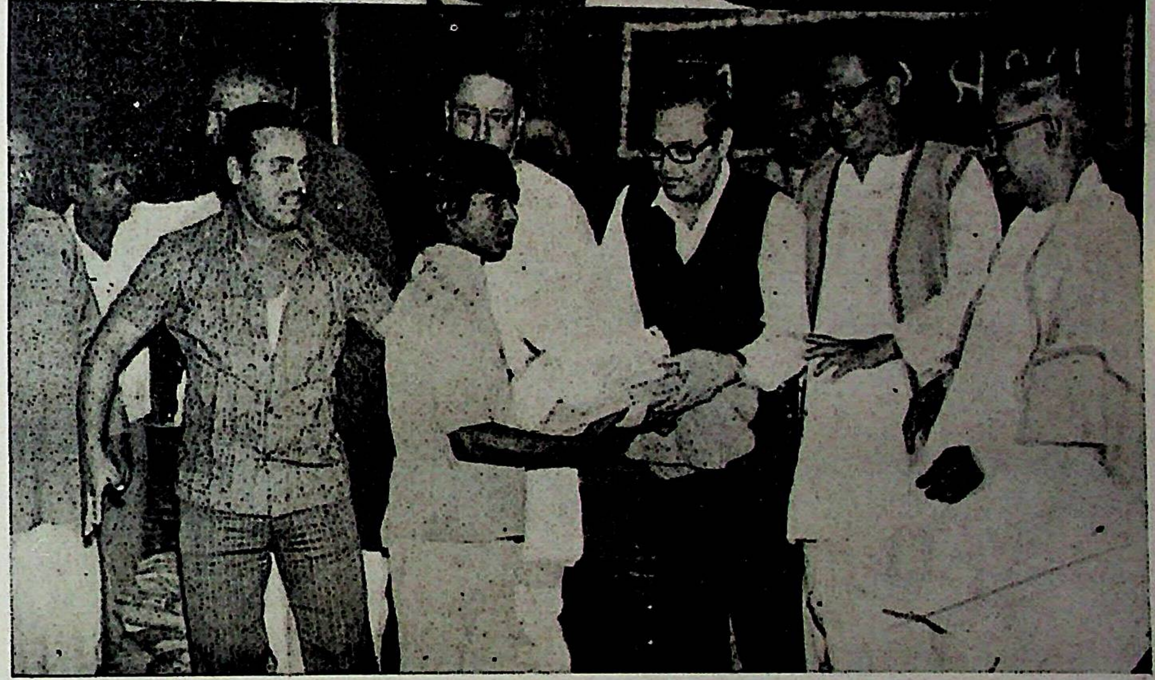

উপরে ও মধ্যে—দুঃস্থদের বস্ত্র-বিতরণে বিশিষ্ট অতিথি বৃন্দের মধ্যে রয়েছেন শ্রীনির্মল সিং নাহার।

নীচে মঞ্চে—শ্রদ্ধেয় দুর্গাশঙ্কর বোস, শ্রীনিতাই মিত্র ও অন্যান্যরা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

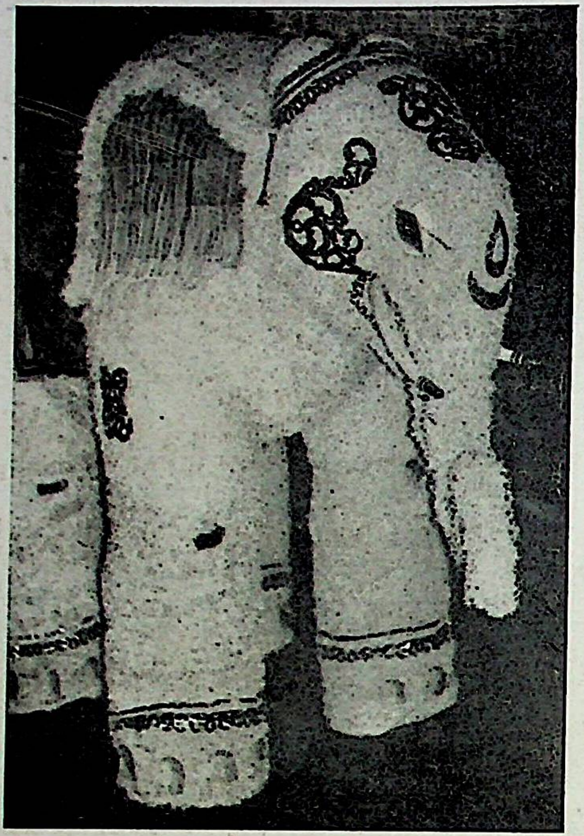

উপরে ও মধ্যে বামে—বিসর্জন শোভাযাত্রার ছুটি মডেল।

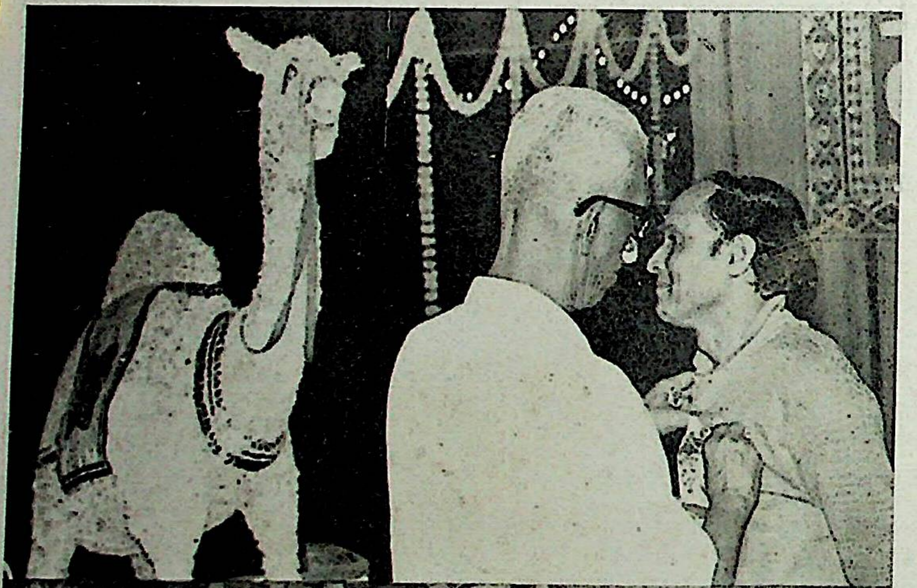

মধ্যে ডাইনে—শ্রীবভ্রু ব্যানার্জীকে স্মারকপদক পরাচ্ছেন শ্রীশৈলেন বোস।

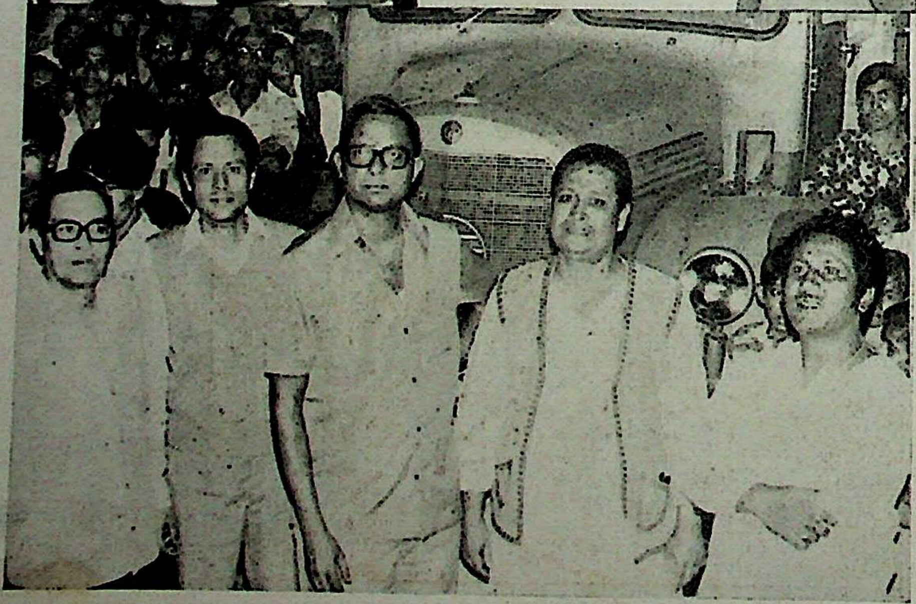

নীচে—বিসর্জন শোভাযাত্রার ব্যবস্থাপনায় রত : ডি. সি. ট্রাফিক শ্রীযুক্ত তালুকদার, শক্তিব্রত কর মহাপাত্র, বৈদ্যনাথ দত্ত ও কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

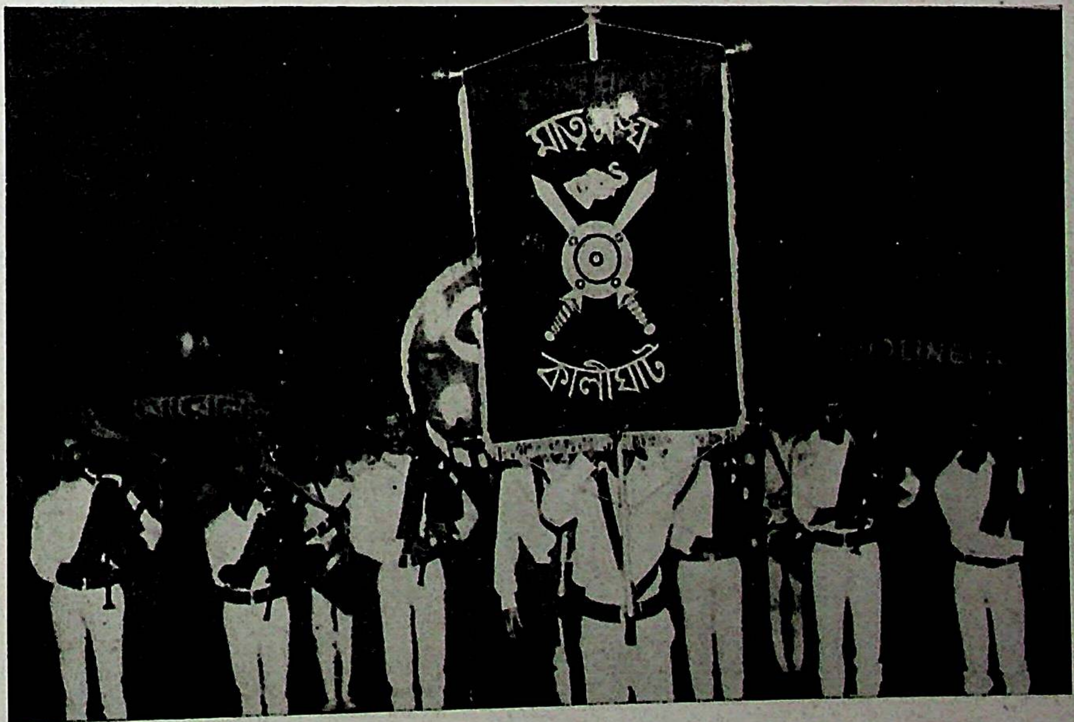

বিসর্জন শোভাযাত্রার বিভিন্ন দৃশ্য

উপরে বামে—মাতৃমূর্তিতে মাল্যদান করছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীকানাইলাল ঘোষ ও রথীন ঘোষ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

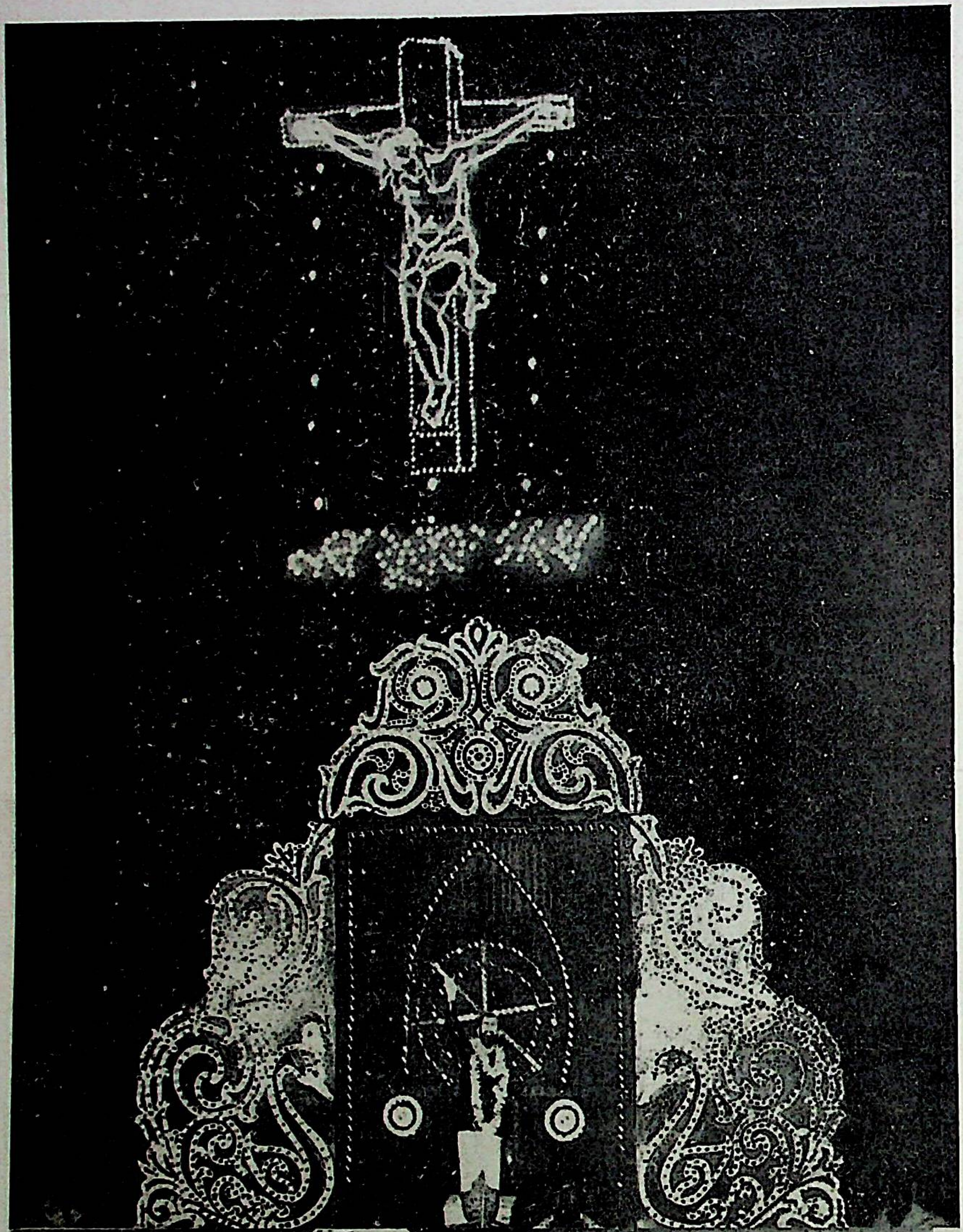

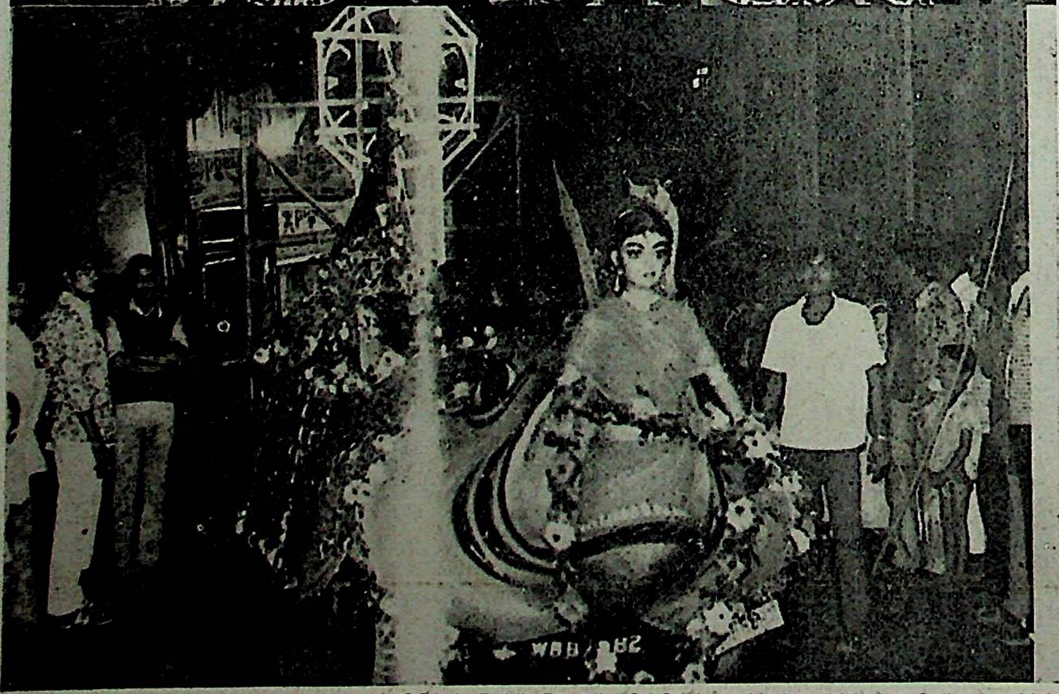

বিসর্জন শোভাযাত্রার বিভিন্ন দৃশ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিসর্জন শোভাযাত্রার বিভিন্ন দৃশ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram, Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি হাওড়া মোটর কোং লিঃ-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দে, এম. কম., এ. সি. এ., এফ্. এস্. এ. এ মহাশয় বর্ত্তমানে কলকাতার শেরিফ পদ অলংকৃত করছেন। তিনি আমাদের সঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষক।

নব যুবক সঙ্ঘ
শ্রীশ্রী৺কালীপূজা কমিটি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা'র কথামৃত

'এই কথা বলা হইতেছে না যে, সব ছাড়িয়া চলিয়া যাও। সব নিয়াই থাক। শুধু তাঁর নামের একটু আগুন জ্বালাইয়া রাখ। যত্ন করিয়া এই আগুনটুকু জ্বালাইয়া রাখিও। তাঁর ইচ্ছা হইলেই ঐ আগুনেই তোমার সব ময়লা জ্বালাইয়া তোমাকে শুদ্ধ করিয়া তাঁর নিকট নিয়া যাইবেন। তাঁকে সঙ্গে রেখেই সংসার কর।'

* * *

"প্রত্যেকটি কর্ম তাঁকে সমর্পণ করার চেষ্টা করতে হবে। নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে হবে না। এমন কি খাওয়া-দাওয়া, হাঁটা চলা, দেখা-শুনা-বলা সব কিছু। জীবনের প্রত্যেকটি কর্ম। তাঁর হাতের যন্ত্র এই শরীর দ্বারা যা কিছু হচ্ছে এমনই ভাব নিয়ে, সবকিছু তাঁকে সমর্পণ করা। ভোরবেলা জাগরণের পর হতে নিদ্রার পূর্ব পর্যন্ত এই ভাবটি রাখতে চেষ্টা করা। তারপর মনে মনেই তাঁর চরণ চিন্তা করে জপ কিংবা ধ্যানের ভাবটি সহ চরণের উপর নিজের মাথাটি লুটিয়ে দিয়ে সর্ব সমর্পিত ভাবটি নিয়ে শুইয়া পড়া। এইরূপ করতে করতে ক্রমশঃ মনে আসবে যে লোভ ক্রোধ ইত্যাদি সব খারাপ বস্তু তাঁকে দিব কি করে? তিনি যে আমার কত প্রিয়? আপন-জন। প্রিয়জনকে কি খারাপ জিনিষ দেওয়া যায়? এই ভাবতে ভাবতে আর খারাপ কাজ করাই সম্ভব হবে না। তারপর তোমার যতটুকু শক্তি সবই যখন তাঁর চরণে উজার করে দিলে, নিজের বলে আর কিছুই রইল না। এই শুভ মুহূর্তে তিনি কি করেন জান? তিনি তোমার এই অল্পত্ব পূর্ণ করিয়া দেন। তখন চাইবার, পাইবার আর কিছুই বাকী থাকবে না। যেই মুহূর্তে তোমার এই সমর্পণ সেই মুহূর্তেই নিত্য যা প্রকাশিত অখণ্ড পূর্ণত্ব তার প্রকাশ। আমার আমি নিজ বলিয়া যা, তাহা অর্পণ মানেই নিজেকে পাওয়া।"

* * *

'স্ব মানে সেই ভগবান। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। আত্ম-স্বরূপ যা বল। স্ব এর সঙ্গ। স্ব-অঙ্গ অর্থাৎ স্ব-ই একমাত্র স্বয়ং কিনা। স্ব অঙ্গ মানে সর্ব অঙ্গই যে ভগবানের নিত্য প্রকাশিত। যে সঙ্গ করা, হওয়ার জন্য। সেই জন্যই বলা হয় স্ব-অঙ্গ কর, মানে সৎসঙ্গ কর। স্ব অঙ্গ হওয়ার জন্য।'

* * *

'ভগবানের নামে ফল হইবেই। এই যে মন লাগে না বল এও ত কৃপা। মন না লাগিলেও ওষুধ খাইবার মত খাও। ফল তাহাতে ভালই হইবে। ওষুধ খাইলে রোগ সারিয়া যায়। সংসারী বিষয়ে যেমন কখনও সারে কখনও সারে না, ভগবানের বিষয়ে তা নয়। সারিবেই। তাই বলা হয়, এক ত হাসপাতালে ভর্তি হইয়া যাও। ডাক্তারের ওষুধ খাও। নিয়মিত পথ্য খাও। রোগ আরোগ্য হইবে। অথবা ডাক্তারের ওষুধ আনিয়া বাসায় বসিয়া খাও। সঙ্গে সঙ্গে পথ্যাদি নিয়মিত কর। অর্থাৎ হয় সব ছাড়িয়া তাঁহার নাম নিয়া পড়িয়া থাক, অথবা সংসারে থাকিয়াই গুরুর উপদেশ মত নাম নেও, নিয়মিত ভাবে থাক। তাহাতেও রোগ আরোগ্য হওয়ার আশা। ছোটকালে পড়িতে কি ভাল লাগে? কিন্তু পিতামাতা ও মাষ্টারের সামনে নিয়মিত পড়িয়া সে ত বিদ্বান হইয়া যায়। এটা যেমন অর্থকরী বিদ্যা। আবার ঐ দিকে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে পারিলে পরম ধনের আশা। পরম ধন কি? না ভগবান স্বয়ং। ভগবানকে ভালবাসিতে পারিলে আর দুঃখ নাই। তার জন্য যে বিরহ তাহাও সুখই। তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিলে ত তবে তাঁহার জন্য বিরহ হইবে বিরহ মানে কি? না, বি-রহ, অর্থাৎ 'বিশেষ' ভাবে থাক। মানে ভগবান যাহার মধ্যে বিশেষ ভাবে রহেন তাঁহারই বিরহ হইতে পারে।'

* * *

'মিশ্রি মুখে রাখ। মিশ্রি মুখে রাখলে তার এমন গুণ যে মুখে জল আপনি বের হবেই, অর্থাৎ নাম নিতে নিতে নামে রুচি হবেই। অবশ্য গুরু কৃপাতেই সব হয় এটা কিন্তু সর্বদা মনে রেখো।'

* * *

'যাঁকে পেলে সব পাওয়া যায় তাঁকে পেতে চেষ্টা কর। তাঁকেই ডাক। তোমাদের কষ্টের কথা আবেদন নিবেদন যা কিছু প্রাণ খুলে তাঁকেই জানাও। তিনি পূর্ণ কিনা, সবদিক তিনি পূর্ণ করেন। তিনি যে সর্বদুঃখহারী। সর্বদাই তাঁকে ডাকতে চেষ্টা কর। তাঁরই ধ্যান কর। তাঁর কাছেই প্রার্থনা কর। তিনি যে মঙ্গলময় শান্তিময় আনন্দময়। প্রাণের প্রাণ। আত্মা।'

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'তাঁকে ডাকা কখনও বৃথা যায় না। যতক্ষণ সাড়া না পাওয়া যায় ততক্ষণ ডেকে যাওয়া। আপনিই আপনাকে পাওয়া অখণ্ড ডাকায় যে অখণ্ডকেই পাওয়া। নিজের আত্মা, প্রাণের প্রাণ সেই প্রিয়কেই ত ডাকা। কতকাল ভোগকে ডেকে ডেকে ভোগ করে আসা হয়েছে তা যাঁকে ডাকলে ত্যাগ ভোগের ডাকাডাকির দ্বন্দ্ব চলে যায়, সেই ডাকই প্রিয় হওয়া চাই।'

*　　*　　*

'আপনাকে পাওয়ার যে রাস্তা, যা ছাড়া যায় না, তাই ধর্ম। প্রত্যেকেরই প্রকাশিত হবার জন্য পৃথক পৃথক রাস্তা আছে। যেখানে তুমি আছ সেইখান দিয়াই তুমি চল। একমাত্র তিনিই ত। তিনিই ধরে আছেন। ছাড়া ত নাই। আবার ভগবৎ প্রকাশের ক্রিয়াকেই ধর্ম বলা হয়। যা অক্রিয়া তাই অধর্ম। ধর্ম ত একই।'

*　　*　　*

এক মহারাজের কয়েকটি বিশেষ প্রশ্নের উত্তর অনেক জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতরাও দিতে পারছিলেন না। অবশেষে এক কৃষক এল রাজদরবারে প্রশ্নের উত্তর দিতে।

প্রথম প্রশ্ন—'ভগবান কোথায় থাকেন?'

কৃষকটি উৎফুল্লচিত্তে তৎক্ষণাৎ বললো, 'ভগবান কোথায় নাই মহারাজ?' উত্তরে রাজা খুব খুসী হলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—'ভগবান কি খান?'

উত্তর :—"ভগবান অহংকারকে খান?'

রাজা খুসী হয়ে তৃতীয় প্রশ্ন করলেন, 'ভগবান কখন হাসেন?'

কৃষক বললো—'জীব যখন গর্ভে থাকে তখন খুব ভগবানকে ডাকে আর প্রার্থনা করে, হে ভগবান এই গর্ভযন্ত্রণা থেকে মুক্ত করো। আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। চিরদিন তোমার নাম করবো। কিন্তু জন্মগ্রহণ করেই সব ভুলে যায়। ভগবান তখন খুব হাসেন আর বলেন, এসবই আমার মায়া।'

চতুর্থ প্রশ্ন হলো, 'ভগবান কি করেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কৃষক কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেল। রাজসভায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো, স্ব রব উঠলো—বড় বড় পণ্ডিতরা পারল না, ব্যাটা চাষা আবার এর কি উত্তর দেবে? রাজা বললেন, 'কি হে, উত্তর দাও।' এবার কৃষকটি বলল 'মহারাজ এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে একটু বসবার জায়গা চাই।' রাজা তার তিনটি উত্তরে মহাখুসী হয়েছে, তাই স্নেহের কণ্ঠে বললেন, বেশ ত, নির্ভয়ে বল তোমার কিরূপ আসন চাই। কৃষকটি তখন একবার এদিক ওদিক চেয়ে বললো, 'মহারাজ এই প্রশ্নের জবাব বড় কঠিন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে এসে আপনাকে দাঁড়াতে হবে, আর আপনার ঐ সিংহাসনে আমাকে বসতে দিতে হবে।' রাজা চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরের জন্য খুবই উদগ্রীব, তাই আর আপত্তি করলেন না। কৃষকটির নির্দেশ পালন করলেন। কৃষকটি রাজ সিংহাসনে বসেও নীরব হয়ে রইলো। এবারে রাজা অধৈর্য্য হয়ে বললেন, 'জবাব দাও আমার প্রশ্নের।' এবারে কৃষক হেসে বললো, 'মহারাজ ভগবান এই করেন আমীরকে গরীব করেন আর গরীবকে আমীর করেন। যেমন এই মুহূর্তে সকলের সামনে ঘটলো। সত্যি কি না মহারাজ? এবারে আসুন আপনার সিংহাসনে বসুন।' এই কথা বলে কৃষকটি সিংহাসন থেকে নেমে পূর্বের স্থানটিতে এসে দাঁড়াল। রাজা এবং রাজসভার উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই মুগ্ধ বিস্মিত ও আনন্দিত হলো কৃষকটির যথাযত উত্তরে।'

*　　*　　*

'মানুষ কর্ম পূরণের জন্য জন্ম নেয়। আবার জন্ম পূরণের জন্যও জন্ম নেয়। শক্তিশালী পুরুষ যাঁর মধ্যে ভগবৎ শক্তি প্রকাশিত রয়েছে, তিনি নিজের কর্ম নিজেও বদল করতে পারেন। তাই তিনি তো সর্বদাই বলা হয়, ভগবৎ চিন্তা হতে বড় আর কিছুই নাই। এই জন্য একটি কথা, গৃহস্থাশ্রমে থেকে বালগোপাল সেবা, কুমারী সেবা। পত্নী গৃহলক্ষ্মী—পতি পরমপতি এই ভাবনাতে সেবা। পিতামাতা গুরুজন তাঁদেরও সেবা। সেবা, সেবা, সেবা। এই সেবা ভাব নিয়েই সংসারে থাকা। তাহলেই সংসার হবে শান্তির সংসার। যেখানে শান্তি, শান্ত অবস্থা, সেখানেই ভগবান বিরাজ করেন। সেবা বুদ্ধিতে সংসারে থাকা আর কি। নিজের বাড়ি যেন ঠাকুরের মন্দির। বাড়িতে যাঁরা আছেন সকলেই এক একটি বিগ্রহ। আমার কাজ সেবা করা। আমি ম্যানেজার হয়ে সেবক হয়ে থাকবো। এই সেবা ভাবনাই একদিন ভগবানের সেবায় রূপান্তরিত হয়ে পাক্কা সেবক হয়ে যাবে। ভগবানকে পাওয়ার ইহাও এক উপায়।'

*　　*　　*

'খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে ত কত জন্ম কাটালে। বৃথা সময় আর নস্ট করো না। আমিই যে অমৃত এই ভাবনা নিয়ে কর্ম করা। কর্ম যেরূপ ফলও সেইরূপ। তবে ভগবৎ চিন্তা দ্বারা মানুষ নির্ভয় হয়। তিনি যে প্রাণের প্রাণ। আত্মা। অভয়। সৎসঙ্গ হোক, একান্তে হোক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন যেখানেই থাকা তাঁকেই ডাকা। নতুবা আবরণ মুক্ত হবে কেমন করে? আত্মস্বরূপ তোমার কাছে প্রকাশ হবে কেমন করে?'

* * *

'আসা যাওয়া হতে মুক্তির উপায় কি?'

'আসা-যাওয়া নেই-ই। আমি যে আত্মা এই ভাবটা রাখা। আসা-যাওয়া হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য গুরুকে আশ্রয় করিতে হয়। কোথায় আসা? কোথায় যাওয়া? যাঁহার আশ্রয় নিলে মুক্তি তিনি সর্বত্র স্বয়ং আছেন।'

* * *

'পার্থিব প্রেম বড় কষ্টদায়ক ও নাশবান। আর ভগবৎ প্রেম বড়ই সুখদায়ক। তাইতো ভগবৎ স্মরণে যত বেশী সময় দেওয়া যাবে ততই ভগবানের প্রতি ভালবাসা বেড়ে যাবে। গুরু যে নাম দিয়েছেন সেই নাম জপ করা। ধ্যান করা। সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করা, কীর্তন করা। এই সব কর্মের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলে অর্থাৎ নিয়মিত ভাবে করে গেলে, ভগবানের প্রতি প্রেম বাড়ে। তাতে মন শান্ত হয়। শান্তি পাওয়া যায়।'

* * *

"সংসারের মালিক না হয়ে মালী হয়ে থাক। মালিক হলেই যত গণ্ডগোল। মালী হতে পারলে আর গণ্ডগোল নেই। এই সংসারটা ভগবানের, আমি সেবক মাত্র। তাঁর নির্দেশ মত আমি সেবা করে যাবো। এই ভাবটা সর্বদা রেখে যদি গৃহস্থাশ্রমে থাকা যায় তবে আর কোন নূতন বন্ধন সৃষ্টি হয় না। কেবল প্রারব্ধ ভোগ করে যাওয়া মাত্র।"

* * *

এক ব্রহ্মচর্য আশ্রমের অভাবেই আর সমস্ত আশ্রমগুলির নিয়ম ঠিক ঠিক ভাবে পালন করা হয় না। বুনিয়াদ পাকা না হলে যেমন বাড়ি টেকে না। এও সেইরূপ আর কি। আশ্রম মানে যেখানে শ্রম নেই। আবার ভগবানকে বাদ দিলে সবই ত শ্রম। বিশ্রাম তবে কোথায়? গৃহস্থ আশ্রমে থেকেও যদি তদজ্ঞানে সেবা করা যায় তবেই ঠিক ঠিক আশ্রম বাস হয়। পতিকে পরমপতি জ্ঞানে সেবা আর স্ত্রীকে মহামায়ার অংশভাবে সেবা। তোমরাই ত বলে থাক—'যত্র জীব তত্র শিব। যত্র নারী তত্র গৌরী।'

* * *

"সহ্য কর সহ্য কর সহ্য কর। ধৈর্য ধরে সবই সহ্য করবে। যত সহ্য করবে ততই শক্তি বৃদ্ধি হবে। শক্তি বৃদ্ধি হলে নিজের ত উপকার হয়ই, অপরকেও বিপদ হতে রক্ষা করতে পারা যায়।

দেখ একটা গাছ যখন ছোট থাকে, কত ভাবে তাকে রক্ষা করতে হয়, পরে সেই গাছ যখন বড় হয়ে যায় তার শক্তি বৃদ্ধি হয়। তখন তার নীচে যদি ছোট গাছ থাকে ঐ বড় গাছটি ছোট গাছটিকে রক্ষা করে। যেমন ঝড় ঝাপটা যাই আসুক বড় গাছটির উপর দিয়াই সব যায়। ছোট গাছটির উপর আর কোন ধাক্কা লাগে না।

কেউ কিছু বললো কি কিছু করলো তাতে মনে চোট লাগা স্বাভাবিক, কিন্তু তখনই বিচার দ্বারা সব সরাইয়া দিতে হয়। মনে করতে হয়, হয়ত আমার অজ্ঞাতসারে আমার মধ্যে যে অহংকার ছিল তা সরাবার জন্য তিনি আমাকে আঘাত দিয়ে স্মরণ করাইয়া দিচ্ছে! আমার মনের ময়লা কাটাইয়া দিচ্ছেন।

নিন্দাটা গোবরের মত। গোবর যদি এমনি পড়ে থাকে তবে তা নস্ট হয়ে যায়। কিন্তু এই গোবরই যদি মাটির সঙ্গে মিশে সার হয় তবে তা গাছের গোড়ায় দিলে কত সুন্দর সুন্দর ফল ফুল এবং শস্য হয়। সেইরূপ নিন্দাটা যদি সাধক, আদর্শবান পুরুষ সহন করে নিতে পারে, মানে গায়ে মেখে নিতে পারে তবে তাতে ফল ভালই হয়। জমি উর্বরা হয় আর কি। তবেই দেখ নিন্দাটাও কত ভাল জিনিষ। নিন্দাটাও সেই একই ত।

আবার দেখ, বৃক্ষের যখন শক্তি হয়ে যায়, সে বেশ বড় হয়ে যায়, তখন যদি কেউ ধাক্কা দেয়, আঘাত করে তবে আঘাতকারীরই চোট লাগে বৃক্ষের কিছু হয় না। এই যে দেয়াল দেখছ, বলেই মা দেওয়ালে কিছু ফুল ছুঁড়ে ফেললেন, ফুলগুলি মাটিতে পড়ে গেল। এই দৃষ্টান্ত। দেখিয়ে মা বলেছেন, 'দেখ দেওয়ালের কিছুই হলো না। ফুলগুলিই ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। আবার দেখ মহাত্মা কবীরজীর জীবন, একটি লোক কবীরজীর খুবই নিন্দা করতো। লোকটি একদিন অসুস্থ হয়ে মারা গেল। কবীরজী খুব কাঁদতে লাগলেন। ভক্তরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজ আপনি কাঁদছেন কেন? কবীরজী বললেন, 'আমার ধোবী আজ মারা গেছে। ঐ যে লোকটি আমার নিন্দা করতো সে আমার বড়ই উপকার করতো। মনের ময়লা সাফ করতো। সে সর্বদাই আমার দোষগুলি দেখিয়ে দিত। তাতে মনে অহংকার আসার সুযোগ হতো না। দ্বিতীয়ত যদি কেউ কারো নিন্দা করে তবে নিন্দুক যার নিন্দা করে তার পাপ নিয়ে আমাকে পরিষ্কার করতো। সে যে আমার পরম বন্ধু ছিল। তাই তার জন্য কাঁদছি।

তাই তো বলা হয় লোকনিন্দায় মন খারাপ করতে নেই। সর্বদাই তা উপেক্ষা করতে হয়। এক লক্ষ্যে স্থির থেকে বাধা বিঘ্নে নিরাশ না হয়ে ধৈর্য্যের সঙ্গে কাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে যাও। শুধু ব্যবসাদারের মত বার বার হিসাব না লাগিয়ে নিজের কর্তব্যকর্ম করে যাও, তবেই প্রকৃত শান্তির আশা।'

* * *

"এ সংসারে এত দুঃখ কেন ?"

"এই সংসারের ত এই-ই রূপ। জগৎ মানেই যা গতিশীল পরিবর্তনশীল। এই আছে, এই নাই—এই-ই জগতের রূপ। যার যা স্বরূপ সে তা দেখাবে না ? সংসারের স্বরূপই যে দুঃখময়। যা অনিত্য তা ত বিনাশ হবেই। অনিত্যের সংসারে শান্তি কোথায় বাবা ? আর মানুষ ত কর্ম্মপূরণের জন্যই জন্ম নেয়। তাই তো বলা হয়, বিষয় বাসনার মনকে ভগবৎমুখী করে তোলো। অন্তর্মুখী কর। নাম কর। স্বয়ং তিনিই যে নাম রূপে। যে নাম ভাল লাগে সেই নাম নিতে নিতে, সর্বনাম যে তাঁরই নাম, সর্বরূপ যে তাঁরই রূপ, তা প্রকাশ হয়। নিজেকে পাওয়ার জন্যই নিজেকে প্রকাশ করা। সেই বোধে যাওয়া—আমি যে শান্তস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ। এই বোধ না হলে শান্তি কোথায়, বাবা ?

* * *

'সংসারে থেকেই শান্তভাবে ভজন করতে থাক। তবেই যাহা ছাড়বার তা ছেড়েই যাবে। আর যা কখনও ছাড়ে না ছাড়া যায় না, তা থেকেই যাবে। এই কথা বলা হইতেছে না সব ছাড়িয়া চলিয়া যাও। সব নিয়াই থাক। সেবা বুদ্ধিতে সংসার কর। কোনও ভয় নাই। তাঁর ইচ্ছা হইলে তিনিই তোমাকে শুদ্ধ করিয়া তাঁর নিকট লইয়া যাইবেন। দেখ, বৃদ্ধ শরীর বলিয়া মনে করিও না যে আর কি হইবে ? যদি সময় হয়, তাঁর কৃপা হয়, এই সময়টুকুর মধ্যেও ত হইয়া যাইতে পারে।'

* * *

দেখ, দেহ সংযম, বাক সংযম ত অনেক সময় হয়। কিন্তু মন সংযমের দিকেও একটু লক্ষ্য রাখা দরকার। সারাটি দিন মনটা কি করে ধরতে পার কি ? সর্বদাই মনটাকে নিজের বশে রাখা। গভীর অন্ধকারে মনের মত গুহায় প্রবেশ করে সেখানে ক্রিয়া করে আসনে বসে পড়া। যতক্ষণ পারা যায় জপধ্যান ইত্যাদিতে থাকা। অবশ্য গুরুকৃপাই সব ইহা কিন্তু মনে রেখো।

* * *

জগৎ মানে কি ? যা গতি। অন্তর্জগতের ক্রিয়া মানে অন্তর্যামী যিনি তাঁর জন্য যত ক্রিয়া অন্তরালে হয়। সেগুলিরও আবার অনেক স্তর আছে। সেই স্তরের মধ্যেও গভীর হতে গভীর ক্রিয়া অর্থাৎ যে গতিতে অন্তর্যামী প্রকাশ। আর যে প্রকাশে অন্তর বাহির এক। বহির্জগতে বহির্মুখী যে ক্রিয়া। প্রাণ ও একটাই। প্রাণ বায়ুও একটাই। অন্তর ক্রিয়াতে সব কথাই সম্ভব। তাহলে অন্তর্জগতে যেখানে অনন্ত ক্রিয়া সেখানে তুমিই যে স্বয়ং নানারূপে নানাভাবে নানা আকারে প্রকাশিত আছ। তোমার জিজ্ঞাসা তোমাকেই পাওয়ার জন্য। অন্তর আর বাহির একমাত্রই যে। সেই প্রকাশের জন্য স্থূল ক্রিয়া যেমন আছে অন্তর ক্রিয়া তেমনই আছে। অন্তরে আছে স্থূলে প্রকাশ হয়। সেইটাই স্থূল সূক্ষ্মে ও কারণে অন্তে আর অনন্তে, এক হইয়া মহাকারণে—যখন মহা প্রকাশ তখন।'

* * *

'হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা। হরি মানে যিনি দুঃখ হরণ করেন। অর্থাৎ যাহা অমৃত বাণ মানে অমরবান। যাহা অমৃতের পথে নিয়া যায়। সেই হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা। যাঁরা রাম, ওঁহা আরাম ; যাঁহা নহী রাম উঁহাহী বে-আরাম। ব্যারাম। এই শরীরের ত এই-ই কথা।'

* * *

—আচ্ছা মা, ভগবানকে কি করে পাওয়া যায় ?

জিজ্ঞেস করলেন এক ভক্ত।

—তাঁর জন্য কাঁদলেই তাঁকে পাওয়া যায়।

বললেন শ্রীশ্রীমা।

—আমার ত কান্নাই আসে না।

—যাঁরা কাঁদে তাদের সঙ্গ কর। হেসে হেসে মা বললেন।

—আচ্ছা ভগবানকে পাওয়ার জন্য কতটা নিজের চেষ্টা দরকার আর কতটা তাঁর উপর নির্ভর করতে হবে ?

—তাঁর উপর যে নির্ভর করা এও ত তিনিই করাবেন। তবেই ত তুমি করতে পারবে।

—আচ্ছা মা, এসব অনিত্য বস্তুতে আমাদের আকর্ষণ কেন ? নিত্য বস্তুতে কেন আকর্ষণ হয় না ?

—এই সব যে তাঁরই লীলা। তিনি নিজেই নিজেকে নিয়া খেলা করছেন। চণ্ডীতে আছে না 'ভ্রান্তি রূপেন সংস্থিতা'। ভ্রান্তিরূপেও যে তিনিই। তবে কি হয় ? বিষয়ে আসক্তি হলে নীচে নেমে যায়। আর তাঁর দিকে আকর্ষণ হলে আনন্দ ও মুক্তি। বিষয়ে আসক্তি হলে 'রিটার্ণ টিকিট' মানে আসা যাওয়া। সবই যে অনন্ত। অন্-অন্ত অর্থাৎ যার অন্ত নাই। তাই সর্বদা বলা হয় তোমরা তাঁর নাম ছাড়িও না। চুপে চুপে করিও। কাউকে দেখাইতে বা শুনাইতে নাই। দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়ে বৃথা নষ্ট করতে আছে কি ? যেমন শ্বাস চলছে তেমন নামও চালাতে চেষ্টা করা। শরীরের ত প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন হচ্ছে। প্রথমে ছোট ছেলে এখন বড় হয়েছো। এই যে গতি, একেও শুভ ও মঙ্গলজনক করা চাই। নতুবা আত্মত্যাগ করা হয়। যনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন তাঁর উপরই সব ছেড়ে দাও। নাম, নামেই সব হয়। হরি হরি বল, দুটি বাহু তোল, চল চল চল, দয়াল মাঝির নায়।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমপূজনীয়া আনন্দময়ী মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

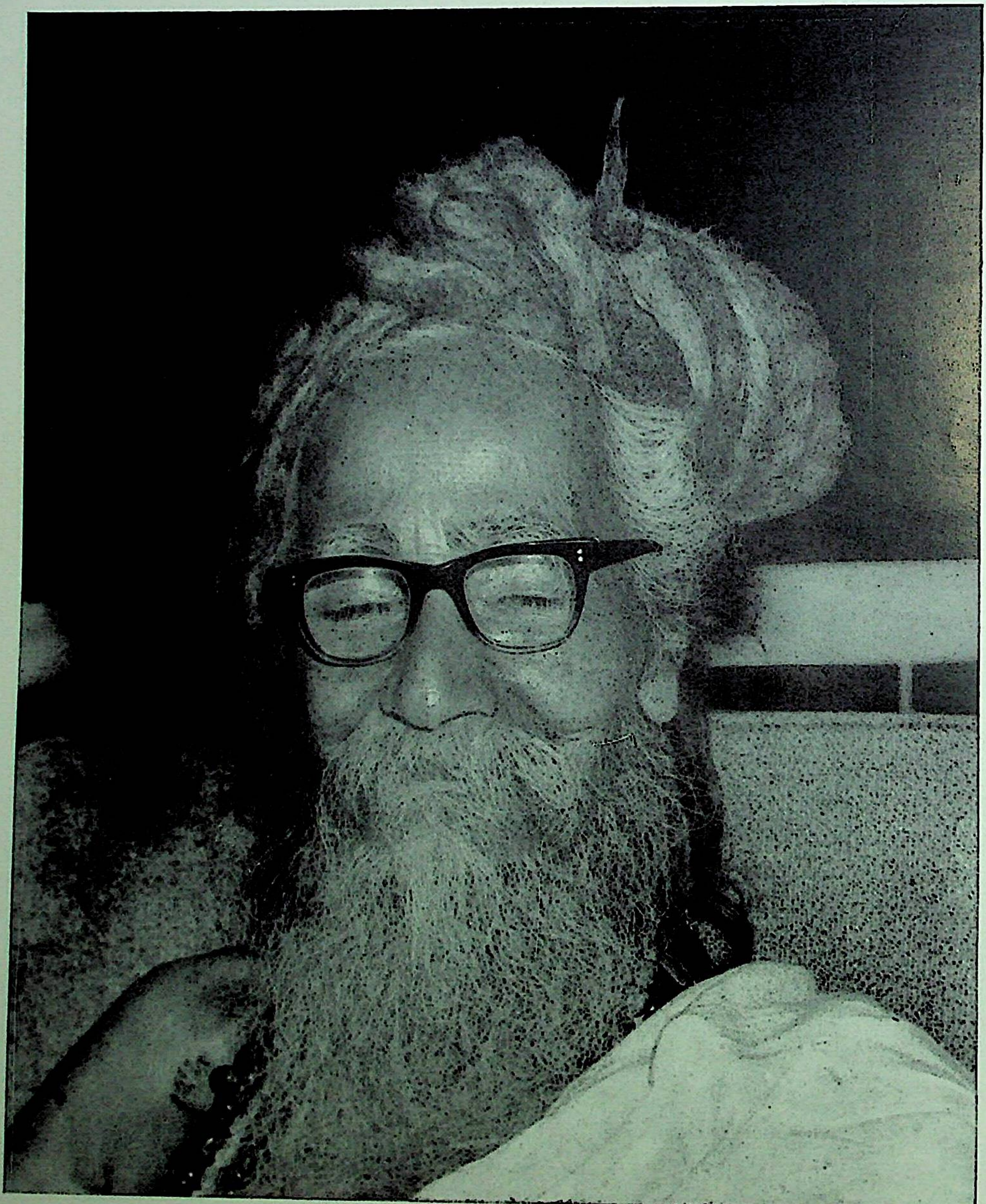

পরমপূজনীয় সীতারাম ওঙ্কারনাথ ঠাকুর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৺শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃত

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কার মঠ
২৩।৭।৬৪

নামাবতার

কামতোঽকামতো বাপি বাপি যৎ করোমি শুভাশুভং।
তৎ সর্বং ত্বয়ি সন্ন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্ ॥

মূলং সর্বাবতারাণাং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্।
নাম্নঃ পরতরং নাস্তি স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে ॥
নমো নামাবতারায় পরায় পরমাত্মনে।
অবতার বরিষ্ঠায় প্রেমদায় নমো নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ, ওঙ্কারেশ্বর
পোঃ মান্ধাতা ওঙ্কারজী
চারসম্প্রদায়
নেমার, মধ্যপ্রদেশ
২৩।৭।৬৪

শ্রীভগবদ্দাশরথি
দাসানুদাস
সীতারামদাস
ওঙ্কারনাথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

রাসপূর্ণিমা
ওঙ্কার মঠ
২১শে কার্ত্তিক, ১৩৬৪

নামাবতার

বিশাল বিশ্বস্য বিধান বীজং
বরং বরেণ্যং বিধি বিষ্ণু সর্বৈঃ।
বসুন্ধরা বারি বিমান বহ্নি
বায়ু স্বরূপং প্রনবং বিবন্দে।
তখনও নিদ্রিত বিশ্ব মানসে তাঁহার,
নিস্তরঙ্গ সিন্ধুসম শান্ত শুদ্ধ ধীর।
তখনো ছিলনা হেথা আলো কি আঁধার,
তখনো ফুটেনি হাস্য আস্যে প্রকৃতির।
সে শুভ মহেন্দ্রক্ষণে উঠিল স্পন্দন,
এক আমি বহু হব জাগিল বাসনা।
সহসা ভাসিয়া বিশ্ব করিল বন্দন,
সে মধু মিলন হতে জগৎ কল্পনা।

নিস্তরঙ্গ শান্ত স্থির অনবগাহ অপরিসীম অবর্ণনীয় পরম আনন্দ মহাপারাবারে মণির ঝলকের মত স্পন্দন উঠলো "বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" বহু হব—জন্মাব, সেই নিরতিশয় অসীম সচ্চিদানন্দ মহাসমুদ্রে প্রথম হিল্লোল "বহু হব—জন্মাব" সেই সীমাহীন মহাসাগরে "বহু হব—জন্মাব" "বহু হব—জন্মাব" এই আদি পরম স্পন্দন প্রণব সহ লীলায়িত হতে লাগলো।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ দিক্ দেশ কাল আদি পরিচ্ছেদ শূন্য সেই পরম ব্রহ্ম—

তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন্ আকাশঃ সম্ভূতঃ।

উক্ত এই আত্মা হতে আকাশ উৎপন্ন হল। আকাশ হতে বায়ু, বায়ু হতে অগ্নি, অগ্নি হতে জল, জল হতে পৃথিবী হতে ওষধি সমূহ, ওষধিসকল হতে অন্ন, অন্ন হতে পুরুষ অর্থাৎ মানুষ উৎপন্ন হল।

ছুটেছে হিল্লোল "বহু হব" "বহু হব" ভূর্ভুবঃ স্বঃ মহ জন তপ সত্য—এই উর্দ্ধ সপ্ত লোক হল। অতল বিতল সুতল তলাতল মহাতল রসাতল ও পাতাল—চতুর্দ্দশ ভুবন হল। চতুর্দ্দশ ভুবনকে বেষ্টিত করে দশগুণ জল, সেই জলকে বেষ্টিত করে তার দশগুণ অনল, এইরূপ দশগুণ বায়ু, বায়ুর দশগুণ আকাশ, আকাশের দশগুণ অহং তত্ত্ব, অহং তত্ত্বের দশগুণ মহত্তত্ত্ব, তার দশগুণ প্রকৃতি ভাসলো—সমবায়ে একটি ব্রহ্মাণ্ড নির্মিত হল। ছুটেছে চতুর্দ্দশ লোকে সপ্ত আবরণে "বহু হব বহু হব"। তখন একটি ব্রহ্মাণ্ড নয়, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভেসে উঠল। সর্বত্র সেই একই সুর গীত হতে লাগলো—বহু হব বহু হব।

বহু হব, জন্মাব—এই হল অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মূল সংকল্প—আদি বীজ। ব্রহ্মাণ্ডে জরায়ুজ—মনুষ্য গো প্রভৃতি স্বেদজ—স্বেদ হতে জাত কীট মশকাদি, অণ্ড হতে উৎপন্ন সর্প পক্ষী প্রভৃতি. এবং তরু গুল্মাদি উদ্ভিজ্জ, চতুর্বিধ প্রাণিজাত সমুৎপন্ন হল; তাতেও সেই আদি সঙ্কল্প খেলা করতে লাগলো "বহু হব বহু হব"। এক বৃক্ষ হতে কত বীজ হল—কত বৃক্ষ হল; এক মনুষ্য হতে কত কত মনুষ্য হল। এই ভাবে আদি সঙ্কল্প অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাইরে তরঙ্গ তুল্‌তে লাগলো। আজিও সে হিল্লোলের বিরাম নাই। গগনে পবনে, জলে স্থলে, অনলে ভূধরে, পশুপক্ষীতে, কীটপতঙ্গে, বৃক্ষলতায়, মানবে দানবে, সুরে অসুরে—সর্বত্র সেই আদি সঙ্কল্প অব্যাহত ভাবে লহর তুলছেন—বহু হব বহু হব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক আমার নাথ আপনার নিজ শক্তিকে নিয়ে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপে চতুর্ব্বিধ জীবরূপে আদি সঙ্কল্পে পরিণত হলেন। চললো লীলা বিভূতিতে অনন্ত লীলা, লীলা-সঙ্গিনী সতত পরিবর্ত্তনশীলা, তাই আবার তরঙ্গ উঠলো "এক হব"—

তার কারণ ঠাকুর আমার মানুষ সেজে রোগে শোকে দুঃখে জ্বালায় যন্ত্রণায় পাপে তাপে জ্বলে জ্বলে সারা হতে লাগলেন। ভুল ভুল খেলায় সব ভুল হয়ে গেলো—না ভুললে তো সজাগ অবস্থায় লীলা হয় না। তাই ভুল ভুল খেলায় হাহাকারে দিক্ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো—"না না আমি আর বহু হব না, আমি এ জ্বালা আর সহ্য কর্‌তে পাচ্ছিনা, আমি শান্তি চাই—এক হব এক হব।

সংকল্প হল—এক হব। কি উপায়ে এক হব! অমনি —ঠাকুর স্বয়ংই শব্দব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হলেন।

গৌরীর্মিমায় সলিলানি—

ঋগ্বেদ সংহিতা
১।১৬৪।৪১

সৃষ্টিসময়ে পরমপদ পরমাকাশে প্রতিষ্ঠিতা গৌরবর্ণা বাগ্‌দেবী জলতরঙ্গের ন্যায় বর্ণ পদ বাক্য ইত্যাদি রচনা কর্‌তে কর্‌তে শব্দ সৃষ্টি করেছিলেন। প্রথমে তিনি প্রণবরূপে একপদী হয়ে ব্যোমময় পুরুষের হৃদয়ে আবির্ভূতা হলেন। অনন্তর ব্যাহৃতি এবং সাবিত্রীরূপে দ্বিপদী হলেন। পরে বেদ চতুষ্টয় রূপে চতুষ্পদী; তদনন্তর ছয় বেদাঙ্গ (শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ ছন্দ নিরুক্ত জ্যোতিষ) ও পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্র রূপে অষ্টাপদী হলেন। অনন্তর ন্যায় মীমাংসা সাংখ্য যোগ পঞ্চরাত্র পাশুপত আয়ুর্বেদ ধনুর্বেদ ও গন্ধর্ববেদ রূপে নবপদী হয়ে আবির্ভূত হলেন। অতঃপর অনন্ত বাক্ সন্দর্ভরূপে এই সর্ববর্ণময়ী সর্বধ্বনিময়ী এই সহস্রাক্ষরা বাগ্‌-দেবী পরম ব্যোম হতে আবির্ভূতা হলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রণব হতে কিরূপে বহু পদী হয়েছেন তা কথিত হয়েছে—

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে।

শ্রীমদ্ভা অধ্যায় ১১-২১

হে উদ্ধব! বেদ—কর্ম উপাসনা ও জ্ঞান এই ত্রিকাণ্ডাত্মক তিন কাণ্ডের দ্বারা প্রতিপাদিত বিষয়, ব্রহ্ম এবং আত্মার একতা সমস্ত মন্ত্র এবং মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ইহা খুলে বলেননি, পরোক্ষভাবে বলেছেন এবং ইহা গুপ্তভাবে রাখাই আমার অভিপ্রায়। সমস্ত লোক এর অধিকারী নহে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে একথা বুঝতে পারে। বেদের নাম শব্দ ব্রহ্ম। উহা আমারই মূর্ত্তি। এজন্য উহার রহস্য অবগত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। এই শব্দব্রহ্ম পরাবাণীরূপে প্রাণময়, পশ্যন্তীরূপে মনোময়, এবং মধ্যমা-বাণীরূপে ইন্দ্রময়। উহা সমুদ্রের ন্যায় সীমারহিত এবং গভীর। উহা বুঝা অত্যন্ত কঠিন। সাধারণ প্রাণিগণ উহার ঐ রূপ জানে না; মাত্র বৈখরী বেদ বাণীরূপ বেদকেই অবগত আছে। হে উদ্ধব! আমি অনন্ত শক্তি সম্পন্ন এবং স্বয়ং অনন্ত ব্রহ্ম স্বরূপ। আমা কর্তৃক অধিষ্ঠিত মৃণালতন্তুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম আমার রূপ প্রাণিগণের অন্তঃকরণে অনহিত নাদরূপে লক্ষিত হয়। ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ স্বয়ং বেদমূর্ত্তি এবং অমৃতময়। উহার উপাধি প্রাণ এবং স্বয়ং অনাহত শব্দ দ্বারাই উহার অভিব্যক্তি। যেমন ঊর্ণনাভ আপনার হৃদয় হতে মুখদ্বারা জাল উদগীরণ পূর্বক পুনরায় গ্রহণ করে, তদ্রূপ স্পর্শ আদি বাণীসকল সঙ্কল্পকারক মনোরূপ নিমিত্ত কারণ দ্বারা হৃদয় আকাশ হতে অনন্ত অপার বৈখরী বেদবাণী স্বয়ং প্রকট করেন; পুণরায় আপনাতে লীন করে থাকেন। ঐ বাণী হৃদ্‌গত ওঙ্কারের দ্বারা অভিব্যক্ত; স্পর্শবর্ণ—ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন, প ফ ব ভ ম; অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ ষোড়শ স্বরবর্ণ; শ ষ স হ উষ্মবর্ণ; য র ল ব অন্তঃস্থ বর্ণ—এইরূপ বিচিত্র লৌকিক ও বৈদিক ভাষায় বিস্তৃত।

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে প্রণব উৎপত্তির কথা এরূপ কথিত হয়েছে—

সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মনঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
হৃদ্যাকা শাদভূন্নাদো বৃত্তি রোধাদ্ বিভাব্যতে॥

॥ ৩৭ ॥
৬ অধ্যায়

—সমাহিতাত্মা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার হৃদয়াকাশ হতে অনাহত নাদ অবির্ভূত হয়েছিল। যে সময় জীব আপনার মনোবৃত্তি নিরোধ করে, সেই সময় তার ঐ নাদ অনুভব হয়। হে শৌনিক! শ্রেষ্ঠ যোগিগণ ঐ অনাহত নাদের উপাসনা করেন, আর তার প্রভাবে অধিভূত (দ্রব্য) অধিদৈব (ক্রিয়া) অধ্যাত্ম (কারক) এই ত্রিবিধ মল নষ্ট ক'রে পরমগতি—মোক্ষ প্রাপ্ত হন। নাদ হতে অকার, উকার মকার, ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঙ্কার প্রকট হয়েছেন। ওঙ্কারের শক্তিতে অব্যক্তরূপা প্রকৃতি ব্যক্তরূপে পরিণত হয়েছেন। ওঙ্কার স্বয়ং অব্যক্ত ও অনাদি আর পরমাত্ম স্বরূপ হওয়ায় স্বয়ংপ্রকাশ পরম বস্তুকে ভগবান, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলা হয়। তাঁর বোধও ওঙ্কারের দ্বারা হয়ে থাকে। যখন শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তি লুপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ কর্ণাচ্ছাদন পূর্বক বাহ্য শব্দ গ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না করা হয়, তখন সেই ওঙ্কারের অর্থ প্রকাশকারক স্ফোটতত্ত্ব শ্রবণে মানব সমর্থ হয়ে থাকে, আর সুষুপ্তি এবং সমাধি অবস্থায় সমস্ত অভাবকেও জান্‌তে সমর্থ হয়। ওঙ্কার পরমাত্মার বিশুদ্ধ স্বরূপ। ঐ ওঙ্কার পরমাত্মা হতে হৃদয়াকাশে বেদবাণী অভিব্যক্ত করেন। ওঙ্কার অর্থাৎ অপর প্রণব আপনার আশ্রয় পরমাত্মা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ বাচক এবং ওঙ্কার, সম্পূর্ণ মন্ত্র উপনিষৎ আর বেদের সনাতন বীজ। ওঙ্কারের তিন বর্ণ অ উ ম, ইহা সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ, ঋক যজু সাম তিন বেদ, ভূর্ভুবঃ স্বঃ তিন লোক, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তিন বৃত্তিরূপে তিন ভাবকে ধারণ করেন।

বহু হব এই সঙ্কল্পে যিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সাজেন, মায়ামুগ্ধ জীব হয়ে ভুল ভুল খেলায় পাপে তাপে হাহাকার কর্‌তে থাকেন তিনিই—

> অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারঃ মীমাংসা-ন্যায়বিস্তরঃ।
> পুরাণং ধর্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হেতাশ্চতুর্দশ,
> আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গন্ধর্বমর্থসাধনম্ ॥

শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ ছন্দ নিরুক্ত ও জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গের সহিত চতুর্ব্বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ধর্মশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ব ও অর্থ সাধন বিদ্যা এই অষ্টাদশ বিদ্যা হলেন। অনন্ত বাক্ সন্দর্ভ রূপে তিনিই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে খেলা করতে লাগলেন। এ হ'ল বাইরের খেলা। ভিতরে "নাদ কোটি সহস্রাণি' কোটি সহস্র প্রকার নাদ হয়ে লীলানিরত হলেন। এই অপরিসীম শব্দরাশির মূল ওঙ্কার, ওঙ্কারের মূল—নাদ।

নাদই বহুত্ব থেকে তাঁকে একত্বে গিয়ে আপন স্বরূপ দেখিয়ে দেন। তখন হাহাকার দূর হয়ে যায়, আমিই লীলা করবার জন্য বহুরূপ ধারণ করেছিলাম বুঝে আত্মারাম আপ্তকাম হয়ে যান।

অনাদি কাল হতে এই অনাদি লীলাপ্রবাহ চলেছে আপন ভাবে, এর বিরাম বিশ্রাম নাই, অবাধ গতিতে চলেছে। ঠাকুর আমার—

> স্থাবরাস্ত্রিংশ লক্ষাশ্চ, জলজা নবলক্ষকাঃ।
> কৃমিজা দশলক্ষাশ্চ রুদ্রলক্ষাশ্চ পক্ষিণঃ॥
> পশবো বিংশ লক্ষাশ্চ চতুর্লক্ষাশ্চ মানবাঃ।
> এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে॥

কর্মবিপাক

স্থাবর ত্রিশ লক্ষ, জলজ নব লক্ষ, কৃমিজ দশ লক্ষ, দ্বাদশ লক্ষ পক্ষিযোনি, বিংশ লক্ষ পশু এবং চারি লক্ষ মানব যোনিতে ভ্রমণ ক'রে তার পর দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়ে বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠানে রত হন।

বৈদিক ধর্ম আচরণকালেও সেই 'বহু হব' সঙ্কল্প দূর হয় না। যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে স্বর্গাদি লোকে গমন করত পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্যে আগমন করতে থাকেন।

এই ভাবে চলেছে কত কত যুগ কত কত মন্বন্তর—কে তার নির্ণয় করতে পারবে? কত সত্য, কত ত্রেতা, কত দ্বাপর, কত কলি, এল গেল—কে তার সংখ্যা নিরূপণে সমর্থ হবে?

যুগ এবং যুগধর্মের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হয়েছে—

শুকদেব বল্‌লেন—সত্যযুগে মানবগণ কর্তৃক পালিত সত্য, দয়া, তপস্যা ও অভয় দান—এই সম্পূর্ণ চতুষ্পাদ ধর্ম প্রবর্ত্তিত হতে থাকে। সত্যযুগে মানবগণ প্রায় সন্তুষ্ট, দয়াবান্, মৈত্রীসম্পন্ন, শান্ত, দান্ত, ক্ষমাবান, আত্মারাম সমদর্শী ও আত্মতত্ত্বের অনুশীলনে অভ্যস্ত হন। ত্রেতায় ধর্মের একপদ স্খলিত হয়, অর্থাৎ এই কালে অধর্মের চারিপাদ—মিথ্যা, হিংসা, অসন্তোষ ও কলহের দ্বারা ধর্মের চারপাদ—সত্য, দয়া, তপস্যা ও দান এ সকলের এক চতুর্থাংশ ধীরে ধীরে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তখন লোকের যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপে ও তপ জপে আসক্তি হয়। সেই সময় হিংসা ও লাম্পট্যের পরিমাণ কম হয়;—ধর্মাদি ত্রিবর্গে রত বেদপারগ ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। দ্বাপরে অধর্মের পাদ—মিথ্যা, হিংসা, অসন্তোষ ও কলহের দ্বারা ধর্মের পাদ—তপস্যা, সত্য, দয়া ও অভয় দানের মধ্যে অর্দ্ধেক কমিয়া যায়। তখন ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ অধিক। ইহারা তপোনিষ্ঠ, চরিত্রে মহৎ, স্বাধ্যায় অধ্যয়নে রত, ধনাঢ্য, বহু পরিবার যুক্ত ও আনন্দিত হন। কলিতে ধর্মের পাদ সমূহের মধ্যে একটি মাত্র পাদ সত্য বাকী থাকে। অধর্মহেতু বৃদ্ধি পাওয়াতে, তদ্দারা ক্ষয় প্রাপ্ত হ'য়ে অবশেষে ঐ পাদটীও নষ্ট হয়ে যায়। তখন শূদ্র ও দাসের সংখ্যা অধিক। ইহারা লুব্ধ, দুরাচার, দয়াহীন, অনর্থক বিবাদকারী, হতভাগ্য ও সাতিশয় স্পৃহাশীল হয়। পুরুষে সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ দৃষ্ট হয়।'

শ্রীমদ্ভা—১২/৩

উপস্থিত দারুণ কলিযুগ চল্‌ছে। কলিযুগে মানবের অবস্থা কিরূপ হবে ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ যোগবলে তা জেনে শ্রীমহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীঅধ্যাত্ম-রামায়ণাদিতে বলেছেন—তাঁদের অপূর্ব ভবিষ্যৎ কথা আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। কলিযুগ সম্বন্ধে অধ্যাত্ম-রামায়ণে কথিত হয়েছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীনারদ ভগবান ব্রহ্মাকে বলছেন—কলিযুগ সমাগত হলে মানবগণ পুণ্যবিবর্জিত, দুরাচাররত, মিথ্যাকথনপটু, পরাপবাদনিরত হবে। পর দ্রব্য অভিলাষী, পরদারে আসক্ত চিত্ত, পরহিংসাপরায়ণ, মূঢ়, পশুবুদ্ধি, স্ত্রীজিত ও কামকিঙ্কর হবে এবং নাস্তিকতা অবলম্বন করত দেহের উপর আত্মার আরোপ করবে। বিপ্রগণ ভয় লোভ প্রস্ত ও বেদবিক্রয় জীবী হয়ে একমাত্র ধনলাভের প্রত্যাশায় যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যা উপার্জন করত অহঙ্কারে উন্মত্ত হবে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণকে প্রায়ই স্বজাতিকর্তব্য ধর্মকর্ম পরিত্যাগ ক'রে পর-প্রবঞ্চনা-পটু হতে দেখা যাবে। তদ্রূপ শূদ্রগণও ব্রাহ্মণাচর তৎপর হয়ে উঠবে। কামিনীগণ অধিকাংশ ভ্রষ্টা এবং শ্বশুর শাশুড়ীর দ্রোহ করবে। তারা স্বামীর অবমাননা করতে কিছু মাত্র সঙ্কোচ প্রকাশ করবে না। হে ব্রহ্মন্! যা বল্‌লাম এতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

অন্যত্র শাস্ত্র আরও বলেছেন—কলিযুগে ধর্মানুরূপ বিবাহ থাকবে না। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ বিলুপ্ত হবে। স্বামীস্ত্রীর ব্যবহার ভিন্নরূপে পরিণত হবে। হোমাদি ক্রিয়া দেবপূজা লোপ পাবে। যে-সে কুলে উৎপন্ন হয়েও বলবান্ ব্যক্তি সকলের প্রভু এবং সকল বর্ণ হতে কন্যা বিবাহ করবার উপযুক্ত পাত্র হবে। যার যা মুখে আসবে সে তাই শাস্ত্র বলে প্রকাশ করবে এবং সকলেই সকল আশ্রমে অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রবেশ করবে। মানুষ অল্প ধনের অধিকারী হয়েও অত্যন্ত গর্ব করবে। নারীগণ কেবল কেশের দ্বারাই আপনাদের সুন্দরী মনে করবে, ধনহীন স্বামীকে ত্যাগ করবে। কলিকালে ধনবান ব্যক্তি নারীগণের ভর্তা হবে। মানুষ ধর্মের জন্য অর্থ ব্যয় না ক'রে বড় বড় বাড়ী তৈরী করবে। মানব অর্থের দ্বারা দেব-সেবা অতিথি-সেবা করবে না; কেবল আপনাদের ভোগের জন্য অর্থব্যয় করবে। নারীগণ নানাবিধ সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়ে স্বেচ্ছাচারিণী হবে। পুরুষগণ অন্যায় ভাবে অর্থ উপার্জন করবে। মানুষ সুহৃদগণের প্রার্থনায় অণুমাত্র স্বার্থ ত্যাগ করবে না। শূদ্রগণ বলবে—ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমাদের কোন বিশেষই নাই—ব্রাহ্মণ বড় কিসে? গাভীগণ দুগ্ধ দেয় বলে আমাদের প্রতিপাল্য—সকলে এরূপ ভাববে। প্রজাগণ অনাবৃষ্টির জন্য ক্ষুধায় কাতর হয়ে এক দৃষ্টিতে আকাশের পানে চেয়ে থাকবে; পেটের জ্বালায় কন্দমূল পাতা ফল প্রভৃতি ভোজন করবে। ধনহীন মানবগণ নিরন্তর দুর্ভিক্ষ রূপ দুঃখ ভোগ করবে; স্নান না করে ভোজন করবে; ভুলেও সন্ধ্যা শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করবে না; অগ্নি, দেবতা, অতিথির পূজা কেহ করবে না। সকলে অতি লোভী হবে। বনচারী ভিক্ষুকগণ গ্রাম্য আহার ও পরিগ্রহে রত হয়ে মিত্রাদির সহিত স্নেহসূত্রে আবদ্ধ হবে। রাজাগণ প্রজাপালন করবে না, অথচ বলপূর্বক প্রজার বিত্ত হরণ করবে। শূদ্রজাতি তাপসের বেশ ধরে ভিক্ষা-ব্রতে ব্রতী হবে। ধর্ম জ্ঞানহীন ধর্মরক্ষার আসনে বসে ধর্মোপদেশ দিবে। নারীরা নির্ধন পতিকে, ভৃত্যেরা সর্বগুণ-সম্পন্ন প্রভুকে, প্রভুরা রোগাদির দ্বারা বিপন্ন পুরাতন ভৃত্যকে, আর গোগণের দুগ্ধ ফুরালে মানব তাদের ত্যাগ করবে। ভগবানের অর্চনা কেহ করবে না। মনুষ্যগণ, বেদের দ্বারা কি হবে—ব্রাহ্মণগণের কি ক্ষমতা আছে—দেবতাগণ কি করতে পারেন—জলাদি শৌচের দ্বারা কি হবে বলবে। কুড়ি কড়া কড়ির জন্য কলহ করে সৌহার্দ ত্যাগ—এমন কি আত্মহত্যা করে প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করবে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, গো কলিযুগে সতত লাঞ্ছিত হবেন। যথেচ্ছাচারী যথেচ্ছভোজী নর নারীগণ রোগে শোকে অভাবে নিরন্তর হাহাকার করবে। ঋষিগণ শাস্ত্রে কলিযুগের কথা বহুপূর্বে যা বলে গেছেন আজ আমরা তা প্রত্যক্ষ করছি। এই ভীষণ কলির পীড়ন হতে কি করে আমরা পরিত্রাণ পাব—কি উপায়ে শান্তি লাভ করবো—ধীর মানববৃন্দ এই চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন।

ঠাকুর আমার কলিপীড়িত মানবগণের দুঃখ দূর করবার জন্য শ্রীনারদমুনিকে শ্রীব্রহ্মার নিকট প্রেরণ করেন। শ্রীনারদমুনি তথায় গিয়ে কলিসংসার হতে উদ্ধারের উপায় কি জিজ্ঞাসা করলে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মা বলেন—আদি পুরুষ নারায়ণের—

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

এই মহামন্ত্র কীর্তনে জপে মানুষের সর্ব দুঃখ নিবৃত্তি হবে। যেমন মেঘাগমে রবিরশ্মি প্রকাশ পায় তদ্রূপ ষোড়শ নামের দ্বারা ষোড়শ কলা অপগত হলে জ্যোতির্ময় পর ব্রহ্ম প্রকাশিত হবেন। এ মহামন্ত্র জপের কোন বিধি নাই, সর্বদা শুচি অশুচিতে জপ করে মানুষ ব্রহ্মহত্যা—বীর হত্যা ইত্যাদি মহাপাপমুক্ত হবে। সাড়ে তিন কোটি বার এই মহামন্ত্র জপে মানুষ সত্যোমুক্ত হবে—সদ্যোমুক্ত হবে।

কলিহত জীবগণের জন্য ভগবান ব্রহ্মা এই বেদমন্ত্রটি শ্রীনারদকে উপদেশ করেন। এটী বেদমন্ত্র তজ্জন্য অন্য বর্ণের অধিকার নাই—

ভগবান শঙ্কর জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে এই মহামন্ত্রটি যোগসার তন্ত্রে শ্রীপার্বতীকে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—এই ভাবে উপদেশ দেন। করুণাময়ী জননী আমার সন্তানগণের কল্যাণ কামনায় রাধাতন্ত্রে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই মহামন্ত্রটি ভগবান বাসুদেবকে দান করেন। শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব—সকলের এই মহামন্ত্রে সমান অধিকার। আমরা এই সম্বন্ধে 'মহামন্ত্র কল্পতরু' 'মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন' প্রভৃতিতে মহামন্ত্র-মহিমা বর্ণনার চেষ্টা করেছি মাত্র, কিন্তু যে মহামন্ত্রের মহাত্ম্য শ্রী শেষ, শ্রীসরস্বতী, শ্রীশঙ্কর প্রভৃতি বর্ণনা করতে সমর্থ হন না—আমাদের সাধ্য কি যে তা বর্ণনা করি। এই কলিযুগে একমাত্র অবলম্বন এই মহামন্ত্র তারক ব্রহ্মনাম।

কলি পাবন অবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন—

আপন সভারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
প্রভু বোলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়ে সব করিয়ে নির্বন্ধ ॥
ইহা হইতে সর্ব সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল ইথে নাহি বিধি আর ॥
দশ পাঁচ মিলি নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাত তালি দিয়া ॥

করুণাময় মহাপ্রভু জীবের দুঃখে ব্যথিত হয়ে লোকের দ্বারে দ্বারে এই তারকব্রহ্মনাম প্রচার করে গেছেন। তখন নামের প্রবল তরঙ্গে শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়—এই অবস্থা হয়েছিল। নামের মহাপ্লাবনে কত গ্রাম কত নগর কত দেশ ভেসে গিয়েছিল। বঙ্গদেশ থেকে এই নামের বন্যা দ্বিমুখী হয়ে প্রথমে উড়িষ্যাকে প্লাবিত করে, পরে বৃন্দাবনকে নিমজ্জিত করে দেয়। উড়িষ্যার আকাশে বাতাসে এখনও এ নামের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যায়, শ্রীবৃন্দাবনে তারকব্রহ্ম নামের তরঙ্গ দিন দিন বর্দ্ধিত হয়ে চলেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পর প্রভু জগবন্ধু নামের মহিমা প্রচারের জন্য অবতীর্ণ হন। তাঁর কৃপায় বহু তাপিত পরমানন্দ লাভে সমর্থ হয়েছে।

কলিযুগের জন্য নামের মহিমা বেদ পুরাণ আদি সকল শাস্ত্রেই বর্ণিত হয়েছে।

বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়,—কোন্ যুগে অল্প ধর্ম অধিক ফল দান করে মুনিগণের এই সংশয় উঠে। তাঁরা তা মীমাংসা করতে না পেরে ভগবান বেদব্যাসের কাছে যান। তিনি তখন স্নান করছিলেন। মুনিগণ অপেক্ষা করেন। ভগবান বেদব্যাস 'কলি সাধু, কলি সাধু, কলি সাধু' বলে তিনবার ডুব দিলেন। 'হে শূদ্র! 'তুমি সাধু, শূদ্র! তুমি ধন্য, তুমিই ধন্য' বলে তিনবার ডুব দিলেন। 'হে স্ত্রীগণ! তোমরাই সাধু, তোমরাই ধন্য, তোমাদের অধিক ধন্যতর কে আছে'—বলে তিনবার ডুব দিয়া স্নান সমাপন পূর্বক তীরে এলেন। মুনিগণ তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান করলেন। তিনিও তাদের অভিবাদন পূর্বক জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা আমার নিকট কি জন্য এসেছেন?

তাঁরা বল্লেন—"আপনি আগে বলুন—কলি সাধু, ধন্য শূদ্র, স্ত্রীগণ তোমরাই সাধু, তোমরাই ধন্য—বলে তিনবার করে কিজন্য ডুব দিলেন।" তখন ব্যাসদেব বললেন—

যৎ কৃতে দশভির্বর্ষৈ স্ত্রেতায়াং হায়নেন যৎ।
দ্বাপরে যচ্চ মাসেন অহোরাত্রেণ তৎ কলৌ।
তপসো ব্রহ্মচর্য্যস্য জপাদেশ্চ ফলং দ্বিজাঃ।
প্রাপ্নোতি পুরুষস্তেন কলিসাধ্বিতিভাবিতম্।

—সত্যযুগে দশবৎসর, ত্রেতাযুগে একবৎসর ও দ্বাপরযুগে একমাস কাল পরিশ্রম ক'রে তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য জপাদির যে ফল হয়, হে দ্বিজগণ! কলিযুগে মানব এক দিবারাত্রি তপস্যাদির অনুষ্ঠানে সেই ফল প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আরও—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্‌যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্য কেশবম্।

—সত্যযুগে দশবর্ষকাল নির্বিকল্প সমাধির অনুষ্ঠানে, ও এক বৎসর ত্রেতাযুগে নানাবিধ যজ্ঞ করত এবং দ্বাপরযুগে একমাস কাল অর্চনাদির দ্বারা মানব যে সুকৃত লাভে সমর্থ হয়, কলিযুগে মাত্র অহোরাত্র হরিনাম কীর্তনে সেই ফল লাভে সমর্থ হয়ে থাকে।

তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন—'সাধু শূদ্র' বল্লেন কেন? শ্রীব্যাসদেব বললেন—ব্রাহ্মণগণ আমরণ বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করলে তবে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হন। শূদ্রগণ কেবলমাত্র দ্বিজাতিবর্গের সেবার দ্বারা পাক যজ্ঞের ফল পাবার অধিকারী হন, অন্তিমে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে থাকেন?

মুনিগণ বল্লেন—'স্ত্রীগণ তোমরাই সাধু' বলবার কারণ কি?

তখন তিনি বল্লেন,—ব্রাহ্মণ সারা জীবন নিখুঁতভাবে বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করলে যে গতি প্রাপ্ত হন নারীগণ মাত্র স্বামী সেবার দ্বারা সে গতি লাভ করে থাকে। অনন্তর আপনাদের আসবার কারণ বলুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একথা শ্রীব্যাসদেব বলিলে তাঁরা বললেন—"আমরা যে জন্য এসেছিলাম সে কথার মীমাংসা অন্য প্রসঙ্গে হয়ে গেছে।" তাঁরা স্ব স্ব স্থানে গমন কর্‌লেন।

তাই বলছি—মাত্র নাম অবলম্বনে মানুষ কৃতার্থ হতে পারেন। রত্নাকর রাম নাম বলতে পারেন নাই—"মরা" "মরা" জপ করে কৃতার্থ হয়েছেন।

অজামিল মৃত্যুকালে যমদূতগণকে দেখে ভীত হয়ে পুত্র নারায়ণকে ডেকেছিলেন, সেই নামাভাসে তিনি মুক্ত হয়ে গেলেন।

জীবন্তী বেশ্যা শুককে রাম নাম পড়াত, তার ফলে সে বৈকুণ্ঠলাভে সমর্থ হয়েছিল।

মুসলমান শূকর কর্তৃক নিহত হবার সময়, 'হা রাম' বলে; তজ্জন্য তৎক্ষণাৎ তার জন্য বৈকুণ্ঠের পার্ষদগণ তথায় উপস্থিত হয়ে যমদূতগণের হস্ত হতে তাকে মুক্ত করে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যান।

অনন্ত শবর, পাখীর মুখে 'রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম' এ নাম শুনে পরম গতি প্রাপ্ত হন।

আরও অসংখ্য অসংখ্য ভক্ত নামের বলে শ্রীভগবানকে লাভ করেছেন, করছেন, যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকবে ততদিন পরম গতি লাভ করবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন—

এক কৃষ্ণ নামে করে সর্বপাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডাল সভারে উদ্ধারে॥
আনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ প্রেমোদয়॥
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই ই বৈষ্ণব করি তার পরম সম্মান॥
কৃষ্ণ নাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই ই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভজ তাঁহার চরণে॥
যাঁহার দর্শনে আসে মুখে কৃষ্ণ নাম।
তাঁহাকে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥

চৈঃ চঃ

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম সঙ্কীর্তন কলৌ পরম উপায়॥
সঙ্কীর্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ—

২০প—অন্ত্যলীলা

সঙ্কীর্তন হইতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব ভক্তি সাধন উদ্‌গম॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্‌গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥
প্রভু কহে শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ প্রেম সেবা ফলের পরম সাধন॥
শ্রবণ কীর্ত্তন হতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পরম পুরুষার্থ পুরুষার্থ সীমা॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন—কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে মানুষ পঞ্চম পুরুষার্থ 'কৃষ্ণপ্রেম' লাভে সমর্থ হয়।

নন্দনের পারিজাত শ্রীহরির নাম।
স্বরগের কামধেনু হরি গুণগান॥
সব চেয়ে সু-উত্তম শ্রীহরির কথা।
নামের শ্রবণে ঘুচে যায় দুঃখ ব্যথা॥
সাধুর হৃদয়ে ঝুরে নামের মহিমা।
সাধুর প্রতাপে যায় পাপের কালিমা।
বড় ভাগ্যে সাধুসঙ্গ পায় কোনোজনা।
সাধুসঙ্গে হরিনাম হয়রে স্মরণ॥
কহিছে নানক—নাই নামের সমান।
গুরুদত্ত নাম পায় কোনো ভাগ্যবান॥

জপ নাম জপ নাম
ঘন আঁধারে
তর পাথারে
বাঁধা মাঝারে
মধুনাম
সুধা মঙ্গল
পূত উজ্জল
দীন সম্বল
মধুনাম
ভবে আসিয়া
ভবে ভাসিয়া
মোহ নাশিয়া
মধুনাম
কাম কাঞ্চনে
লাস লাঞ্ছনে
সাধ বাঞ্ছনে
মধুনাম।

জপ নাম জপ নাম অবিরাম মন।
পাইবে পরম শান্তি জিনিবে শমন॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম হতে এ ব্রহ্মাণ্ড হয়েছে উদয়।
নামের মাঝারে ভাসে বস্তু সমুদয়॥
নামই হইয়া ঘন সাজেন সংসার।
জীব রূপে নাম হেথা করেন বিহার॥
স্মর নাম বল রাম গাও রাম রাম।
হইবে কৃতার্থ তুমি দাস সীতারাম॥

কলিযুগে আর অন্য কোন সাধনা করতে হবে না—কেবল মাত্র নাম কীর্ত্তন। নাম কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে বাঁশী বাজ্‌বে, নাম বৈখরী অতিক্রম করে অনাহতে উপস্থিত হবেন। তখন হৃদয় বীণায় নিরন্তর নাম ধ্বনিত হতে থাকবে। নাম শুন্‌তে শুন্‌তে জ্যোতির আবির্ভাব হবে; নাম জ্যোতি সেই প্রিয়তমের অগ্রদূত হয়ে আসবেন। তারপর শ্রীভগবান স্বয়ং এসে দর্শন দিবেন আলিঙ্গন কর্‌বেন—সকল জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। ভুল ভুল খেলার অবসান হবে—পরমানান্দ ভক্ত ডুবে যাবেন। ভক্ত অন্তরে বাইরে কেবল একমাত্র ভগবানকে দেখবেন। একমাত্র শ্রীভগবান যে, বহু রূপে লীলা কচ্ছেন এ-লীলা প্রত্যক্ষ করে কৃতার্থ হবেন। জগতেশ্রীভগবান ভিন্ন আর কিছু নাই। এক শ্রীভগবান লীলা করবার জন্য বহু রূপ ধারণ করেছেন। সেই ভগবানকে লাভ করার উপায় কেবল মাত্র নাম সঙ্কীর্তন। নাম সঙ্কীর্তনে প্রেম লাভ হবে—প্রেম ভক্তি লাভে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। নাম কর—নাম কর, নাম করতে করতে মোহন বেণু-রব শুন্‌তে পাবেই। সেই বেণু-ধ্বনি অনুসরণে বংশীধারীকে লাভ করবেই—কোন সংশয় নাই।

তুমি যে কেন হওনা, তোমার যত পাপ থাকনা, তুমি নাম কর—তোমার সমস্ত পাপ দূর হবে, তুমি একবারে নির্মল হয়ে যাবে; ভগবান দর্শন দিবেন, দিবেনই দিবেন।

নাম কল্পতরু-মূলে যে যা চায় সে তা পায়। নাম—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রেমভক্তি সমস্ত দান করতে সমর্থ। নাম কর, প্রণাম কর, নাম কর—সব তিনি মনে ক'রে প্রণাম কর।

জীবনের অতীত অংশ যা চলে গেছে শত প্রাণপাতে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। আছে বর্তমান—আছে ভবিষ্যৎ, বর্তমান ভবিষ্যৎ রক্ষা কর; যেন একটি শ্বাসও বৃথা না যায়। নাম কর নাম কর—হেলায় শ্রদ্ধায় বিশ্বাসে অবিশ্বাসে নাম কর। যেমন বিশ্বাস না করে অগ্নি স্পর্শ করলে দগ্ধ হতে হয়, বিষ পানে মানুষ মরে যায়, তেমনি অশ্রদ্ধা পূর্বক নাম করলেও প্রেম ভক্তি লাভ করবেই।

আছেন ভগবান—এখনও তিনি দর্শন দেন। একথা অতি সত্য—অতি বড় সত্য—অতি বড় মহাসত্য। নাম করলে তিনি দর্শন দেন—সর্ব শাস্ত্র একথা বলেছেন। সাধুগণ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা কচ্ছেন—নামের দ্বারা শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়। নাম কীর্ত্তনে সহস্র সহস্র ভক্ত ভগবানকে পেয়েছেন। নাম আর ভগবান স্বতন্ত্র নন।

শ্রীভগবান যেমন মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি অবতার রূপে বেদ উদ্ধারাদি করেছিলেন, যেমন বস্ত্র-অবতার রূপে দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ করেছিলেন, তেমনি এই দারুণ কলিযুগে কলিহত জীবগণকে উদ্ধার করবার জন্য শ্রীভগবানই নামরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আশ্রয় কর নাম-অবতারকে—আশ্রয় কর অনন্যভাবে, তুমি কৃতার্থ হবে—প্রেমভক্তি লাভ করবে। তোমার সংস্পর্শে যারা আস্‌বে তারা উদ্ধার হয়ে যাবে। তোমার উর্দ্ধতম সপ্ত পুরুষ নিম্নতম চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হয়ে যাবেন।

নাম-অবতারকে তৃষিত শ্রান্ত—সংসার দীর্ঘ পথ ভ্রমণে অতীব ক্লান্ত জীব! ভয় নাই, ভয় নাই। মাত্র নাম অবলম্বন করলে তোমার তাপ তৃষ্ণা শ্রান্তি ক্লান্তি সব দূর হয়ে যাবে; তুমি নির্মল সুশীতল শান্তি সলিলে চির নিমজ্জিত হবে। এস প্রিয়—এস প্রিয়তম! তোমায় সাদরে আহ্বান করছি, তুমি নাম আশ্রয় কর, তুমি ভগবানকে লাভ করবেই। আমি সত্য করে বলছি, হে নামকারী! তুমি মাত্র নাম অবলম্বনে ভগবানকে পাবে, পাবেই পাবে। আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি—নামকারী ভগবদ্দর্শন লাভ করে—করে—করে। আর বিলম্ব করো না, বেলা বয়ে গেলো। এস এস এস—নাম কর নাম কর নাম কর, বিশ্বরূপী তাঁকে প্রণাম কর—আর নাম কর।

নামৈব পরমা মুক্তি র্নামৈব পরমা গতিঃ।
নামৈব পরমা মুক্তি র্নামৈব পরমা মতিঃ॥
নামৈব পরমা ভক্তি র্নামৈব পরমা ধৃতিঃ॥
নামৈব পরমা প্রীতি র্নামৈব পরমা স্মৃতিঃ॥
নামৈব পরমং পুণ্যং নামৈব পরমং তপঃ।
নামৈব পরমো ধর্ম্মো নামৈব পরমো গুরুঃ।
নামৈব পরমং জ্ঞানং নামৈব চাখিলং জগৎ।
নামৈব জীবনং জন্তো নামৈব বিপুলং ধনম্॥
নামৈব জগতাং সত্যং নামৈব জগতাং প্রিয়ম্।
নামৈব জগতাং ধ্যানং নামৈব জগতাং পরম্॥
নামৈব শরণং জন্তো র্নামৈব জগতাং গুরুঃ।
নামৈব জগতাং বীজং নামৈব পাবনং পরম্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জয় নাম জয় নাম
জয় নাম
মধুর রূপেতে হোন্ প্রবাহিত
সমুদয় সমীরণ।
তটিনী নিচয় মধুময় রস
সদা করুন ক্ষরণ॥
সমীপে মোদের ওষধী সকল
হউক মধুর নিতি।
দিবস রজনী ধরণীর ধূলি
হোক মধুময় অতি।
জনক মোদের জ্যোতির দ্যুলোক
হোন্ সদা মধুময়।
বনস্পতি সোম হোন্ আমাদের
মধুমান্ অতিশয়
ভুবন জীবন তপন নিয়ত
হোন্ সুখে মধুমান।
দিক্‌গুলি সব মোদের নিকটে
করুন সুমধু দান॥
মধু মধু মধু—শান্তি শান্তি শান্তি

জয় গুরু জয় নাম
জয় গুরু জয় নাম
জয় গুরু জয় নাম।
জয় শ্রীনামাবতারকী জয়
জয় শ্রীনামাবতারকী জয়
জয় শ্রীনামাবতারকী জয়
জয় শ্রীগুরু মহারাজ জীউকী জয়
জয় শ্রীগুরু মহারাজ জীউকী জয়
জয় শ্রীগুরু মহারাজ জীউকী জয়॥
নমো নামাবতারায় পরায় পরমাত্মনে।
অবতার-বরিষ্ঠায় প্রেমদায় নমো নমঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সঙ্কট সময়ে এদেশের সকল জনগণের জন্য শ্রীমার দেওয়া একটি মন্ত্র।

সর্বাধিরাজ হে ভগবান্ ! শাশ্বত পরম সত্য,
আমরা যেন একমাত্র তোমাকেই মেনে চলি
এবং পরম সত্যের আশ্রয়ে জীবন যাপন করি।

—শ্রীমা

সৌজন্যে

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

MILAP ELECTRICALS

13/2C, Dhirendranath Ghose Road
Calcutta-25
Phone : 48-2203

Manufacturers of :
Battery Chargers, Voltage Stabilizers, Transformers,
Control Panels, C.T.S. & Instruments.

With best Compliments from :

S. P. Srivastava

86B, JHOWTALLA ROAD
CALCUTTA-700017

With the best compliments of :

Jhunjhunwala Traders

66, PARBALI GHOSE LANE
CALCUTTA-700007

With best Compliments of

Shree Ahinsa Prachar Samity

P-34/35, Cotton Street, Calcutta-700007

Founder and Organiser :
Shree Digamber Jain Vidyalaya
Shree Digamber Jain Balika Vidyalaya

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

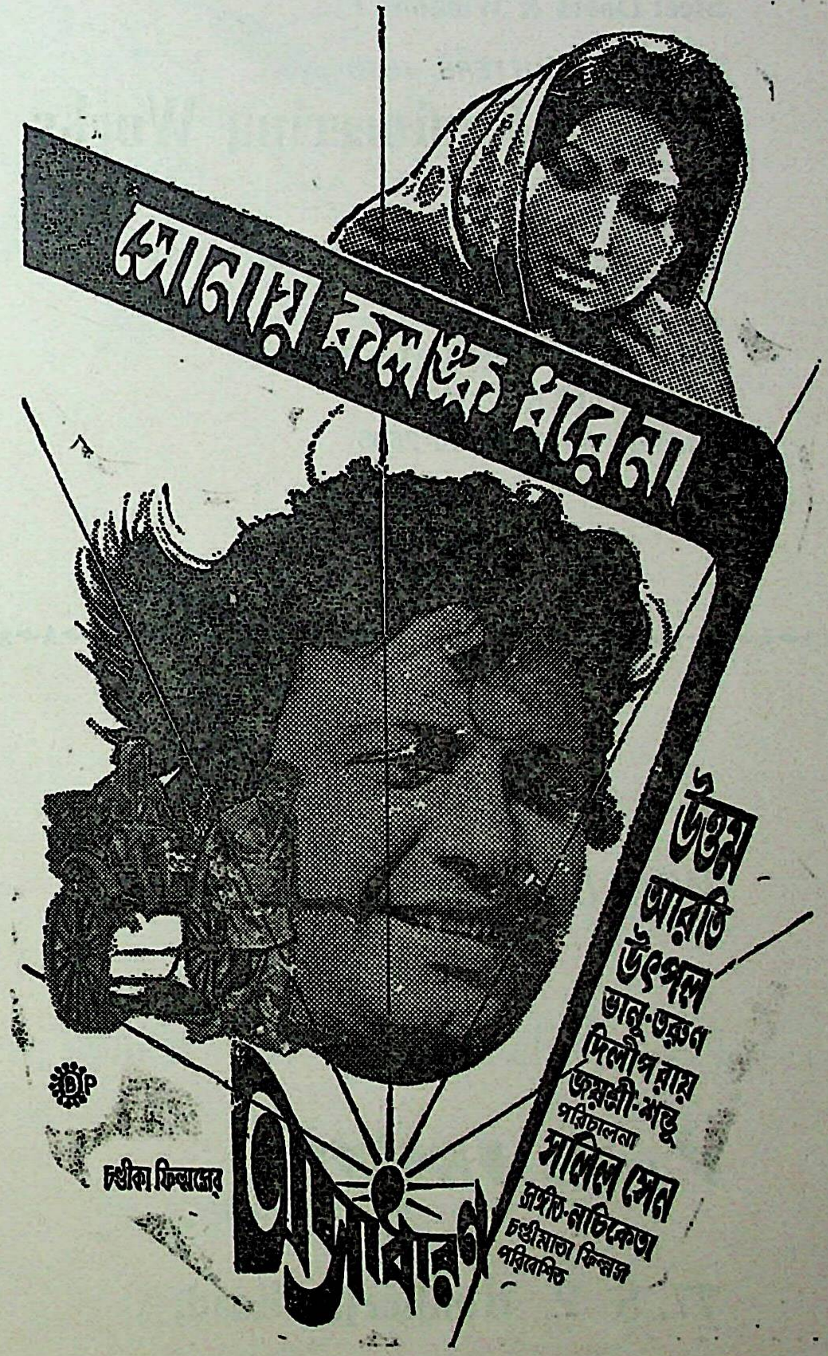

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

For **Collapsible Gate, Grill, Railing, Steel Doors & Windows Etc.**

ROLLING SHUTTERS ALSO

French Engineering Works

Factory :
117, SALIMPUR ROAD, CALCUTTA-700031

OFFICE :
150, RASH BEHARI AVENUE
CALCUTTA-700029
Phones : 46-7233, 46-2695

With best Compliments from :

P. N. JANDKA

77, S. P. Mukherjee Road,

Calcutta-26

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

INDIAN PHOTO ENGRAVING CO. (P) LTD.

28, Beniatola Lane,
CALCUTTA-700 009

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Gram : COSMICRAY
Phon : 22-9359

General Electric Stores

P-36, INDIA EXCHANGE PLACE. CALCUTTA-1

Authorised Dealers for :

ENGLISH ELECTRIC & SIEMENS

Show Room : STATION ROAD, DURGAPUR-1

Phone : 5832

With best Compliments of :

BENSON & ALLEN

90A, BELFOUR ROAD
ILFORD, ESSEX,
LONDON

With best Compliments from :

Phone : Office : 35-3092 Resi, : Jaynagar-39

K. N. Engineering Works

Mechanical Engineering Contractors & Order Suppliers.
Specialists in : Insulator Hardware Fittings, P. G. Clamps, Pole Fittings, Stay Equipments, Earthing Pipes & Plates, Pipe Fittings, Brass Condenser Ferrules, Tools & Spare parts, Bolts & Nuts, Co-axial Cable Jointing materials and also Undertake all sorts of fabrication jobs against Customer's Blue-Print or Sketches.
Small Scale Industries
Registration No. SS/592/256-K/360(F/Cal-71)
19DH/26, GOABAGAN STREET,
(Opp. ISWAR MILL LANE)
CALCUTTA-700006

SECOND HOOGHLY BRIDGE (NETAJI SETU)

will be a reality shortly.

Let Celcutta Lead Again !

Issued by :

The Hooghly River Bridge Commissioners,

18, Rabindra Sarani

Calcutta-700001

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

M/S. INDIAN INDUSTRIAL SUPPLYING CO.

Dealers in and Importers and Exporters of all sorts of Coir Mats, Mattings, Brushes of all varieties—Commercial or Domestic, G. I. & G. P. Sheet Products, Fire Buckets, Buckets of all Sizes, Chamois Skins, Buffs, etc. etc.

Specialists in :

Tea Garden & Mill Stores Supply

47, OLD CHINA BAZAR STREET,
CALCUTTA—1
Phone No. 22-1199

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Gram : CHEMPAWAN
Phone { Office : 33-8253
Resi. : 45-4344

Pawan Credit Corporation

Hire Purchaser of Automobile Vehicles and
General Merchants
30/31, KALAKAR STREET. 4th floor, Room No. 27
CALCUTTA-700007

With best Compliments of :

R. KUMAR

16, Netaji Subhas Road
Calcutta-700001

BADSHAH
BAR & RESTAURANT

5, Lindsay Street, Calcutta-700016
Caterers of Quality Food & Wire Please Step in
for quick & Comportable Service.

With best Compliments of :

M/s. Bhattacharjee and Chowdhury Pvt. Ltd.

ENGINEERS AND CONTRACTORS.

43, Free School Street
Calcutta-700016

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

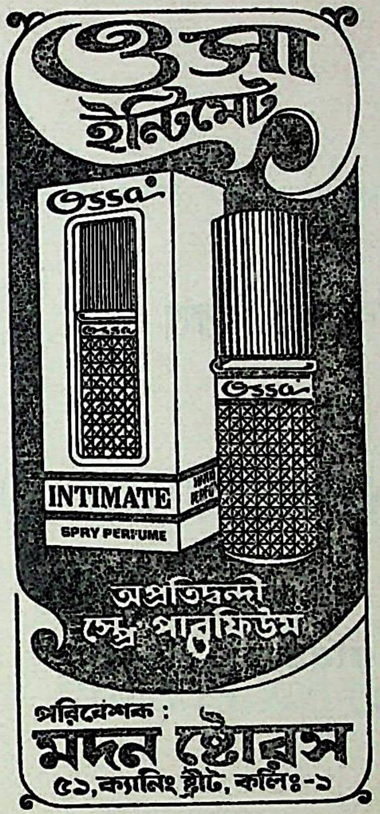

34-9990 (Public Call Office)

Visit

BOMBAY DYEING

Exclusive Show Room

PRADEEP

64, COLLEGE STREET

CALCUTTA-12

For Sarees, Bedsheets, Towels, Furnishing Cloth, Terry Cotton & Cotton Shirting & Suiting and all other varieties.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসবের দিনগুলিতে
আরামে পথ চলতে

ফ্লেক্স ও জে. জের অনুমোদিত বিক্রেতা

রক্সি ফুটওয়্যার

কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

With best Compliments from :

New Anarkali Restaurant

20, Keshab Ch. Sen Street
Calcutta-700009
For Delicious Food.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments from :

Goswami Prakasani

3, College Row,

Calcutta-700 009

With best Compliments from :

Bhim Chandra Nag

PREMIER INDIAN CONFECTIONERS

Office & Works :

6-8, Nirmal Chandra Street,

(Formerly Wellington Street)

Phone : 34-1465

Showroom :

8, Vivekananda Road,

(Jorasanko Junction)

Phone : 34-4333

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

Phone : 34-4784

NABA KRISHNA GUIN

A Modern Confectionery Shop

9B, NIRMAL CHANDRA STREET

CALCUTTA-700012

Space donated by :

A WELL-WISHER

With Compliments of :

ADIGEE INDUSTRIES

59/4, GARFA MAIN ROAD

CALCUTTA-700032

Phone : 46-0384

Manufacturers :

Safety Appliances,

With best Compliments of

Jay Shree Tea & Industries Ltd.

Lal Dwara Building, New Link Road,
Jhandewalan Extension, New Delhi-55

Producers of :

- ★ Ever Fresh and Delicious Tea
- ★ Quality Plywoods Flush Doors
- ★ Superphosphate, Sulphuric Acid and
- ★ Cryolite

Regd. Office : INDUSTRY HOUSE
10, CAMAC STREET, CALCUTTA-17

Gram : JAYTEAGARD   Phone : 44-7755

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Phone : Office : 23-7912 Resi. : 34-6370

Labhchand Umeshchand

Dealers in Empty Drums, Receptacles,
Electrical & Hardware Goods

19, SOOTERKIN STREET,
CALCUTTA-13.

For Printers, Educationists and Publishers

PLEASE CONSULT :

Authorised Distributors of :

Titaghur Paper Mills Co., Ltd.
Bengal Paper Mill Co., Ltd.
India Paper Pulp Co., Ltd.
Also Stockists of all Sorts of Foreign Papers.

Universal Paper Co.

Wholesale & Retail Paper Merchants.

Head Office :
47, MAHATMA GANDHI ROAD
CALCUTTA-9
Phone : 34-2113

Branch Shops :
128, RAJA RAMMOHAN SARANI
CALCUTTA-9

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments from :

Phone No. : 33-6928

Swadeshi Automobiles Stores

57A, KALI KRISHNA TAGORE STREET
CALCUTTA-700007

Stockists & Distributors of :
Modi Tyres Lubricants & Spare-Parts.

Space donated by :

Phone : 34-7744

Economic Roadways Corporation

P-9, New C. I. T. Road
Calcutta-12

Head Office :
15/8/206, BEGUM BAZAR
HYDERABAD-12
Dial : 45167

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Space donated by :

A. Friend

Space donated by :

Paradise Cinema

39, Bentinck Street,
Calcutta-700013

With best Compliments of

AIR-INDIA

50, Chowringhee Road
Calcutta-71
Phone : 44-2356 (5 Lines) Cable : AIR-INDIA

With best Compliments of :

Modern Furnishers

38, Park Mansions
Park Street
Calcutta-700016
Phone : 24-9254, 44-1945

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Space donated by :

Electrical Accessories Company

MERCANTILE BUILDINGS, 2ND FLOOR,

LALL BAZAR STREET,
CALCUTTA.

EARN UP TO
17% INTEREST

MONTHLY INTEREST-CUM
RECURRING DEPOSIT SCHEME

WHAT YOU SHOULD DO ?

If you invest Rs. 10,000 under the Monthly Interest Deposit Scheme for 121 months and simultaneously re-invest the interest earned monthly under the Recurring Deposit Scheme, you will earn over Rs. 27,000 which is 17% return on your original investment.

Central Bank of India

The Bank that moves out to people and places.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

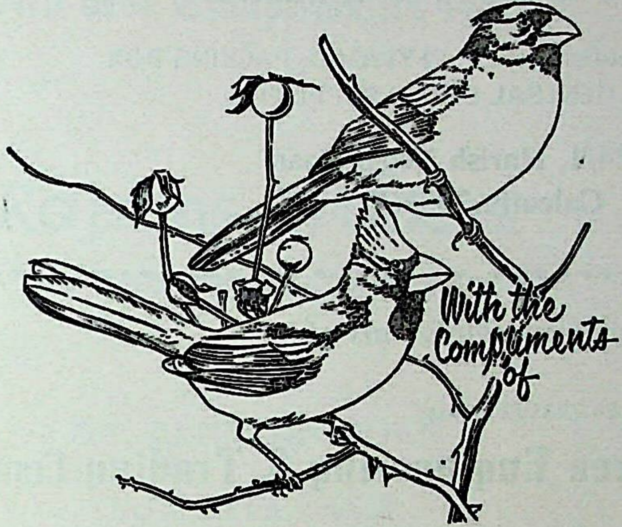

A WELL WISHER

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Phone : 35-3531

P. D. Trading & Industries

Manufacturers of PLYWOOD, PACKING BOX
& GENERAL ORDER SUPPLIERS.

24/1, Harish Neogi Road
Calcutta-700067

With the best compliments of :

Phone : 24-7231 (2 Lines)

Shree Engineering & Trading Company

Manufacturers of MINING MACHINERY SPARES.

12/1B, Lindsay Street
Calcutta-700016

Gram : 'PROPATRIA'

Phone | Office & Works : 66-3673
Residence (Dial 63) -1625, 69-2683

T. P. SHAU & SONS PRIVATE LIMITED
(Formerly Industrial Engg. Works)

44, 'A' ROAD, BAMUNGACHI, P.O. SALKIA, HOWRAH.
Branch : BODHNA, JHARGRAM, MIDNAPORE.
(Engineers and Founders)
Approved Contractors of D G S & D and all Indian Railways.
Specialist in Manufacture of :
(a) Railway Signalling & Interlocking Components (b) Stop Valve for Railway Petrol Tank (c) C. I. Sluice Valves as per ISS or BSS (d) C. I. Bends, Elbows, Ingot Moulds, Slag-Boxes (e) Light & Medium Structural Jobs (f) All sorts of Grey Iron Castings as per Customer Drgs and Specns (g) Softner Roller & other Jute Mill Spare Parts.

সানন্দ ঘোষণা আবার করমুক্ত

শুক্রবার ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭৫ হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ প্রযোজিত
সত্যজিত রায়ের

সোনার কেল্লা (ইষ্টম্যান কালার)

পরিবেশনায় :

ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments from :

Rajsons Traders

ALUMINIUM & METAL MERCHANT

39/1, PANDITIA ROAD

CALCUTTA-700029

With best Compliments of :

Gram : BIELSONS
Phones : 34-3495 34-3890, 34-8542

Rama Transport Company

28, Blackburn Lane, Calcutta-12

City Booking Office :
2, Ramlochan Mullick Street, Calcutta-1
Phone : 34-5886

Godown, Booking & Delivery Office :
80-C, Bechu Chatterjee Street, Calcutta-9
Phone : 35-7113

Extra Delivery Godown :
59/60, Strand Road, Calcutta-6
Phone : 33-2982

Up Country Branches :
Nachan Road, Bhiringi, Durgapur-13
Phone : 3106

Station Road, (Near Chitrabhanu-Cinema)
DURGAPUR-1 Phone :5835

Ushagram, Mehta Road, Asansol,

Bye Pass Road, Chas (Bokaro)
Dist. DHANBAD Phone : 380, 482

SERVICES ALL OVER INDIA

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments from :

Phone : Office : 47-1785 Resi. : 47-7072

Motor Hospital & Co.

AUTO BODY BUILDER & REPAIRER

77/3, HAZRA ROAD
CALCUTTA-700 029

With best Compliments from :

HONESTY IS OUR BEST POLICY

Phone : 34-8388

J. Co. Chappals

Specialist in : Gents & Ladies Rubber & Leather Chappals

14E, CORNWALLIS BUILDING
CALCUTTA-700 012

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

The Bengal Bonded Warehouse Association

75, NETAJI SUBHAS ROAD,

CALCUTTA-700 001

Phone : 22-5063
22-4194

With best Compliments of :

Austin Distributors Private Limited

Sales & Showroom :
19, CHOWRINGHEE ROAD
CALCUTTA-700013
Phone : 23-6027 (3 Lines)
23-9531
Telex : CA-3256

Workshop :
173, Acharya Jagadish Bose Road
Calcutta-700014.
Phone : 44-5704 (2 Lines)

We deal in Ambassador Cars, Statian Wagons, Pick up Vans, Delivery Vans, Ambulance Vans, Hindustan Chassis for truck, Bus & Mini Bus, Enfield Motor Cycles & Scooter and also available GENUINE SPARE PARTS for Ambassador Cars. Bedford & Motorcycles.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

The Peerless General Finance & Investment Co. Ltd.

Regd. Office :
3, ESPLANADE EAST
CALCUTTA-69.
ESTD. 1932

With best Compliments of :

ALCOND

Manufacturers & Exporters of :
PROPERZI ROD, A.C.S.R., ALL ALUMINIUM CONDUCTORS, BINDING TAPES & WIRES NML-PM2

ALUMINIUM CABLES & CONDUCTORS (UP) PVT. LTD.

Head Office :
2A, Shakespear Sarani, Calcutta-16
Gram : 'STALCOND' Telex : CA 7950
Phone : 44-9651/2/3/4 : 3813

Works No. 1
47, Hide Road Extension, Calcutta-27
Phone : 45-7393

Works No. 2
4, Ahmed Mamooji Street,
Liluah, Howrah.
Phone : 66-2780

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Gram : VIJAYIRON
Phones : Office : 23-1550, 22-4165 Fact. : 35-9434
Resi. : 55-7311, 55 3473

V. S. Sureka

RANISATI METAL INDUSTRIES

8, Bentinck Street
(TAHER MANSION)
Calcutta-700001

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

Phone : 22-2921

Jupiter International Corporation

Office :

138, Canning Street
Calcutta-1

With best Compliments of :

Telephone No. : Calcutta Office : 22-2686
Serampore : 618-305

Telegraphic Address : 'NICEBUILD'

Bhattacharyya & Co.

Estd. 1897

Specialists in all R. C. Works & Constructions of Multi-storied Buildings of Modern Design. Enlisted Class I Contractors, P. W. D.

29, Strand Road, Mohta House, Calcutta-1,

Serampore Address :
23, Dey Street, P.O, Serampore, Dist. Hooghly.

The Balrampur Sugar Company Limited

Manufacturers of Best Quality White Crystal Cane Sugar.

Mills at : BALRAMPUR N. E RLY. Dist. GONDA (U.P.)

Registered Office : "AAKASH DEEP"

5, Lower Rawdon Street, Calcutta-20

Telegram :
Mill : BALSUOO, BALRAMPUR.
H.O. BALSUOO, CALCUTTA.

Telephones :
Balrampur : 37 & 57
Calcutta : 47-1763/65

Telex No. : Saraogi Ca-7288

With best Compliments of :-

Amrit Transport Co.

N. S. B. Road, Raniganj
Burdwan.

Phone : Rng. 2525

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলকাতার যীশু

লাল বাতির নিষেধ ছিল না,
তবুও ঝড়ের-বেগে ধাবমান কলকাতা শহর
অতর্কিতে থেমে গেল ,
ভয়ঙ্করভাবে টাল সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল
ট্যাক্সি ও প্রাইভেট, টেম্পো, বাঘ মার্কা ডবল ডেকার ।
'গেল গেল' আর্তনাদে রাস্তার দুদিক থেকে যারা
ছুটে এসেছিল—
ঝাঁকামুটে, ফিরিওয়ালা, দোকানী ও খরিদদার—
এখন তারাও যেন স্থির চিত্রটির মত শিল্পীর ইজেলে
লগ্ন হয়ে আছে ।
স্তব্ধ হয়ে সবাই দেখছে,
টাল মাটাল পায়ে
রাস্তার একপার থেকে অন্যপারে হেঁটে চলে যায়
সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি শিশু ।

খানিক আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে চৌরঙ্গী পাড়ায় ।
এখন রোদ্দুর ফের অতিদীর্ঘ বল্লমের মতো
নেমে আসছে ;
মায়াবী আলোয় ভাসছে কলকাতা শহর ।

স্টেট বাসের জানালায় মুখ রেখে
একবার আকাশ দেখি, একবার তোমাকে ।
ভিখারী মায়ের শিশু,
কলকাতার যীশু,
সমস্ত ট্রাফিক তুমি মন্ত্র বলে থামিয়ে দিয়েছ ।
জনতার আর্তনাদ, অসহিষ্ণু ড্রাইভারের দাঁতের ঘষ্টানি,
কিছুতে ভ্রুক্ষেপ নেই ;
দুদিকে উদ্যত মৃত্যু, তুমি তার মাঝখান দিয়ে
টলতে টলতে হেঁটে যাও ।
যেন মূর্ত মানবতা, সদ্য হাঁটতে শেখার আনন্দে
সমগ্র বিশ্বকে তুমি পেতে চাও
হাতের মুঠোয় । যেন তাই
টাল মাটাল পায়ে তুমি
পৃথিবীর এক—কিনার থেকে অন্য—কিনারে চলেছ ।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সৌজন্যে

কলকাতা পুরসভার জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :
Phone : 24-5436

Auto Rexine Agency

Office : 30B, LENIN SARANI, CALCUTTA-13
Showroom : 163, LENIN SARANI, CALCUTTA-13
Branch : 70B, PARK STREET, CALCUTTA-17
Stockists & Dealers in :

★ P.V.C. Leather Cloth ★ Motor Accessories ★ Bus & Motor Body Fittings ★ Door Channel & celling Fittings ★ Furniture & Upholstry Materials Fittings ★ Waterproof Canvas ★ Rubber Matting & W/S Rubber
Insist on : 'SWASTIK' Brand Jeep Hood & Seat Cover Cushion

With best Compliments of :

Telex : 021/3364 Gram : RAVIKIRIT
Phone : Office : 34-4902 Resi. H. C. Shah 47-2129 R. Rathi 47-0018

Radhakishan Harilal & Co.

Jute Goods Merchants & Commission Agent
3, AMRATOLLA STREET
Post Box 917
CALCUTTA-700 001

With best Compliments of:

Road Bird Private Limited

Regd. Office : 16, INDIA EXCHANGE PLACE, CALCUTTA-1
Adm. Offiice : 5, JAWHARLAL NEHRU ROAD, CAL-13
Branches : ALL OVER INDIA
Gram : ROAD BIRD CO.
Telex : 021-3125
Phone : 22-9558, 22-8973, 23-3542

With Compliments of :

Dial : 34-4213

A. K. NANDI & CO.

Electrical Engineers & Contractors
10. PHEARS LANE (1st Floor)
CALCUTTA-12

We undertake Construction of H. T. & L. T. Lines, Sub-station, Laying and Jointing of Underground Cable Erection of Switchgears, Transformers. We also undertake the Repairs & Maintenance of Transformers, Switchgears, Motors, Rectifiers etc.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

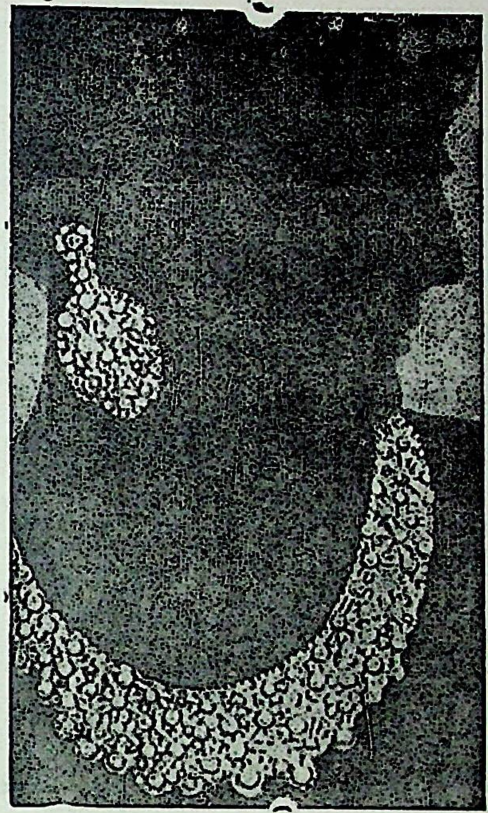

সেনকো
জুয়েলারী
মিউজিয়াম
অলঙ্কার শিল্পী ও
স্বর্ণ রৌপ্য ব্যবসায়ী
১৭০/২, বি,বি,গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
ফোন: ৩৪-৬৫৬০

শরতের পরিচয় নানা শাড়ীর বৈচিত্রে ঃ

মোহিনীমোহন কাঞ্জিলাল এণ্ড সন্স

কলেজ স্ট্রীট জংসন, কলিকাতা—৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments from :

Pressagents Private Ltd.

PHOTO-OFFSET & LETTER PRESS PRINTERS

2, BIDHAN SARANI
CALCUTTA-6
Phone : 34-6593

অপরাজেয় কথাশিল্পী
শরৎচন্দ্রের
শুভ-জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে
তাঁহার রচিত সমগ্র রচনাবলীর সংকলন

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

(ত্রয়োদশ সম্ভারে সম্পূর্ণ)

প্রতি সম্ভারের মূল্য ঃ কুড়ি টাকা

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

COAL INDIA LTD.

10, Netaji Subhas Road

Calcutta-1

With best Compliments from :

NAHAR BROS.

(Dealers in Paper and Paper Products)

Distributors of : **Paper, Balarpur Industries.**

2/2A, HARRINGTON STREET

CALCUTTA-700016

City Office :

23/24, Radhabazar Street, Calcutta-1

Phone : 22-8466

Res. : 90B, Bondel Road,

Calcutta-700019

Phone : 44-2107

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

ROSE TAILORS

Tailors & Outfitters

56, COLLEGE STREET, CALCUTTA-12

Master—I. Mallick

Specialist in : Shirt, Pant & Coat

With best Compliments of :

J. K. Leather Store

Dealers in :

All kinds of Fancy Leather, Cotton Fabrics, U-Foam,
Kanpuri Upper, Leather Board, Rubber Sheets etc.

1, Keshab Chandra Sen Street

Calcutta-700009

With best Compliments of

A WELL-WISHER

বেঙ্গল কুকিং কোক ব্রিকেট কোম্পানী

“জ্বালানী” মার্কা।

কোক ব্রিকেট (কয়লার গুল) প্রস্তুতকারক।

৪/১, যাদব চন্দ্র ঘোষ লেন,

কলিকাতা-৭০০০৩৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Shace Donated By

Arabinda Chanda

Q-184, Umesh Neogi Road,

Calcutta-700024

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

M/s. Economic Transport Organisation

P-3, New C. I. T. Road,
Calcutta-700012

(Carriers of all types of commodities in all important Towns in India by Road and Railways & also Bangladesh by Road only)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

VEGETABLE PRODUCTS LTD.

182, Old Court House Corner
Calcutta-700001

Manufacturers of :
'Pratap' & 'Shivaji' Brand Vanspati 'Ginutol'
Double refined Groundnut Oil 'Tilol'
Double refined til oil
and
'Vita' Cakes Bar Soaps.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments from :

M/s. Oriental Agencies

12, India Exchange Place,

Calcutta-700001

With best Compliments from :

Academic Publishers

5A, Bhabani Dutta Lane,

Calcutta-700007

With best Compliments of

Banga Luxmi Hosiery Mills Pvt. Ltd.

1/4C, Khagendra Chatterjee Road,

Calcutta-700001

With best Compliments from :

Phone : 24-8273

Gopal Brothers

Disposal Goods Marchants & Order Suppliers.

35/1, Acharya Jagadish Chandra Bose Road,

Calcutta-700017

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

Orient Paints & Chemicals

Manufacturers of Quality Paints.

With best Compliments of

Sonajuli Tea & Industries Ltd.

Unit : **Premchand Jute Mills Ltd.**

10, Clive Row, Calcutta-1.

Space donated by :

Shyamal Chakraborty

36, Tala Park Avenue,

Calcutta-700002.

Space donated by :

A WELL WISHER

6, KALI SOME STREET,

CALCUTTA-700009

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Office : 34-4543
Resi. : 35-4445

Dey's Tools

PRODUCT

Manufactured By

PRATAP BROTHERS

105, VIVEKANANDA ROAD, CALCUTTA-6.

Specialist in :

TEA GARDEN TOOLS, and CARPENTARY TOOLS.

With best Compliments from :

Sk. Nasiruddin Biri Merchants Private Ltd.

145, KESHAB CHANDRA SEN STREET,

Calcutta-700009

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

S. N. MAJUMDER & BROS. (India) Pvt. Ltd.

AUCTIONEERS

45, Old Chinabazar Street,

Calcutta-700001

Phone : 22-2711/3795

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

Pioneer Iron & Steel Co. Pvt. Ltd.

6, TARA CHAND GANGULY STREET,
BELUR, HOWRAH.
Telephone No. 66-2936

With best Compliments of

Girdharilal Mohanlal

113-B, Manohardas Katra,
Calcutta-700007

With the best compliments of :

Ramesh Chandra Pradip Kumar

158, JAMUNALAL BAZAZ STREET,
CALCUTTA-700007

With best Compliments of :

Bee Kay.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Phone : 66-5269

UNIVERSAL BOX STRAPPING & ENGINEERING WORKS

3, Station Road,

Liluah, Howrah.

Manufacturers of :

Box Strapping, Hoop Iron, Cr. Streps.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Bangalore, Cochin, Hyderabad.

With best Compliments of :

William Jacks & Company (India) Pvt. Ltd.

Hongkong House (2nd Floor)

31, B. B. D. BAGH (South)

CALCUTTA-700001

Telex : 021-7291 **Telephone : 23-0110**
23-0118/19
23-0121/22

***H.O.* : Hamilton House,**
Ballard Estate, Bombay-IBR.

***Office Also At* : Madras, New Delhi, Kanpur, Bangalore, Cochin, Hyderabad.**

With best Compliments from :

Electronic Air Voice

Bhatsala

Budge Budge Road,

Calcutta-700060

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE GOBINDDAS GLASS WORKS LTD.

9, Ezra Street,

Calcutta-700001

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

A WELL WISHER

Space donated by :

Viswanath Chowdury

14/A, BECHU CHATTERJEE STREET,
CALCUTTA-700009

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Space donated by :

A WELL WISHER

With best Compliments of :

Narendra Company

35, Ezra Street, Calcutta-700001

Selling Agents for West Bengal

For

Fort Gloster Industries Ltd.

(Cable Division)

Hall & Anderson Building,

31, CHOWRINGHEE ROAD,

CALCUTTA-700071.

Phone { 34-8564 / 34-8565 }   Gram : GLOSNER

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Space donated by :

A WELL-WISHER

Space donated by :

Tea King Private Ltd.

Makers of Green Bird
&
Red Bird Tea Packets.

9, LAL BAZAR STREET, CALCUTTA-700001

Phone : 22-7865

With best Compliments of

Krishna Trading Co.

14/2, Old China Bazar Street,
Calcutta-700001

With best Compliments from :

Gunny Engineers Pvt. Ltd.

Exporters of Jute Goods.

10, Clive Row, Calcutta-700001

Cable : JUTARAT

Telex : 7240

Phone : 22-4913-14

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :-

The Lagan Jute Machinery Co. (P) Ltd.

24B, Park Street,

Calcutta-700016.

With best Compliments of :

Phone : 24-9591

Calcutta Hospital Suppliers

7, Miajan Lane, Calcutta-46

Govt. Contractor and General Order Suppliers.

Space donated by :

Phone : 35-3824

P. K. Banerjee

Plumber & Contractor

63, Bidhan Sarani, Calcutta-700006

***Res.* : 3/1C, Subal Chandra Lane,**

Calcutta-700009.

With best Compliments of :

Superbdiet & Co.

Govt. Contractor & General Order Suppliers.

33/1, Taltola Lane,

Calcutta-700016.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of

Phone | Office : 22-9470
| Resi. : 23-4101

RIKAZCO

Specialist in :
Small Tools, Pipe Fittings, Pneumatic & Compressor Spares & Ball Bearings.
40, STRAND ROAD, (2nd floor) Room No. 29-A
CALCUTTA-1

Phone : 45-7512

Rani & Company

(Government Registed)
Decorators. Crockrles, Furniture Suppliers and on hire
General Order Suppliers

7/9, MOULANA MOHAMMED ALI ROAD,
KIDDERPORE, CALCUTTA-700023.

With best Compliments of

Telegram : TRIPBAK Telex : CA-7918
Phone—Office : 22-4055, 22-4046

Machinery Maintenance Corporation

Factory :
220, Naskar Para Road, Ghusuri, Howrah.
Office :
18, Netaji Subhas Road, Calcutta-1.

With best Compliments of :

M/s. Bengal Bonded Warehouse Association
25, Netaji Subhas Road,
Calcutta-1.
Phone : 22-4194

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Importers & Stockists of :
Imported & Indegenous Make Ball. Roller or cooper Bearing
Thurst & Taper Roller Bearing.
Manufacturing of :
All kinds and size of Rubber Goods.
Suppliers :
Dunlop, Fenner, NRM Good Year and local V. Belts Hair, Belting. Cotton Belting, Link Belt, Very speed Belt and all type of machinery parts & General Order Suppliers.

Industrial Rubber & Belting Co.

22, NETAJI SUBHAS ROAD,
G.P.O. Box No. 2426, Ground Floor
CALCUTTA-700001

With best Compliments from :

Bhartia Electric Steel Company, Limited

8, ANIL MAITRA ROAD,
CALCUTTA-700019

'MAKERS OF QUALITY STEEL CASTINGS'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

A WELL WISHER

DURGAPUR CHEMICALS LIMITED

(*A GOVERNMENT OF WEST BENGAL UNDERTAKING*)

6, LITTLE RUSSELL STREET, CALCUTTA-16

DURGAPUR CHEMICALS
SERVES THE NATIOR

We offer
Rayon Grade Caustic Soda (LYE, SOLID & FLAKE)
CHLORINE
PHTHALIC ANHYDRIDE
SYNTHETIC PHENOL
MONOCHLOROBENZENE
PARA-DICHLOROBENZENE
ORTHO-DICHLOROBENZENE
ORTHO-OXYDIPHENYL
PARA-OXYDIPHENYL
DIPHENYL OXIDE
PENTA CHLOROPHENOL
SODIUM PENTA CHLOROPHENATE
HYDROCHLORIC ACID (Synthetic & By-Product)
Please send your enquiries to —

COMMERCIAL MANAGER

DURGAPUR CHEMICALS LIMITED

6, LITTLE RUSSELL STREET, CALCUTTA-16

Gram : DURGACHEM Phone : 44-4391

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Space Donated By

ARABINDA CHANDA

Q-458/2, Panchanantala Lane,
Garden Reach,
Calcutta-700024

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Assam Bengal Carriers Ltd.

Regd. Office : Fancy Bazar, Gauhati, Assam.

P-4, New C. I. T. Road,
Calcutta-700012

A leading Road Transporters for the territories of North Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura, Manipur, Nagaland, Sikkim, Bhutan & Arunachal Pradesh.

Gram : ROADCARRY
Phone : 34-2421
Telex : 021-7046

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SANTI SERVICE STATION

Berachampa Taki Road,

24 Parganas (N)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

Chotanagpur Mineral Agency

95, Mahatma Gandhi Road,
Calcutta-700007
Telegram : CHOMINAG
Phone : 34-7188

Space donated by :

Serampore Belting Works (P) Ltd.

52 G.N. LAHIRI ROAD,
SERAMPORE, HOOGHLY

With best Compliments of :

Bombay Trading Syndicate

137, Netaji Subhas Road,
Calcutta-700007

With best Compliments of :

The Bengal Belting Works Ltd.

H.O. : DALHOUSIE SQUARE EAST,
CALCUTTA-1

Manufacturers of all kinds of Transmission Beltings namely :—
Hair Beltings, Cotton Beltings Ply Rubber Beltings including Cotton Hoses etc.

Phone : 23-1951 (3 Lines)
Factory : SERAMPORE

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments from :

Manoka Stores

Manufacturers of Exercise Book & Paper Merchant & Fire Work.

90, 91, Old China Bazar Street,

Calcutta-700001

Phone No. 22-9495

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Space donated by

Alok Mukherjee

Space donated by :

M/s. T. Paramanik

BANKURA

With best Compliments of :

Rajesh Enterprises

Sole Supplier of : Garments, Woollen, Hosiery etc.

TO

M/S. JAY BHARAT STORES

5, Dharamtalla Street, Calcutta-13

Phone No. : 23-5705

With best Compliments of :

Industrial Transport Co.

P-537, Raja Basanta Ray Road, Calcutta-29

Bombay Phone : 53-6777

Calcutta Phone : 46-5132, 45-7231

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গম বিপ্লব ! সবুজ বিপ্লব !! কৃষি বিপ্লব !!!

১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে এরাজ্যে গম বিপ্লব সুরু।
পশ্চিমবাংলায় গমের একর প্রতি ফলন সারা
ভারতের গড় ফলনের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেশি॥

গম বিপ্লবের জোয়ার ক্রমেই বেগবতী হয়ে চলেছে এ রাজ্যে।

সাল	জমির পরিমাণ হাজার একর	উৎপাদন হাজার টন
১। ১৯৪৭–৪৮	৯১	২১·৭
২। ১৯৫৬-৫৭ থেকে ১৯৬০-৬১ (বাৎসরিক গড়)	১১৬	২৫·৪
৩। ১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৬৫-৬৬ (বাৎসরিক গড়)	১১৫	৩১·৯
৪। ১৯৬৭-৬৮	১৯৫	৭১·১
৫। ১৯৬৯-৭০	৫১১	৪৮১·৯
৬। ১৯৭১-৭২	১০৪৪	৯২১·২
৭। ১৯৭৪-৭৫	১০৪২	৮৩৬·৮

গম বিপ্লব পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার দিশারী।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুভ দীপাবলীতে আমাদের প্রীতি ও অভিনন্দন জানাই—

জয়দুর্গা লাইব্রেরী

৮এ, কলেজ রো,
কলিকাতা-৭০০০০৯

বিবাহে, অন্নপ্রাশনে, উৎসবে ও মধ্য কলিকাতার উলের একমাত্র
বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

পাল কোং

বি-২৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা-১২

উল, প্রসাধনী খেলনা, উপহার সামগ্রী স্টেনলেশ ষ্টীল, এলুমিনিয়াম ও
হ্যাণ্ডুলিয়ামের বিশেষ আয়োজন আছে।

ষ্টার

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ফোন : ৫৫-১১৩৯

প্রতি বৃহস্পতি ৬-৩০, শনি, রবি ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬-৩০

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের

কৃষ্ণকান্তের উইল

প্রধান উপদেষ্টা : মহেন্দ্র গুপ্ত ॥ নির্দেশনা : রঞ্জিতমল কাংকারিয়া ॥ নাট্যরূপ : কুণাল মুখার্জী ॥ আবহ সঙ্গীত : তিমির বরণ ॥ গীত ও সুর : চণ্ডীদাস বসু ॥ মঞ্চ : সন্তোষ সরকার ॥ আলো : বঙ্কিম দাস

অভিনয়ে : মহেন্দ্র গুপ্ত, হরিধন মুখার্জী, বঙ্কিম ঘোষ, দীলিপ রায়চৌধুরী, রূপক মজুমদার, অলোক বাগচী, সুশীল বসু, কার্তিক চ্যাটার্জী, তপন বসু, বীরেন দাস, মুক্তি চক্রবর্তী, শান্তি দাশগুপ্ত, দীপক গাঙ্গুলী, অলোক দাশগুপ্ত, বোধিসত্ব মজুমদার, গোপাল সিংহরায়, কানু চক্রবর্তী, ঝুমা মুখার্জী, মঞ্জু ভট্টাচার্য, নমিতা মণ্ডল, কাজল হালদার, গীতা কর্মকার, অনামিকা সাহা এবং সতীন্দ্র ভট্টাচার্য ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়।

শুভবিবাহে উৎসবে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক কিছুর জন্য :—

ফোন : ৩৪-৭৯৪৯

কমলা স্টোর্স স্টেশনার্স

এ-৮২-৮৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

এবার নানাপ্রকার 'উলের' বিপুল আয়োজন!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ambassador **Sputnic**

Phone : 35-8127

J.B.S. STATIONERY WORKS

MANUFACTURERS OF:
EXERCISE BOOKS

Buy Sputnic, Ambassador, Kalpana, Ashok, Balaka, Narayan Brand Exercise Books, Drawing Bhugol Translation, Shorthand, Laboratory Note Book and Bangla Desh Exercise Book etc.

19/1E, Patwar Bagan Lane
Calcutta-9

Balaka **JBS** **Narayan**

Kalpana **Soma** **Ashok**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

Modern Packaging Industries

With best Compliments of

Ferro-Make

36A, Becharam Chatterjee Road,
Calcutta-39.

With best Compliments of :

Wanson (India) Pvt. Ltd.

27B, Camac Street,
Calcutta-700016

With best Compliments from :

Parameswar Singh

Transport Contractors
Howrah.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

THEATRE AUCTION HOUSE

AUCTIONEERS & VALUERS

10, Shakespeare Sarani.
Calcutta-700016
(Near Birla Planetarium)

We can help you in Disposing of your Used, Unused, Need-be Replaced or So & So Materials at Remunerative Prices.

**Cash it With Our Genuine Efforts
Step in or Just
Drop a Line For
Our Free Services.**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Space donated by

EDCON INDIA

42, Palace Court, Kyd Street,
Calcutta-16.

With best Compliments of :

Phone : 34-3734
Cable : 'KARUSILPA' CALCUTTA

LEATHER CRAFTS

Manufacturers & Exporters.
Quality Leather Coin Purses, Wallets, Ladies Handbags, Shopping bags etc.

28/B, KESHAB CHANDRA SEN STREET,
CALCUTTA-700009. INDIA.

Best wishes for Puja from :

Phone : 34-1595

NARAYAN & CO.

Dealers in :
Diesel-Oil & Kerosin Oil Engines, Pumping Sets, Motors Etc.
(*Specialists in* : GENERATING SETS)

82/C, Bechu Chatterjee Street, Calcutta-700009

With best Compliments of :

Phone : 34-0612

Shivnath & Brothers

Hardware, Machinery Tools & General Order Suppliers.

222, BIDHAN SARANI,
(Cornwallis Street)
CALCUTTA-700006

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments from :

NAVA BHARAT ENTERPRISES PRIVATE LIMITED

"NILHAT HOUSE ANNEXE"
11, R. N. Mukherjee Road,
Calcutta-1

Regd. Office :
920, TILAK ROAD, HYDERABAD-1

Other Branches
BOMBAY * COCHIN * DELHI * MADRAS
GUNTUR * AGRA * MORADABAD

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of

West Bengal Spint Warehouse (Pvt.) Ltd.

38, College Street,
Calcutta-12.

With best Compliments of :-

Dipikalaya

1A, College Row,
Calcutta-700009

With best Compliments of

Phone : 34-9883

Oriental Sports

Specialist in : Sports & Games.

84/2, MAHATMA GANDHI ROAD,
CALCUTTA-700009

Grams : "SATVOL"
Post Box 606
Telephone : 22-5730 (10 Lines)
Telex No. : 021-7297 CALCUTTA

Voltas Limited

MANAGEMENT

8, Netaji Subhas Road,
CALCUTTA-700001

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Dial : 35-1850

Scientific Instruments Corporation (Sales)

MANUFACTURERS, DEALERS

Stockist of Foreign & Indian.

All kinds of Scientific Instruments, Chemicals, Laboratory Equipments & Furniture.

57/1, COLLEGE STREET, CALCUTTA-700012

ON FESTIVE OCCASION :

Please Step in :

Phone : 34–8341

New Benarasi Kuthi

Benarasi & Fancy Shari Shop

57/1, COLLEGE STREET,

CALCUTTA-700012

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

EVE STAR
(Brassiere)

A R. Product

20/2A, Halder Bagan Lane, (Shyambazar)
Calcutta-700004
Amit Rudra (Rabi)

With best Compliments from :

DAS & SONS

28, Manmatha Nath Ganguli Road,
Calcutta-700002

Silckon Paints (India) Private Ltd.

Manufacturers of :
All kinds of Marine Paints & Industrial Paints
as per I. S. Specifications.

Regd. Office :
61, MOLEOD STREET, (3rd Floor)
CALCUTTA-700017
Gram : 'Cashewdist'
Phone : 24-3119

Factory :
Shed No. A/7.
Industrial Estate
BON-HOOGHLY
Block No. 1,
CALCUTTA-700035

With best Compliments from :
Phone: 34-1578

Cosmic Engineers

Factory :
2, Duffers Street,
Liluah, Howrah

City Office :
55, Ezra Street,
Room No. 4, Block 3A, 3rd Floor, Calcutta-700001

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Bharat Burlap suppliers

Commission Agents & Suppliers

'CHIEF' STOCKIST OF 'ROHTAS BRAND CEMENT,
M/s. ASHOKA MARKETING LTD. CALCUTTA

104/3, B. K. Paul Avenue,

Calcutta-5

Dealers in :

SAND, STONECHIPS, ALL KIND OF BUILDING MATERIALS

Phone Resi. 55-0635
Office 55-9823

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

New Central Jute Mills Co. Ltd.

Registered Office :
11, CLIVE ROW, CALCUTTA-700001

Factory : BUDGE BUDGE, 24 PARGANAS.

Producers of Carpet Backing, Jute Matting,
Jute Yarn Etc.

With best Compliments of

Cromelite Industries (India) Pvt. Ltd.

(Formerly Cromelite (India) Pvt. Ltd.)

Manufacturers of : Steel Folding Furniture.

P-35, INDIA EXCHANGE PLACE,
Post Box No. 2853
CALCUTTA-700001
Phone : 22-7601 (3 Lines)

With best Compliments of :

Messrs. WHEEL ALIGNMENT

2, GANESH CHANDRA AVENUE,
7th Floor, Room No. 5A,
CALCUTTA-13

Gram : Lotusqueen Phone : 23-1420

Exporters, Importers and Govt. Contractors
Dealers in all Sorts Silk and Textile goods, Industrial Vee Belts,
Fan Belts, Diesel Pump Sets & Spares and Hardware items.

With best Compliments from :

M/s. Swastika Chemical Industries

15, Madan Mitra Lane, Calcutta-700006

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SPACE DONATED BY

B. Co. Chappals

1, Bidhan Sarani
Calcutta.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

M/S. RANJAN BROTHERS

2B, Baman Para Lane,

Calcutta-700019

With best Compliments of

M/s. Precision Aucillary Industrial Products Pvt. Ltd.

28/2, Harrey Kesto Sett Lane,

Calcutta-700050

With best Compliments from :

M/s. Universal Steel Traders

14, KALAKAR STREET

CALCUTTA-700070

Solve Packing Problem :

Central Card Board Box Mfg. Co.

25, Dr. Kartick Bose Street,

Calcutta-700009

Phone : Office : 35-4775 Works : 35-5275

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Gram : HARDCHEMI

Phone : Office : 22-5762

M. V. PATEL

HARDWARE & CHEMICAL MERCHANTS

27/29, Brabourne Road,

Back Portion Narayani Building

Post Box No. 297,

Calcutta-1

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best compliments of :

Route Committee,
Route 3B/3D

Bengal Bus Syndicate

6, LENIN SARANI,
CALCUTTA-700013

With best Compliments of :

Route No. 46

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

Phone : 33-8619

Shree Lakshmi Stores

Handloom Sarees Merchant

194, JAMUNALAL BAZAZ STREET,
(Ist Floor)
CALCUTTA-700007

(Bilas Ray Katra front at Bank of Borada)

With Best Compliments of :

Hearty Depawali Greetings,
From Raj Mangal Singh J. P.

OM Transport Co.

16, COAC BERTH,
CALCUTTA-700043

Fleet Owners, Heavy Haulage Contractors, Etc,

Phone : 45-9328
48-8587

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

Durga Emporium

34, Bidhan Sarani,
Calcutta-700006
All Kinds of Saree Seller.

With best Compliments of

Eureka Printing & Publishing Works

দত্ত ব্রাদার্স

বি-৪১/৪২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২
এখানে নিত্য ব্যবহারের ষ্টেশনারী, এলুমনিয়ম বাসন, প্রেসার কুকার, ষ্টিল বাসন, এনামেল বাসন ও পলিথিনের নানা ডিজাইনের বাসন ও কাপ ডিস সুলভে পাওয়া যায়।
—আর—
উলের বিপুল আয়োজন

উল এণ্ড প্রেজেণ্টেসন হাউস

বি-৩১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

For Genuine and Reliable Medicine

AT

ROYCE & CO.

(Homœopathic Chemists)
93, MAHATMA GANDHI ROAD,
CALCUTTA-7 (by the side of Grace Cinema)
Phone : 34-4921
Prescription served carefully & efficiently.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Phone : 35-1379

PRAKASH CH. SINHA & SONS

66/1B, Baithakkhana Road,

Calcutta-700009

Paper & Board Merchants,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Wishes from :

Corporate Engineers

Govt. Contractor & Order Suppliers

5, BIDHAN SARANI,

CALCUTTA-700006

Dipawali Greetings from :

New Gaya Art Press

Colour Printers.

50/C, KESHAB CHANDRA SEN STREET,

CALCUTTA-700009

Phone : 34-3493

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHAWL MUSEUM

College Street Market
Calcutta.

FACTORY:
SRINAGAR

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

M/s. Chatterjee Publishing Concern

42/1, BENIATOLA LANE,
CALCUTTA-700009

With best Compliments of

Friends Vulcanizing & Petrol Co.

179, BIDHAN SARANI,
CALCUTTA-700006

With the best compliments of :

SHILPA MANDIR

56/1, SITARAM GHOSH STREET,
CALCUTTA-700009

A Manufacturer of Artistic Leather goods and Exporter of Indian Handricraft.

With best Compliments of :

Phone : 34-3928

New Pada Chaya

Different Types of Shoe & Chappal Seller

E-81, College Street Market
Calcutta-12

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments from :

South Eastern Carriers

P16/LVII C. I. T. Road,
Calcutta-700012

Phone No. 34-0102 (4 Lines)

Gram : "ALERTNESS"
Phones | 44-0145
44-0146

Bengal Behar Construction Co., Private Ltd.
CONSTRUCTIONAL ENGINEERS.

Regd. Office :
135, BIPLABI RASH BEHARI BOSE ROAD,
CALCUTTA-1

Central Office :
233/4, ACHARYYA JAGADISH BOSE ROAD.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of

Dhakeswari Mistanna Bhander

Dealers and Manufacturer of **:**

Sweets and Confectionery Goods

1, Bidhan Sarani, Calcutta-12

FABULOUS SHOPPING FOR ALL THE FAMILY

AT

PRAKASH Anup Fabrics

FOR WOMEN : Rubia and Full Voile Saris, Wash 'N' Wear, Poplins, Cambrics, Lawns, Printed and other Dress Materials & Blouse Pieces,

FOR MEN : Terene Suitings. Shirtings, Cotton Suitings, Shirtings & A Wide range of Men's Febrics, Addhi.

FOR THE HOME : Furnishing Fabrics-plain, Printed & Woven. Jacquard & Fancy Design Towels and Towelling, Bedsheets, Bed Covers, Table-cloths, Napkins and Dusters.

64, COLLEGE STREET, CALCUTTA-12.

Space donated by :

A WELL WISHER

(B. CHATTERJEE)

Space donated by :

A WELL WISHER

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments from :

Chloride India Limited

Regd. Office :
Exide House
59E, Chowringhee Road, Calcutta-700020

Main Offices :
Calcutta/Bombay/New Delhi/Madras/
Nagpur/Jullundur/Lucknow.

With best Compliments from :

Allied Stationery Works

Manufacturing of Exercise Book & "Bangalipi"

8, JACKSON LANE,
CALCUTTA-700001
Phone : 22-9755

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

A C E HOSIERY

14/1, Sir Hari Ram Goenka Street,
Calcutta-7

Manufacturers of High Class Hosiery Goods.

ধ্রুব ষ্টেশনার্স প্রাইভেট লিমিটেড,

১৪০, ওল্ড চীনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১

'ধ্রুব' 'অশোক' 'চ্যালেঞ্জ' 'বেটার' 'চক্র' 'রানা' 'লাভলী' ও ডিয়ার মার্কা
এবং স্কুল, কলেজ, অফিস প্রভৃতি যাবতীয় খাতা প্রস্তুতকারক।
* মফঃস্বলের অর্ডার যত্ন সহকারে ধরিয়া থাকি।

ফোন : অফিস : ২২-৬২৫৯   রেসি : ৬৭-৩৯০১

With the best compliments of :

Sri Durga Board House

9, Buddhu Ostagar Lane,
Calcutta-700009

Donate Generously to the Liberation struggle of Bangadesh

Prafulla Box Mfg. Co. (P) Ltd.

80/2, Baithak Khana Road, Calcutta-9

Gram : BOXALL

Phone : 35-4527 & 35 5841

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

NAFFAR CHANDRA JUTE MILLS LTD.

36, Strand Road,

Calcutta-700001

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of

Ashok Kumar Vijay Kumar

192, Jamunalal Bajaj Street,

Calcutta 700007

With best Compliments of :

N. P. INDUSTRIES

48, South Tangra Road, Calcutta-46

Manufacturers of :
MICRO SHEETS & PLASTIC GOODS
Phone No. 24-7306

With best Compliments of :

Long Life Industries

QUALITY PRODUCTS

11/2, 2nd Lane Tapsia Road,

Calcutta-39

Manufacturers of : Microseet

With best Compliments of :

M/s. K. C. Das & Co.

134, CHANDNI CHOWK, CALCUTTA-700072
Gram : HANDYLOOLO Phone : 24-4169

Mechanical Engineers & Manufacturers

Dealers in : Handwar Materials and
General Order Suppliers.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Paper used for Manufacturing of this Exercise Book was Made Available by the Govt. of India at a Concessional Rate.

বঙ্গ লিপি

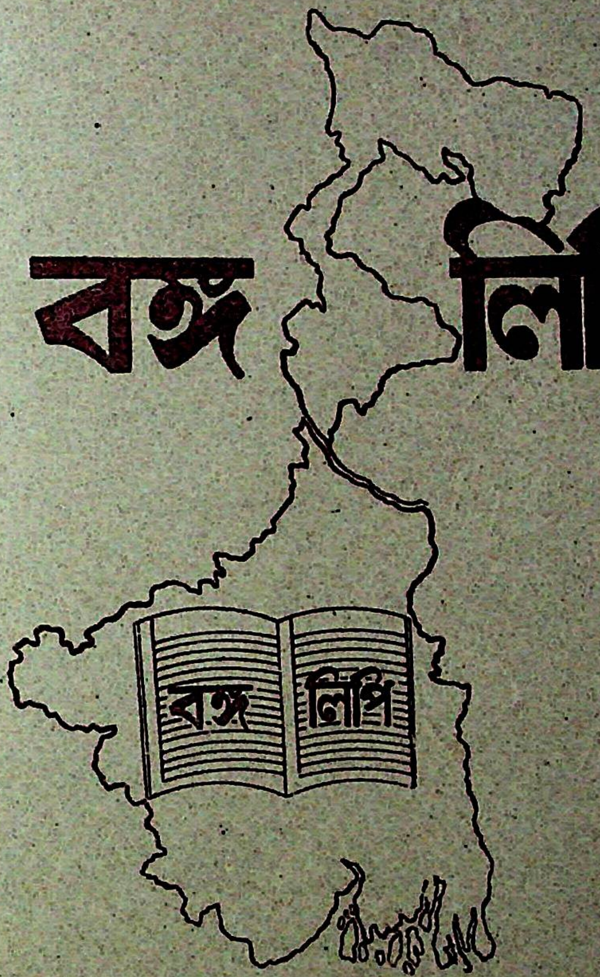

ALL INDIA FEDERATION OF EXERCISE BOOKS MANUFACTURERS' ASSOCIATIONS

'BANGALIPI' Brand is exclusively owned by

THE CALCUTTA PAPER STATIONERY MANUFACTURERS ASSOCIATION

Calcutta-700001

CALCUTTA PAPER STATIONERY MFRS. ASSOCIATION

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best Compliments of

M/s. S. A. AZIZ & CO.

5, Moulana Md. Ali Road,

Calcutta-700023

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

MANUFACTURERS OF :

High Pressure Seals, Packings, Gaskets, 'O' rings etc., made for special purpose and general purpose rubbers.

Fabric reinforced rubber and rubber-to-hactul bonded products are special items of manufacturers.

Indigenous development of imported products to rubber undertaken.

M. G. Industries

127, Banamali Naskar Road

Calcutta-700060

Phone : 45-8731

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

RASID & SONS
(Envelop Makers)

90/1A, Patwar Bagan Lane
Ca'cutta-700009

With best Compliments of

Muci-BAEL
Bowels Regulator
Indian National Drug Co. Pvt. Ltd.

5/2, Beleghata Main Road
Calcutta-700010

With best Compliments of :

M/s. General Oil & Chemical Corp.

3B, Roopchand Rai Street
Calcutta-700007

Dealers in :
All kinds of Vegetable Oils & Rubber Chemical

Nandan Bagan Flour Mills Private Ltd.
241/2B, ACHARYA PRAFULLA CHANDRA ROAD
CALCUTTA-4
Phone : 55-2792
For Health & Hygiene ... .
... ... Bakery Perfected Flour
Insist on :
"BUTTERFLY" Brand Flour
"LION" Brand Soojee
"CONCHSHELL" Brand Red Atta.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি সুপরিচিত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান—

ব্লক নিখুঁত প্রতিলিপি ফটো মনোরম ছাপা চিত্তাকর্ষক

আমাদের কাজের পেছনে আছে প্রায় চার পুরুষের অভিজ্ঞতা।
তাই আমাদের ব্লক, ফটো ও ছাপার কাজের মান অনেক উন্নত।

বেঙ্গল ফটোটাইপ কোং

৪৬/১, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-১৭০২

অক্ষয় কুমার দত্ত

১নং মদন মোহন বর্মন স্ট্রীট,
(মেছুয়া বাজার)
কলিকাতা-৭

আমরা সর্বপ্রকার আধুনিক ডিজাইনের পাকা ও গিনি সোনার গহনা
এবং আসল রূপার গহনা ও বাসন সকল সময় মজুত রাখি ও
ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকি, পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments from :

In Service to Humanity

With best Compliments of :

SUNDARLAL GIRIDHARILAL

122, J. N. Mukherjee Road
Ghusri, Howrah

Space donated by :

A FRIEND

বস্ত্র বৈচিত্র্যে—যুগান্তর এনেছে

রূ প লে খা

২২১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬
(ঠনঠনে কালীতলা)

RUPLEKHA

221, Bidhan Sarani, Calcutta-6

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments from :

Trans World Agencies

42, Strand Road, Calcutta-700007

Manufacturers & Agents of Engineering, Hardware Items.

Phone No. 33-7135 (Office)
35-4813 (Resi)

With best Compliments of :

Ashok Kumar

With best Compliments of :

Kegie & Co.

EXPORT HOUSE
CALCUTTA-12

With best Compliments of :

Shree Vallabh Glass Works Ltd.

Manufacturers of Toughened, Laminated Safety Sheet, Wired, Figured, Coloured Figured, 'Coolex' Glass & Mirrors.

Regd. Office :
Anand Sojitra Road, Vallabh Vidyanagar, (Gujrat)

Calcutta Office :
2, Brabourne Road, Calcutta-1

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

R. D. Steam Engineering Co.

CALCUTTA.

With best Compliments of

FRIEND'S CONCERN

Dangalpara, Suri. Birbhum

Dealers in Scientific appto, Chemicals & General Order Supplier,

With best Compliments of :

Mitali Dyers & Dry Cleaners

14-B, Dum Dum Road, Nager Bazar

Calcutta-28

Gram : ADAN-PRODAN Phone : 22-5768, 22-3214

A. BANERJEE & CO.

32-E, Jackson Lane, Calcutta-1

A House of Valves and Cocks Both Ferrous and Non-Ferrous of All Descriptions.

We Also Undertake Valves Repairing Jobs to Customers Entire Satisfactions.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

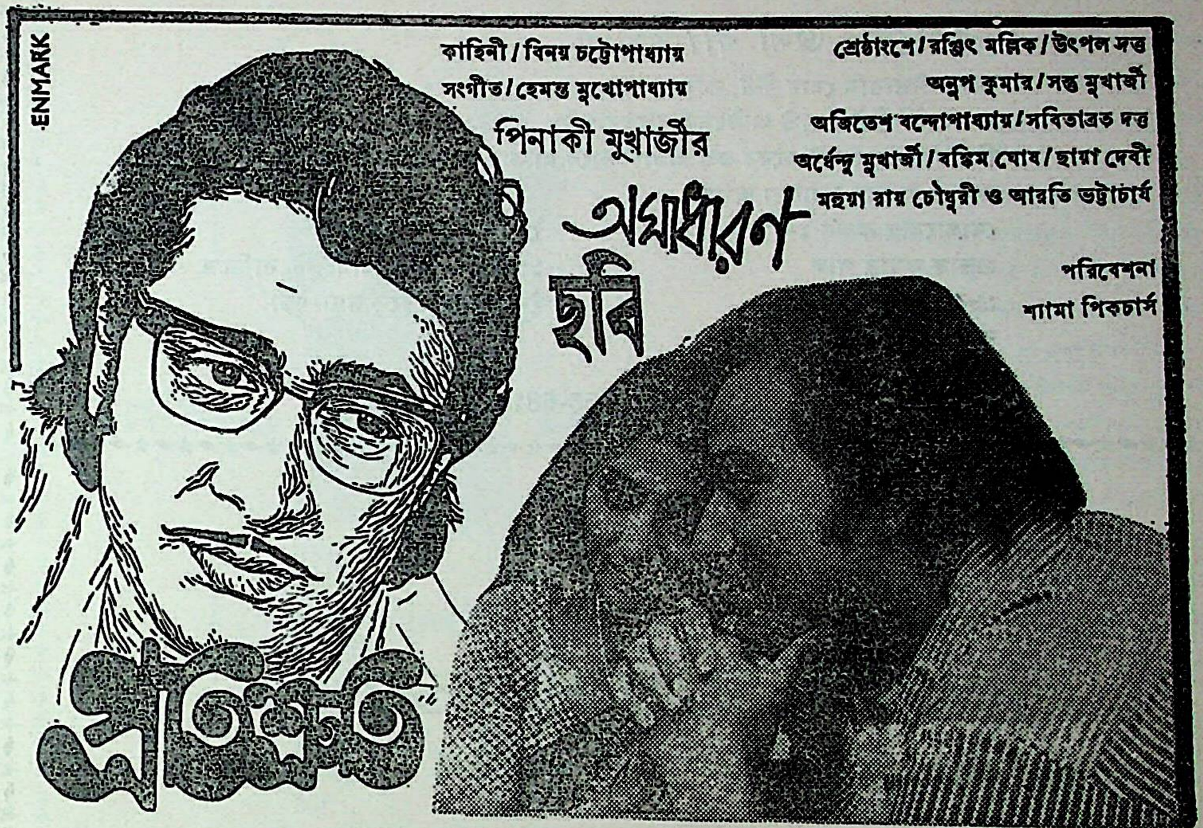

"ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বুড্ডা বাবা কেশরী জর্দ্দা"
স্বাদে সেরা গন্ধে ভরা

বুড্ডা বাবা কেশরী জর্দ্দা খেয়ে, উৎসবের দিনগুলো
আমেজে ও আনন্দে ভরিয়ে তুলুন।
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।
(আজই নিকটবর্ত্তী দোকানে খোঁজ নিন।)

টিন প্যাকিং
বুড্ডা বাবা জর্দ্দা ছোট ও বড়।
জয় বাংলা জর্দ্দা ছোট ও বড়।
কাশ্মীরী জাফরানী জর্দ্দা।

টিন প্যাকিং
জয় বাংলা অম্বরী চুরা।
কাশ্মীরী অম্বরী চুরা।
সিমলা অম্বরী চুরা।

কোম্পানীর নিজস্ব খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র—
২৭নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

Samaresh Tobacco & Chemical Industries
CALCUTTA, VARANASI, BOMBAY

Sales Office : KESHAB CHANDRA SEN STREET,
CALCUTTA-9
30 Years experience in this line Specialised Perfumers & Chemical
Namasker, Please Visit Again.

বিবাহের জন্য বাড়িভাড়া

১৩নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
আমহার্স্ট ষ্ট্রীট পোষ্ট অফিসের পাশের গলি
বিবাহ ও অন্যান্য উৎসবের জন্য অস্থায়ীভাবে বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়।
জল ও আলের সুব্যবস্থা আছে।

যোগাযোগ করুন :—
প্রভাত কুমার পাল
৯৮নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৫
সকাল ৯টা হইতে ১২টা

দেখা করিবার সময়
১৩নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট বাড়িতে
বৈকাল ৪॥ হইতে সন্ধ্যা ৬টা

PHONE : 55-6813

With best Compliments of :

Phone : 34-7017

IMPRESSION HOUSE

CALCUTTA-9

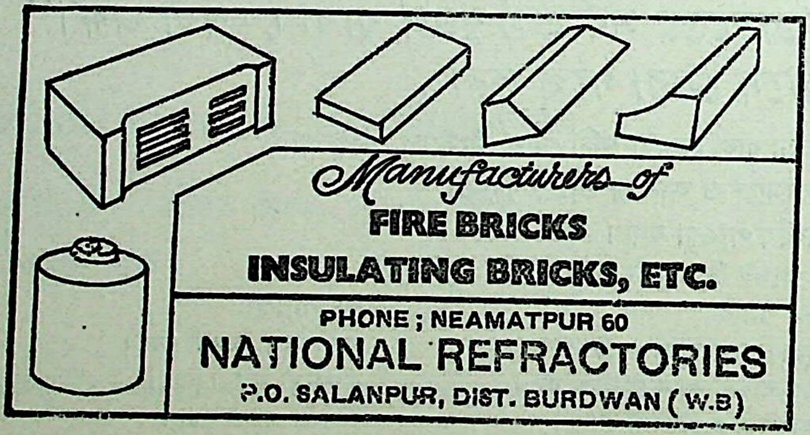

Pharma Chem Laboratories

P-53, Block-'B'
Bangur Avenue, Calcutta-55

Manufacturer of :
Pharmaceutical Product

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Unified Diversity

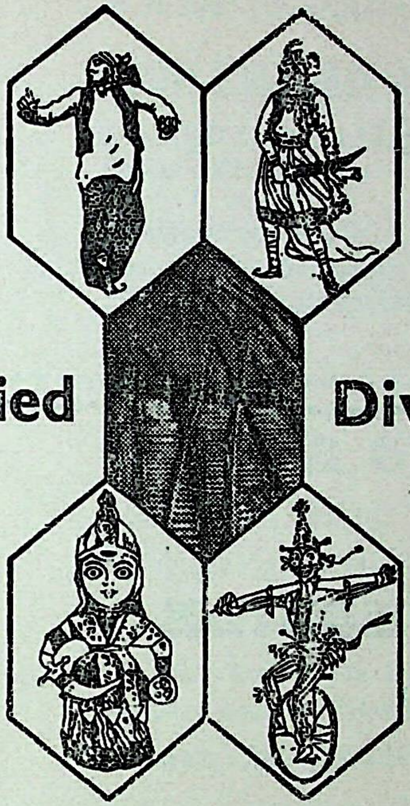

The culture of India is as diverse as the seven colours of the rainbow, yet as unified as the seven stars—thanks to the Railways.

Be it a theatrical troupe from West Bengal, a circus party from the South, a cultural group from the West, or a dancing ensemble from the North—they all mingle in the great ocean of diversity and are fused into a unified whole by the vast network of trains that cross and criss-cross the country. Like the bee that carries pollen from flower to flower, the Railways move men and materials from place to place, and give new life to the culture of the land.

EASTERN RAILWAY

With best Compliments from :

Bhanwar Lal Jaskaran

12, INDIA EXCHANGE PLACE,

CALCUTTA-700001

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

SEN BROTHERS

70, M. G. ROAD
CALCUTTA-700009
Paper Merchants

With best Compliments from :

SANKAR AUTOMOBILE

64/1, HAZRA ROAD
CALCUTTA-700019

Authorised Dealers :
His Master's Voice & Telefunken & Philips

SURA-SATHI

60, MAHATMA GANDHI ROAD
CALCUTTA-700009

L. P. Records, E. P. Records, S. P. Records, Radio, Fiesta, Calypso, Safari, Battery etc.

Phone : Office : 22-8128   Resi. 23-4101

TECHNO SALES

Manufacturers & Stockists of :

Valves & Cocks Wheel Barrows Trolleys Machining & Casting Jobs.

Precision & All Sorts of Industrial Engineering Equipment & General Order Suppliers.

40, STRAND ROAD, P.O. Box No. 2163 CALCUTTA-1

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

MOHAMMAD ISMAIL

140, OLD CHINA BAZAR STREET, CALCUTTA-700001
Phone : 22-7665

Manufacturers of : Amar, Rajkumar, Apsara Exercise Books,
Amar Jyoti Bound Books & Laboratory Note Books Etc.
Converter of 'BANGALIPI' Exercise Books

SABITA STORES

138, Bidhan Sarani, Calcutta-700004
Subhas Corner (Hatibagan)

Specialist in :
Blouse & Embroidery Job, Ladies Tailoring available all
kinds of Garments Hosiery.
(Naran Chandra Mullick)

তরুণ ড্রেসেস্

২১০ নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রসিদ্ধ তৈয়ারী পোষাক ও হোসিয়ারী দ্রব্য বিক্রেতা
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

With best Compliments of :

New Sree Durga Press

General Printers
2/1, Bidhan Saranee, Calcutta-6
Phone : 34-6898

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

Sri Durga Flour Mills

262, B. T. Road, P.O. Sukchar
Dist. 24-Parganas

With best Compliments of :

Biswas Publishing House

Publishers & Book-Seller

5/1A, College Row, Calcutta-700009

With best Compliments of :

New India Engineers Syndicate

Govt. Contractors.

50/H/16/1, Chaul Patty Road
Calcutta-700010

With best Compliments of :

M/s. Economic Transport Organisation

P-3, New C. I. T. Road, Calcutta-12

(Carriers of all types of commodities in all important Towns in India by Road and Railways and also Bangladesh by Road only)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Are you Dreaming of
A Bigger Harvest ?

Make a List of the items you need for your farm along with the estimate and come to us. We will turn your dreams into reality. We can give you loans for Tractors, Tubewells, Pumpsets, High-yielding varieties of Seeds, Fertilisers and Pesticides......even for bunding, levelling, irrigation and fencing of your Land.

We also give loans for dairy farming, Paultry and horticulture. Unemployed engineers can also contact us for help in setting up Custom Service Units and Agro-service Centres. For further details please Contact our nearest Branch.

PUNJAB NATIONAL BANK

BRABOURNE ROAD, CALCUTTA-700001

Better Housing for More People

The West Bengal Housing Board has already offered 1474 flats for sale to the Public. Another 2000 flats are at present in various stages of Construction. A further Programme for Construction of about 8000 flats in Salt Lake, Golf Green (Tollygunj), Baishnabghata, Patulia Area (Jadavpur), Kalyani, Andul Road (Howrah) etc. and 304 nos. of Town Houses at Akra Fatak Under Garden Reach are in the stage of Planning and designing for lower and middle income group People in this State Particularly in the Calcutta Metropolitan District.

Programmes of Construction of Multi-storied buildings in Sunny Park and Minto Park have also been finalised.

West Bengal Housing Board

16, CAMAC STREET, CALCUTTA-17

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

M/s. Calcutta Transport Agency

GOVT. CONTRACTOR

32/D, Central Road,
Jadavpur, Calcutta-32

With best Compliments from :

M/s. D. Dasgupta

GOVT. CONTRACTOR

4B, Sitaram Ghosh Street,
Calcutta-700009.

With best Wishes from :

Bajrang Kr. Agarwall

Dealers in : All Kinds of Tyres & Tubes

92/26, G. R. ROAD, CALCUTTA-700043
Telephone : 45-3235

With best Compliments of :

India Paper Trading Co.

146/2, Old China Bazar Street, Calcutta-1

Distributor :
Orient Paper Mills Ltd.
Brajrajnagar (Orissa) Arnla (M.P.)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Produced for the 1st time in India "Rockoil"
Colloidal Graphited oil by

Rockfield Industries Corporation

1, BRITISH INDIAN STREET,
CALCUTTA-700001
INDIA

Pledgeing full support to 20 Point formula of our Esteemed Prime Minister Production—Prosperity

M/s. Northern Tubes Pvt. Ltd.

237/S, Manicktola Main Road,
Calcutta-700011

Managing Director—SAMBHU NATH SHOW

Tel. Resi. 35-2727
Works 35-1002
Office 35-6591

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

FROM

Chhitarmal Singhvi
ASTROLOGER

14/2. OLD CHINABAZAR STREET,
(Room No. 4) 1st Floor
CALCUTTA-700001

With best Compliments of :-

Premier Plastics Pvt. Ltd.

Manufacturers' of 'Monarch' Brand Oil, Fuel, Air Filter Elements & Specialised Import Substitution Electrical Switch Gears.

With best Compliments of :

K. P. Basu Printing Works

11, MOHENDRA GOSSAIN LANE,
CALCUTTA-700006

Space donated by :

Dutta Cycle Co.

R. G. KAR ROAD,
CALCUTTA-700004
Phone : 55-3954

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

For the Marriage of your Daughter invest in

U. I. B. Cash Certificate

A Cash Certificate of
Rs. 5,000/- will bring you Rs. 36,600/- after
20 years.

Other U. I. B. Savings Scheme include

* Fixed Deposit Account for 10% Interest on your

Fixed Deposits Over 5 Years

* Recurring Deposit Account

Rs. 10/- per month will give you Rs. 1220/- after
7 Years

* Monthly Income Certificate Scheme for a Regular
Monthly Income

Rs. 100/- INVEST Rs. 12,000/- FOR 61 MONTHS.

for full particulars please contact :

UNITED INDUSTRIAL BANK LIMITED.

7, Red Cross Place,

Calcutta-700 001

Telephone : 23-9784 (3 lines)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"রামকৃষ্ণদেব ঈশ্বর হোন, বা পরমহংসদেব হোন, সেটা বড় কথা নয়, যে নিজের গর্ভধারিণীকে ভালবাসতে জানে না তাকে দেখলে অন্ততঃ ধিক্কার দিও"

Mrinalini Rubber Industries

New Alipur, Calcutta-700053

Phone No. 45-1111

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments from :

SCREEN-O-FRAME

OFFSET PLATE MAKERS

Manufacturers of :

Vacuum Frames, Whirlers, Graining Machines, Roller Casting Vacuum Pamps, Vacuum Printing Box, Rolouching Tables, Spray Machines etc., etc

10B Ram Kanta Bose Street, Calcutta-3

স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়, সৌরভ জর্দা।

Sawrov Zarda Product

28, M. M. Burman Street,

Calcutta-700007

স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়, সুরভি জর্দা।

সুরভি জর্দা ওয়ার্কস

১১৫, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫

॥ এজেন্ট ॥

ধর এণ্ড কোং

১১এ, হিদারাম ব্যানার্জী লেন, কলি-১২

স্বাদে ও সুগন্ধে অদ্বিতীয়

সরোজ জাফরাণী পাতি জর্দা

৮/এ, নিল মাধব সেন লেন,

কলিকাতা-৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

Phone : 35-1064

Biswa Bharati Chemical Works

Manufacturers & Suppliers of :

All Kinds of Acids and Chemicals.

225, Bagmari Road, Calcutta-54

খাদি সিল্ক প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা

দি ইণ্ডিয়ান সিল্ক ষ্টোরস্

(উপেন্দ্র স্মৃতি সেবামন্দির পরিচালিত ও খাদি গ্রামোদ্যোগ প্রমাণিত)

৫৭-বি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ঃ ঃ ফোন ঃ ৩৪-১২৩১

প্রধান কার্যালয় : চক, পোঃ ইস্‌লামপুর, মুর্শিদাবাদ

উৎসবে ও উপহারে ঃ

সর্বাধুনিক আঙ্গিকের মুর্শিদাবাদ ছাপা শাড়ী, গরদ ও বেনারসী

ফোন ঃ ৩৪-৫৬৬৫

উৎসবে, উপহারে শাড়ীর বৈচিত্র্যে, পোষাকের পারিপাট্যে,

শুভ-বিবাহের বেনারসী জোড়—

জনকল্যান বস্ত্রালয়

৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

Space donated by :

Phone : 34-8356

RABINDRA LIBRARY

15/2, Shyama Ch. De Street

Calcutta-700012

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best Compliments of

M/s. Mahesh Traders

40, STRAND ROAD
(4th floor, Room No. 6)
CALCUTTA-1

Dealers in :
All kinds of Salvaged goods.
Gram : MAHALABH
Phone : Office : 22-2585 Res. : 44-6200

Buy Best
Hindusthan Products

Hindusthan Stationery Works (P) Ltd.

Calcutta-700001
Gram : KAGAJ-KHATA

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Do you require a beautiful Bus
FOR
a Comfortable Journey, Picnic, Marriage etc.
THEN
Please Contract
Sasanka Das
28/14, Dhakuria Station Road, Calcutta-31
Phone ; 46-1784

Step in for
Latest Designs in Suiting & Shirting of Leading Mills
PODDAR'S
18, Rabindra Sarani, Calcutta-700001
Phone No. : 34-6907

With best Compliments of :
Gram : Phone : 34-1397
Sanker Electrical Works
13A, Bechu Chatterjee Street, Calcutta-9
Suppliers of :
"SKEW" Brand ARC Welding, Spot Welding, Auto Transformer, Starter.
All Kinds of Transformer. other Electrical Goods & Mochlnery etc.
N.B.—Repairing is also Undertaken at Moderate Rates

With best Compliments of :
A. K. Mukherjee & Co. Private Ltd.
Construction Department
23A, Netaji Subhas Road,
Calcutta-1
Builders & Contractors Since 1957

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments from :

Phone : 34-1859, 34-9183
Cable : TERNEPLATE

Calcutta Hardware Store

Iron & Steel Merchants, Importers & Exporters
Govt. Controlled Stockists for Iron &
Steel Materials.

110/1, Amherst Street,
CALCUTTA-700009

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের ভেতর
উত্তর কলিকাতার সর্বাধুনিক মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান
আসুন, চলুন, যাই

নিউ ঘোষ কেবিন

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৯

ঘিয়ের নোনতা খাবার ও ঘোষ কেবিনের স্পেশাল চা ও কফি, রসগোল্লা, রাজভোগ, রসমালাই, রসমাধুরী, চমচম, দই, সন্দেশ ইত্যাদি।

তাছাড়া—সকল রকম সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান ও উৎসবে সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে ঘরে কাটা ছানার তৈরী নানা প্রকারের মিষ্টি খাবার এবং বিশুদ্ধ লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী নোনতা খাবার সমূহ অতি যত্নসহকারে সরবরাহ করা হয়।

বিঃ দ্রঃ—নিরাশ হবার কারণ নেই। মহিলাদের বসিবার সুব্যবস্থা আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

Phone : 35-0843

Sree Maa Board Concern

79, Baithakkhana Road,

Calcutta-700009

With best Compliments from :

Phone : 35-2461

Kanak Board Supplying Agency

PAPER & BOARD MERCHANTS

24/1B, Budhu Ostagar Lane, Calcutta-9

Distributors of :

M/s. East End Paper Industries Ltd.

M/s. Indian Card Board Industries Ltd.

M/s. Union Paper & Board Mills Ltd.

Phone : 35-1105

With the best compliments of :

C. R. Bhowmik & Sons

110, BAITHAKKHANA ROAD, CALCUTTA-9.

Dealers in :

All kinds of Paper & Board.

With best Compliments of

Model Press of India

ART & COMMERCIAL PRINTERS &

GOVT. CONTRACTORS

Factory : 1/1, Patwar Bagan Lane

Phone : 35-0745

Head Office : 2/1, Gourdas Basak Lane, Calcutta-7

Phone : 33-8750

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SPACE DONATED BY

ASOKE KUMAR GHOSH

65/2, Hindusthan Park.

Calcutta-700029

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

Bengal Stationery Stores

PAPER MERCHANTS

10, JACKSON LANE,
CALCUTTA-700001

**Wishing the Success of the Occasion of
Kali Puja Festival of Naba
Jubak Sangha**

STUDENTS STORES

Shop : 154, OLD CHINA BAZAR STREET
CALCUTTA-700001

Showroom :
115, B. R. B. B. ROAD, CALCUTTA-700001
Phone : Office : 22-8065 Resi. : 35-4437

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments from :

Govind Steel Company Private Limited

219, CHITTARANJAN AVENUE,
CALCUTTA-700006

Approved Contractors of Railway & D. G. S. S. D. and
Manufacturers of all kinds of C. I. Materials.

Largest Manufacturer of C. I. Bottom Plates and
Ingot Moulds for H. S. L. and Mini Steel Plants.

উৎকৃষ্ট মিষ্টান্নর জন্য

রাজ

মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক ও পরিবেশক
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

Phone : 44-3674

Germain Engineering Syndicate

171/2F, Lower Circular Road, Calcutta-700014

***Specialists* :**

Press Tools and Press Metal Works.

***Space donated by* :**

Corrugating and Paper Propessing Commercial (Pvt.) Ltd.

243, B. T. ROAD,
CALCUTTA-700006

***With best Compliments from* :**

Contact us for all your Problems of arranging,
Business Finance or Personal Loans,

Unique Chit-Fund Private Ltd.

(Registered Under Companies Act 1956)

Regd. Office : COMMERCE HOUSE
2, Ganesh Chandra Avenue, (3rd Floor)
CALCUTTA-13
Phone No. 23-0292

শ্রীলক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

২১, কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট

বিখ্যাত দধি ও মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

Dunlop Bus Syndicate

Route 34B

6, Lenin Sarani

Calcutta-700013

With best Compliments of :

NEO ENGINEERS & TRADERS

Engineers, Manufacturers & Machinery Merchants

WORKS :

19/2, BECHU CHATTERJEE STREET

CALCUTTA-9

Phone : 34-5087

OFFICE :

3/1, MANGOE LANE, CALCUTTA-1

Phone : 23-4699

MANUFACTURERS OF :

Drum Controller Resistance Box, Slip Ring Starter, Mining Transformer, Oil Circuit Breaker, Solenoids Contractors, Magnetic Brake, Star/Delta Oil Starter, D. C. Starters and Rehostats of all description.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ্ম ষ্টোর্স
মানেই অভিজাত শাড়ীর দোকান

পদ্ম ষ্টোর্স
মানে অনুপম শাড়ী ব্যবসায়ী

পদ্ম ষ্টোর্স
মানেই আপনার দোকান

পদ্মশ্রী
আপনার ও আপনার শিশুর রেডিমেড পোষাকের দোকান
কলেজ ষ্ট্রীট

With best Compliments of :

Phone : 34-2995

HOSIERY HOUSE
55/1, COLLEGE STREET
CALCUTTA-700012

বিবাহে, অন্নপ্রাশনে, উৎসবে ও মধ্য কলিকাতার উলের একমাত্র
বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

পাল কোং

বি-২৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা-১২

উল, প্রসাধনী খেলনা, উপহার সামগ্রী স্টেনলেশ ষ্টীল, এলুমিনিয়াম ও
হাণ্ডুলিয়ামের বিশেষ আয়োজন আছে।

বিভূতি কেবিনের সৌজন্যে

চা, টোষ্ট, চপ, কাটলেট, মোগলাই পরটা ইত্যাদির জন্য
চির প্রসিদ্ধ।

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

CHUNG WAH Restaurant

13A, CHITTARANJAN AVENUE,
CALCUTTA.

যশোরের চিরুণী মানেই

কিরণ

৪৬ বছরের বাজারের সেরা চিরুণী। মজবুত ও টেকসই বলে আপনার খরচ বাঁচবে চুল আঁচড়ে আরাম পাবেন।

কিরণের চিরুণী

আপনার চিরুণীর সমস্যা মেটাবে

কিরণ প্রোডাক্টস্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

X POSE

39/3, CANAL WEST ROAD, CALCUTTA-700004
Call : 55-0669-Works

Specialists :
Treatment & Processing of Aluminium Anodising,
Colouring & Manufacturing of Nameplates.

With best Compliments from :

ASSOCIATED PIGMENTS LIMITED

14, NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA-700 001
Gram : 'SYNOXIDES' Phone : 22-8912/4
Manufacturers & Exporters of : Red Lead Non-setting,
Lead Suboxide, Litharge, Zinc Oxide, Zinc Dust etc.

Zonal Offices :
1) ASSOCIATED PIGMENTS LTD.
1/4223, Ansari Road, Daryaganj, Delhi-6
2) ASSOCIATED PIGMENTS LTD.
160, Thambu Chetty Street, Madras-600 001
3) ASSOCIATED PIGMENTS LTD.
24/137, Patkapur, Kanpur.

With best Compliments of

M/s. India's Coal Centre

15, Shakespeare Sarani, Calcutta-16
Gram : KINGCOLE
Telephone No. 44-9957 (4 lines)

NELLIMARLA JUTE MILLS CO. LTD.

3A, Shakespeare Sarani, Calcutta-16
Telegram : CRIMARLA, Cal. Telephone : 44-6941, 44-2700, 44-8651

MANUFACTURERS :
Quality B, Twill Bags, Cement, Bags, Jute Twine & Cotton Bagging.

MILLS AT :
NELLIMARLA
Dist. VISAKHAPATNAM (ANDHRA PRADESH)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

B. K. Chandra & Associates

Architects, Consulting Engineers and Valuers

Head Office : 76, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-700013

Phone : 24-1676

Regd. Office : 4, Ramani Chatterjee Road, Calcutta-700029

Phone : 47-5590

Undertake : Wealth Tax Valuation, Estate Duty Valuation, Gift Tax Valuation Survey, Planning Design, Caretaking, Corporation Matters, Project Planning & Industrial Consultants etc. etc.

With best Compliments of :

S. GHOSE & CO.

Stationers Printers, Paper Merchants & General Order Suppliers

1, Gour Laha Street, Calcutta-6

Phone : 55-4640

With best Compliments of :

Shantiniketan Estates Private Ltd.,

8, CAMAC STREET,
CALCUTTA-16

Administrative Office : 11, Clive Row, Calcutta-1

Builders and Promoters of multi-storied building "Shantiniketan" at 8, Camac Street, Calcutta.
Floor spaces for office use available for sale on ownership basis

With best Compliments of :

ASHOKA ROADWAYS

P-9, NEW C. I. T. ROAD,
CALCUTTA-700012

Dial No. : 34-0994, 34-0995, 34-0231

Branch Office :

Agra, Bombay, Bangalore, Coimbatore, Delhi, Gauhati, Hyderabad Ichchapuram, Indore, Kanpur, Madras, Nagpur, Patna, Sambalpur, Jabalpur, Raipur, Siliguri, Cochin Vijayawada, Kottayam

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments from :

The Hindusthan Iron and Steel Co.

ENGINEERS & GOVT. CONTRACTORS

Manufacturers of :
All Sorts of Iron & Steel Bars, Hoops Railway Components & Steel Castings

Codes : A. B. C. Bentleys & Private

Works : 68, Jessore Road, Dum-Dum
Phone : 57-2082 57-2752 Gram : ROLLING Dum—Dum

Head Office : 8, Rajendra Dev Road, Calcutta-7
Phone : 34-4238, 34-4239, 34-9624 & 34-9625
Gram : HISKULL Calcutta.

4, Mahesh Mookherjee Feeder Road
Belgharia, 24 Parganas, Phone : 61-1603

With best Compliments of :

Scientific Supply Agency

29, College Street,
Calcutta-700012

Dealers in Chemicals and General Orders Suppliers and Scientific Appls.

With best Compliments from :

West Bengal Sprit Were House (P) Ltd.

38, COLLEGE STREET,
CALCUTTA-700012

With the best compliments of :

SAMLUKSUN & COMPANY

6-A, South Sealdah Road, Calcutta-15

Specialist In : All sorts of Laboratory Chemicals Equipments, different types of Charts & Models for Physics, Biology, History, Geography etc., Printing & Stationery.
Processors of : "Suresafe" Antiforgery, Photostatic, Plastic covered Special Type IDENTITY CARDS
Suppliers of : Industrial Hand Gloves

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Gram : "RAJARANK"

Phone : Office : 23-3507
Res. : 41-0986

PARASNATH PICTURES

179/1A, Dharamtalla Street

Calcutta-13

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With Best Compliments of

Textile Inland Agencies

4, LYONS RANGE,

CALCUTTA-1

With best Compliments from :

DAVIS & WHITE INDIA (P) LTD.

454, GRATER KARLERT,

NEW DELHI.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

M/s. Som Products (P) Ltd.

Manufacturer of :

"Lily" Gold-Electro Plated Jewellers.

160B, AMHERST STREET, CALCUTTA-700009

Phone : 35-4773

Gram : GOLDPLATED

With best Compliments of :

Phone : 23-5031

ANARKALI RESTAURANT

4B, CHOWRINGHEE ROAD,

CALCUTTA-13

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

KASHINATH DUTTA & SONS

AMHERST STREET, CALCUTTA-700009

All Kind of Paint Dealer

With best Compliments from :

Phone : 57-3800

Mandal Engineering Works

Manufacturers of :
Power Press, Sheet Metal, Machineries, Machine Parts,
Tin Containers, Dice Makers & General Order Suppliers.

126, Jessore Road, (Shyamnagar)
Calcutta-55

Best by Every Taste

Lal Baba Kesheri Zarda

B. T. C. I. (INDIA)

111, Cossipur Road, Calcutta-2

22, Armanian Street, Calcutta-1

উৎসবের দিনে নানা উপহারের ভীড়ে আপনার মনের মত উপহারটিকে হারিয়ে যেতে দিতে চান না নিশ্চয় !

তাহলে আজই আসুন আমাদের যে কোন শাখায়। আপনার প্রিয়জনের মুখে হাসি ফোটাতে সংগ্রহ করুন আমাদের গিফট্‌ চেক যে কোন শাখায় ভাঙ্গাবার ও সুদ পাবার সুযোগ আছে।

সুন্দর ও অভিজাত এই উপহার দিতেও গর্ব, নিতেও আনন্দ।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক

আপনার নিজস্ব ব্যাঙ্ক

হেড অফিস : ১৪, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-৭০০ ০০১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Phone : 34-7383

SMP

লজেন্স

REGD. SMP TRADE MARK

S. M. PRODUCTS

CALCUTTA-7

With best Compliments of :

NEO-PRINT

LETTER PRESS, COLOUR PRINTERS & GENERAL ORDER SUPPLIERS

20A, PATUATOLA LANE

CALCUTTA-700009

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments from :

CHOUDHURY & SONS

Board Merchants & Order Suppliers.

130, Baithakkhana Road

Calcutta-700009

With best Compliments of

KUMAR BROTHERS

73, Jamunalal Bajaj Street

Calcutta-700007

Phone No. : 33-1895

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Space donated by :

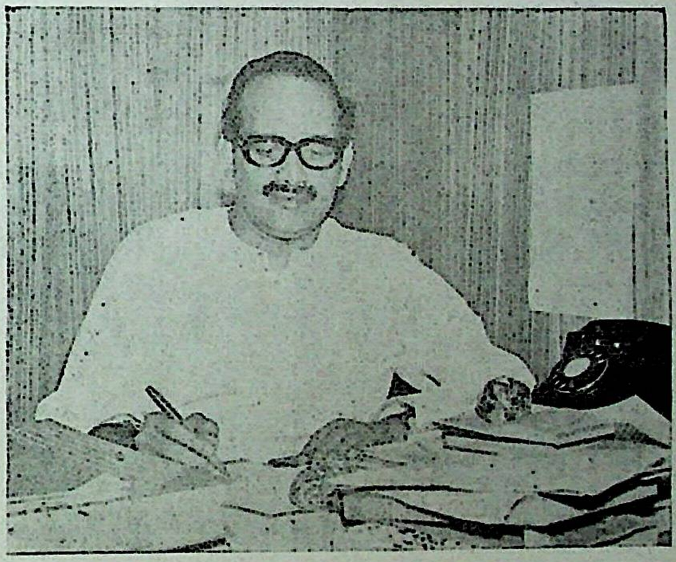

Madan Lal Gupta

37, Biplabi Rash Behari Basu Road,
Calcutta-700001

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

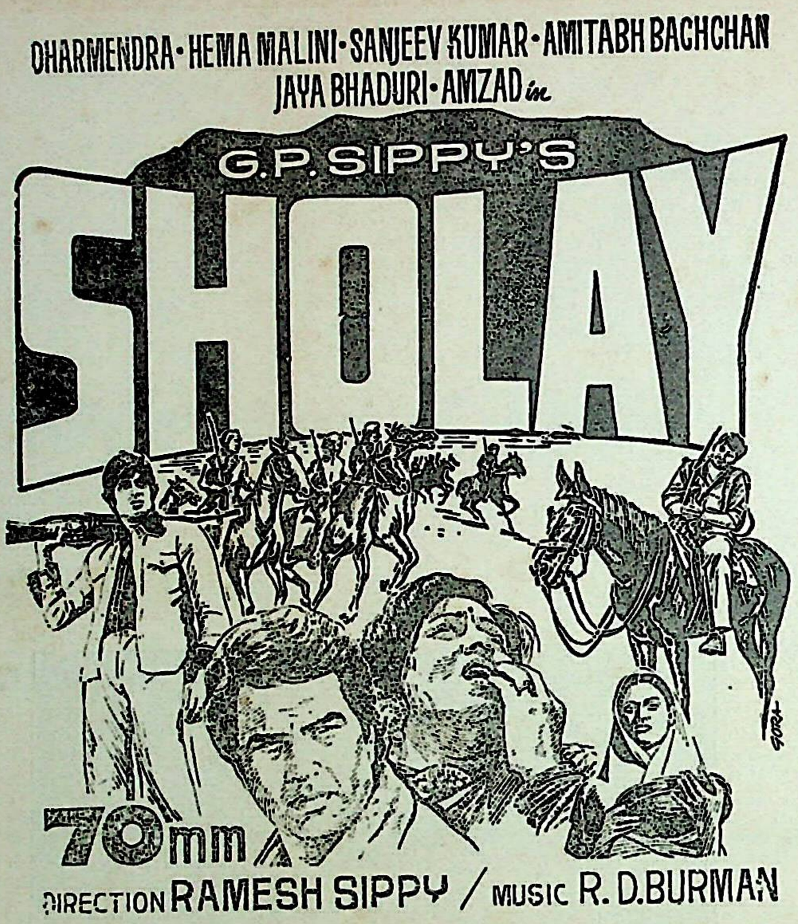

With best Compliments from :

Ananda Publishers Pvt. Ltd.

45, Beniatola Lane

Calcutta-700009

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে...

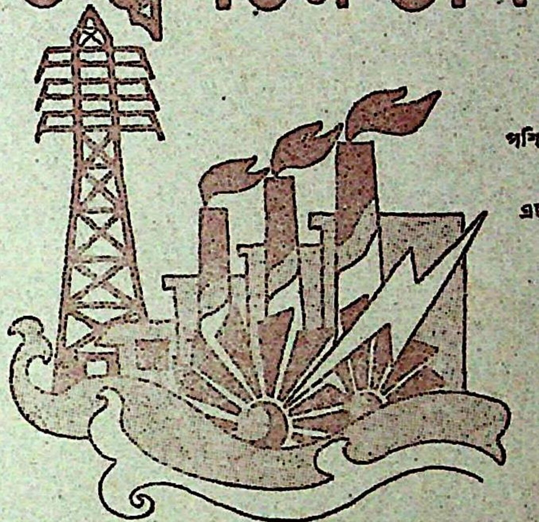

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ এই রাজ্যে কৃষি, শিল্প, রেলচলাচল, গার্হস্থ্য ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। এছাড়া, কলকাতার চাহিদা পূরণেও পর্ষৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালে কলকাতার বিদ্যুৎ সংকটের মোকাবিলায় ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চারটি ইউনিটকেই বছরের অর্ধেক সময় অবিরাম চালু রাখতে হয়েছিল। সাঁওতালডি বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকেও ইতিমধ্যে কলকাতায় বিদ্যুৎ সরাসরি আসছে ২২০ কেভি লাইনের মাধ্যমে। উত্তরবঙ্গে জলঢাকা কেন্দ্র নির্ভরযোগ্যভাবে বিদ্যুৎ যোগান দিয়ে চলেছে।

প্রকল্প : ব্যাণ্ডেল ও সাঁওতালডি—এ দুটি কেন্দ্র বর্তমানে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এছাড়া কোলাঘাটে তিনটি ২০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন ইউনিট স্থাপনের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। জলঢাকা ও কার্শিয়াঙের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর কাজও এগিয়ে চলেছে।

গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ : ইতিমধ্যেই রাজ্যের ১০,০০০টিরও বেশি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। মাত্র আড়াই বছরের মধ্যেই রাজ্যের ৭০০০ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

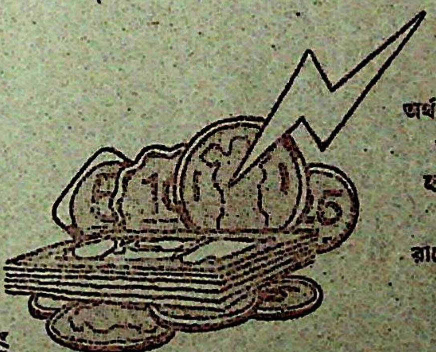

অর্থ : এই বিশাল কর্মকাণ্ডের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড়ের জন্যে পর্ষৎ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে জ্বালানী, মাশুল এবং অন্যান্য খাতে বর্ধিত ব্যয় সামাল দিতে বিদ্যুতের হার সংশোধন করা হয়েছে। বিভিন্ন অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান থেকে যদি ঠিকমতো অর্থ যথাসময়ে পাওয়া যায়, তাহলে ৫ম পরিকল্পনার শেষে রাজ্যে ১০০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, সেগুলির কাজ সময়মতো শেষ করা সম্ভব হবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

TCP/WBSEB312/74

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SARBANI AUTOMOBILES

Indian Oil Service Station

Opp. Indian Airlines Office (C. R. Avenue)

- **WE ARE CALCUTTA'S MOST POPULAR, PRIMIER, PETROLEUM PRODUCTS PEOPLE.**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Compliments & Good wishes for
happy Dewali
From

KHAMIG ENGINEERS PRIVATE LTD.
CONSULTING ENGINEERS

139, Shyama Prosad Mukherjee Road,
CALCUTTA-700026

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

Standard Pharmaceutical Ltd.

24, Park Street, Calcutta-700016

With best Compliments of :

Raja Leather Works

20, Raja Lane, Calcutta-700009

Manufacturers of :

Santiniketan Leathers hand bags.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Space donated by :

S. K. SARKER

12/2, Sree Gopal Mullick Lane
Calcutta-700012

যে কোনও সাজে

রাদুর জুতো

মানায় ভালো।

৭৫এ, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৪-২৪১২

Ring : 34-0168

NEEL KAMAL

E-83, College Street Market
Calcutta-700012

Stockist in : **Readymade Garments**
We Give Gem Bonus Stamp

RING : 34-0168

SALES EMPORIUM

E-82, College Street Market, Calcutta-700012

Exclusive Binny Showroom with Benarasi Saree Dept.
with Tailoring Dept.

- We Give Gem Bonus Stamp

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

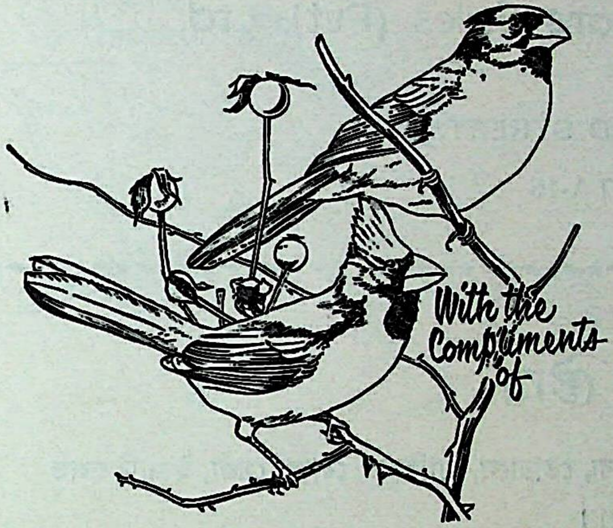

GRACE CINEMA

M. G. Road,
Calcutta-7.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of

Six Stars Sales (Pvt). Ltd.

12/1, KYD STREET,
CALCUTTA-16

কলেজ ষ্টোর্স

হোসিয়ারী দ্রব্য, তোয়ালে, ব্যাসিয়ার, মোজা, গেঞ্জী, ইত্যাদি সুলভ মূল্যে বিক্রেতা।

৫৫, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

With best Compliments of :

Phone : H. Office : 23-5318 Cossipore : 56-3125

Dharampal Chadha & Sons

Head Office :
3, MADAN STREET, CALCUTTA-13

Branches :
NEW DELHI, DELHI, SAMPAT
Phones : 47200 22-3723 564
Auctioneer, Valuers & Contractors

এই ভক্তি আছে বলে
বার মাসে আজো তেরো পার্বন
এই দেশে জাগে এই শুভ নাম
জগত করে যে সরকূর্তন
দেশের সেবায় ধন্য

গাঙ্গুরাম এ্যাণ্ড সন্স

কালিঘাট, ভবানীপুর, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা
ফোন : ৪৬-৬১৬০, ৪৭-২৩৭৭, ২৩-৮৪১৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Phone : 23-9264

Chakravorty & Company
Calculator (India)

35, Chittaranjan Avenue,

Calcutta-700012

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

M/s. Joy Laxmi Textiles (India)

75, SOVABAZAR STREET,
CALCUTTA.
Manufacturer of Hosiery Goods.

With best Compliments of

Simplex Trades Industries

2F, N. K. SAHA LANE,
CALCUTTA-700003

With the best compliments of :

Phone : 33-2579

Bharat Commercial Corporation

Deals in Electrical Overhead & Under Ground line Materials
147, COTTON STREET,
CALCUTTA-700007

With best Compliments of :

Eastern Manufacturing Co. Ltd.

9, BRABOURNE ROAD,
CALCUTTA-700001
Telephone No. 22-8301

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন :

এন. ভট্টাচার্য্য এ্যাণ্ড কোম্পানী

কলিকাতা-১২

Space donated by :

AJOY SREEMANI

অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর নির্ভরযোগ্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত ১৯০৩ সাল

আইসক্রিম দধির বৈশিষ্ট্যে

কমলা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

ফোন : ৩৪-১৩৭৯

অন্য শাখা নাই

১২০/১এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

১। স্পঞ্জএর রসগোল্লা   ২। শোনপাপড়ী
৩। রাজভোগ   ৪। সন্দেশের জন্য বিখ্যাত

সর্ব্বদা যত্নের সহিত অর্ডার সরবরাহ করা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Gram : PIPETTEE ESTD. 1935 Telephones : 44-4855 & 34-3699

Bengal Scientific & Chemical Supply Co.

100, Keshab Chandra Sen Street, Calcutta-9

Importers of : E. Merck, BDH Riedel : De-Hean's Chemicals, Stains, Filter Paper and Pyrex Glassware etc.

Dealers in : All sorts of heavy and fine chemicals, apparatus.

Manufacturers of :

Scientific instruments.
Hospital Appliances
Agricultural Equipments
Shaking Machine
Ovens Water Bath
Soil conductivity by Bridge method
Soil Augars
Core Cutter
Yoder's Sieve shaker as per specification of U. S. A. by wet process
Russian method Sieve Shaker by wet processing
Core samplers for undisturbed soil sample
Permeability apparatus
Infiltration apparatus

Tensiometer for soil tension as per U. S. A. specification

ENQUIRIES SOLICITED

25 years experience in this line
Specialised in Agricultural Chemistry

With best Compliments of :

Phone : 34-8883

New Benarashi House

75/1/1, Mahatma Gandhi Road,

Calcutta-700009

KAMALA TRADERS

Phone—Office : 55-2563 Resi. : 55-0445
Paper and Board Merchants

69, Beniatola Street, Calcutta-5
P. B No. 12222

Distributors of :

The Titaghur Paper Mills Co. Ltd.
Rohtas Industries Ltd.
Everest Paper Mills (P) Ltd.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

No.
Ashram
BANARAS.

Phone No. : 35-4985

UNIQUE METAL INDUSTRIES PRIVATE LTD.

4, Ram Mohan Mullick Garden Lane,
Beliaghata.

Manufacturers of :
Steel Furniture, Mechanical & Structural Engineers.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Space donated by :

Calcutta Gunny & Hossiery Traders

2, WATKIMS LANE,
HOWRAH.

With best Compliments of

Turner Morrison & Co. Ltd.

6, Lyons Range, Calcutta-700001
16, Bank Street, Bombay-400023

শ্রীশ্রী৺কালীপূজার প্রীতি ও শুভেচ্ছা—

মেসার্স নন্দলাল কর্মকার গ্রাণ্ডসন অফ উমাচরণ কর্মকার

অফিস ও কারখানা ঃ

১২৭নং নারিকেল ডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা-৫৪

সঠিক মাপ ও ওজন চান তো উমাচরণ কর্মকারের
"বিশ্বনাথ মার্কা" কাঁটা ব্যবহার করুন।

Attention Manufacturers of Handbags, Chappals, Garments, Belts, Shoes, Diaries, Hats, Radio Cases, Upholstery Etc. Please Contract us for your Requirement of Artificial Velvet & Flocked Fabrics.

VELVET CENTRE

5, Synagogue Street, Calcutta-700001
Phone : 22-7823

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CALCUTTA IMPROVEMENT TRUST

BUILDING PLOTS FOR SALE

Plots in different localities of Calcutta re available for sale either on full or deferred payment basis. For detailed particulars kindly contact the Chief Valuer of the Trust (6th floor) during office hours.

J. C. Talukdar
Chairman

Calcutta Improvement Trust

Headquarters Building,

P-16, India Exchange Place Extn.,

CALCUTTA-700012

MURARKA

Makers of High Class Paints, Varnishes, Enamels, Zinc Oxide & Red Lead Powder.

The Murarka Paint & Varnish Works Ltd.

(Established-1921)

4E, Dalhousie Sqr., 29, Stephen House,

Calcutta-1.

Phone : 23-7626, 23-7627, 23-7786, 23-5345. 23-5346

Gram : "VARNISH"

Telex : 021-7054

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments from :

P. Sen & Company

17, LAUDON STREET,

CALCUTTA-700017

Phone No. 44-1306

Fabrication, Erection, & Rerractories, Engineers, Rourkela, Durgapur, Bhilai, Iisco, Jamshedpur, Loyabad, Korba.

With best Compliments from :

ALFA DISTRIBUTORS

2/2A, ISWAR MILL LANE'
CALCUTTA-700006

Sole Marketing Agent in West Bengal
Orissa and Assam

For

M/s. Indo German Alkaloids

BOMBAY

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

Arun Kumar Saha & Co.

1A, Buddhu Ostagar Lane,
Calcutta-700009

Dealers of :
All Kinds of Strhw Board and Mill Board.

With best Compliments of :

For Durable & Variety Types

M/s. M. L. DUTT & CO. PRIVATE LTD.

MANUFACTURERS OF :
Printing Types & Materials

Dealers in :
Printing, Binding Machineries & Allied equipments.

93/3/1, BAITHAKKHANA ROAD,
CALCUTTA-700009

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments of :

OJHA & CO.

B-10, College Street Market,
Calcutta-12

Dealers in :
GHEE, BUTTER & OIL

With best Compliments from :

BHANU STORES

COLLEGE STREET MARKET,
CALCUTTA-12

Fancy Shoe and Chappal Seller

With the best compliments of :

Seema Foot Wear

E-91, COLLEGE STREET MARKET,

CALCUTTA-700012

With best Compliments of

Guru Nanak Bhandar

Dealers in : Readymade Garments

172, M. G. ROAD, CALCUTTA-700007

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩৮৩ সালের

গুপ্তপ্রেস ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।
বিজ্ঞাপনদাতাগণ সত্বর হউন।

গুপ্তপ্রেস

৩৭/৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৪-৪৫৮৪

দীপাবলীর এই উৎসব,
হয়ে উঠুক আনন্দময়।
করুক সূচনা
মঙ্গলময় জীবনের।
সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি ভরে তুলুক
গ্রাম গ্রামান্তর।

অনীতা

৭৬নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

With best Compliments from :

Vijayshree Rubber Enterprise

Rubber Moulder & Manufacturers of
Rubber Components.
(Rubber Bush Kits & Hose Pipes)

Office & Works :
16, Pran Krishna Chandra Lane,
Calcutta-53

With best Compliments of :

VOLTAS LIMITED

8, Netaji Subhas Road,

Calcutta-700001

Phone : 22-8128

TECHNO SALES

Manufacturers & Stockists :
Valves & Cocks Wheel Barrows Trolleys
Machining & Casting Jobs.
Precision & all Sorts of Industrial Engineering
Equipments & General Order Suppliers.

40, STRAND ROAD, CALCUTTA-700001
P.O. Box No. 2163

With best Compliments of :

Dial : 35-7624

Messrs. New India Engineers Syndicate

Govt. Contractor : P.W.D., C.M.D.A,
Irrigation, C.P.W.D. & Public Sectors.

50/H/16/1, Chaul Patty Road,
Calcutta-700010

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
Shri Sri Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

L Y
N
aram
35

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশ্চিমবাঙলা

দার্জিলিং